বাংলাদেশ বাণিজ্যিক নৌপরিবহন আইন ২০২০

MARINECARE Consultants Bangladesh Ltd.

বাণিজ্যিক নৌপরিবহণ সংক্রান্ত যাবতীয় বিষয়ে বিধান প্রণয়নের জন্য এবং সাধারণভাবে বাণিজ্যিক নৌপরিবহণ বিষয়ক আইনসমূহের পুনর্বিন্যাস ও সংশ্লিষ্ট অন্যান্য উদ্দেশ্যে প্রণীত আইন।

প্রথম অংশ

প্রশাসন

প্রথম অধ্যায়

প্রারম্ভিক

১। সংক্ষিপ্ত শিরোণাম ও প্রবর্তন

(১) এই আইন বাংলাদেশ বাণিজ্যিক নৌপরিবহন আইন ২০২০ নামে অভিহিত হইবে।

(২) ইহা সরকার সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা যেই তারিখ নির্ধারিন করিবে সেই তারিখে কার্যকর হইবে, এবং এই আইনের বিভিন্ন বিধানের জন্য এইরূপ বিভিন্ন তারিখ নির্ধারিন করিতে পারিবে।

২। প্রয়োগ

(১) ভিন্নরূপ কোন সুস্পষ্ট বিধান না থাকিলে, এই আইন নিম্নোক্ত ক্ষেত্রসমূহে প্রযোজ্য হইবে:
- (ক) অভ্যন্তরীণ জাহাজ ব্যতীত সকল বাংলাদেশ জাহাজ, উহা যেখানেই থাকুক না কেন; এবং
- (খ) অন্যান্য সকল জাহাজ যখন উহা বাংলাদেশের আঞ্চলিক সমুদ্রসীমার মধ্যে বা অন্যান্য জলসীমার মধ্যে অবস্থিত কোন বন্দরে বা স্থানে অবস্থান করে।

(২) এই আইনে ভিন্নরূপ কোন বিধান না থাকিলে এই আইনের কোন কিছুই নিম্নোক্ত ক্ষেত্রসমূহে প্রযোজ্য হইবে না:
- (ক) বাংলাদেশ পুলিশের জাহাজ;
- (খ) বাংলাদেশ নৌবাহিনীর বা বিদেশী কোন নৌবাহিনীর জাহাজ;
- (গ) প্রতিরক্ষা বাহিনীর জাহাজ;
- (ঘ) সরকারের মালিকানাভূক্ত বা নিয়ন্ত্রণাধীণ অন্য কোন জাহাজ যাহা লাভজনক কর্ম ব্যতীত অন্য কোন সরকারী কর্মে নিয়োজিত।

৩। এই আইনের প্রাধান্য

আপাতত বলবৎ অন্য কোন আইনে ভিন্নরূপ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, এই আইনের প্রাধান্য বজায় থাকিবে।

৪। সংজ্ঞা

প্রসংগের পরিপন্থী কিছু না থাকিলে, এই আইনে -

(১) "এ্যাডমিরালটি কোর্ট" অর্থ হাইকোর্ট বিভাগের একটি বেঞ্চ যাহার এ্যাডমিরালটি কোর্ট আইন ২০০০ (২০০০ সালের ৪৩ সং আইন) এর ধারা ৩ মোতাবেক এ্যাডমিরালটি এক্তিয়ার রহিয়াছে;

(২) "শিক্ষানবীশ" অর্থ কোন ব্যক্তি যে সমুদ্রে চাকুরীর প্রশিক্ষণের জন্য নিযুক্ত হইয়াছে, উহা শিক্ষানবীশ বা ক্যাডেট বা যে নামেই অভিহিত হউক না কেন;

(৩) "বাংলাদেশ কনসুলার অফিস" অর্থ সরকার কর্তৃক নিযুক্ত একটি কনসুলার অফিস, এবং নিম্নলিখিতরাও উহার অন্তর্ভূক্ত হইবে:
- (ক) যেকোন ব্যক্তি যিনি সরকার কর্তৃক এতদুদ্দেশ্যে নিযুক্ত হইয়াছেন; এবং

(খ) একজন সামুদ্রিক কাউন্সেলর যিনি লন্ডনে বাংলাদেশ কনসুলার অফিসারের দায়িত্বে নিয়োজিত রহিয়াছেন।

(৪) “বাংলাদেশ জাহাজ” অর্থ কোন জাহাজ যাহা এই আইনের অধীনে বাংলাদেশে নিবন্ধিত হইয়াছে, এবং বাংলাদেশী জলযান ও বাংলাদেশী মৎস্য জাহাজও অনুরূপভাবে অনূদিত হইবে;

(৫) “বাংলাদেশ জলসীমা” অর্থ বাংলাদেশ সামুদ্রিক অঞ্চল আইন ২০১৮ (Bangladesh Maritime Zone Act 2018)- এর চতুর্থ অংশে সংজ্ঞায়িত আঞ্চলিক সমুদ্রসীমা;

(৬) “বেয়ারবোট ভাড়ার শর্তাবলী”, কোন জাহাজ সম্পর্কে, বুঝাইবে কোন নির্দিষ্ট মেয়াদে এমন শর্তে ভাড়া নেওয়া যাহা ভাড়াকারীকে মাস্টার ও নাবিক নিয়োগের অধিকারসহ জাহাজের দখল ও নিয়ন্ত্রণ প্রদান করিবে;

(৭) “ভাড়ার মেয়াদ” অর্থ যেই মেয়াদে জাহাজ বেয়ারবোট ভাড়ার শর্তাবলীতে ভাড়া দেওয়া হয়;

(৮) “প্রধান প্রকৌশলী ও জাহাজ সার্ভেয়ার” অর্থ এই আইনের ধারা ৬(৩)-এর অধীনে নিযুক্ত প্রধান প্রকৌশলী ও জাহাজ সার্ভেয়ার;

(৯) “প্রধান নটিক্যাল সার্ভেয়ার” অর্থ এই আইনের ধারা ৬(৩)-এর অধীনে নিযুক্ত প্রধান নটিক্যাল সার্ভেয়ার;

(১০) “ক্লাসিফিকেশন সোসাইটি” অর্থ আন্তর্জাতিক ক্লাসিফিকেশন সোসাইটি সংগঠন (International Association of Classification Societies (IACS) বা বাংলাদেশ কর্তৃক স্বীকৃত অন্য কোন ক্লাসিফিকেশন সোসাইটি;

(১১) “উপকূলীয় নৌপরিবহন চুক্তি” অর্থ সরকার কর্তৃক অন্যান্য উপকূলীয় রাষ্ট্রসমূহের সাথে সম্পাদিত কোন উপকূলীয় চুক্তি;

(১২) “উপকূলীয় জাহাজ” অর্থ অনধিক এক হাজার পাচশত গ্রস্ টনেজ বিশিষ্ট কোন জাহাজ যাহা শুধুমাত্র বাংলাদেশ জলসীমায় অবস্থিত বন্দর বা স্থানসমূহে বাণিজ্যে নিয়োজিত;

(১৩) “উপকূলীয় ব্যবসা” অর্থ সরকার কর্তৃক স্বীকৃত এবং ঘোষিত বাংলাদেশের বিভিন্ন বন্দর বা স্থানসমূহের ভিতরে অথবা এইরূপ কোন বন্দর বা স্থান হইতে বঙ্গোপসাগরের উপকূলবর্তী অন্যান্য রাষ্ট্রের কোন বন্দর বা স্থানে সমুদ্রপথে যাত্রী বা মালামাল পরিবহন;

(১৪) “উপকূল” বলিতে খাঁড়ি ও জোয়ার বিশিষ্ট উপকূলও বুঝাইবে;

(১৫) “শুল্ক কমিশনার” বলিতে কাস্টমস্ আইন, ১৯৬৯ (১৯৬৯ সালের ৪ নং আইন) এর অধীনে নিযুক্ত কোন শুল্ক কমিশনারকে বুঝাইবে, এবং এই আইনের অধীনে তাঁহার কোন কার্য সম্পাদনের জন্য তাঁহার মনোনীত যেকোন শুল্ক কর্মকর্তাও উহার অন্তর্ভূক্ত হইবে;

(১৬) “নৌ শিক্ষা নিয়ন্ত্রক” অর্থ এই আইনের ধারা ৬(৩)-এর অধীনে নিযুক্ত নৌ শিক্ষা নিয়ন্ত্রক;

(১৭) “শিশু” অর্থ অনধিক আঠার বৎসরের কোন ব্যক্তি এবং তাহাকে “তরুণ” বলিয়াও অভিহিত করা যাইতে পারে;

(১৮) “কোম্পানী” কোম্পানী আইন ১৯১৩ (১৯১৩ সালের ৭ নং আইন) এর ধারা ২ এ বর্ণিত একই অর্থ বহন করিবে, এবং অন্তর্ভূক্ত করিবে:

(ক) একটি বিধিবদ্ধ সংস্থা যাহা সাময়িকভাবে বলবৎ কোন আইন দ্বারা বা উহার অধীনে গঠিত বা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে; এবং

(খ) কোন অংশীদারীত্ব বা সমিতি, নিবন্ধিত হউক বা না হউক।

(১৯) “কনসুলার কর্মকর্তা” অর্থ এইরূপ কোন ব্যক্তি যিনি বাংলাদেশ সরকারের পক্ষে কনসুলার কর্মকর্তার দায়িত্বে নিয়োজিত আছেন, এবং বাংলাদেশ ব্যতীত অন্য রাষ্ট্রের ক্ষেত্রে, বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক উক্ত রাষ্ট্রের কনসুলার কর্মকর্তা হিসাবে অনুমোদিত কোন কর্মকর্তাকে বুঝাইবে;

(২০) “পরিবেশের ক্ষতি” অর্থ দূষণ, কলুষন, অগ্নি, বিস্ফোরন ও এইরূপ গুরুত্বপূর্ণ নিয়ামকসমূহ দ্বারা মানুষের স্বাস্থ্য বা সামুদ্রিক প্রাণ বা উপকূলীয় বা অভ্যন্তরীণ জলসীমায় বা তৎসংলগ্ন ই, ই, জেড অঞ্চলের বহিঃসীমানা অব্দি এলাকায় সম্পদের বিশাল শারীরিক ক্ষতি;

(২১) “বিপজ্জনক পদার্থ” বা “ “বিপজ্জনক প্রকৃতির পদার্থ” SOLAS এ বর্ণিত একই অর্থে বুঝাইবে;

(২২) “অধিদপ্তর” অর্থ এই আইনের ধারা ৬ এর অধীনে প্রতিষ্ঠিত নৌপরিবহন অধিদপ্তর;

(২৩) ‘জাহাজত্যাগ” অর্থ নাবিক কর্তৃক ইচ্ছাকৃত ও উদ্দেশ্যমূলকভাবে জাহাজ পরিত্যাগ বা বর্জন, এবং বিশেষভাবে -

(ক) কোন নাবিক যেই জাহাজে নিযুক্ত রহিয়াছে সেই জাহাজে, উহা তাহার নিজ দেশের কোন বন্দর ব্যতীত অন্য কোন বন্দর ত্যাগের পূর্বে, মাষ্টার কর্তৃক নির্ধারিত সময়ে হাজির হইতে ব্যর্থ হওয়া;

(খ) কোন নাবিক কোন জাহাজ কোন বিদেশী রাষ্ট্রের, যেই রাষ্ট্রে সে উক্ত জাহাজে যোগদানের উদ্দেশ্যে আকাশপথে বা অন্য উপায়ে পৌঁছাইয়াছে, কোন বন্দর ত্যাগের পূর্বে, সেই জাহাজে যোগদানে ব্যর্থ হইলে;

(গ) কোন নাবিক, নিজগৃহে প্রত্যাবর্তন বা মালিক কর্তৃক নির্দেশিত অন্যত্র গমনের উদ্দেশ্যে, সে যেই জাহাজে কর্মরত উহা হইতে অবতরণের পর, কোন বিদেশী রাষ্ট্রের উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নির্ধারিত সময়ের মধ্যে উক্ত রাষ্ট্র ত্যাগ করিতে ব্যর্থ হইলে:

কিন্তু যখন তাহার নিয়ন্ত্রণ বহির্ভূত কোন কারণে কোন নাবিক উপরোক্ত দফা (ক), (খ) বা (গ) -তে উল্লেখিত কোন অবস্থায় পতিত হয়, তাহা হইলে, যদি হাজির হইবার নির্ধারিত সময়ের তিন দিনের মধ্যে সে উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের নিকট বা তাহার জাহাজের স্থানীয় এজেন্টের নিকট হাজির হয় এবং স্বেচ্ছায় স্বদেশ প্রত্যাবর্তন করে ও মহাপরিচালকের নিকট হাজির হয়, অথবা তাহার মালিক কর্তৃক দরকার হইলে জাহাজে যোগ দেয়, সে জাহাজত্যাগ করিয়াছে বলিয়া বিবেচিত হইবে না;

(২৪) “মহাপরিচালক” অর্থ এই আইনের ধারা ৬(১) অনুযায়ী নিযুক্ত নৌপরিবহণ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক;

(২৫) “বিপদ্‌গ্রস্ত নাবিক” অর্থ এই আইনের অধীনে নিযুক্ত কোন নাবিক যে বাংলাদেশের বাহিরের কোন বন্দর বা স্থানে কোন জাহাজ হইতে অব্যাহতি পাওয়ার কারণে বা তাহাকে পিছনে ফেলিয়া যাওয়ার কারণে বা জাহাজ বিধ্বস্ত হইবার কারণে বিপদ্‌গ্রস্ত অবস্থায় আছে;

(২৬) “মালিক”, নাবিকের ক্ষেত্রে, যেই ব্যক্তি কোন নাবিকের সহিত জাহাজের নাবিক হিসাবে চাকুরীর জন্য চুক্তি সম্পাদন করে তাহাকে বুঝাইবে;

(২৭) “সরঞ্জামাদি”, কোন জাহাজ সম্পর্কে, অন্তর্ভূক্ত করিবে নৌকা, কপিকল, পাম্প, বস্ত্র, আসবাব, প্রত্যেক প্রকারের প্রাণ রক্ষাকারী যন্ত্রপাতি, খুচরা যন্ত্রাংশ, মাস্তুল, দড়িদড়া ও পাল, কুয়াশা সংকেত, আলোক, বিপদের সংকেত ও আকৃতি, ঔষধ ও ডাক্তারী ও অস্ত্রোপচারের গুদার ও যন্ত্রপাতি, চার্ট, রেডিও স্থাপনা, অগ্নি রোধক, নিরূপক ও নির্বাপক যন্ত্রপাতি, বালতি, কম্পাস, কুড়াল, লন্ঠন, বোঝাই ও খালাস গীয়ার, এবং সকল রকমের যন্ত্রপাতি, এবং জাহাজের ও জাহাজ চালনা ও নিরাপত্তার উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত ও প্রয়োজনীয় সকল প্রকারের গুদাম বা উপকরণ;

(২৮) “পরীক্ষক” অর্থ অত্র আইনের ধারা ৬(৩)-এর অধীনে নিযুক্ত পরীক্ষক;

(২৯) “একান্ত অর্থনৈতিক অঞ্চল” অর্থ বাংলাদেশ সামুদ্রিক অঞ্চল আইন ২০১৮-এর চতুর্থ অংশে সংজ্ঞায়িত অঞ্চল;

(৩০) “মৎস্য জাহাজ” অর্থ যেকোন আকৃতির ও যেকোন উপায়ে চালিত কোন জাহাজ যাহা শুধুমাত্র লাভের জন্য সমুদ্রে মাছ ধরার কাজে নিয়োজিত;

(৩১) “বিদেশী রাষ্ট্র” অর্থ বাংলাদেশ ব্যতীত অন্য যেকোন রাষ্ট্র;

(৩২) “বিদেশী জাহাজ” অর্থ বাংলাদেশে নিবন্ধিত নহে এইরূপ জাহাজ;

(৩৩) “বিদেশগামী জাহাজ” অর্থ সমুদ্রপথে বাংলাদেশের কোন স্থান বা বন্দর এবং বাংলাদেশের বাহিরের কোন স্থান বা বন্দরের ভিতরে চলাচলকারী ব্যবসায় নিয়োজিত জাহাজ;

(৩৪) “সরকার” অর্থ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সরকার, এবং অত্র আইনের অধীনে শুধুমাত্র বিধি ও প্রবিধি প্রণয়ন সংক্রান্ত বিষয়ে, সরকারের নৌপরিবহণ মন্ত্রী;

(৩৫) “গ্রস্”, জাহাজের টনেজের ক্ষেত্রে, অত্র আইনের অধীনে নিবন্ধিত টনেজ বুঝাইবে;

(৩৬) “সরকারী জাহাজ” অর্থ সরকারের মালিকানাধীন বা সরকার কর্তৃক পরিচালিত যেকোন জাহাজ বা সরকারের পক্ষে বা সরকারের লাভের জন্য অন্যকোন ব্যক্তি কর্তৃক ধারণকৃত যেকোন জাহাজ;

(৩৭) “শস্য” জনার, গম, ভুট্টা (কর্ন), যব, রাই, বার্লি, ধান, পাল্স, তিল ও বীজ অন্তর্ভূক্ত করিবে;

(৩৮) “পোতাশ্রয়” অন্তর্ভূক্ত করিবে নদীর মোহনা, জাহাজঘাটা, জেটি ও অন্যান্য স্থান যেখানে জাহাজ আশ্রয় লইতে পারে বা যাত্রী বা মাল বোঝাই বা খালাস করিতে পারে;

(৩৯) “আই, এল, ও বলিতে আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থাকে বুঝাইবে;

(৪০) “আন্তর্জাতিক সমুদ্রযাত্রা” অর্থ সমুদ্রপথে বাংলাদেশের কোন স্থান বা বন্দর হইতে বাংলাদেশের আঞ্চলিক জলসীমার বাহিরের কোন স্থান বা বন্দরে, বা বিপরীতমুখী, সমুদ্রযাত্রা;

(৪১) “অভ্যন্তরীণ জলসীমা”, বাংলাদেশ সম্পর্কে, অর্থ বাংলাদেশ সামুদ্রিক অঞ্চল আইন ২০১৮-এ সংজ্ঞায়িত আঞ্চলিক সমুদ্রের প্রস্থ নির্ণয়ের জন্য তটরেখা হইতে ভূমিমুখী বাংলাদেশ জলসীমা;

(৪২) “অভ্যন্তরীণ জাহাজ” অর্থ অভ্যন্তরীণ নৌপরিবহণ আইন ২০১৯-এর অধীনে নিবন্ধিত কোন জাহাজ;

(৪৩) “ব্যবস্থাপনা মালিক” অর্থ নিবন্ধিত মালিক ব্যতীত অন্য কোন ব্যক্তি যে মালিকের পক্ষে জাহাজের প্রাত্যহিক ব্যবস্থাপনার কাজে নিয়োজিত;

(৪৪) “নৌ আদালত” অর্থ অভ্যন্তরীণ নৌপরিবহণ আইন ১৯৭৬-এর অধীনে গঠিত কোন আদালত;

(৪৫) “সামুদ্রিক কনভেনশন” অর্থ UN, IMO বা ILO কর্তৃক গৃহীত সমুদ্র বিষয়ক কনভেনশন যাহা বাংলাদেশে স্বীকৃত;

(৪৬) “সমুদ্র বিষয়ক উপদেষ্টা” অর্থ অত্র আইনের ধারা ৬(৩)-এর অধীনে নিযুক্ত সমুদ্র বিষয়ক উপদেষ্টা;

(৪৭) “সামুদ্রিক শ্রম কনভেনশন” (Maritime Labour Convention (MLC) অর্থ আন্তর্জাতিক শ্রম সংগঠন কনভেনশন (International Labour Organization Convention), নং ১৮৬, যাহা ২০০৬ সালে প্রতিষ্ঠিত ও ২০১৩ সালের ২০ অগাষ্ট কার্যকর হইয়াছে;

(৪৮) “মাষ্টার” বলিতে পাইলট ব্যতীত জাহাজের নিয়ন্ত্রণ ও দায়িত্বে থাকা প্রত্যেক ব্যক্তিকে বুঝাইবে, এবং মৎস্য জাহাজের ক্ষেত্রে, অধিকর্তাকে বুঝাইবে;

(৪৯) “মাইল” অর্থ ১,৮৫২ মিটারের আন্তর্জাতিক নটিক্যাল মাইল;

(৫০) “জাতীয় পতাকা” অর্থ বাংলাদেশের জাতীয় পতাকা;

(৫১) “নতুন জাহাজ” অর্থ কোন জাহাজ - যাহার তলদেশ স্থাপিত হইয়াছে; বা যাহা অত্র আইন কার্যকর হইবার পর বহূল পরিমাণে পরিবর্তিত বা পুনর্গঠিত হইয়াছে;

(৫২) “দাপ্তরিক লগ্‌বুক” অর্থ ধারা ১৭৭-এর অধীনে রক্ষণীয় দাপ্তরিক লগ্‌বুক;

(৫৩) “সংস্থা” বা “আই,এম,ও” অর্থ আন্তর্জাতিক সমুদ্র সংস্থা (International Maritime Organization);

(৫৪) “মালিক” জাহাজের ক্ষেত্রে, বা “জাহাজমালিক” নিবন্ধিত জাহাজের ক্ষেত্রে, অর্থ নিবন্ধিত মালিক, এবং বেয়ারবোট বা ডিমাইজ ভাড়াকারী এবং ব্যবস্থাপনা মালিক বা ব্যবস্থাপনা এজেন্টও উহার অন্তর্ভূক্ত হইবে;

(৫৫) “যাত্রী” অর্থ জাহাজ দ্বারা পরিবাহিত যেকোন ব্যক্তি, নিম্নরূপ ব্যতীতঃ

(ক) কোন ব্যক্তি যে জাহাজের কার্যে জাহাজের যেকোন পদে নিযুক্ত; বা

(খ) কোন ব্যক্তি যে মাষ্টারের উপর রেককৃত, বিপদ্গ্রস্ত বা অন্য ব্যক্তি বহন করিবার দায়িত্বের কারণে জাহাজে আছে, বা এমন কোন কোন অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে আছে যাহা মাষ্টার বা ভাড়াকারী, যদি থাকে, পূর্বাহ্নে প্রতিরোধ বা প্রতিহত করিতে পারে নাই; বা

(গ) এক বৎসরের নীচের বয়সী কোন শিশু।

(৫৬) “যাত্রীবাহী জাহাজ” অর্থ বারোজনের অধিক যাত্রী বহনকারী কোন জাহাজ;

(৫৭) “(দন্ডের) ইউনিট” অর্থ এক টাকা বা সরকার কর্তৃক সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা সময় সময় নির্ধারিত অন্য যেকোন পরিমাণ অর্থ;

(৫৮) “পাইলট” অর্থ, কোন জাহাজের ক্ষেত্রে, জাহাজের কোন ব্যক্তি নহে কিন্তু কোন বন্দর সীমানার ভিতরে বা বাহিরে জাহাজ চালনার দায়িত্বপ্রাপ্ত কোন ব্যক্তি;

(৫৯) “তীর্থযাত্রী” অর্থ এমন কোন ব্যক্তি যে নাবিকদলের সদস্য বা এক বৎসরের নীচের কোন শিশু নহে, এবং হজ্ব পালনের জন্য হেজাজ যাইতেছে বা হজ্ব পালনান্তে হেজাজ হইতে প্রত্যাবর্তন করিতেছে, এবং হেজাজে প্রকৃতপক্ষে পদার্পন করে নাই এইরূপ ব্যক্তিও অন্তর্ভূক্ত হইবে।

(৬০) “তীর্থযাত্রী জাহাজ” অর্থ কোন জাহাজ যাহা বাংলাদেশের কোন বন্দর বা স্থান হইতে লোহিত সাগর বা পারস্য উপসাগরে, অথবা বিপরীতমুখে, তীর্থযাত্রী বহন করিতেছে বা করিবে।

(৬১) “দূষণ” অর্থ প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভাবে মনুষ্য সৃষ্ট বর্জ্য সমুদ্রে ফেলা যাহা ক্ষতিকর প্রভাব ফেলে বা ফেলিবার সম্ভাবনা তৈরী করে, যেমন জীবিত সম্পদ ও সামুদ্রিক জীববৈচিত্র্যের ক্ষতি, মনুষ্য স্বাস্থ্যের ঝুঁকি, সামুদ্রিক কর্মকান্ডের অন্তরায় (মাছধরা ও সমুদ্রের অন্যান্য বৈধ ব্যবহারসহ), সমুদ্রজলের ব্যবহারে গুনগত বৈকল্য ও রম্যতা হ্রাসকরণ ইত্যাদি;

(৬২) “বন্দর” অর্থ যেকোন বন্দর যাহা সরকার, সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, ঘোষণা করিবে, বা সাময়িকভাবে বলবৎ যেকোন আইনের অধীনে বন্দর বলিয়া ঘোষণা করিয়াছে;

(৬৩) “বন্দর কর্তৃপক্ষ” অর্থ কোন পোতাশ্রয়ের ব্যবস্থাপনা, নিয়ন্ত্রণ ও রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্বপ্রাপ্ত সকল ব্যক্তি;

(৬৪) “নিবন্ধন বন্দর” অর্থ, কোন জাহাজের ক্ষেত্রে, উক্ত জাহাজ যেই বন্দরে নিবন্ধিত বা সাময়িকভাবে নিবন্ধিত;

(৬৫) “যন্ত্রচালিত”, কোন জাহাজের ক্ষেত্রে, যন্ত্র দ্বারা পরিচালিত জাহাজ বুঝাইবে;

(৬৬) “নির্ধারিত” অর্থ অত্র আইনের অধীনে প্রণীত বিধি বা প্রবিধান দ্বারা নির্ধারিত;

(৬৭) “মূখ্য কর্মকর্তা” অর্থ অত্র আইনের ধারা ৬(১) অনুযায়ী নিযুক্ত মূখ্য কর্মকর্তা;

(৬৮) “রেক্ রিসিভার” অর্থ অত্র আইনের ধারা ৬(৭) অনুযায়ী নিযুক্ত রেক রিসিভার;

(৬৯) “জাহাজ নিবন্ধক” অর্থ অত্র আইনের ধারা ৮-এর অধীনে উক্তরূপে নিযুক্ত ব্যক্তি;

(৭০) "প্রবিধান" অর্থ অত্র আইনের অধীনে প্রণীত প্রবিধান;

(৭১) "আর,ও কোড" অর্থ রেজল্যুশন MSC.349(92) ও MEPC.237(65) দ্বারা গৃহীত Code for Recgonzed Organizations (RO Code);

(৭২) "পালের জাহাজ" অর্থ নিম্নরূপ যেকোন জাহাজ:

(ক) যাহা সম্পূর্ণরূপে পাল দ্বারা সজ্জিত, বা

(খ) যাহাতে শুধুমাত্র পাল দ্বারা চালনার জন্য যথেষ্ট পাল এলাকা বিদ্যমান, এবং যন্ত্র দ্বারা চালিত হইবার সাজসজ্জা থাকিলেও উহা শুধুমাত্র সহায়ক শক্তি হিসাবে রহিয়াছে, এবং দাঁড়ের জাহাজ বা ডিঙি ইহার অন্তর্ভূক্ত হইবে কিন্তু প্রমোদতরী নহে;

(৭৩) "উদ্ধার", উদ্ধার কনভেনশন সাপেক্ষে, উদ্ধারকারী কর্তৃক উদ্ধারসেবার বিপরীতে ব্যয়িত সকল খরচও অন্তর্ভূক্ত হইবে;

(৭৪) "উদ্ধার কনভেনশন" অর্থ International Convention on Salvage 1989;

(৭৫) "উদ্ধারকার্য" অর্থ নাব্যজল বা অন্যকোন জলে বিপদ্গ্রস্ত জাহাজ বা অন্যকোন সম্পত্তি উদ্ধারে গৃহীত কার্য বা কার্যক্রম;

(৭৬) "উদ্ধারসেবা" অর্থ উদ্ধারকার্যের সহিত সরাসরি সম্পৃক্ত প্রদত্ত সেবা;

(৭৭) "উদ্ধারকারী" অর্থ উদ্ধারসেবা প্রদানকারী ব্যক্তি;

(৭৮) "নাবিক" (Seafarer) অর্থ কোন ব্যক্তি যে জাহাজের কার্যে জাহাজের যেকোন পদে নিযুক্ত, মাষ্টার ও শিক্ষানবীশ সহ;

(৭৯) "সমুদ্রগামী" অর্থ, কোন জাহাজের ক্ষেত্রে, যাহা বাংলাদেশের আঞ্চলিক জলসীমার বাহিরে সমুদ্রে যাতায়াত করে বা পরিচালিত হয়;

(৮০) "জাহাজ" অর্থ পানিতে চলাচলকারী বা চলাচলের যোগ্য যেকোন ধরণের জলযান;

(৮১) "শিপিং কর্তৃপক্ষ" বা "কর্তৃপক্ষ" অর্থ নৌপরিবহন অধিদপ্তরের মহাপরিচালক, বা শিপিং কর্তৃপক্ষের কার্যাবলী সম্পন্ন করিবার জন্য সরকার কর্তৃক সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা অনুমোদিত অন্য যেকোন কর্মকর্তা;

(৮২) "শিপিং মাষ্টার" অর্থ অত্র আইনের ধারা ৬(৩)-এর অধীনে উক্তরূপে নিযুক্ত ব্যক্তি এবং উপ-শিপিং মাষ্টার ও সহকারী শিপিং মাষ্টারও ইহার অন্তর্ভূক্ত হইবে;

(৮৩) "স্কিপার" (Skipper) অর্থ মৎস্য জাহাজ বা পালের জাহাজের নিয়ন্ত্রণে বা দায়িত্বে থাকা ব্যক্তি;

(৮৪) "SOLAS" বা "নিরাপত্তা কনভেনশন" অর্থ সময় সময় সংশোধিত International Convention on Safety of Life at Sea 1974;

(৮৫) "বিশেষ উত্তোলন অধিকার" (SDR) অর্থ আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল কর্তৃক সৃষ্ট আন্তর্জাতিক মুদ্রার একটি আঙ্গিক, যাহা কতিপয় রূপান্তরযোগ্য মুদ্রার ভারী (weighted) গড় হিসাবে সংজ্ঞায়িত হইয়াছে;

(৮৬) "বিশেষ বাণিজ্য" অর্থ বিশেষ বাণিজ্য যাত্রীদিগকে নিম্নোক্ত অঞ্চলের অভ্যন্তরে সমুদ্রপথে আন্তর্জাতিক সমুদ্রযাত্রায় পরিবহন করা:

(ক) দক্ষিণে, আফ্রিকার পূর্ব উপকুল হইতে মাদাগাস্কারের পশ্চিম পর্যন্ত উপকূল পর্যন্ত ২০°S অক্ষরেখার সমান্তরাল দ্বারা পরিবেষ্টিত, অতঃপর মাদাগাস্কারের পশ্চিম ও উত্তর উপকূল হইতে ৫০°E দ্রাঘিমারেখা, অতঃপর ৫০°E দ্রাঘিমারেখার মধ্যরেখা হইতে ১০°S অক্ষরেখা, অতঃপর রাম্বরেখা হইতে ৩°S অক্ষরেখার বিন্দু ও ৭৫° দ্রাঘিমারেখা পর্যন্ত, অতঃপর রাম্বরেখা হইতে ১১°S অক্ষরেখার বিন্দু ও ১৪১°০৩´ দ্রাঘিমারেখা পর্যন্ত;

(খ) পূর্বে, ১১°S অক্ষরেখা হইতে নিউ গিনির দক্ষিণ উপকূল পর্যন্ত ১৪১°০৩´ দ্রাঘিমারেখার মধ্যরেখা দ্বারা পরিবেষ্টিত, অতঃপর নিউ গিনির দক্ষিন, পশ্চিম ও উত্তর উপকূল হইতে ১৪১°০৩´ দ্রাঘিমারেখার বিন্দু, অতঃপর নিউ গিনির উত্তর উপকূলের ১৪১°০৩´ দ্রাঘিমারেখা বিন্দুর রাম্বলাইন হইতে মিন্দানাওয়ের উত্তর-পূর্ব উপকূলের ১০°N অক্ষরেখা, অতঃপর লেইট, সামার ও লুজন দ্বীপসমূহের পশ্চিম উপকূল হইতে সুয়াল বন্দর (লুজন দ্বীপ), অতঃপর সুয়াল বন্দর হইতে হংকং পর্যন্ত রাম্বলাইন।

(গ) উত্তরে, হংকং হইতে সুয়েজ পর্যন্ত এশিয়ার দক্ষিণ উপকূল দ্বারা পরিবেষ্টিত;

(ঘ) পশ্চিমে, সুয়েজ হইতে ২০°S অক্ষরেখার বিন্দু পর্যন্ত আফ্রিকার পূর্ব উপকূল দ্বারা পরিবেষ্টিত;

(৮৭) "বিশেষ-বাণিজ্য-যাত্রী" অর্থ আবহাওয়া ডেক, উচ্চতর ডেক বা ডেকের মধ্যবর্তী স্থানে (যেইখানে ৮ জন যাত্রীর সংকূলান হয়) পরিবাহিত বিশেষ বাণিজ্যের যাত্রী;

(৮৮) “বিশেষ-বাণিজ্য-যাত্রী বহনকারী জাহাজ” অর্থ যন্ত্রচালিত যাত্রীবাহী জাহাজ যাহা ৩০-এর অধিক বিশেষ-বাণিজ্য-যাত্রী বহন করে;

(৮৯) ”ছোট জাহাজ” অর্থ ২৪ মিটারের কম দৈর্ঘ্য বিশিষ্ট জাহাজ;

(৯০) “STCW কনভেনশন” অর্থ International Convention on Standards of Training, Certification and Watchkeeping 1978, উক্ত কনভেনশনের অনুচ্ছেদ XII কর্তৃক কোন সংশোধন হইয়া থাকিলে তাহা সহ;

(৯১) “সার্ভেয়ার” অর্থ ধারা ৬(৩)-এর অধীনে উক্তরূপে নিযুক্ত ব্যক্তি;

(৯২) “ট্যাংকার” অর্থ দাহ্য প্রকৃতির তরল মালামাল উন্মুক্তরূপে বহনের জন্য নির্মিত বা অভিযোজিত কোন মালবাহী জাহাজ;

(৯৩) “টনেজ সনদ” অর্থ টনেজ প্রবিধানের অনুযায়ী প্রদত্ত কোন সনদ;

(৯৪) “টনেজ কনভেনশন” অর্থ International Convention on Tonnage Measurement of Ships 1969;

(৯৫) “টনেজ প্রবিধান” অর্থ অত্র আইনের ধারা ২৫৭-এর অধীনে প্রণীত প্রবিধান;

(৯৬) “জলযান” অন্তর্ভূক্ত করিবে জাহাজ, নৌকা, পালের জাহাজ, মৎস্য জাহাজ সহ এবং সকল রকমের জলযান (জলে চলাচলযোগ্য সমুদ্র উড়োজাহাজ ব্যতীত) যাহা জলের উপর পরিবহনের কাজে ব্যবহৃত হয় বা ব্যবহৃত হওয়ার যোগ্য;

(৯৭) “সমুদ্রযাত্রা” অর্থ, জাহাজের ক্ষেত্রে, উহার বহির্গমন বন্দর বা স্থান হইতে চূড়ান্ত আগমন বন্দর বা স্থানের সম্পূর্ণ দূরত্ব;

(৯৮) “মজুরী” অর্থে বেতন অন্তর্ভূক্ত হইবে;

(৯৯) “রেক্” অর্থ সমুদ্রের তীরে বা কোন জোয়ারবিশিষ্ট জলে আবিষ্কৃত বিধ্বস্ত ও পরিত্যক্ত জাহাজের বা জাহাজের মালামালের ভাসমান ইতস্তত বিক্ষিপ্ত অংশসমূহ, বা হারাইয়া যাওয়া, পরিত্যক্ত, আটকাপড়া বা বিপদ্‌গ্রস্ত কোন জাহাজের আংশিক বা সম্পূর্ণ অংশ, এবং উক্ত জাহাজ যখন হারাইয়া গিয়াছিল, পরিত্যক্ত হইয়াছিল, আটকা পড়িয়াছিল বা বিপদ্‌গ্রস্ত হইয়াছিল তখন উহাতে থাকা মালামাল, গুদাম বা সরঞ্জামাদির কোন অংশ, বা ব্যক্তিগত সম্পত্তির অংশ, এবং নিম্নোক্ত জিনিসও উহার অন্তর্ভূক্ত হইবে যদি এইসব সমুদ্রে বা জোয়ারবিশিষ্ট জলে বা তীরে পাওয়া যায়:

(ক) যেসকল পণ্য সমুদ্রে নিক্ষিপ্ত হইয়াছে যাহা ডুবিয়া গিয়া জলের নীচেই অনস্থান করিতেছে;

(খ) যেসকল পণ্য সমুদ্রে নিক্ষিপ্ত হইয়াছে বা পতিত হইযাছে যাহা জলের উপর ভাসমান রহিয়াছে;

(গ) যেসকল পণ্য সমুদ্রে ডুবিয়া গিয়াছে কিন্তু কোন ভাসমান বস্তুর সহিত বাঁধা আছে যাহাতে উহা আবার খুঁজিয়া পাওয়া যায়;

(ঘ) যেসকল পণ্য ছুঁড়িয়া ফেলা হইয়াছে বা পরিত্যাগ করা হইয়াছে; এবং

(ঙ) কোন জাহাজ যাহা পুনরুদ্ধারের আশা বা ইচ্ছা ব্যতিরেকেই পরিত্যাগ করা হইয়াছে।

২য় অধ্যায়

সাধারণ প্রশাসন

৫। সরকারের আইন পরিচালনার ক্ষমতা

সরকার, এই আইনের অন্যান্য বিধান কর্তৃক প্রদত্ত ক্ষমতার অতিরিক্ত, এই আইনের পরিচালনা এবং বাস্তবায়নের জন্য দায়ী থাকিবে।

৬। নৌপরিবহন অধিদপ্তর ও অনুষঙ্গী দপ্তরসমূহ

(১) সরকার একজন মহাপরিচালকের নেতৃত্বে একটি নৌপরিবহন অধিদপ্তর, এবং উহার অধীনস্থ দপ্তর হিসাবে একজন মূখ্য কর্মকর্তার নেতৃত্বে একটি নৌ বাণিজ্যিক দপ্তর, একজন শিপিং মাস্টারের নেতৃত্বে একটি নৌ দপ্তর ও একজন পরিচালকের নেতৃত্বে একটি নাবিক ও অভিবাসী কল্যাণ পরিদপ্তর রক্ষণ করিবে, যাহা এই আইন প্রবর্তনের অব্যবহিত পূর্বে বিদ্যমান ছিল, এবং কোন বন্দর বা অন্য কোন স্থানে এমন সকল অধীনস্থ দপ্তর প্রতিষ্ঠা করিবে যাহা এই আইনের কার্যকর বাস্তবায়নের জন্য জরুরী এবং আন্তর্জাতিক সমুদ্র সংস্থা (আই.এম.ও.) ও অন্যান্য সমুদ্র সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক সংস্থাসমূহের শর্ত পরিপালনে প্রয়োজনীয়, যথা বৈশ্বিক সমুদ্র সংকট ও নিরাপত্তা পদ্ধতি (Global Maritime Distress and Safety System (GMDSS), সাধারণ বেতার যোগাযোগ সুবিধাদি, নৌপরিচালনায় সহায়তা সুবিধা ইত্যাদি।

(২) উপধারা (১)-এর সাধারনত্বকে ক্ষুন্ন না করিয়া-

  (ক) নৌ অধিদপ্তর-

    (অ) উহার কার্যক্রম এমনভাবে পরিচালনা করিবে যাহাতে উহা বাংলাদেশের দ্বি-পাক্ষিক বা বহু পাক্ষিক চুক্তিসমূহের সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়;

    (আ) নৌ পরিবেশে দূষন প্রতিরোধ, নিয়ন্ত্রণ ও হ্রাসকরণ এবং দূষনে যথাযথ সাড়া দেওয়ার ব্যাপারে পদক্ষেপসমূহ সমন্বয় করিবে;

    (ই) অনুরোধ সাপেক্ষে, নৌ-শিল্পকে বানিজ্যিক ভিত্তিতে সেবা প্রদান করিবে;

    (ঈ) অন্যান্য কার্যাবলী যাহা অন্য কোন আইন দ্বারা উহার উপর অর্পন করা হইয়াছে তাহা পালন করিবে;

    (উ) বাংলাদেশের ভিতরে ও বাহিরে সেবা প্রদান করিবে;

  (খ) নৌ বানিজ্য দপ্তর, অন্যান্য কার্যাবলীর মধ্যে, জাহাজ ও অন্যান্য সত্ত্বার উপর প্রযোজ্য এই আইন এবং ইহার অধীনে প্রণীত বিধি ও প্রবিধানের বিধানাবলীর পরিচালনা ও প্রয়োগের দায়িত্ব গ্রহন করিবে, এবং উক্তরূপ দায়িত্ব পালনে মূখ্য কর্মকর্তা ও অন্যান্য কর্মকর্তা মহাপরিচালকের নিয়ন্ত্রনাধীন থাকিবে।

  (গ) শিপিং অফিস, অন্যান্য কার্যাবলীর মধ্যে, নাবিকদের চাকুরী ও নিয়োগ সংক্রান্ত এই আইন এবং ইহার অধীনে প্রণীত বিধি ও প্রবিধানের বিধানাবলীর পরিচালনা ও প্রয়োগের দায়িত্ব গ্রহন করিবে এবং উক্তরূপ দায়িত্ব পালনে শিপিং মাষ্টার ও অন্যান্য কর্মকর্তা মহাপরিচালকের নিয়ন্ত্রণাধীন থাকিবে।

  (ঘ) নাবিক ও অভিবাসন কল্যান পরিদপ্তর, অন্যান্য কার্যাবলীর মধ্যে, নাবিকদের জাহাজে ও তীরে কল্যাণ সংক্রান্ত অত্র আইন ও ইহার অধীনে প্রণীত বিধি ও প্রবিধানের বিধানাবলী পরিচালনা ও কার্যকরকরণের জন্য প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করিবে, এবং তাহাদের দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে পরিচালক ও অন্যান্য কর্মকর্তা মহাপরিচালকের নিয়ন্ত্রণাধীন থাকিবে।

(৩) এই আইনের অন্যরূপ বিধান সাপেক্ষে, উপধারা (১)-এর অধীনে নিযুক্ত নৌপরিবহন অধিদপ্তর এবং উহার অধীনস্থ দপ্তরসমূহের কর্মকর্তাগন, যথা চিফ নটিক্যাল সার্ভেয়ার, প্রধান প্রকৌশলী ও জাহাজ সার্ভেয়ার, নৌ শিক্ষা নিয়ন্ত্রক, পরিচালক, সার্ভেয়ার, পরীক্ষক, নৌপরামর্শক ও অন্যান্য কর্মকর্তাগণ এই আইনের অধীনে তাহাদের দায়িত্ব পালনে (বিচারিক দায়িত্ব ব্যতীত) মহাপরিচালকের সাধারন তত্ত্বাবধান, নির্দেশনা এবং নিয়ন্ত্রণে থাকিবে।

(৪) সরকার, সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, নৌপরিবহন অধিদপ্তর এবং উহার অনুষঙ্গী দপ্তরসমূহের জন্য এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে যেই সংখ্যক কর্মকর্তা, পরিচালক ও সার্ভেয়ার প্রয়োজন মনে

করিবে তাহা নিয়োগ করিবে; এবং সার্ভেয়ারগন নটিক্যাল সার্ভেয়ার অথবা জাহাজ সার্ভেয়ার হইতে পারিবে।

(৫) মহাপরিচালক সাধারণ বা বিশেষ আদেশ দ্বারা এই মর্মে নির্দেশ দিতে পারিবে যে, এই আইনের অধীনে তিনি যেই সমস্ত ক্ষমতা ও দায়িত্ব অনুশীলন ও পালন করিবার জন্য কর্তৃত্বপ্রাপ্ত ও ক্ষমতাপ্রাপ্ত তাহা নির্দেশে উল্লেখিত শর্তমতে অন্য কোন উপযুক্ত কর্মকর্তাও তদ্রুপ অনুশীলন ও পালন করিতে পারিবে।

(৬) কর্মকর্তাগণ তাহাদের ক্ষমতা ও দায়িত্ব মহাপরিচালকের নির্দেশনা অনুযায়ী পালন করিবে।

(৭) উপধারা (১)-এর অধীনে নিযুক্ত কোন মূখ্য কর্মকর্তা অথবা উপপ্রধান কর্মকর্তার দায়িত্বে নিয়োজিত কোন কর্মকর্তা স্বীয় দায়িত্ব সমূহ ক্ষুন্ন না করিয়া, এই আইনের অধীনে সার্ভেয়ার এর সমস্ত দায়িত্ব পালন করিতে পারিবে, এবং ভিন্নরূপ কোন বিধান না থাকিলে মূখ্য কর্মকর্তা বাতিঘর কর্তৃপক্ষ ও রেক্ রিসিভারও হইবে।

(৮) সরকার, সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, ধারা ৬-এর অধীনে স্থাপিত ও রক্ষিত প্রত্যেক দপ্তরের বিস্তারিত দায়িত্ব সমূহ নির্দিষ্ট করিবে, যাহাতে তাহারা এই আইন এবং ইহার অধীনস্থ বিধি এবং প্রবিধান সমূহ প্রয়োগ করিতে পারে, এবং প্রত্যেক কর্মকর্তার ভূমিকা ও দায়িত্বসমূহ নির্দিষ্ট করিতে পারিবে, এবং সময় সময় অন্য কোন যথাযথ দায়িত্ব ও কর্তব্য সংযোজন করিয়া উক্ত প্রজ্ঞাপন পরিমার্জন করিতে পারিবে।

৭। মহাপরিচালকের দায়িত্ব

(১) নাবিক এবং বাণিজ্যিক নৌপরিবহন সম্পর্কিত সমস্ত বিষয়ে মহাপরিচালকের সাধারণ তত্ত্বাবধান থাকিবে, এবং ভিন্নরূপ কোন বিধান না থাকিলে তিনি এই আইন এবং নাবিক ও বাণিজ্যিক নৌপরিবহন সম্পর্কিত সাময়িকভাবে বিধৃত অন্য সকল আইনের বিধানাবলী সম্পাদন করিবার জন্য অনুমোদিত হইবেন।

(২) মহাপরিচালক এই আইনের অধীনে যে কোন আইনগত কার্যধারা তাহার অধীনস্থ যে কোন কমকর্তার নামে গ্রহন করিতে পারিবে।

(৩) মহাপরিচালক নৌ-দূষণ প্রতিরোধ ও হ্রাসকরণের নিমিত্তে যেকোন পদক্ষেপ লইতে এবং সমন্বয় করিতে পারিবেন, যাহা অন্তর্ভূক্ত করিবে-

(ক) অন্যান্য সংশ্লিষ্ট সত্ত্বার সহিত সহযোগিতার ভিত্তিতে একটি জাতীয় পরিকল্পনার প্রস্তুতি, পর্যালোচনা এবং বাস্তবায়ন, যাহা নৌ-দূষণ প্রতিরোধ অথবা উহার প্রভাব হ্রাস করনের নিমিত্তে, নৌ-দূষণ ঘটায় বা ঘটাইতে পারে এইরূপ ঘটনায় সাড়া দিবার ব্যবস্থাদি বিধান করে।

(খ) গবেষনা, প্রশিক্ষন এবং পরামর্শ সহ অন্যান্য সেবা প্রদান।

(৪) মহাপরিচালক সমস্ত অনুষঙ্গী দপ্তর সমূহের এবং ধারা ৬-এর অধীনে নিযুক্ত সমস্ত কর্মকর্তার ভূমিকা এবং দায়িত্ব নির্দিষ্ট করিতে পারিবে।

৮। বাংলাদেশ জাহাজ ও নাবিকের নিবন্ধক

(১) মহাপরিচালক জাহাজ এবং নাবিকের মহানিবন্ধক হইবে।

(২) উপধারা (১)-এর অধীনে ক্ষমতা প্রয়োগের ক্ষেত্রে, মহাপরিচালক, জাহাজ নিবন্ধকের দায়িত্ব পালনের জন্য মূখ্য কর্মকর্তা বা অন্য কোন কর্মকর্তাকে মনোনীত করিতে পারিবে, এবং নাবিক নিবন্ধনের দায়িত্ব পালনের জন্য শিপিং মাষ্টার বা অন্য কোন কর্মকর্তাকে মনোনীত করিতে পারিবে।

৯। সার্ভে, পরিদর্শন ও নজরদারী

(১) পরিদর্শন, নজরদারী ও সার্ভে করিবার জন্য এবং এই আইনের অধীনে অন্যান্য কার্যক্রম গ্রহন করিবার জন্য মহাপরিচালক, সার্ভেয়ার বা মহাপরিচালক কর্তৃক এতদুদ্দেশ্যে অনুমোদিত কোন ব্যক্তি, এই আইন প্রযোজ্য হয় এমন কোন জাহাজ আরোহন, পরিদর্শন এবং সার্ভে করিতে পারিবে, এবং এই আইনের অধীনস্থ কোন নৌ-প্রশিক্ষন প্রতিষ্ঠান, স্বীকৃত সংস্থা ও অন্যান্য সংশ্লিষ্ট সত্তা বা কোন পোর্ট পরিষেবার স্থলে প্রবেশ করিতে পারিবে, এবং সনদ, দলিল, রেকর্ড পত্র বা অন্য কোন

প্রমানের উপস্থাপন দাবী করিতে পারিবে, এবং শপথ গ্রহন পূর্বক সাক্ষীদের সাক্ষ্য গ্রহন করিতে পারিবে।

(২) উপধারা (১)-এর অধীনে কোন দায়িত্ব পালনকালে মহাপরিচালক, সার্ভেয়ার বা মহাপরিচালক কর্তৃক অনুমোদিত ব্যক্তি প্রস্তুতকৃত একটি আচরণবিধি অনুসরণ করিবে।

১০। মহাপরিচালকের অব্যাহতি প্রদানের ক্ষমতা

(১) মহাপরিচালক, প্রয়োজন মনে করিলে, এইরূপ কোন শর্ত সাপেক্ষে যাহা এই আইন বা কোন প্রযোজ্য সামুদ্রিক কনভেনশনের বিধানের সহিত অসামঞ্জস্যপূর্ণ নহে, কোন জাহাজকে এই আইনের কোন নির্দিষ্ট বা নির্ধারিত শর্তের আওতা হইতে অব্যাহতি প্রদান করিতে পারিবেন বা কোন শর্ত পালন মওকুফ করিতে পারিবেন, যদি তিনি, উক্ত শর্ত বিষয়ে, নিম্নের উপধারা (২)-এর বিষয়সমূহ সম্পর্কে সন্তুষ্ট হন।

(২) উক্ত বিষয়সমূহ নিম্নরূপ:

(ক) উক্ত জাহাজের ক্ষেত্রে শর্তটি যথেষ্ঠ পরিমানে পরিপালিত হইয়াছে বা অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে এইরূপ পরিপালন অপ্রয়োজনীয়; এবং

(খ) উক্ত শর্তের বিপরীতে যেই পদক্ষেপ গ্রহণ করা হইয়াছে বা ব্যবস্থা রাখা হইয়াছে তাহা শর্তটির প্রকৃত পরিপালনের সমান বা উহা অপেক্ষা অধিক কার্যকর;

(৩) মহাপরিচালক সরকারকে নিম্নোক্ত বিষয়সমূহ বর্ণনা করিয়া একটি বিশেষ প্রতিবেদন প্রেরণ করিবে:

(ক) পূর্ববর্তী বৎসরে এই ধারার অধীনে তিনি যেসমস্ত ক্ষেত্রে ক্ষমতা প্রয়োগ করিয়াছেন; এবং

(খ) প্রত্যেক ক্ষেত্রে যেই কারণে তিনি উহা করিয়াছেন।

১১। সরকার কর্তৃক ক্ষমতা অর্পণ

(১) সরকার, সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, প্রজ্ঞাপনে উল্লেখিত এই আইনের কোন বিধানের অধীনে সরকার কর্তৃক প্রয়োগ যোগ্য কোন ক্ষমতা, নির্ধারিত শর্ত সাপেক্ষে, নৌপরিবহন মহাপরিচালক কর্তৃকও প্রয়োগ যোগ্য হইবে।

(২) উপধারা (১)-এর অধীনে কোন দায়িত্ব অর্পণ সরকার কর্তৃক তদ্রুপ ক্ষমতা অনুশীলন বা দায়িত্ব পালনকে প্রভাবিত করিবে না।

(৩) প্রত্যেক কর্মকর্তা যিনি এই ধারার অধীনে দায়িত্ব অর্পণের ফলে কার্যরত বলিয়া প্রতীয়মান হয়, তিনি বিপরীত কোন প্রমাণের অবর্তমানে উক্তরূপ দায়িত্ব অর্পণের শর্তানুযায়ী কার্যরত বলিয়া অনুমিত হইবে।

১২। সরকারের নির্দেশনা প্রদানের ক্ষমতা

সরকার সময় সময় মহাপরিচালককে এই আইনের পরিচালনায় যে সমস্ত কৌশল গ্রহন করিতে হইবে তাহার উপরে এমন সাধারন নির্দেশনা প্রদান করিতে পারিবে যাহা এই আইন এবং ইহার অধীনে প্রণীত কোন প্রবিধানের বিধান সমূহের সহিত অসংগতিপূর্ণ নহে, এবং মহাপরিচালক উহা বাস্তবায়নের নিমিত্তে তৎক্ষনাৎ প্রয়োজনীয় সকল পদক্ষেপ গ্রহণ করিবে।

১৩। আইন, চুক্তি ইত্যাদির প্রাপ্যতা

(১) এই আইনের ধারা ৬-এর অধীনে স্থাপিত এবং রক্ষিত প্রত্যেক দপ্তর নিজ নিজ দপ্তরে নিম্নোক্ত বিষয়গুলির প্রাপ্যতা নিশ্চিত করিবে-

(ক) এই আইনের একটি সাম্প্রতিক কপি,

(খ) এই আইনে উল্লেখিত যাবতীয় কনভেনশন ও আন্তর্জাতিক চুক্তিসমূহ যাহা বাংলাদেশে প্রযোজ্য,

(গ) এই আইনের বিধান অনুযায়ী প্রণীত যাবতীয় বিধি, প্রবিধান, আদেশ এবং নোটিশসমূহ।

(২) নৌপরিবহন কর্তৃপক্ষ উহার ওয়েবসাইটে উপধারা (১)-এ উল্লেখিত সাম্প্রতিক দলিলাদির সফ্‌ট কপির প্রাপ্যতা নিশ্চিত করিবে।

১৪। যোগাযোগ, সহযোগিতা এবং সমঝোতা স্মারক

মহাপরিচালক, এই আইনের উদ্দেশ্য ও বিধানাবলী পূরণকল্পে যথাযথ ও প্রয়োজন হইতে পারে এইরূপ সমঝোতা স্মারক বিষয়ে নিম্নোক্তদের সহিত যোগাযোগ, সহযোগিতা, পরামর্শ করিবে ও সম্পাদন করিবে-

(ক) সরকারী এজেন্সী সমূহ যাহারা এই আইনের এবং প্রযোজ্য সামুদ্রিক কনভেনশনসমূহের অধীনস্থ কার্যাবলীর সহিত সম্পৃক্ত;
(খ) অন্যান্য রাষ্ট্রের সরকারবৃন্দ যাহারা এমন কোন সামুদ্রিক কনভেনশনের পক্ষ যাহাতে বাংলাদেশেও একটি পক্ষ;
(গ) ভারত মহাসাগরীয় অঞ্চলের অন্যান্য রাষ্ট্রের সরকার সমূহ;
(ঘ) নৌপরিবহন বিষয়ক আন্তর্জাতিক, আন্তঃসরকার এবং বেসরকারী সংগঠনসমূহ;
(ঙ) নৌপরিবহনের সহিত কিংবা নৌ পরিবেশ সুরক্ষার সহিত জড়িত বা আগ্রহী অন্য কোন জাহাজ মালিক, নাবিক পরিষদ, জাহাজের এজেন্ট এবং অন্যান্য সত্ত্বা সমূহ।

১৫। জাতীয় মেরিটাইম কাউন্সিল গঠন

(১) সরকার, সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, একটি কাউন্সিল গঠন করিবে যাহা জাতীয় মেরিটাইম কাউন্সিল (National Martime Council) নামে অভিহিত হইবে যাহা সরকার কর্তৃক এতদুদ্দেশ্যে নির্দিষ্টকৃত দিবস হইতে কার্যকর হইবে।
(২) কাউন্সিল নিম্নোক্ত সদস্যবৃন্দের সমন্বয়ে গঠিত হইবে-
    (ক) নৌপরিবহন মন্ত্রী, পদাধিকার বলে যিনি ইহার চেয়ারম্যানও হইবে;
    (খ) সচিব, নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়, পদাধিকার বলে;
    (গ) সচিব, সমুদ্রবিষয়ক ইউনিট, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, পদাধিকার বলে;
    (ঘ) সচিব, বানিজ্য মন্ত্রণালয়, পদাধিকার বলে;
    (ঙ) সচিব, পরিবেশ মন্ত্রণালয়, পদাধিকার বলে;
    (চ) সচিব, শ্রম ও জনশক্তি মন্ত্রণালয়, পদাধিকার বলে;
    (ছ) সচিব, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, পদাধিকার বলে;
    (জ) সচিব, মৎস্য ও পশু সম্পদ মন্ত্রণালয়, পদাধিকার বলে;
    (ঝ) মহাপরিচালক, বাংলাদেশ কোষ্টগার্ড, পদাধিকার বলে;
    (ঞ) যথাযথ স্বার্থসংশ্লিষ্ট মহল সমূহের সহিত আলোচনাক্রমে সরকার কর্তৃক মনোনীত কোন শিল্পের প্রতিনিধিত্বকারী ৩ জন সদস্য;
    (ট) পেশাজীবী সংগঠন সমূহের সহিত আলোচনাক্রমে সরকার কর্তৃক মনোনীত কোন পেশাজীবী সংগঠনের প্রতিনিধিত্বকারী ৩ জন সদস্য;
    (ঠ) পেশাজীবী সংগঠন সমূহের সহিত আলোচনাক্রমে সরকার কর্তৃক মনোনীত নৌ বিশ্ববিদ্যালয় এবং নৌ প্রশিক্ষন কেন্দ্র হইতে ৩ জন সদস্য;
    (ড) নিম্নের উপধারা ৩ সাপেক্ষে, বন্দর কর্তৃপক্ষ সমূহের সহিত আলোচনাক্রমে সরকার কর্তৃক মনোনীত বন্দরসমূহ হইতে ৩ জন সদস্য;
    (ঢ) নাবিক সংগঠনসমূহের সহিত আলোচনাক্রমে সরকার কর্তৃক মনোনীত নাবিক সংগঠনসমূহ হইতে ৩ জন সদস্য;
    (ণ) মহাপরিচালক, পদাধিকার বলে যিনি ইহার সচিব হইবেন;
(৩) উপরোক্ত উপধারা (২)-এর দফা (ড) বিষয়ে নাবিকদিগের প্রতিনিধিত্বকারী সদস্যদের ভিতরে অন্তত ১ জন মহিলা প্রতিনিধিত্বকারী অন্তর্ভূক্ত হইবেন।
(৪) মনোনীত সদস্যগণ ৩ বছরের জন্য বহাল থাকিবেন; কিন্তু সরকার প্রয়োজন মনে করিলে উক্ত সময়সীমা অতিক্রান্ত হইবার পূর্বেই জাতীয় মেরিটাইম কাউন্সিল পূণর্গঠন করিতে পারিবেন।
(৫) কাউন্সিল উহার নিজস্ব কার্যবিধি অনুসরণ করিবে।

১৬। জাতীয় মেরিটাইম কাউন্সিলের কার্যাবলী:

(১) কাউন্সিল সরকারকে পরামর্শ প্রদান করিবে-
  (ক) নৌপরিবহন এবং উহার উন্নয়ন সম্পর্কিত বিষয় সমূহের ব্যাপারে, এবং
  (খ) সরকার এই আইন হইতে উদ্ভূত অন্য কোন বিষয়ে পরামর্শ চাহিলে উক্ত ব্যাপারে

(২) কাউন্সিল-
  (ক) মেরিটাইম ইন্ডাষ্ট্রির নিরাপত্তা এবং দূষণ প্রতিরোধকল্পে এবং আন্তর্জাতিক বাধ্যবাধকতা মান্য করিবার জন্য দায়ী সংস্থাসমূহের কার্যাবলীর উন্নতি বিধান কল্পে পদক্ষেপ সমূহ নিশ্চিত করিবার লক্ষ্যে একটি জাতীয় নীতিমালা তৈরী করিবে;
  (খ) উক্ত নীতিমালা বাস্তবায়নকল্পে দিক নির্দেশনা তৈরী করিবে;
  (গ) অন্য কোন প্রাসঙ্গিক ইস্যুতে হস্তক্ষেপ করিবে;
  (ঘ) বছরে ২ বার সভা করিবে;

(৩) কাউন্সিল কর্তৃক প্রস্তুতকৃত দিকনির্দেশনা অনুসরণক্রমে ইহার নীতিমালা বাস্তবায়নকল্পে সংশ্লিষ্ট প্রত্যেক সংস্থা যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহন করিবে।

১৭। স্বীকৃত সংস্থাসমূহের উপর ক্ষমতা অর্পণ

(১) বাংলাদেশ জাহাজের সার্ভে, পরিদর্শন বা অডিট করিবার জন্য এবং এই আইনের অধীনে কোন সনদ ইস্যু করিবার জন্য কোন সংস্থাকে অনুমোদন প্রদান করিবার উদ্দেশ্যে মহাপরিচালক সরকারের অনুমোদনক্রমে, আই.এম.ও. কর্তৃক গৃহীত স্বীকৃত সংস্থাসমূহের কোড মোতাবেক (এই আইনে আর.ও. কোড নামে অভিহিত) প্রবিধান প্রণয়ণ করিতে পারিবে।

(২) উপধারা (১)-এর সাধারনত্বকে ক্ষুন্ন না করিয়া, উক্ত প্রবিধান:-

  (ক) সার্ভে, পরিদর্শন বা অডিট এবং সনদ বা পৃষ্ঠাঙ্কন ইস্যুর ধরণ উল্লেখ করিবে;
  (খ) ইহা উল্লেখ করিবে যে, একটি নির্দিষ্ট শ্রেণীভূক্ত জাহাজ সাধারণভাবে অথবা বিশেষ অবস্থায় একটি নির্দিষ্ট ধরণের সনদ লইবে, বাধ্যতামূলক আন্তজার্তিক চুক্তিসমূহে (যাহাতে বাংলাদেশ একটি পক্ষ) উল্লেখিত সনদসহ।

(৩) এই আইনের উদ্দেশ্য পূরনকল্পে, এই আইনের অধীনে প্রণীত কোন প্রবিধান মোতাবেক কোন অনুমোদিত সংস্থা কোন সনদ ইস্যু বা পৃষ্ঠাঙ্কন প্রদান করিলে ধরিয়া লওয়া হইবে যে, উহা সরকার কর্তৃক ইস্যুকৃত বা প্রদত্ত।

(৪) মহাপরিচালক বাংলাদেশ জাহাজের সার্ভে বা অডিট এবং এই আইনের অধীনে কোন সনদ ইস্যু করিবার ক্ষমতা প্রত্যর্পন করিবার জন্য এই ধারার অধীনে প্রণীত প্রবিধান এবং আর.ও কোডের বিধান অনুসরণ করিয়া যে কোন সংস্থার সহিত চুক্তি করিতে পারিবে।

(৫) মহাপরিচালক, আন্তর্জাতিক দায় সমূহ পরিপালন যথাযথ ভাবে নিশ্চিৎ করিবার লক্ষ্যে, অনুমোদিত স্বীকৃত প্রতিষ্ঠান সমূহের কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ করা ও উহাদের সহিত যোগাযোগ রক্ষা করিবার জন্য একটি তত্ত্বাবধায়ন প্রকল্প প্রতিষ্ঠা করিবে-
  (ক) জাহাজের প্রযোজ্য আন্তর্জাতিক চুক্তি সমূহের যথাযথ পরিপালন নিশ্চিৎ করিবার লক্ষ্যে পরিপূরক সার্ভে করিবার ক্ষমতা অনুশীলনের মাধ্যমে; এবং
  (খ) জাহাজ কর্তৃক জাতীয় শর্তসমূহের (যাহা আন্তর্জাতিক বাধ্যতামূলক শর্ত সমূহের পরিপূরক) পরিপালন নিশ্চিৎ করিবার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় সম্পূরক সার্ভে করিবার মাধ্যমে।

১৮। মহাপরিচালকের প্রবিধান প্রণয়ন, আদেশ প্রদান এবং নৌ-বানিজ্য নোটিশ ইস্যু করিবার ক্ষমতা

(১) মহাপরিচালক সরকারের অনুমোদন ক্রমে এই আইনের বিধানসমূহের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে সাধারনভাবে প্রবিধান প্রণয়ন করিতে পারিবে;

(২) উপরোক্ত বিধানের সাধারনত্বকে ক্ষুন্ন না করিয়া, মহাপরিচালক, অধিক বিশদীকরণ এবং ব্যাখ্যা প্রদানের মাধ্যমে এই আইনের পরিপূরক হিসাবে এই আইনে উল্লেখিত যে কোন বিষয়ে প্রবিধান প্রণয়ন করিতে পারিবে এবং উক্তরূপ প্রবিধানমালা সরকারী গেজেটে ও অধিদপ্তরের ওয়েবসাইটে প্রকাশিত হইবে;

(৩) মহাপরিচালক প্রবিধানমালায় উল্লেখিত যে কোন বিষয়ে লিখিত আদেশ প্রদান করিতে পারিবে;

(৪) উক্তরূপ কোন আদেশ যদি আইন বা প্রবিধানমালার সহিত অসংগতিপূর্ণ হয় তাহা হইলে উক্ত অসংগতিপূর্ণ অংশখানি বেআইনি হইবে;

(৫) উক্তরূপ কোন আদেশ আই, এম, ও এবং আই, এল, ও-র কোন চুক্তিতে বা প্রযোজ্য অন্যকোন দলিলে উল্লেখিত কোন বিষয় প্রয়োগ, গ্রহন বা অন্তর্ভুক্তিকরনের মাধ্যমে, সংশোধন করিয়া বা সংশোধন ব্যাতিরেকে, কোন বিষয়ে বিধান প্রণয়ন করিতে পারিবে যাহা-

(ক) কোন একটি নির্দিষ্ট সময়ে বিদ্যমান বা বহাল থাকিবে, অথবা

(খ) সময় সময় বিদ্যমান বা বহাল থাকিবে।

(৬) মহাপরিচালক নৌ-বানিজ্য নোটিশ, নির্দেশনামূলক টীকা ও বিজ্ঞপ্তি ইস্যু করিতে পারিবে;

(৭) সকল আদেশ, নৌ-বানিজ্য নোটিশ, নির্দেশনামূলক টীকা ও বিজ্ঞপ্তি সনাক্তযোগ্য হইবে;

(৮) বর্তমানে সক্রিয় রহিয়াছে এমন সকল প্রবিধান, নোটিশ ও নির্দেশনামূলক টীকার বিষয়সমূহ এমন ভাবে সক্রিয় রহিবে যেন উহা বর্তমান আইনের অনুরূপ বিধান সমূহের অধীনেই প্রণীত বা প্রদান করা হইয়াছিল, যদি না উহা এই আইনের অধীনে প্রণীত কোন প্রবিধান বা ইস্যুকৃত নির্দেশনামূলক টীকার মাধ্যমে সুস্পষ্টরূপে বাতিল করা হয়।

দ্বিতীয় অংশ
জাহাজ নির্মাণ, নিবন্ধন এবং পুন:প্রক্রিয়াজাতকরণ

৩য় অধ্যায়
সাধারণ

১৯। এই অংশের প্রয়োগ

এই অংশ নিম্নোক্ত সকলের উপর প্রযোজ্য হইবে-

(ক) বাংলাদেশের সকল জাহাজ নির্মাতা;

(খ) বাংলাদেশে নির্মিত সকল জাহাজ যাহা ১০০ জি.টি. অথবা ২৪ মিটার লম্বা;

(গ) অন্য সকল জাহাজ যাহা বাংলাদেশে পুন:প্রক্রিয়াজাতকরণের জন্য ঘোষণা দেওয়া হইয়াছে;

২০। ব্যাখ্যা

এই অংশে-

(১) 'কর্তৃপক্ষ' অর্থ মহাপরিচালক অথবা এতদুদ্দেশ্যে তাহার মনোনীত কোন ব্যক্তি;

(২) 'নির্মাতার লাইসেন্স' অর্থ এই আইনের অধীনে জাহাজ নির্মাণের লাইসেন্স;

(৩) 'জাহাজ পুন:প্রক্রিয়াজাতকরণ ' অর্থ জাহাজের অংশাদি এবং যন্ত্রাদি উদ্ধার করিয়া পুনরায় কাজে লাগাইবার উদ্দেশ্যে কোন জাহাজ পুন:প্রক্রিয়াজাতকরণ পরিষেবায় কোন জাহাজকে সম্পূর্ন অথবা আংশিক খুলিয়া ফেলা এবং সেই সাথে ঝুকিপূর্ণ অংশগুলির যত্ন নেওয়া, এবং অন্যান্য সংশ্লিষ্ট কার্যাদি যেমন জাহাজের অংশাদি এবং যন্ত্রাদির অন-সাইট সংরক্ষণ এবং পরিচর্যা, কিন্তু উহাদের পরবর্তী প্রক্রিয়াকরণ অথবা বিভিন্ন কেন্দ্রে উহাদের হস্তান্তর ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে না;

(৪) 'জাহাজ পুনর্ব্যবহার কনভেনশন' অর্থ Hong Kong International Convention for the Safe and Environmentally Sound Recycling of Ships, 2009;

(৫) 'জাহাজ পুন:প্রক্রিয়াজাতকরণ পরিষেবা' অর্থ একটি নির্দিষ্ট এলাকা যাহা জাহাজের পুন:প্রক্রিয়াজাতকরণের জন্য নির্মিত একটি সাইট, ইয়ার্ড বা পরিষেবা ।

৪র্থ অধ্যায়
জাহাজ নির্মাণ

২১। বাংলাদেশে নির্মিত জাহাজের জন্য নির্মাতার লাইসেন্স, পরিকল্পনা অনুমোদন ইত্যাদি

(১) মহাপরিচালক কর্তৃক ইস্যুকৃত লাইসেন্স ব্যতীত কোন নির্মাতা কোন জাহাজ নির্মান করিবেনা, এবং এরূপ লাইসেন্স প্রাপ্তির উদ্দেশ্যে, নির্ধারিত পদ্ধতিতে মহাপরিচালক বরাবর আবেদন করিতে হইবে।

(২) কোন নির্মাতা জাহাজ নির্মাণের পদক্ষেপ গ্রহন করিবেনা যদি না এতদুদ্দ্যেশ্যে মহা-পরিচালক কর্তৃক নির্মাতার লাইসেন্স প্রদান করা হইয়া থাকে।

(৩) যে ব্যক্তি বাংলাদেশে জাহাজ নির্মানে ইচ্ছুক হইবে সে জাহাজটির বর্ণনা এবং পরিকল্পনা অধিদপ্তর অথবা অধিদপ্তর কর্তৃক স্বীকৃত কোন ক্লাসিফিকেশন সোসাইটিতে পাঠাইবে, এবং অধিদপ্তর বা ক্লাসিফিকেশন সোসাইটির অনুমোদন না পাওয়া পর্যন্ত নির্মাণ আরম্ভ করিবেনা।

(৪) কোন লাইসেন্স প্রাপ্ত নির্মাতা কর্তৃক প্রত্যেক জাহাজের নির্মাণ মহাপরিচালক অথবা ক্লাসিফিকেশন সোসাইটি, যে জাহাজের নক্সা অনুমোদন করিয়াছে, উহা কর্তৃক নিযুক্ত সার্ভেয়ার বা সার্ভেয়ারগণ দ্বারা তদারককৃত হইবে, এবং উক্ত সার্ভেয়ার বা সার্ভেয়ারগণ অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষের নিকট কাজের অগ্রগতি সম্পর্কে একটি নির্দিষ্ট সময় পর পর প্রতিবেদন প্রদান করিবে।

(৫) উপধারা ৪ এ যে শর্তই থাকুকনা কেন লাইসেন্স প্রাপ্ত নির্মাতা প্রত্যেক নতুন জাহাজকে উহার তলদেশ নির্মিত হইবার পর একটি ইউনিক হাল নাম্বার প্রদান করিবে এবং উক্তরূপ তলদেশ নির্মিত হওয়ার ৩০(ত্রিশ) দিনের ভিতর, এবং পুনরায় নির্মান সম্পূর্ণ হওয়ার ৩০(ত্রিশ) দিনের ভিতর, কর্তৃপক্ষকে প্রতিবেদন প্রদান করিবে, এবং এইরূপ প্রতিবেদনে মহাপরিচালক কর্তৃক নির্ধারিত অন্যান্য তথ্যও থাকিবে।

(৬) নৌপরিবহন কর্তৃপক্ষ অথবা ক্লাসিফিকেশন সোসাইটি কর্তৃক নির্ধারিত আঙ্গিকে সমুদ্র যাত্রার সনদ ইস্যু হইবার পূর্বে বাংলাদেশে তৈরী কোন নতুন জাহাজ ইয়ার্ড ত্যাগ করিবেনা।

(৭) কর্তৃপক্ষ সরকারের অনুমোদনক্রমে নিম্লোক্ত বিষয়ে প্রবিধান তৈরী করিতে পারিবে-

(ক) বিভিন্ন ধরনের জাহাজের নক্সা ও নির্মাণের জন্য মান এবং বর্ণনা;

(খ) আবেদন, লাইসেন্স, প্রতিবেদন, ফি এবং উপধারা ৬-এ বর্ণিত সমুদ্র যাত্রার উপযোগীতা সনদ-এর আঙ্গিক; এবং

(গ) জাহাজ নির্মানের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য অন্য কোন ব্যাপার।

(৮) যে ব্যক্তি এই ধারা লংঘন করিবে বা লংঘন করিবার চেষ্টা করিবে সে একটি অপরাধ করিয়াছে বলিয়া বিবেচিত হইবে এবং দোষী সাব্যস্ত হইলে অনধিক পঞ্চাশ হাজার ইউনিট অর্থদন্ডে দন্ডিত হইবে, এবং উপরন্তু আদালত যেই জাহাজ বিষয়ে অপরাধ সংঘটিত হইয়াছে সেই জাহাজখানির আটকাদেশ দিতে পারিবে।

২২। নির্মাতা এবং নির্মানাধীন জাহাজের রেকর্ড বহি

(১) জাহাজ নিবন্ধক একটি নির্মাতা নিবন্ধন বহি সংরক্ষণ করিবে এবং প্রত্যেক নির্মাতার অধীনে ২৪ মিটার বা ততোধিক দৈর্ঘ্যের প্রত্যেক জাহাজের বর্ণনা সংরক্ষণ করিবে যাহার বিষয়ে নির্মাতা ধারা ২১(৫)- এর অধীনে জাহাজের তলদেশ স্থাপনের পর অবহিত করিয়াছিল।

(২) ধারা ২১(৫)- এর অধীনে নির্মাণ সম্পূর্ণ হওয়ার প্রতিবেদন প্রাপ্তির পর নির্মাতার নিবন্ধন বহি তদনুসারে হালনাগাদ হইবে।

(৩) যদি কোন জাহাজ বাংলাদেশ ব্যতীত অন্য কোন দেশে নিবন্ধিত হইয়া থাকে নির্মাতা অথবা জাহাজ মালিক উক্ত দেশের নাম নিবন্ধককে জানাইবে যাহাতে উহা নির্মাতার নিবন্ধন বহিতে লিপিবদ্ধ হয়।

২৩। নির্মাণ বিধিমালা

(১) সরকার, যে কোন শ্রেণীর বাংলাদেশ জাহাজের হাল, সরঞ্জামাদি এবং যন্ত্রপাতি বিষয়ে শর্তাবলী উল্লেখ করিয়া বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবে।

(২) প্রত্যেক শ্রেণীর বাংলাদেশ জাহাজ, এই আইনের অধীনে অব্যাহতি প্রাপ্তি না হইলে প্রযোজ্য শর্তাবলী অনুসরণ করিবে।

(৩) বিধিমালা বলিতে এমন সকল নির্মাণ সম্পর্কিত বিধিমালা বুঝাইবে যাহা নিরাপত্তা কনভেনশন বাস্তবায়নের জন্য সরকারের নিকট প্রয়োজনীয় বলিয়া প্রতীয়মান হয়।

(৪) সরকার ইহা নিশ্চিত করিবে যে, বাংলাদেশে নির্মিত সকল জাহাজ, যাহাদের ক্ষেত্রে নিরাপত্তা কনভেশন প্রযোজ্য, কনভেশনের সকল বিধান অনুসরণ করিবে।

৫ম অধ্যায়

বাংলাদেশ জাহাজ এবং বাংলাদেশ রেজিষ্টার বহি

২৪। বাংলাদেশ জাহাজ

(১) এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, কোন জাহাজ বাংলাদেশ জাহাজ হিসাবে গণ্য হইবে যদি তাহা এই অধ্যায়ের অধীনে বাংলাদেশে নিবন্ধিত হয়।

(২) কোন জাহাজ বাংলাদেশ জাহাজ হিসাবে নিবন্ধিত হইবে যদি তাহা-

- (ক) ২৪ মিটার বা ততোধিক দীর্ঘ্য হয়;
- (খ) যোগ্য মালিকের মালিকানাধীন হয়; এবং
- (গ) নিবন্ধন হইতে অব্যাহতি প্রাপ্ত না হয়;

(৩) উপ-ধারা ২(খ) এর উদ্দেশ্য পূরণকল্পে-
'যোগ্য মালিক' বলিতে ঐরূপ ব্যক্তি বা সত্ত্বাকে বুঝাইবে যাহা নিবন্ধন প্রবিধানমালা অনুযায়ী বাংলাদেশ জাহাজের মালিক হইবার যোগ্য।

২৫। বাংলাদেশ জাহাজ নিবন্ধনের বাধ্যবাধকতা

(১) যখনি কোন জাহাজ এইরূপ কোন ব্যক্তি বা সত্ত্বার মালিকানাধীন হয় যাহা বাংলাদেশ জাহাজের মালিক হইবার যোগ্য, উক্তরূপ জাহাজ অত্র অধ্যায়ে বিধৃত উপায়ে বাংলাদেশে নিবন্ধিত হইবে।

(২) প্রত্যেক বাংলাদেশী জাহাজ ধারা ৩২ অনুযায়ী রক্ষিত রেজিষ্টার বহিগুলির একটিতে নিবন্ধিত হইবে।

(৩) যোগ্য মালিকের মালিকানাধীন কোন জাহাজের মাষ্টার যদি মহাপরিচালককে চাহিবামাত্র জাহাজের নিবন্ধন সনদ বা অন্য প্রমাণ দেখিয়ে এই মর্মে সন্তুষ্ট করিতে ব্যর্থ হয় যে জাহাজখানি উপধারা (১)-এর শর্তাবলী মানিয়া চলে, তাহা হইলে উক্ত জাহাজকে উক্তরূপ প্রমান দাখিল না করা অবধি আটক রাখা যাইতে পারে।

(৪) এই আইনের অব্যাহতি পূর্বের মার্চেন্ট শিপিং অর্ডিন্যান্স ১৯৮৩ এর অধীনে নিবন্ধিত কোন জাহাজ এই আইনের অধীনে নিবন্ধিত হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।

(৫) কোন জাহাজ যাহা এই আইনের অধীনে নিবন্ধনযোগ্য তাহা উক্তরূপে নিবন্ধিত না হইলে বাংলাদেশ জাহাজ হিসাবে স্বীকৃত হইবে না এবং বাংলাদেশ জাহাজ এই আইনের অধীনে যেইরূপ অধিকার ও সুবিধাদি প্রাপ্ত হয় তাহার যোগ্য হইবে না।

২৬। জাহাজের জাতীয় বর্ণ

(১) বাংলাদেশের জাতীয় পাতাকা, বাংলাদেশ পতাকা বিধিমালা ১৯৭২-এ যেইভাবে বিধৃত, বাংলাদেশ জাহাজ সমূহের যথাযথযথ জাতীয় বর্ণ হইবে।

(২) উপ-ধারা (১)-এ ঘোষিত বর্ণ ব্যতীত অন্য কোন সুস্পষ্ট বর্ণ যদি কোন বাংলাদেশ জাহাজে উত্তোলিত হয়, জাহাজের মালিক (যদি না প্রমানিত হয় যে তাঁহার অগোচরে বা সম্মতি ব্যতিরেকে উহা উত্তোলিত হইয়াছে), জাহাজের মাষ্টার এবং অন্য সকল ব্যক্তি যাহারা এইরূপ বর্ণ উত্তোলিত করিয়াছে অন্যূন দশ হাজার ইউনিট অর্থদন্ডে দন্ডিত হইবে।

২৭। বাংলাদেশ চরিত্র সম্পর্কে বেআইনী ধারনা বা বাংলাদেশ চরিত্র গোপন করা

(১) বাংলাদেশ জাহাজ ব্যতীত অন্য কোন জাহাজের কোন ব্যক্তি বাংলাদেশের কোন বর্ণ ব্যবহার করিবেন না, যদি না উক্ত ব্যবহার যুদ্ধ সম্পর্কিত কোন অধিকার বলে শত্রু বা কোন বিদেশী যুদ্ধ জাহাজ কর্তৃক ধৃত হইবার ভয়ে পলায়নের কারণে হইয়া থাকে;

(২) উক্তরূপ কারণ ব্যতীত কোন বাংলাদেশ জাহাজের মালিক বা মাষ্টার জ্ঞানত: এমন কিছু করিবেনা অথবা এমন কিছু করিবার অনুমতি দিবে না, অথবা এমন কোন কাগজাদি বহন করিবেনা বা বহন করিবার অনুমতি দিবেনা যাহাতে জাহাজের বাংলাদেশ চরিত্র গোপন থাকে বা কোন ব্যক্তি যিনি এই বিষয়ে প্রচলিত কোন আইন দ্বারা এই বিষয়ে অনুসন্ধান করিতে সক্ষম তিনি প্রতারিত হন, অথবা জাহাজ বিদেশী চরিত্র ধারন করে;

(৩) কোন ব্যক্তি এই ধারার কোন বিধান লঙ্ঘন করিলে অনধিক দুই বছরের কারাদন্ডে অথবা অনধিক এক লক্ষ ইউনিট অর্থদন্ডে অথবা উভয় দন্ডে দন্ডিত হইবে।

২৮। কতিপয় ক্ষেত্রে বাংলাদেশ জাহাজের যথাযথ জাতীয় বর্ণের উত্তোলন

(১) বাংলাদেশ জাহাজ যথাযথ জাতীয় বর্ণ উত্তোলন করিবে-
  (ক) বাংলাদেশ নৌবাহিনীর কোন জাহাজ হইতে সিগন্যাল দিলে;
  (খ) কোন বিদেশী বন্দরে প্রবেশ অথবা তথা হইতে নির্গমনের সময়;
  (গ) জাহাজখানি যদি ২৪ মিটার অথবা ততোধিক দৈর্ঘ্য বিশিষ্ট হয় তাহা হইলে কোন বাংলাদেশ বন্দরে প্রবেশ অথবা তথা হইতে নির্গমনের সময়;

(২) কোন জাহাজের মাষ্টার যদি উপধারা (১)-এর বিধান লঙ্ঘন করে তাহা হইলে অনধিক দশ হাজার ইউনিট অর্থদন্ডে দন্ডিত হইবে।

২৯। ছাড়পত্রের পূর্বে জাহাজের জাতীয় চরিত্রের ঘোষনা

(১) কোন জাহাজের মাষ্টার জাহাজখানি কোন্ দেশের মালিকানাধীন তাহা ঘোষনা না করা পর্যন্ত শুল্ক কমিশনার বন্দর ছাড়পত্র প্রদান করিবেনা, এবং এইরূপ ঘোষনার পরে শুল্ক কমিশনার বন্দর ছাড়পত্রে দেশটির নাম লিপিবদ্ধ করিবে;

(২) যদি কোন জাহাজ বন্দর ছাড়পত্র ব্যতীত সমুদ্র যাত্রা করে তাহা হইলে উপধারা (১)-এ বর্ণিত ঘোষনা না দেওয়া পর্যন্ত জাহাজখানি আটক রাখা যাইতে পারে।

৩০। বাংলাদেশে নিবন্ধিত হয় নাই এমন সকল জাহাজের দায়-দায়িত্ব

কোন বাংলাদেশ জাহাজ যাহা এই আইনের অধীনে নিবন্ধিত হয় নাই উহা বাংলাদেশ জাহাজ সমূহ সাধারনতঃ যেই সমস্ত বিশেষ অধিকার বা সুবিধাদি বা সুরক্ষা উপভোগ করে তাহা হইতে বঞ্চিত হইবে ও বাংলাদেশ জাহাজের যাথাযথ জাতীয় বর্ণ ব্যবহার করিতে পারিবেনা বা বাংলাদেশের জাতীয় চরিত্র ধারণ করিতে পারিবেনা, কিন্তু বকেয়া পরিশোধের ক্ষেত্রে উক্তরূপ জাহাজের কোন ব্যক্তি কর্তৃক অপরাধ সংঘটিত হইলে তাহার দন্ড অথবা কোন অর্থদন্ড বা বাজেয়াপ্ত হওয়ার দায় দায়িত্ব ইত্যাদি এমনভাবে মোকাবেলা করা হইবে যেন উহা বাংলাদেশে নিবন্ধিত একটি জাহাজ।

৩১। বাজেয়াপ্তকরণ পরবর্তী কার্যধারা

যখন কোন জাহাজ সম্পূর্ণভাবে অথবা কোন শেয়ারের ক্ষেত্রে এই আইনের অধীনে বাজেয়াপ্ত হয়, সরকার কর্তৃক যে কোন কর্মকর্তা, সরকারী গেজেটে বিজ্ঞাপন দ্বারা, জাহাজখানি গ্রেফতার এবং আটক করিতে পারিবে, এবং হাইকোর্ট ডিভিশনের এডমিরাল্টি বেঞ্চে উহাকে বিচারের আওতায় আনিতে পারিবে, এবং তৎপর এডমিরাল্টি বেঞ্চ জাহাজখানিকে উহার সমস্ত সরঞ্জামাদি সহকারে সরকার কর্তৃক বাজেয়াপ্তকৃত বলিয়া ঘোষণা করিতে পারিবে এবং ন্যায়তঃ অন্য যে কোন আদেশ প্রদান করিতে পারিবে।

৩২। নিবন্ধন বহি

(১) বাংলাদেশে জাহাজের সকল প্রকার নিবন্ধনের জন্য নিবন্ধন বহি থাকা অব্যাহত থাকিবে।

(২) নৌপরিবহন মহানিবন্ধক অথবা তৎকর্তৃক মনোনীত কোন ব্যক্তি উক্তরূপ নিবন্ধন বহি সংরক্ষণ করিবে।

(৩) সরকার মহানিবন্ধককে তাহার দায়িত্ব পালন সম্পর্কিত সাধারন প্রকৃতির যেকোন নির্দেশনা দিতে পারিবে।

(৪) নিবন্ধন বহি এমনভাবে সংরক্ষিত হইবে যাহাতে সমুদ্রগামী জাহাজ, উপকূলবর্তী জাহাজ, প্রমোদ-তরি, মাছ ধরা জাহাজ, পালতোলা জাহাজ এবং অন্যান্য জাহাজ পৃথক পৃথক অংশে নিবন্ধিত হয়, এবং ইহা ছাড়াও বিভিন্ন শ্রেণী এবং বর্ণনার জাহাজ পৃথক করার জন্য ভিন্ন ভিন্ন অংশে বিভক্ত হইতে পারে।

(৫) নিবন্ধন বহি নিবন্ধন প্রবিধানমালা এবং নিবন্ধিত জাহাজ সর্ম্পকিত সংশ্লিষ্ট বেসরকারী আইনের বিধান মোতাবেক এবং উপধারা (৩)-এর অধীনে সরকার কর্তৃক প্রদত্ত নির্দেশনা অনুযায়ী সংরক্ষিত হইবে।

(৬) নিবন্ধন বহি জনগনের পরিদর্শনের জন্য উম্মুক্ত থাকিবে।

৩৩। জাহাজের নিবন্ধন

(১) কোন জাহাজ বাংলাদেশে নিবন্ধনের যোগ্য হইবে যদি-
  (ক) তাহা এমন কোন ব্যক্তি বা সত্ত্বার মালিকানাধীন হয় যাহা বাংলাদেশ জাহাজের মালিক হইবার যোগ্য;
  (খ) নিম্নোক্ত উপধারা-২(খ)-এ বর্ণিত শর্তাবলী পরিপালিত হয়;
  (গ) নিবন্ধনের আবেদন যথাযথ ভাবে পেশ করা হয়;

(২) নিবন্ধন প্রবিধানমালা নিম্নোক্ত বিষয় সমূহ নির্ধারণ করিবে-
  (ক) কাহারা যেকোন শ্রেণী বা বর্ণনার বাংলাদেশ জাহাজের মালিক হইতে পারিবে, এবং উপধারা (১)(ক)-এর শর্ত পূরণে মালিকানার পরিসর কি হইবে উহাও নির্ধারন করিবে; এবং
  (খ) অন্যান্য শর্তাবলী যাহা নিশ্চিত করিবে যে শুধুমাত্র সেই সকল জাহাজ যাহাদের বাংলাদেশী স্বার্থ আছে তাহারাই নিবন্ধিত হইবে;

(৩) নিবন্ধক, তৎসত্বেও, নিবন্ধন বিধিমালায় বিধান থাকিলে, নিবন্ধন করিতে অস্বীকার করিতে পারিবে অথবা নিবন্ধন বাতিল করিতে পারিবে যদি এই আইনের অন্যান্য সংশ্লিষ্ট শর্তাবলীর প্রেক্ষিতে তিনি মনে করেন যে উক্তরূপ নিবন্ধন করা বা নিবন্ধিত থাকা যথাযথ হইবেনা।

(৪) যখন কোন জাহাজ অন্য কোন দেশে নিবন্ধিত থাকা অবস্থায় বাংলাদেশে নিবন্ধিত হয়, উক্ত জাহাজের মালিক উক্ত দেশের নিবন্ধন বাতিল করিবার জন্য প্রয়োজনীয় সকল পদক্ষেপ গ্রহন করিবে।

(৫) কোন ব্যক্তি উপধারা (৪)-এর বিধান লঙ্ঘন করিলে এবং সংক্ষিপ্ত বিচারে দোষী সাব্যস্ত হইলে পাঁচ লক্ষ ইউনিট অর্থদন্ডে দন্ডিত হইবে।

(৬) এই ধারায় ‘এই আইনের সংশ্লিষ্ট শর্তাবলী’ বলিতে নিম্নোক্ত বিষয়ে এই আইনের শর্তাবলী বুঝাইবে (নিবন্ধন-পরবর্তী অনুসরণীয় শর্তাবলী সহ)-
  (ক) জাহাজ বা উহার সরঞ্জামাদির অবস্থা যাহা তাহাদের নিরাপত্তা বা দূষণের ঝুঁকির সহিত সম্পৃক্ত হয়; এবং
  (খ) ঐ জাহাজে নিযুক্ত ব্যক্তিদের নিরাপত্তা, স্বাস্থ্য ও কল্যাণ;

(৭) এই অংশে জাহাজের বাংলাদেশী স্বার্থ থাকিবার বিষয়ে যে সূত্রনির্দেশ করা হইয়াছে উহা উপধারা ১(ক) এবং (খ) কর্তৃক আরোপিত শর্তাবলী পরিপালন নির্দেশ করিতেছে, এবং “মালিকানার ঘোষনা” উক্তরূপে ব্যাখ্যা করা হইবে।

৩৪। নিবন্ধন প্রবিধানমালা

(১) কর্তৃপক্ষ, সরকারের অনুমোদনক্রমে, জাহাজ নিবন্ধন বিষয়ক প্রবিধান তৈরী করিতে পারিবে যাহা নিবন্ধন প্রবিধান বলিয়া অবিহিত হইবে;

(২) উপধারা (১)-এর সাধারনত্বকে ক্ষুন্ন না করিয়া, নিবন্ধন প্রবিধান, নির্দিষ্টভাবে, নিম্নোক্ত সকল ব্যাপারে প্রবিধান প্রণয়ন করিতে পারিবে;
  (ক) জাহাজ নিবন্ধনের জন্য আবেদনের প্রক্রিয়া;
  (খ) মালিকানার ঘোষনা;
  (গ) প্রত্যেক প্রকারের নিবন্ধন আবেদনের জন্য যে সমস্ত কাগজপত্র জমা দিতে হইবে;
  (ঘ) নিবন্ধনের জন্য অনুমোদন প্রাপ্ত মালিকের সংখ্যা, যুগ্ম মালিকসহ, এবং উক্ত সম্পত্তিতে শেয়ারের সংখ্যা;
  (ঙ) বিদেশে নিবন্ধিত জাহাজের বাংলাদেশে নিবন্ধন;
  (চ) নিবন্ধন সনদ ইস্যুকরণ, নিবন্ধনের সময়কাল, সাময়িক নিবন্ধন সনদ, হেফাজত, ব্যবহার, সনদ সমর্পন;
  (ছ) নষ্ট হওয়া বা হারাইয়া যাওয়া সনদের পরিবর্তে নতুন সনদ ইস্যু করণ;
  (জ) নিবন্ধক কর্তৃক সংরক্ষিত দলিলাদি;

(ঝ) পরিবর্তন নিবন্ধন, নতুন নিবন্ধন, পরিত্যাক্ত জাহাজের নিবন্ধন;
(ঞ) সনদের পরিবর্তে সাময়িক ছাড়;
(ট) নিবন্ধন সনদে পৃষ্ঠাংকন;
(ঠ) জাহাজের নাম এবং নামের পরিবর্তন নিবন্ধন;
(ড) জাহাজের নির্মাণ এবং নিবন্ধনের বন্দর;
(ঢ) নিবন্ধিত হইবে এমন জাহাজের সার্ভে এবং পরিদর্শন এবং টনেজ প্রবিধানের অধীনে নির্ধারিত টনেজ লিপিবদ্ধকরণ;
(ণ) নিবন্ধন করিতে অস্বীকৃতি, নিবন্ধন স্থগিতকরণ এবং বাতিলকরণ;
(ত) নিবন্ধনের মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়া, স্থগিতকরণ বা বাতিলকরণ এবং সনদ বাতিলকরণ হইতে উদ্ভূত বিষয় সমূহ;
(থ) অনিবন্ধন এবং অনিবন্ধন সনদের উপরে বাধা নিষেধ;
(দ) নিবন্ধন বা নিবন্ধিত জাহাজের কোন ফি সম্পর্কে ;
(ধ) জাহাজের নিবন্ধন, নিবন্ধন বহিতে অথবা উহা হইতে অন্যত্র বদলি করা;
(ন) নিবন্ধন কর্তৃক রিটার্ণ দাখিল;
(প) নিবন্ধন বহি পরিদর্শন;
(ফ) অন্য যে কোন বিষয় যাহা এই অধ্যায়ের অধীনে নিবন্ধন প্রবিধানে অর্ন্তভুক্ত হইবার জন্য অনুমোদিত।

(৩) নিবন্ধন প্রবিধানমালা:
(ক) বিভিন্ন শ্রেণী বা বর্ণনার জাহাজের জন্য বিভিন্ন বিধান প্রবিধানের নির্দিষ্ট শর্তাবলী অব্যাহতি বা মওকুফ প্রদানের বিধানসহ, প্রণয়ন করিতে পারিবে;
(খ) কোন শ্রেণী বা বর্ণনার জাহাজের নিবন্ধনের জন্য এমন বিধান প্রণয়ন করিতে পারিবে যাহা নিবন্ধিত জাহাজের ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত আইনের বিধানকে অপ্রযোজ্য করিবে, এবং উহা করিলে, অনুরূপ শ্রেণী বা বর্ণনার জাহাজের হস্তান্তর বা বন্ধক সম্পর্কে বিধান প্রণয়ন করিতে পারিবে;
(গ) যে কোন বিষয় সম্পর্কে বিধান প্রণয়ন করিতে পারিবে যাহা উক্ত বিধান সমূহ দ্বারা নিবন্ধন প্রবিধানমালা কর্তৃক নির্ধারিত হওয়ার জন্য অনুমোদিত বা দাবীকৃত;
(ঘ) কোন ট্রাষ্টের নোটিশ নিবন্ধন বহিতে প্রবেশ করা বা নিবন্ধক কর্তৃক প্রাপ্য হওয়া, নির্দিষ্ট শ্রেণী বা বর্ণনার জাহাজ বা নির্দিষ্ট অবস্থার পরিপ্রেক্ষিত ব্যতীত, নিষিদ্ধ করিয়া বিধান প্রণয়ন করিতে পারিবে;
(ঙ) প্রবিধানমালার কোন বিধান লংঘনের অপরাধে দোষ্ট সাব্যস্থ হইলে উহার দন্ড হইবে অন্যূন এক লক্ষ দন্ড এককক;
(চ) কোন নথি যাহা নিবন্ধন বহির কোন এন্ট্রিতে রক্ষিত কোন তথ্য বলিয়া এবং নিবন্ধক কর্তৃক অবিকল নকল হিসাবে প্রত্যায়িত বলিয়া প্রতীয়মান হয় তাহা নথিতে বিধৃত বিষয় সমূহের প্রমাণ হইবে।

৩৫। সরকারী জাহাজ নিবন্ধনের ক্ষমতা

সরকার, সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, উহাতে বিধৃত শর্ত ও ব্যত্যয় সাপেক্ষে, নির্দেশ দিতে পারিবে যে বাংলাদেশ নৌবাহিনীর জাহাজ বা নৌবাহিনীর কমিশন প্রাপ্ত কোন জাহাজ এই আইনের অধীনে নিবন্ধিত হইবে, এবং অতঃপর উক্তরূপ শর্ত ও ব্যত্যয় সাপেক্ষে এই আইন উক্তরূপ জাহাজের ক্ষেত্রে প্রয়োগ হইবে।

৩৬। ছোট জাহাজের নিবন্ধন

(১) উপধারা (২) এবং এই আইনের অন্যান্য বিধানাবলী সাপেক্ষে, কোন ছোট জাহাজ যাহা বাংলাদেশ সমুদ্রসীমার বাহিরে যাতায়াত করে তাহা এই আইনের অধীনে নিবন্ধিত হইতে হইবে।
(২) এই ধারা যে সমস্ত জাহাজ বাংলাদেশে সমুদ্র সীমার বাহিরে যাতায়াত করে তাহাদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে।
(৩) মহাপরিচালক, লিখিতভাবে তাহার আরোপিত শর্তাবলী সাপেক্ষে, সাধারন বা বিশেষভাবে, কোন ছোট জাহাজকে উপধারা (১)-এর বিধান হইতে অব্যাহতি দিতে পারিবে।

৩৭। নথি জালকরণ

কোন ব্যক্তি যে এই অংশের অধীনে কোন নিবন্ধন বহি, নির্মাতা সনদ, সার্ভে সনদ, নিবন্ধন সনদ, ঘোষনা, বিক্রয় বিল বা বন্ধকী দলিল অথবা ঐ সকল নথিতে কোন এন্ট্রি বা পৃষ্ঠাঙ্কন জাল করে, প্রতারনা-পূর্বক পরিবর্তন করে বা উক্তরূপ জাল বা প্রতারনা-পূর্বক সহায়তা করে, তাহা হইলে সে একটি অপরাধ সংঘটিত করে এবং সংক্ষিপ্ত বিচারে দোষী সাব্যস্ত হইলে অন্যুন তিন বৎসরের কারাদন্ডে অথবা অন্যুন পাঁচ লাখ ইউনিট অর্থদন্ডে অথবা উভয় দন্ডে দন্ডিত হইবে।

৩৮। টনেজ এর মাপ

এই অধ্যায়ের উদ্দেশ্য পূরণ কল্পে ধারা ২৫৭ এর অধীনে প্রণীত প্রবিধানমালা অনুযায়ী জাহাজের টনেজ নির্ধারিত হইবে।

৩৯। টনেজ কনভেনশন গ্রহনকারী রাষ্ট্র সমূহের জাহাজের টনেজ

(১) মহাপরিচালকের নিকট যদি প্রতীয়মান হয় যে, কোন বিদেশী রাষ্ট্র টনেজ কনভেনশন গ্রহন করিয়াছে এবং উহা ঐ রাষ্ট্রে বলবৎ রহিয়াছে তাহা হইলে সে উক্ত কনভেনশনের বিধানাবলী ঐ সকল রাষ্ট্রের জাহাজ সমূহের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করিতে পারিবে।

(২) মহাপরিচালক এইরূপ নির্দেশ দিতে পারিবে যে, বাংলাদেশে পুনঃ নির্ণয় ব্যতিরেকে কোন বিদেশী জাহাজের টনেজ ধরা হইবে উক্ত জাহাজে নিবন্ধন সনদে বা অন্যান্য যাবতীয় নথিতে উল্লেখিত টনেজ, যেমনি ভাবে বাংলাদেশ জাহাজে নিবন্ধন সনদে যেই টনেজ উল্লেখ আছে উহাই উক্ত জাহাজের টনেজ বলিয়া গণ্য হয়।

(৩) উপধারা (২)-এর অধীনে মহাপরিচালকের কোন নির্দেশ-
- (ক) সংক্ষিপ্ত সময়ের জন্য বহাল থাকিবে; এবং
- (খ) মহাপরিচালক যেই সমস্ত শর্তাবলী বা সীমাবদ্ধতা প্রয়োজন মনে করিবে উহার সাপেক্ষে বহাল থাকিবে।

(৪) যখন মহাপরিচালকের নিকট ইহা প্রতীয়মান হয় যে, কোন বিদেশী জাহাজের টনেজ যাহা উক্ত রাষ্ট্রের বিধিমালা দ্বারা নির্ণীত হইয়াছে তাহা টনেজ প্রবিধানমালার অধীনে নির্ণীয়মান টনেজ হইতে আদতে ভিন্ন, এই আইনে তিনি উক্ত রাষ্ট্রের যে কোন জাহাজের টনেজ, টনেজ প্রবিধানমালার অধীনে পুনঃ নির্ণয় করিবার আদেশ দিতে পারিবে।

৪০। বেয়ারবোট ভাড়ার অধীন বিদেশী পতাকাবাহী জাহাজের নিবন্ধন

(১) এই ধারা নিম্নোক্ত জাহাজের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে-
- (ক) বাংলাদেশ ব্যতীত অন্য রাষ্ট্রের আইনের অধীনে নিবন্ধিত জাহাজ ; এবং
- (খ) বাংলাদেশ জাহাজের মালিক হওয়ার যোগ্য কোন ভাড়াকারী কর্তৃক বেয়ারবোট ভাড়ার শর্তে ভাড়াকৃত জাহাজ।

(২) এই ধারা প্রযোজ্য হয় এমন কোন জাহাজ যথাযথ ভাবে নিবন্ধনের আবেদন করা হইলে নিবন্ধিত হইতে পারিবে, কিন্তু তৎসত্ত্বেও নিবন্ধক, যদি নিবন্ধন প্রবিধানে বিধৃত হয়, কোন জাহাজের নিবন্ধন করিতে অস্বীকার করিতে পারিবে অথবা জাহাজের নিবন্ধন বাতিল করিতে পারিবে, যদি তিনি মনে করেন যে আইনের সংশ্লিষ্ট শর্তাবলী অনুসারে উক্ত জাহাজ নিবন্ধন করা বা নিবন্ধিত অবস্থায় রাখা যথাযথ হইবেনা।

(৩) এই ধারার অধীনে নিবন্ধিত কোন জাহাজের নিবন্ধন ভাড়ার মেয়াদ শেষ না হওয়া অবধি বলবৎ থাকিবে এবং অতঃপর উহা এই উপধারার অধীনে সমাপ্ত হইবে।

(৪) এই ধারার অধীনে নিবন্ধিত কোন জাহাজ নিবন্ধন বহি হইতে মুছিয়া ফেলা হইবে যখন-
- (ক) ভাড়াচুক্তির মেয়াদ শেষ হয়;
- (খ) এই ধারার অধীনে নিবন্ধনের পরিপ্রেক্ষিত সমূহ লোপ পায়;
- (গ) ভাড়াকারী লিখিত ভাবে অনুরোধ জানায়, অথবা
- (ঘ) জাহাজের নিবন্ধন রাষ্ট্রে আইন অনুযায়ী জাহাজটির সাময়িকভাবে নিবন্ধন রাষ্ট্র ব্যতীত অন্য জাতীয়তার পতাকা বহন করিবার অধিকার খর্ব হয়;

(৫) কোন জাহাজ নিবন্ধন বহি হইতে মুছিয়া ফেলা হইবে যখন স্ক্র্যাপ করা হয়, ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়, হারাইয়া যায় অথবা নিযুক্ত সার্ভেয়ার বা অনুমোদিত ক্লাসিফিকেশন সোসাইটি বা তদ্রুপ কোন সত্ত্বা দ্বারা অমেরামত যোগ্য বলিয়া ঘোষিত হয়; এবং যখন মুছিয়া ফেলার এইরূপ কারন বিদ্যমান থাকে তখন উহা সম্পর্কে অবহিত হওয়ার অন্যূন ৩০ দিনের ভিতরে উহা সম্পর্কে নৌপরিবহন নিবন্ধককে অবহিত করিবার দায়-দায়িত্ব ভাড়াকারীর উপর বর্তাইবে;

(৬) এই ধারার অধীনে নিবন্ধিত হইতে হইলে বিদেশী রাষ্ট্রের আইনের অধীনে বিদ্যমান নিবন্ধন বাতিল করিবার প্রয়োজন নাই, কিন্তু মালিক ইহা নিশ্চিত করিবে যে, যেই রাষ্ট্রে মূল নিবন্ধন হইয়াছিল সেই রাষ্ট্রের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্তৃপক্ষ বাংলাদেশ নিবন্ধন এবং নিবন্ধন বাতিল সম্পর্কে অবহিত আছে, তাহা উপধারা (৩) অথবা নিবন্ধন প্রবিধানমালা যাহার অধীনেই হউক না কেন;

(৭) এই ধারার অধীনে যেই মেয়াদে একটি জাহাজ নিবন্ধিত হইবে সেই মেয়াদে-

(ক) জাহাজটি বাংলাদেশ জাহাজ হিসাবে বাংলাদেশ পতাকা বহন করিতে পারিবে;

(খ) ভিন্ন কোন বিধান না থাকিলে এই আইন যেমন ভাবে বাংলাদেশ জাহাজের উপর প্রযোজ্য তদ্রুপ উক্তরূপ জাহাজের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হইবে;

(৮) পূর্বস্বত্ব, বন্ধক ও অন্যান্য ব্যক্তিগত আইনের অধিকার সমূহ এই ধারার অধীনে নিবন্ধিত জাহাজের বিপরীতে নিবন্ধিত হইবে না; ইহা মূল নিবন্ধন রাষ্ট্রের আইনের অধীনে নির্ধারিত হইবে।

৪১। বেয়ারবোট ভাড়াকৃত বাংলাদেশ পতাকাবাহী জাহাজ

(১) কোন ব্যক্তি, ব্যক্তিবর্গ অথবা সত্ত্বা যে বাংলাদেশ জাহাজের মালিক হইবার যোগ্য নহে তাহার বেয়ারবোট ভাড়াকৃত কোন বাংলাদেশ জাহাজ কোন বিদেশী রাষ্ট্রে নিবন্ধিত হইতে পারিবে; সেই ক্ষেত্রে উহার বাংলাদেশ নিবন্ধন জাহাজের নিবন্ধন বহি হইতে মুছিয়া ফেলা হইবে না, যদিও জাহাজটি ভাড়াচুক্তির অধীনে কোন বিদেশী নিবন্ধন বহিতে নিবন্ধিত হইয়াছে, এবং ভাড়ার মেয়াদকালে জাহাজখানি সাময়িকভাবে ভিন্ন জাতীয়তার পতাকা বহন করিতে পারিবে, এবং অতপর পূর্বস্বত্ব, বন্ধক, এবং অন্যান্য অধিকার জাহাজখানির বিপরীতে নিবন্ধিত হইতে পারিবে।

(২) প্রজ্ঞাপনের তারিখ হইতে দুই বছর পর্যন্ত কোন জাহাজ ভিন্ন জাতীয়তার পতাকা বহন করিতে পারিবে, এবং সেইক্ষেত্রে নৌপরিবহন নিবন্ধক মালিকের লিখিত অনুরোধ সাপেক্ষে এই মেয়াদ প্রতিবার আরও এক বছর পর্যন্ত বৃদ্ধি করিতে পারিবে।

(৩) উপধারা (১)-এর অধীনে কোন জাহাজের সাময়িকভাবে ভিন্ন জাতীয়তার পতাকা বহন করিবার ক্ষেত্রে একটি শর্ত হইবে যে, সমস্ত জ্ঞাপিত অধিকারের ধারকগণ জাহাজটিতে পতাকা পরিবর্তনের লিখিত অনুমতি দিয়াছে, এবং বিদেশী নিবন্ধন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক এই মর্মে একটি সনদ ইস্যু হইয়াছে যে জাহাজখানি বিদেশী নিবন্ধন বহিতে নিবন্ধিত হইতে পারিবে।

(৪) উপধারা (১)-এর অধীনে কোন জাহাজ সাময়িকভাবে ভিন্ন জাতীয়তার পতাকা বহন করিবার ক্ষেত্রে অপর একটি শর্ত হইবে যে, এমন কোন বিদেশী কোম্পানী বা অনুরূপ সত্ত্বার সহিত বেয়ারবোর্ট ভাড়াচুক্তি স্বাক্ষরিত হয় নাই যাহাতে জাহাজ মালিকের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ কোন স্বার্থ আছে এবং কোম্পানীতে কোন প্রভাব আছে; কিন্তু উক্তরূপ শর্ত প্রযোজ্য হইবে না যদি নৌপরিবহন নিবন্ধকের নিকট এইরূপ দলিলাদি উপস্থাপন করা হয় যাহাতে প্রতীয়মান হয় যে, কোন নতুন বাজারে প্রবেশাধিকারের শর্ত হিসাবে কোন বিদেশী কর্তৃপক্ষ কর্তৃক একটি নির্দিষ্ট পতাকা বহন করিবার শর্ত আরোপিত হওয়ার ফলে পতাকা পরিবর্তন প্রয়োজনীয়।

৬ষ্ঠ অধ্যায়

উপকূলীয় ব্যবসার লাইসেন্স ও অন্যান্য বিষয়

৪২। প্রয়োগ

এই অধ্যায় শিপিং সার্ভিস প্রদানকারী কোম্পানি ও অন্যূন ১৫০ টন অথবা সরকার সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা যেই টনেজ নির্ধারিণ করিবে সেই টনেজ বিশিষ্ট ইঞ্জিন চালিত সমূদ্রগামী জাহাজ সমূহের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে।

৪৩। শিপিং সার্ভিস প্রদান বা উপকূলীয় ব্যবসা বা কার্যকলাপের লাইসেন্স

(১) নৌপরিবহন কর্তৃক প্রদত্ত লাইসেন্স ব্যতীত কোন শিপিং সার্ভিস প্রদানকারী কোম্পানি বাংলাদেশে কোন সার্ভিস প্রদান করিবে না বা কোন জাহাজ, যাহা বাংলাদেশ জাহাজ নহে অথবা বাংলাদেশী কোন নাগরিক বা কোম্পানী বা কর্মকর্তা বা অন্য কোন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক ভাড়াকৃত নহে, উপকূলীয় ব্যবসা বা কার্যক্রমে নিয়োজিত হইবে না।

(২) উপধারা (১)-এর অধীনে প্রদত্ত লাইসেন্স শিপিং সার্ভিস প্রদান বা উপকূলীয় ব্যবসা বা কার্যক্রমের সম্পূর্ণ বা অংশ বিশেষের ক্ষেত্রে এবং উহাতে উল্লেখিত শর্ত সমূহ সাপেক্ষে প্রযোজ্য হইতে পারে।

(৩) প্রত্যাহার বা বাতিল না হওয়া পর্যন্ত উপধারা (১)-এ প্রদত্ত লাইসেন্স বলবৎ থাকিবে।

(৪) যে ব্যক্তি উপধারা (১)-এর বিধান সমূহ লজ্ঘন করিবে সে ব্যক্তি উক্তরূপ প্রত্যেক অপরাধের জন্য অনধিক এক বছরের কারাদন্ডে, অথবা অনধিক পাচঁ লক্ষ ইউনিট অর্থদন্ডে অথবা উভয় দন্ডে দন্ডিত হইবে।

৪৪। লাইসেন্স প্রত্যাহার ইত্যাদি

(১) শিপিং সার্ভিস প্রদান বা উপকূলীয় ব্যবসা বা কার্যক্রমের জন্য প্রদত্ত লাইসেন্স কর্তৃপক্ষ কর্তৃক পরিবর্তন, স্থগিতকরণ, প্রত্যাহার বা বাতিল করা যাইতে পারে; কিন্তু সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে উক্তরূপ প্রত্যাহার বা বাতিল সম্পর্কে বক্তব্য রাখিবার যুক্তি সংঙ্গত সুযোগ না দিয়া কোন লাইসসেন্স প্রত্যাহার বা বাতিল করা যাইবে না।

(২) যখন এই অধ্যায়ের অধীন প্রদত্ত কোন লাইসেন্স প্রত্যাহার বা বাতিল করা হয় অথবা অন্য কোন ভাবে উহা বৈধতা হারায়, তাহা হইলে যে ব্যক্তি বরাবর লাইসেন্সটি প্রদান করা হইয়াছিল সে উক্তরূপ প্রত্যাহার, বাতিল বা বৈধতা হারানোর ষাট দিনের ভিতরে উহা প্রদানকারী কর্তৃপক্ষের নিকট ফেরৎ দিবে অথবা ফেরৎ দেওয়ার ব্যবস্থা করিবে।

(৩) যে ব্যক্তি উপধারা (২)-এর বিধান লজ্ঘন করিবে সে অনধিক দুই লক্ষ ইউনিট অর্থদন্ডে দন্ডিত হইবে।

৪৫। আঞ্চলিক জলসীমার অভ্যন্তরে কার্যকলাপ সম্পর্কে শর্তাবলী এবং বাধা নিষেধ

(১) কোন জাহাজ বাংলাদেশ জলসীমার ভিতরে ব্যবসা করিবেনা যদি না জাহাজখানি-
    (ক) উহা বাংলাদেশ জাহাজ হয়; অথবা
    (খ) উহার বৈদেশিক নিবন্ধন সনদ থাকে;

(২) কোন প্রবিধান বা বিদেশী কোন সরকারের সহিত বিদ্যমান কোন চুক্তি সাপেক্ষে শুধুমাত্র বাংলাদেশ জাহাজই বাংলাদেশ জলসীমায় স্থানীয় ব্যবসা বা কার্যক্রমে নিয়োজিত হইতে পারিবে।

(৩) প্রত্যেক বাংলাদেশ জাহাজ কোন তৃতীয় পক্ষের লোকসান বা ক্ষতির ঝুঁকির বিপরীতে বীমা করিবে, এবং নির্দিষ্টভাবে-
    (ক) এই আইনের তৃতীয় অংশের কোন বিধান অনুযায়ী নাবিকের প্রতি জাহাজ মালিকের দায় দায়িত্ব সম্পর্কে ; এবং
    (খ) তৃতীয় পক্ষের লোকসান বা ক্ষতির দাবী সম্পর্কে;

(৪) প্রত্যেক বিদেশী জাহাজ যাহা বাংলাদেশ জলসীমায় নোঙ্গর করিবে বা ব্যবসা করিবে অথবা বাংলাদেশের কোন বন্দরে প্রবেশ করিবে তাহা তৃতীয় পক্ষের লোকসান বা ক্ষতির ঝুঁকির বিপরীতে বীমা করিবে।

(৫) যদি কোন জাহাজ এই ধারার ব্যত্যয় ঘটায়, মালিক একটি অপরাধ সংঘটন করিয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে, এবং দোষী সাব্যস্ত হইলে অনধিক পাঁচ লক্ষ ইউনিট অর্থদন্ডে অথবা অনধিক পাঁচ বছরের কারাদন্ডে অথবা উভয় দন্ডে দন্ডিত হইবে।

(৬) বাংলাদেশ জাহাজ ব্যতীত অন্য কোন জাহাজ মহাপরিচালকের লিখিত পূর্বানুমতি ব্যতীত তরলীকৃত প্রাকৃতিক গ্যাস মজুদ, গ্যাসকরণ, পুনঃগ্যাসকরণ, বোঝাই বা খালাস অথবা তরলীকৃত পেট্রোলিয়াম গ্যাস বোঝাই বা খালাসে নিয়োজিত হইবেনা, অথবা খাদ্যশস্য বা অন্যান্য মালের লাইটারেজে অথবা খাদ্যশস্য ব্যতীত অন্য মালের ট্রান্সশীপমেন্টের জন্য বাংলাদেশ জলসীমার অভ্যন্তরে কোন স্থানে বাংলাদেশের কোন গন্তব্যে পরিবহনের জন্য ব্যবহৃত হইবে না।

(৭) কোন বিদেশী জাহাজ মহাপরিচালকের লিখিত পূর্বানুমতি ব্যতীত বাংলাদেশের জলসীমায় উন্মুক্ত মালামাল বোঝাই বা খালাসের উদ্দেশ্যে এমন কোন যন্ত্র বা সরঞ্জাম ব্যবহার করিবেনা যাহা জাহাজের সহিত স্থায়ীভাবে সংযুক্ত।

(৮) নৌপরিবহন কর্তৃপক্ষের লিখিত পূর্বানুমোদন ব্যতীত বাংলাদেশের কোন নাগরিক, বা কোন স্থানীয় শিপিং এজেন্ট, বা শিপিং লাইন, বা বহুমূখী পরিবহন অপারেটরের ডেলিভারী এজেন্ট, বা ফ্রেট ফরওয়ার্ডিং এজেন্ট বা জাহাজের অনুরূপ কোন এজেন্ট বাংলাদেশ হইতে বা অভিমূখে জাহাজবাহিত আমদানী-রপ্তানী মালামালের উপর সম্মত ভাড়া ব্যতীত অন্য কোন মাসুল (যে নামেই হউক না কেন) আরোপ বা দাবী করিবে না।

(৯) যে ব্যক্তি উপধারা (১)-এর বিধান লঙ্ঘন করিবে সে অনধিক এক বছরের কারাদন্ডে অথবা অনধিক এক লাখ ইউনিট অর্থদন্ডে অথবা উভয় দন্ডে দন্ডিত হইবে।

(১০) যে ব্যাক্তি উপধারা (৮)-এর বিধান লংঘন করে বা লংঘন করিতে উদ্যত হয় সে সর্বোচ্চ তিন বছরের কারাদন্ডে, অথবা বাস্তবে আদায়কৃত মাসুলের সর্বোচ্চ দ্বিগুণ পরিমাণ অর্থের অর্থদন্ডে, অথবা উভয় দন্ডে দন্ডিত হইবে।

৪৬। নির্দেশ প্রদানের ক্ষমতা

(১) মহাপরিচালক যদি এই মর্মে সন্তুষ্ট হন যে, জনস্বার্থে অথবা নৌপরিবহনের স্বার্থে সাধারনভাবে ইহা প্রয়োজনীয় বা জরুরী, তাহা হইলে, এবং সরকার কর্তৃক নির্দেশিত হইলে, লিখিত আদেশের মাধ্যমে, এই অধ্যায় বা উপকূলীয় নৌপরিবহনের চুক্তির সহিত অসঙ্গতিপূর্ণ নহে এমন শর্তাবলী যাহা মহাপরিচালক নৌপরিবহন কার্যক্রমের নির্বিঘ্ন সম্পাদনের জন্য আরোপ করা প্রয়োজনীয় মনে করেন উহা সাপেক্ষে, এই অধ্যায়ের অধীন ব্যবসার লাইসেন্স প্রাপ্ত কোন কোম্পানি বা জাহাজের উদ্দেশ্যে যে কোন নির্দেশনা প্রদান করিতে পারিবে।

(২) যে ব্যক্তি উপধারা (১)-এ প্রদত্ত কোন নির্দেশনা মান্য করিতে ব্যর্থ হয় সে উক্তরূপ প্রত্যেক অপরাধের জন্য অনধিক এক বছরের কারাদন্ডে অথবা অনধিক পাঁচ লাখ ইউনিট অর্থদন্ডে অথবা উভয় দন্ডে দন্ডিত হইবে।

৪৭। প্রবিধান প্রণয়নের ক্ষমতা

(১) মহাপরিচালক সরকারের অনুমোদন সাপেক্ষে এই অধ্যায়ের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে প্রবিধান প্রণয়ন করিতে পারিবে।

(২) উপধারা (১)-এর সাধারনত্বকে ক্ষুন্ন না করিয়া মহাপরিচালক সরকারের অনুমোদনক্রমে নিম্ন লিখিত সকল বিষয়ে প্রবিধান প্রণয়ন করিতে পারিবে-

(ক) লাইসেন্সের আঙ্গিক;
(খ) বিভিন্ন প্রকারের লাইসেন্সের জন্য প্রদত্ত ফিসের হার; এবং
(গ) অন্য কোন বিষয়ে যাহার বিধান প্রয়োজনীয়।

৭ম অধ্যায়
বিবিধ

৪৮। নাবালকত্ব বা অন্যান্য অযোগ্যতা সম্পর্কিত বিধান

(১) নাবালকত্ব, মানষিক অসুস্থ্যতা বা অন্য কোন কারণে কোন জাহাজে বা উহার শেয়ারে আগ্রহী কোন ব্যক্তি যদি উক্ত জাহাজ বা শেয়ারের নিবন্ধনের বিষয়ে এই আইন কর্তৃক চাহিত বা অনুমিত কোন ঘোষনা প্রদানে অসমর্থ হয় তাহা হইলে উক্ত ব্যক্তির অভিভাবক বা ট্রাষ্টি, অথবা উক্তরূপ অভিভাবক বা ট্রাষ্টি না থাকিলে উক্ত ব্যক্তির আবেদনের প্রেক্ষিতে যথাযথ এখতিয়ার সম্পন্ন কোন আদালত কর্তৃক নিযুক্ত কোন ব্যক্তি, উক্তরূপ ঘোষনা অথবা অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে যতদূর সম্ভব একইরূপ ঘোষনা প্রদান করিতে এবং উক্তরূপ অক্ষম ব্যক্তির পক্ষে অন্য যে কোন কার্য সম্পন্ন করিতে পারিবে।

(২) অক্ষম ব্যক্তির পক্ষে এইরূপ কোন ব্যক্তি কর্তৃক কৃত সমস্ত কাজ এইরূপ ভাবে কার্যকর হইবে যেন উহা উক্তরূপ নাবালক, মানষিক ভাবে অসুস্থ ব্যক্তি অথবা অক্ষম ব্যক্তি কর্তৃক কৃত হইয়াছে।

৪৯। লাভজনক স্বার্থের সংজ্ঞা

এই অংশে ব্যবহৃত ‘লাভজনক স্বার্থ’ (beneficial interest) বলিতে কোন চুক্তি হইতে উদ্ভূত স্বার্থ এবং অন্যান্য ন্যায় সংঙ্গত স্বার্থ বুঝাইবে, এবং

(ক) ট্রাষ্টের নোটিশ নিবন্ধন বহিতে প্রবেশ বা জাহাজ নিবন্ধক কর্তৃক প্রাপ্ত হওয়ার ক্ষেত্রে বাধা নিষেধ সম্পর্কিত এই আইনের বিধানাবলী,

(খ) নিবন্ধিত মালিক এবং বন্ধকের উপরে এই আইন কর্তৃক রশিদ প্রদানের ক্ষমতা; এবং

(গ) বাংলাদেশ জাহাজের মালিক হওয়ার অযোগ্য ব্যক্তিদের বাদ দেওয়া সম্পর্কিত এই আইনের বিধানাবলী

সত্বেও কোন চুক্তি হইতে উদ্ভূত স্বার্থ অথবা অন্য কোন ন্যায় সঙ্গত স্বার্থ জাহাজের মালিক বা বন্ধক গ্রহীতা কর্তৃক অথবা উহাদের বিপরীতে অন্য কোন ব্যক্তিগত সম্পত্তির মতই কার্যকর করা যাইবে।

৫০। স্বত্বভোগী মালিকের দায়-দায়িত্ব

অন্য কোন ব্যক্তির নামে নিবন্ধিত কোন জাহাজ বা জাহাজের শেয়ারে কোন ব্যক্তির বন্ধক ব্যতীত অন্য কোন লাভজনক স্বার্থ থাকিলে সে এবং নিবন্ধিত মালিক উভয়েই এই আইন বা অন্য কোন আইন দ্বারা জাহাজ বা জাহাজের শেয়ার মালিকের উপরে আরোপযোগ্য অর্থ দন্ডের আওতাভুক্ত থাকিবে, যাহাতে এইরূপ দন্ড কার্যকর করিবার কার্যধারা উক্ত পক্ষদ্বয়ের উভয়ের বা এক পক্ষের বিপক্ষে গ্রহন করা যাইবে, অন্যপক্ষকে সামিল না করিয়া।

৮ম অধ্যায়

হস্তান্তর এবং সঞ্চারণ

৫১। জাহাজের হস্তান্তর প্রক্রিয়া এবং হস্তান্তর নিবন্ধন ইত্যাদি

(১) বিক্রেতা কর্তৃক দুইজন সাক্ষীর উপস্থিতিতে এবং তাহাদের দ্বারা সত্যায়িত কোন বিক্রয় বিল সম্পাদন ব্যতিরেকে কোন বাংলাদেশ জাহাজ বা উহার শেয়ার হস্তান্তরিত হইবে না। একটি নিবন্ধিত জাহাজ বা উহার শেয়ার বাংলাদেশ জাহাজের মালিক হইবার যোগ্য কোন ব্যক্তির নিকট অথবা কোন বৈদেশিক ক্রেতার নিকট হস্তান্তর করা যাইবে শুধুমাত্র যখন নিবন্ধক, জাহাজটির কোন অনাদায়ী বন্ধক বা পূর্বস্বত্ব বা ফি নাই এই মর্মে সন্তুষ্ট হইয়া, একটি নির্ভারতা সনদ (non-encumbrance certificate) ইস্যু করেন।

(২) হস্তান্তর দলিল নির্ধারিত ফর্মে হইবে অথবা অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে যতদূর সম্ভব নির্ধারিত ফর্মের কাছাকাছি কোন ফর্মে হইবে, এবং সার্ভে সনদে অথবা নিবন্ধকের সন্তুষ্টিতে জাহাজটিকে সনাক্ত করার জন্য পর্যাপ্ত অন্য কোন বর্ণনায় জাহাজের যে বিবরণ রহিয়াছে তাহার উল্লেখ থাকিবে।

(৩) যথাযথ সম্পাদনের পর হস্তান্তর দলিল জাহাজের নিবন্ধন বন্দরের নিবন্ধকের নিকট উপস্থাপিত হইবে, এবং নিবন্ধক যদি এই মর্মে সন্তুষ্টি হয় যে, জাহাজটিকে সনাক্ত করিবার জন্য পর্যাপ্ত বিবরণ উহাতে রহিয়াছে, তাহা হইলে নিবন্ধন বহিতে জাহাজ অথবা শেয়ার মালিক হিসাবে হস্তান্তর গ্রহীতার নাম লিপিবদ্ধ করিবে।

(৪) যেই ক্রমানুসারে নিবন্ধকের নিকট হস্তান্তর দলিল উপস্থাপিত হয় সেই ক্রমানুসারেই নিবন্ধন বহিতে প্রত্যেক হস্তান্তর লিপিবদ্ধ হইবে।

(৫) উপধারা (৩) অনুযায়ী হস্তান্তর নিবন্ধন হইবার পর, জাহাজ নিবন্ধক, স্বীয় বিচার মতে, হয় নতুন নিবন্ধন সনদ ইস্যু করিবে অথবা বিদ্যমান সনদে পৃষ্ঠাঙ্কন করিবে।

৫২। মৃত্যু, দেউলিয়াত্ব ইত্যাদি ক্ষেত্রে বাংলাদেশ জাহাজের সঞ্চারণ (transmission)

(১) যখন কোন বাংলাদেশ জাহাজ বা উহার শেয়ার মালিকের মৃত্যু বা দেউলিয়া জনিত কারনে অথবা এই আইনে হস্তান্তর ব্যতীত অন্য কোন আইনসঙ্গত উপায়ে অন্য কোন ব্যক্তির উপর সঞ্চারিত হয়, তাহা হইলে উক্ত ব্যক্তি নির্ধারিত ফরমে একটি সঞ্চারনের ঘোষনা (Declaration of Transmission) দস্তখত সহ প্রদান করিয়া উক্তরূপ সঞ্চারনের স্বীকৃতি প্রদান করিবে।

(২) সঞ্চরনের ঘোষনা জাহাজের নিবন্ধন বন্দরের নিবন্ধকের নিকট নিম্নলিখিত কাগজাদি সহকারে জমা দিতে হইবে-

(ক) সাকসেশন আইন ১৯২৫-এর অধীনে উত্তরাধিকার সনদ, প্রবেট, বা প্রশাসন-পত্র বা উহার সহি মুহুরী নকল, যদি উক্ত সঞ্চারণ মৃত্যু জনিত কারনে হয়; এবং

(খ) সঞ্চারণের যথাযথ প্রমাণ, যদি উক্ত সঞ্চারণ দেউলিয়া জনিত কারনে হয়।

(৩) উপধারা (৪)-এর বিধান সাপেক্ষে, উপধারা (২)-এর অধীনে জমাকৃত সঞ্চারণের ঘোষনা প্রাপ্তির পরে, নিবন্ধক উক্তরূপ সঞ্চারণের ফলে যে ব্যক্তি উক্ত জাহাজের বা উহার শেয়ারের মালিক হইবার যোগ্য তাহার নাম নিবন্ধন বহিতে লিপিবদ্ধ করিবে, এবং যেখানে একাধিক ব্যক্তি থাকে সেখানে প্রত্যেকের নাম লিপিবদ্ধ করিবে, কিন্তু উক্তরূপ সকল ব্যক্তি এই আইনের বিধানাবলীর উদ্দেশ্য পূরণ কল্পে একজন ব্যক্তি বলিয়া গণ্য হইবে।

(৪) উপধারা (৩)-এর কোন কিছুই নিবন্ধককে নিবন্ধন বহিতে এই ধারার অধীনে কোন এন্ট্রি লিপিবদ্ধ করিতে বাধ্য করিবে না যদি তিনি মনে করেন যে উক্তরূপ সঞ্চারণের ফলে জাহাজখানি আর বাংলাদেশ জাহাজ থাকিল না।

৫৩। বাংলাদেশ জাহাজ না হইলে বিক্রয়াদেশ

(১) যখন মৃত্যু, দেউলিয়াত্ব বা অন্য কোন কারনে কোন জাহাজ বা উহার শেয়ার সঞ্চারণের ফলে উহা আর বাংলাদেশ জাহাজ থাকেনা, উহার নিবন্ধন বন্দরের নিবন্ধক কি পরিস্থিতিতে জাহাজখানি বাংলাদেশ জাহাজের চরিত্র হারাইয়াছে উহা সম্পর্কে সরকারের নিকট একটি প্রতিবেদন পেশ করিবে।

(২) উপধারা (১)-এর অধীনে কোন প্রতিবেদন প্রাপ্তির পর, সরকার উক্তরূপে সঞ্চারিত সম্পত্তি কোন ব্যক্তি বা কোম্পানীর নিকট বিক্রয়ের জন্য, যিনি বা যাহা বাংলাদেশ জাহাজ ধারণ করিবার শর্তাবলী পূরণ করে, নির্দেশনা চাহিয়া হাইকোর্ট ডিভিশনের এ্যাডমিরালটি বেঞ্চে আবেদন করিতে পারিবে।

(৩) হাইকোর্ট ডিভিশনের এ্যাডমিরালটি বেঞ্চ আবেদনের সমর্থনে যে সমস্ত প্রমাণ প্রয়োজনীয় বলিয়া মনে করিবে তাহা চাহিতে পারিবে, এবং ন্যায় সঙ্গত শর্তাবলী সাপেক্ষে যে কোন আদেশ প্রদান করিতে পারিবে, অথবা যদি মনে করে যে জাহাজখানি এখনও বাংলাদেশ জাহাজ আছে তাহা হইলে আবেদনটি প্রত্যাখ্যান করিতে পারিবে; এবং যদি জাহাজ বা উহার শেয়ার বিক্রয়ের আদেশ হয় তাহা হইলে আদালত ব্যয় কর্তনের পর বিক্রয়লব্ধ অর্থ সঞ্চারনের ফলে যে ব্যক্তি উহা পাইতে হক্‌দার তাহাকে পরিশোধ করিবার আদেশ দিতে পারিবে।

(৪) উপধারা (২)-এর অধীনে কোন আবেদন নির্ধারিত সময়ের ভিতর করিতে হইবে।

(৫) হাইকোর্ট ডিভিশনের এ্যাডমিরালটি বেঞ্চ নির্ধারিত সময় অতিবাহিত হইবার পরও আবেদন গ্রহন করিতে পারিবে যদি এই মর্মে সন্তুষ্ট হয় যে, সরকারের নির্ধারিত সময়ের ভিতর আবেদন না করিবার পর্যাপ্ত কারন ছিল।

৫৪। আদালতের আদেশে বিক্রীত জাহাজের হস্তান্তর

যখন কোন আদালত, এই আইনের অধীনে অথবা অন্য কোনরূপে, কোন জাহাজ বা উহার শেয়ারের বিক্রয়ের আদেশ প্রদান করে, উক্ত আদেশে আদালত কর্তৃক নির্ধারিত কোন ব্যক্তিকে উক্ত জাহাজ বা শেয়ার হস্তান্তর করিবার অধিকার অর্পণ করিয়া একটি ঘোষনা থাকিবে, এবং অতপর উক্ত নির্দিষ্ট ব্যক্তি উক্ত জাহাজ বা শেয়ার এমনভাবে হস্তান্তর করিবার অধিকার প্রাপ্ত হইবে যেন তিনিই উহার মালিক, এবং এই আইনের অন্যান্য বিধানাবলী সাপেক্ষে, উক্ত জাহাজ বা শেয়ার হস্তান্তরের ক্ষেত্রে, তিনিই মালিক বলিয়া গণ্য হইবেন।

৯ম অধ্যায়
বন্ধক

৫৫। মালিক ও বন্ধকগ্রহীতার অধিকার

(১) নিবন্ধন বহি হইতে উদ্ভূত কোন ব্যক্তির উপর অর্পিত কোন ক্ষমতা বা অধিকার সাপেক্ষে, জাহাজ বা জাহাজের শেয়ারের কোন নিবন্ধিত মালিকের উহা হস্তান্তরের সম্পূর্ণ ক্ষমতা থাকিবে, যদি উক্তরূপ হস্তান্তর এই আইন অনুসারে হয়;

(২) উপধারা (১) ইহা ইঙ্গিত করেনা যে, কোন চুক্তি হইতে উদ্ভূত স্বার্থ অথবা অন্য কোন লাভজনক স্বার্থ কোন জাহাজ বা জাহাজের শেয়ারের ক্ষেত্রে থাকিতে পারিবে না, এবং উক্তরূপ স্বার্থ সমূহ জাহাজের মালিক বা বন্ধক গ্রহীতা কর্তৃক অথবা উহাদের বিপরীতে অন্য কোন ব্যক্তিগত সম্পত্তির মতই কার্যকর করা যাইবে।

(৩) কোন জাহাজ বা জাহাজের শেয়ারের নিবন্ধিত মালিকের জাহাজ বা শেয়ারের হস্তান্তর জনিত কারনে গৃহীত পণের অগ্রিম বা অন্য কোন অর্থ পরিশোধিত হইলে তাহার কার্যকর রসিদ প্রদানের ক্ষমতা থাকিবে।

৫৬। জাহাজ বা উহার শেয়ার বন্ধক

(১) কোন নিবন্ধিত জাহাজ বা শেয়ার কোন ধার বা পণের বিপরীতে জামানত রাখা যাইবে, এবং এইরূপ জামানত সৃষ্টিকারী দলিল (অতপর বন্ধক বলিয় অভিহিত) নির্ধারিত ফরমে হইবে, অথবা অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে যেইরূপ সম্ভব সেইরূপ ফরমে হইবে।

(২) বন্ধক সৃষ্টিকারী প্রত্যেক দলিল নিবন্ধন বহিতে লিপিবদ্ধ করিবার উদ্দেশ্যে জাহাজের নিবন্ধন বন্দরের নিবন্ধকের নিকট উপস্থাপন করিতে হইবে; এবং উক্তরূপে নিবন্ধিত প্রত্যেক বন্ধক নিবন্ধিত বন্ধক বলিয়া অভিহিত হইবে।

(৩) নিবন্ধক, যেই ক্রমানুসারে বন্ধক সমূহ তাহার নিকট উপস্থাপিত হইবে সেই ক্রমানুসারে নিবন্ধন বহিতে লিপিবদ্ধ করিবে এবং প্রত্যেক বন্ধক সৃষ্টিকারী দলিলে এই পৃষ্ঠাঙ্কন করিবে যে বন্ধকটি উল্লেখিত তারিখ এবং সময়ে নিবন্ধিত হইয়াছে।

(৪) যদি একই জাহাজ বা শেয়ারের বিপরীতে একাধিক বন্ধক নিবন্ধিত হয় তাহা হইলে বন্ধক সমূহ, প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ কোন নোটিশ সত্বেও, যে তারিখে বন্ধক সমূহ নিবন্ধন বহিতে লিপিবদ্ধ হইয়াছে সেই ক্রমানুসারে প্রাধান্য পাইবে, বন্ধকের তারিখের ক্রমানুসারে নহে।

(৫) যখন কোন বন্ধক দলিলে, বন্ধক গ্রহীতার লিখিত পূর্বানুমতি ব্যতীত কোন জাহাজের পূনর্বন্ধক নিষিদ্ধ থাকে, জাহাজ নিবন্ধক নিবন্ধন বহিতে এই মর্মে একটি নোট লিপিবদ্ধ করিবে, এবং জাহাজ নিবন্ধক পূর্বেকার বন্ধক গ্রহীতার লিখিত অনুমতি প্রাপ্ত না হইলে পরবর্তী কোন বন্ধক নিবন্ধন করিবেনা, এবং এই বিধান লঙ্ঘন করিয়া কোন বন্ধক নিবন্ধিত হইলে তাহা বাতিল হইবে।

(৬) যখন কোন বন্ধক দলিলে, বন্ধক গ্রহীতার লিখিত পূর্বানুমতি ব্যতীত জাহাজের মালিকানা হস্তান্তর বা নিবন্ধন বাতিল নিষিদ্ধ থাকে, জাহাজ নিবন্ধক নিবন্ধন বহিতে এই মর্মে একটি নোট লিপিবদ্ধ করিবে, এবং বন্ধক গ্রহীতার যথাযথ লিখিত অনুমোদন প্রাপ্ত না হইলে কোন জাহাজের মালিকানা হস্তান্তর বা নিবন্ধন বাতিল লিপিবদ্ধ করিবেনা, এবং এইরূপ কোন মালিকানা হস্তান্তর বা নিবন্ধন বাতিল লিপিবদ্ধ হইলে তাহা বাতিল হইবে।

(৭) সাময়িকভাবে নিবন্ধিত কোন জাহাজের ক্ষেত্রে বন্ধক নিবন্ধিত হইতে পারিবে এবং এইরূপ বন্ধক নিবন্ধনের ক্ষেত্রে উহা এই আইনের এবং নিবন্ধন প্রবিধানমালার বন্ধন সম্পর্কিত যাবতীয় বিধানাবলীর অধীনস্থ থাকিবে।

(৮) অবসান না হওয়া অবধি উপধারা (৭) এর অধীনে নিবন্ধিত কোন বন্ধক একটি নিবন্ধিত বন্ধক হিসাবেই গণ্য হইতে থাকিবে, জাহাজের সাময়িক নিবন্ধন বাতিল হওয়া সত্বেও।

(৯) উপধারা (১) অনুযায়ী জাহাজ বলিতে নির্মাণাধীন জাহাজকেও বুঝাইবে।

(১০) নির্মাণাধীন জাহাজের বন্ধক ধারা ২২-এ উল্লেখিত রেকর্ড বহিতে এন্ট্রি হইবে; কিন্তু এইরূপ নির্মানাধীন জাহাজের নিবন্ধন ধারা ৩৩-এ বিধৃত নিবন্ধন বহির অপর কোন যথাযথ অংশে স্থানান্তরিত হইলে বন্ধক সংক্রান্ত এন্ট্রিসমূহও, বন্ধক ইতিমধ্যে সমাপ্ত না হইলে, একইরূপে নিবন্ধন বহির

উক্তরূপ যথাযথ অংশে স্থানান্তরিত হইবে, এবং এইরূপ জাহাজ বন্ধক সমাপ্ত না হওয়া পর্যন্ত কোন বৈদেশিক রাষ্ট্রের আইনের অধীনে নিবন্ধিত হইবে না।

(১১) যখন দুই বা ততোধিক বন্ধক একই জাহাজ বা উহার শেয়ারের বিপরীতে নিবন্ধিত হয়, উক্ত বন্ধক সমূহের প্রাধান্য নির্ধারিত হইবে বন্ধক সমূহের নিবন্ধনের ক্রমানুসারে এবং অন্য কোন কিছু অনুসারে নহে।

৫৭। বন্ধকের অবসানের এন্ট্রি

যখন কোন জাহাজ বা উহার শেয়ারের নিবন্ধিত বন্ধকের অবসান হয়, নিবন্ধক বন্ধক সৃষ্টিকারী দলিল এবং যথাযথভাবে দস্তখতকৃত ও সত্যায়িত বন্ধক পণের রসিদ তাহার নিকট উপস্থাপিত হইবার পর, নিবন্ধন বহিতে এই মর্মে এন্ট্রি করিবে যে বন্ধকটি অবসান হইয়াছে, এবং উক্তরূপ এন্ট্রির পরে উক্ত জাহাজ বা শেয়ারে স্বার্থ, যদি থাকে, যাহা বন্ধক গ্রহীতার নিকট হস্তান্তরিত হইয়াছিল তাহা এইরূপ ব্যক্তির নিকট অর্পিত হইবে যাহার নিকট উক্তরূপ বন্ধক সৃষ্টি না হইলে অর্পিত হইত।

৫৮। বন্ধক গ্রহীতা মালিক নহে

নিবন্ধিত জাহাজ বা উহার শেয়ার বন্ধক ঋণের বিপরীতে প্রাপ্যতার জন্য যতটুকু প্রয়োজন ততটুকু ব্যতীত, বন্ধক গ্রহীতা, বন্ধকের কারনে উক্ত জাহাজ বা শেয়ারের মালিক বলিয়া গণ্য হইবে না এবং বন্ধক দাতা উহার মালিক হিসাবে বিবেচিত হইতে থাকিবে।

৫৯। বন্ধক গ্রহীতার অধিকার

(১) নিবন্ধিত বন্ধকের বন্ধকগ্রহীতা হাইকোর্ট ডিভিশনের এ্যাডমিরালটি বেঞ্চের যথাযথ কার্যধারার মাধ্যমে বন্ধকের টাকা ফেরৎ পাইবার যোগ্য হইবে, এবং হাইকোর্ট ডিভিশনের এ্যাডমিরালটি বেঞ্চ ডিক্রী প্রদান করিবার সময় নিবন্ধিত জাহাজ বা উহার শেয়ার ডিক্রী বাস্তবায়নের জন্য বিক্রয় করিবার আদেশ দিতে পারিবেন।

(২) উপধারা (১)-এর বিধান সাপেক্ষে, শুধুমাত্র বন্ধকের কারনে কোন বন্ধক গ্রহীতা নিবন্ধিত জাহাজ বা উহার শেয়ার বিক্রয় বা অন্য কোনরূপে হস্তান্তর করিবার অধিকারী হইবেনা।

৬০। বন্ধক দেউলিয়াত্ব দ্বারা প্রভাবিত নহে

নিবন্ধক কর্তৃক বন্ধকের তারিখ লিপিবদ্ধ হইবার পরে, বন্ধক দাতা তাহার দেউলিয়াত্বের শুরুতে জাহাজের দখল বা নিয়ন্ত্রণে থাকিলেও অথবা উহার খ্যাতনামা মালিক হইলেও বন্ধক দাতা কর্তৃক সংঘটিত কোন দেউলিয়াত্ব জাহাজ বা উহার শেয়ারের নিবন্ধিত বন্ধককে প্রভাবিত করিবে না, এবং উক্তরূপ বন্ধক উক্ত দেউলিয়ার অন্যান্য পাওনাদার বা ট্রাষ্টি বা প্রতিনিধির কোন অধিকার দাবী বা স্বার্থের উপরে প্রাধান্য পাইবে।

৬১। বন্ধক হস্তান্তর

(১) জাহাজ বা উহার শেয়ারের কোন নিবন্ধিত বন্ধক কোন ব্যক্তি বরাবরে হস্তান্তর করা যাইবে, এবং উক্তরূপ হস্তান্তরের দলিল নির্ধারিত ফরমে হইবে অথবা অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে যেইরূপ সম্ভব সেইরূপ ফরমে হইবে।

(২) নিবন্ধিত বন্ধক হস্তান্তরের দলিল নিবন্ধন বহিতে লিপিবদ্ধ করিবার উদ্দেশ্যে জাহাজের নিবন্ধন বন্দরের নিবন্ধকের নিকট উপস্থাপিত হইবে; এবং নিবন্ধক নিবন্ধন বহিতে জাহাজ বা উহার শেয়ারের হস্তান্তর গ্রহীতার নাম বন্ধক গ্রহীতা হিসাবে রেকর্ড করিবে, এবং হস্তান্তর দলিলে এই মর্মে পৃষ্ঠাঙ্কন করিবে যে উহা তাহার নির্ধারিত তারিখ এবং সময়ে রেকর্ড হইয়াছে।

(৩) নিবন্ধিত বন্ধকের হস্তান্তর গ্রহীতা যাহার নাম উপধারা (২) এর অধীনে বন্ধক গ্রহীতা হিসাবে লিপিবদ্ধ হইয়াছে তাহার হস্তান্তর দাতার সমতুল্য অগ্রাধিকার থাকিবে।

৬২। কতিপয় ক্ষেত্রে বন্ধকের স্বার্থের সঞ্চারণ

মৃত্যু বা দেউলিয়াত্বের কারনে, অথবা এই আইনের অধীনে হস্তান্তর ব্যতীত কোন আইন সঙ্গত কারনে কোন জাহাজ বা উহার শেয়ারে বন্ধক গ্রহীতার স্বার্থ সঞ্চারিত হইলে, উক্ত সঞ্চারণ নির্ধারিত ফরমে একটি সঞ্চারণ ঘোষণার মাধ্যমে স্বীকৃত হইবে, এবং ধারা ৫২-র বিধানাবলী যতদূর সম্ভব উক্ত সঞ্চারণের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে।

৬৩। বাংলাদেশের বাহিরে বিক্রয় বা বন্ধকের ক্ষমতা

(১) যখন কোন বাংলাদেশ জাহাজ বা উহার শেয়ারের নিবন্ধিত মালিক উক্ত জাহাজ বা শেয়ার বাংলাদেশের বাহিরে কোন জায়গায় বিক্রয় বা বন্ধকের মাধ্যমে হস্তান্তর করিতে ইচ্ছুক হয়, সে জাহাজ নিবন্ধক বরাবর লিখিত ঘোষণার মাধ্যমে আবেদন করিতে পারিবে।

(২) উপধারা (১) এর অধীনে কোন আবেদনে নিম্নলিখিত বিষয় সমূহ অর্ন্তভূক্ত থাকিতে হইবে-

(ক) সনদে উল্লেখিত ক্ষমতা যে অনুশীলন করিবে তাহার নাম ও ঠিকানা, যাহাতে উল্লেখ থাকিবে-

(i) বিক্রয়ের ক্ষেত্রে উহার সর্বনিম্ন মূল্য, যদি সর্বনিম্ন মূল্য নির্ধারণ উদ্দেশ্য হয়, অথবা

(ii) বন্ধকের ক্ষেত্রে সর্বচ্চ পণ, যদি সর্বোচ্চ পণ নির্ধারন উদ্দেশ্য হয়;

(খ) যেই জায়গায় উক্ত ক্ষমতার অনুশীলন হইবে, অথবা কোন জায়গা নির্দিষ্ট না থাকিলে, এই আইন সাপেক্ষে উক্ত ক্ষমতা যে কোন জায়গায় অনুশীলন করা যাইবে এই মর্মে একটি ঘোষনা;

(গ) উক্ত ক্ষমতা অনুশীলন করিবার সময়সীমা;

(৩) বিক্রয়ের মাধ্যমে কোন জাহাজের হস্তান্তরের আবেদনের ক্ষেত্রে, জাহাজ নিবন্ধক এইরূপ আবেদককে উপধারা (৪) অনুযায়ী জাহাজ বা উহার শেয়ার হস্তান্তর করিবার অনুমতি প্রদান করিবে।

(৪) এই ধারার অধীনে আবেদন প্রাপ্তির পর, জাহাজ নিবন্ধক নিবন্ধন বহিতে আবেদনে উল্লেখিত বিষয় সমূহের একটি বিবৃতি এন্ট্রি করিবে, এবং আবেদককে বিক্রয় সনদ অথবা বন্ধক সনদ, যাহা প্রযোজ্য হয়, প্রদান করিবে।

(৫) বিক্রয় সনদ বা বন্ধক সনদ-

(ক) নির্ধারিত ফরমে হইবে;

(খ) বাংলাদেশের ভিতরে অথবা সনদে উল্লেখ নাই এমন ব্যক্তি কর্তৃক কোন বিক্রয় বা বন্ধক অনুমোদন করিবেনা;

(গ) আবেদনে উল্লেখিত বিষয়গুলি সম্পর্কে একটি বিবৃতি এবং যেই জাহাজ বা শেয়ার সম্পর্কে সনদ প্রদান করা হইয়াছে সেই জাহাজকে প্রভাবিত করিয়া কোন নিবন্ধিত বন্ধক অথবা বিক্রয় বা নিবন্ধিত বন্ধকের সনদ সম্পর্কে একটি বিবৃতি ধারণ করিবে।

৬৪। বিক্রয় সনদ সংক্রান্ত সাধারণ নিয়মাবলী

(১) সম্পূর্ণ জাহাজ বিক্রয়ের ক্ষেত্র ব্যতীত বিক্রয় সনদ প্রদান করা যাইবে না।

(২) এইরূপ সনদ কর্তৃক অর্পিত ক্ষমতা উহাতে উল্লেখিত নির্দেশনা মোতাবেক অনুশীলন করিতে হইবে।

(৩) এইরূপ কোন সনদ কর্তৃক অর্পিত ক্ষমতা বলে সরল বিশ্বাসে কোন বিক্রয় চুক্তি কোন ক্রেতার পণের বিনিময়ে সম্পাদিত হইলে, ক্ষমতা প্রদান এবং বিক্রয় সম্পন্নের মধ্যবর্তী কোন সময়ে ক্ষমতা প্রদানকারী ব্যক্তির মৃত্যুর কারনে উক্ত চুক্তি বাতিল হইবে না।

(৪) যখন কোন সনদে যেই স্থানে এবং অনধিক বার মাসের সময় সীমার মধ্যে যেই সময়ে ক্ষমতা অনুশীলন হইবে তাহা উল্লেখ থাকে, তখন পণের বিনিময়ে সরল বিশ্বাসে অগোচরে কোন বিক্রয় হইলে তাহা ক্ষমতা প্রদানকারী ব্যক্তির দেউলিয়াত্বের কারনে খর্ব হইবে না।

৬৫। বিক্রয় সনদের অধীনে জাহাজের বিক্রয় ও নিবন্ধন

(১) এই অংশের অধীনে প্রদত্ত কোন বিক্রয় দলিল কর্তৃক ক্ষমতা প্রাপ্ত হইয়া যখন কোন বাংলাদেশ জাহাজ এইরূপ জাহাজের মালিক হইবার যোগ্য কোন ব্যক্তির নিকট অথবা কোন বিদেশী সত্ত্বার নিকট বিক্রয় হয়-

(ক) এই অংশে বিধৃত উপায়ে বিক্রয় বিল দ্বারা জাহাজের হস্তান্তর সম্পন্ন হইবে, এবং উক্তরূপ যথাযথভাবে সম্পাদিত বিক্রয় বিল এবং বিক্রয় সনদ যেই স্থানে জাহাজটি বিক্রয় হয় সেই স্থানের কনসুলার কর্মকর্তার নিকট উপস্থাপিত হইবে, এবং উক্ত কর্মকর্তা অতঃপর উক্ত ক্রয় সনদের উপরে জাহাজটি বিক্রয় হওয়ার বিবৃতি পৃষ্ঠাঙ্কন এবং দস্তখত করিবে, এবং অবিলম্বে উহা জাহাজ নিবন্ধককে অবহিত করিবে।

(খ) এই আইনে বর্ণিত পদ্ধতিতে জাহাজ নতুন করিয়া নিবন্ধন করা যাইবে; এবং

(গ) জাহাজ নিবন্ধক, কনসুলার কর্মকর্তা হইতে বিক্রয় সনদ এবং জাহাজের নিবন্ধন সনদ প্রাপ্ত হইবার পর, এবং উক্ত প্রত্যেক সনদে বিক্রয় হইবার তথ্য পৃষ্ঠাঙ্কিত হইবার পর, জাহাজের বিক্রয় নিবন্ধন বহিতে লিপিবদ্ধ করিবে।

(২) এই অংশের অধীনে ইস্যুকৃত কোন বিক্রয় সনদ কর্তৃক অর্পিত ক্ষমতার অনুশীলনের মাধ্যমে যখন কোন বাংলাদেশ জাহাজ উক্তরূপ জাহাজের মালিক হইবার যোগ্য নহে এমন কাহারও নিকট বিক্রয় হয়-

(ক) যেই স্থানে জাহাজটি বিক্রয় হইয়াছে সেই স্থানের কনসুলার কর্মকর্তার নিকট বিক্রয় সনদ ও নিবন্ধন সনদ উপস্থাপিত হইবে, এবং কনসুলার কর্মকর্তা উক্তরূপ প্রত্যেক সনদে এই মর্মে পৃষ্ঠাঙ্কন করিবে যে জাহাজখানি বাংলাদেশ জাহাজের মালিক হইবার যোগ্য নহে এমন কাহারও নিকট বিক্রয় হইয়াছে।

(খ) দফা (ক) তে উল্লেখিত পৃষ্ঠাঙ্কন করিয়াছে এমন কোন কনসুলার কর্মকর্তা যথাযথ পৃষ্ঠাঙ্কিত বিক্রয় সনদ এবং নিবন্ধন সনদ জাহাজ নিবন্ধক বরাবর প্রেরণ করিবে।

(গ) জাহাজ নিবন্ধক, বিক্রয় এবং নিবন্ধন সনদ প্রাপ্ত হইবার পর, এবং উক্তরূপ প্রত্যেক সনদ দফা (ক) ও (খ) অনুযায়ী পৃষ্ঠাঙ্কিত হইবার পর নিবন্ধন বহিতে বিক্রয় তথ্য লিপিবদ্ধ করিবে, এবং উহাতে উল্লেখিত অপরিশোধিত বন্ধক বা বিদ্যমান বন্ধক সনদ ব্যতীত, জাহাজের নিবন্ধন সমাপ্ত বলিয়া গণ্য হইবে।

(ঘ) এই উপধারায় উল্লেখিত সনদ সমূহ উপস্থাপনে ব্যত্যয় হইলে, যাহার নিকট জাহাজখানি বিক্রয় করা হইয়াছে তিনি জাহাজের কোন স্বত্ব বা স্বার্থ প্রাপ্ত হন নাই বলিয়া ধরিয়া লওয়া হইবে, এবং যাহার আবেদনের প্রেক্ষিতে বিক্রয় সনদ ইস্যু করা হইয়াছিল এবং উহার অধীনে যে ব্যক্তি ক্ষমতা অনুশীল করিয়াছিল, প্রত্যেকে অপরাধী সাব্যস্ত হইবে।

(৩) এই অংশের অধীনে প্রদত্ত কোন বিক্রয় সনদ কর্তৃক অর্পিত ক্ষমতা বলে যদি কোন বিক্রয় চুক্তি সম্পন্ন না হয়, তাহা হইলে উক্ত সনদ জাহাজ নিবন্ধক বরাবর প্রেরণ করা হইবে, এবং অতঃপর জাহাজ নিবন্ধক উক্ত সনদ বাতিল করিবে, এবং নিবন্ধন বহিতে উক্ত বাতিলকরণের তথ্য লিপিবদ্ধ করিবে; এবং এইরূপে বাতিলকৃত প্রত্যেক সনদ বে-আইনী হইবে।

৬৬। বিক্রয় বা বন্ধক সনদের প্রত্যাহার

(১) কোন বাংলাদেশ জাহাজ বা উহার শেয়ারের মালিক, যেই জাহাজের বিপরীতে বিক্রয় বা বন্ধক সনদ প্রদত্ত হইয়াছে উক্ত ক্ষমতা কোন্ কোন্ স্থানে অনুশীলিত হইবে তাহা নির্দিষ্ট করিয়া স্বীয় দস্তখতকৃত কোন দলিলের মাধ্যমে যেই জাহাজ নিবন্ধক কর্তৃক সনদটি ইস্যু হইয়াছিল তাহাকে উপরোক্ত প্রত্যেক স্থানের কনসুলার কর্মকর্তাকে এই মর্মে নোটিশ প্রদানের ক্ষমতা অর্পন করিতে পারিবেন যে উক্ত সনদ প্রত্যাহার করা হইয়াছে।

(২) অতঃপর তদনুসারে নোটিশ দেওয়া হইবে এবং কনসুলার কর্মকর্তা কর্তৃক রেকর্ড করা হইবে, এবং এইরূপ রেকর্ড করিবার পর, উক্ত স্থানে কোন বিক্রয় বা বন্ধক বিষয়ে সনদখানা প্রত্যাহার করা হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।

(৩) উক্তরূপে রেকর্ড হইবার পর, উক্ত নোটিশ উক্ত সনদের অধীনে হস্তান্তর বা বন্ধকের উদ্দেশ্যে আবেদন করিয়াছে এইরূপ প্রত্যেক ব্যক্তি বরাবর প্রদর্শিত হইবে।

(৪) কনসুলার কর্মকর্তা, এইরূপ কোন নোটিশ রেকর্ড করিবার পর, যেই জাহাজ নিবন্ধক কর্তৃক সনদখানা প্রদত্ত হইয়াছিল তাহাকে সনদে উল্লেখিত ক্ষমতার পূর্ববর্তী কোন ব্যবহার হইয়াছিল কিনা তাহা অবহিত করিবে।

১০ম অধ্যায়

সামুদ্রিক পূর্বস্বত্ব (Maritime Liens)

৬৭। সামুদ্রিক পূর্বস্বত্ব (Maritime Liens)

(১) এই আইনের বিধানাবলী সাপেক্ষে, নিম্নোক্ত দাবী সমূহ জাহাজের উপর সামুদ্রিক পূর্বস্বত্বের মাধ্যমে আদায় করা যাইবে-

- (ক) জাহাজের মাষ্টার, কর্মকর্তা এবং অন্যান্য সদস্যের, জাহাজে তাহাদের চাকুরীর ক্ষেত্রে, মজুরী এবং অন্যান্য বকেয়ার দাবী।
- (খ) বন্দর এবং অন্যান্য নৌপথের বকেয়া এবং পাইলটেজের বকেয়ার দাবী।
- (গ) মালিকের বিরুদ্ধে জাহাজ পরিচালনা হইতে সরাসরি উদ্ভূত, ভূমিতে হউক বা নৌপথে হউক, প্রাণহানি বা ব্যক্তিগত ক্ষতির দাবী।
- (ঘ) মালিকের বিরুদ্ধে জাহাজ পরিচালনা হইতে সরাসরি উদ্ভূত, ভূমিতে হউক বা নৌপথে হউক, সম্পদ হানি বা ক্ষতির দাবী, যাহা চুক্তি হইতে নয় বরং অন্যায় কর্ম হইতে সৃষ্ট।
- (ঙ) উদ্ধার (Salvage), রেক্ অপসারণ (wreck revoval) এবং সাধারন গড়পড়তা কাজে (General average) অবদান।

(১) উপধারা (১)-এ কোন জাহাজের মালিক বলিতে উহার ভাড়াকারী, ব্যবস্থাপক বা অপারেটরও অর্ন্তভূক্ত হইবে।

৬৮। পূর্বস্বত্বের অগ্রাধিকার

ধারা ৬৭-তে উল্লেখিত সামুদ্রিক পূর্বস্বত্ব সমূহ এই অংশের অধীনে বা দেউলিয়া বিষয়ক আইনের অধীনে নিবন্ধিত কোন অগ্রাধিকারযুক্ত অধিকার বা বন্ধকের উপরে প্রাধান্য পাইবে, এবং ধারা ৬৯-এ উল্লেখিত ব্যতীত অন্য কোন দাবী উহাদের উপরে প্রাধান্য পাইবে না।

৬৯। পূর্বস্বত্বের অগ্রাধিকারের ক্রম

ধারা ৬৭-এ বর্ণিত সামুদ্রিক পূর্বস্বত্বসমূহ-

- (ক) উক্ত ধারায় বর্ণিত ক্রমানুসারে অগ্রাধিকার পাইবে; কিন্তু উদ্ধার, রেক্ অপসারণ এবং সাধারন গড়পড়তা কাজে অবদানের সামুদ্রিক পূর্বস্বত্ব অন্য সকল সামুদ্রিক পূর্বস্বত্বের উপরে প্রাধান্য পাইবে, যাহা, যখন উক্তরূপ স্বত্ব উদ্ভূত হইবার মতো কার্যকর সংঘটিত হইয়াছিল, তৎপূর্বে জাহাজে সংযুক্ত হইয়াছিল।
- (খ) ধারা ৬৭(১)(ক), (খ), (গ) বা (ঘ)-এর অধীনে উদ্ভূত দাবীসমূহের ক্ষেত্রে, উহারা সমানভাবে অগ্রাধিকার পাইবে।
- (গ) ধারা ৬৭(১)(ঙ)-এর অধীনে উদ্ভূত দাবীসমূহের ক্ষেত্রে, দাবীর উদ্ভবের সময় হইতে বিপরীত ক্রমানুসারে অগ্রাধিকার পাইবে; এবং এই উদ্দেশ্যে সাধারন গড়পড়তা কাজে অবদানের দাবী সমূহ সাধারন গড়পড়তা কাজ যেই তারিখে সংঘটিত হইয়াছে সেই তারিখে উদ্ভূত হইয়াছিল বলিয়া গণ্য হইবে এবং উদ্ধারের দাবী উদ্ধারকার্য যেই তারিখে সমাপ্ত হইয়াছে সেই তারিখে উদ্ভূত হইয়াছিল বলিয়া গণ্য হইবে।

৭০। জাহাজ নির্মাতা ও মেরামতকারীর অধিকার

দেউলিয়া বিষয়ক আইন হইতে যখন কোন অগ্রাধিকার মূলক অধিকারের উদ্ভব হয়, এমন কোন জাহাজের বিষয়ে যাহা-

- (ক) একজন জাহাজ নির্মাতার দখলে থাকে, জাহাজ নির্মাণ হইতে উদ্ভূত দাবী আদায়ের উদ্দেশ্যে;
- (খ) একজন জাহাজ মেরামতকারীর দখলে থাকে, এইরূপ দখলের সময়ে করা হইয়াছে এমন জাহাজ মেরামত হইতে উদ্ভূত দাবী আদায়ের উদ্দেশ্যে,

তাহা হইলে উক্তরূপ অধিকার সমূহ ধারা ৬৮-এ উল্লেখিত সামুদ্রিক পূর্বস্বত্ব সমূহ আদায় না হওয়া পর্যন্ত স্থগিত থাকিবে, কিন্তু এই অংশের অধীনে নিবন্ধিত কোন বন্ধক বা অন্যান্য অগ্রাধিকার মূলক অধিকারের উপর প্রাধান্য পাইবে, যতক্ষন পর্যন্ত জাহাজখানি উক্তরূপ জাহাজ নির্মাতা বা জাহাজ মেরামতকারীর দখলে থাকে।

৭১। সামুদ্রিক পূর্বস্বত্বের অগ্রাধিকারমূলক প্রকৃতি

ধারার ৬৭-এ উল্লেখিত সামুদ্রিক পূর্বস্বত্ব সমূহের উদ্ভব হইবে উক্ত দাবী সমূহ জাহাজের মালিক, ডিমাইজ বা অন্য ভাড়াকারী, ব্যবস্থাপক বা অপারেটর যাহার বিরুদ্ধেই উত্থাপিত হউক না কেন, এবং উক্তরূপ স্বত্ব সমূহ, ধারা ৭২-এর বিধান সাপেক্ষে, মালিকানায় বা নিবন্ধনে যেকোনরূপ পরিবর্তন সত্বেও, জাহাজের সহিত সংযুক্ত থাকিবে।

৭২। তেজস্ক্রিয় পদার্থ ইত্যাদি হইতে উদ্ভূত দাবী সমূহ

ধারা ৬৭(১)(গ) বা (ঘ)-এর অধীনে কোন দাবীর ক্ষেত্রে কোন সামুদ্রিক পূর্বস্বত্ব জাহাজের সহিত সংযুক্ত হইবেনা যদি উক্তরূপ দাবী তেজস্ক্রিয় গুণাগুণ হইতে উদ্ভূত হয়, অথবা তেজস্ক্রিয় গুণাগুণের সহিত বিষাক্ত, বিস্ফোরক বা অন্যকোন বিপদজনক গুণাগুণ, অথবা পারমানবিক জ্বালানী বা তেজস্ক্রিয় পদার্থ বা বর্জ্যের সম্মিলন হইতে উদ্ভূত হয়।

৭৩। তামাদির সময়

(১) ধারা ৬৭-এ উল্লেখিত কোন জাহাজ সম্পর্কিত সামুদ্রিক পূর্বস্বত্ব সমূহ দাবীর কারণ উদ্ভব হওয়ার এক বছর পরে নির্মূল হইয়া যাইবে, যদি না, উক্ত সময়সীমার পূর্বে, কোন আদালতের নিয়ম অনুযায়ী বা এ্যাডমিরালটি কার্যধারায় সম্পত্তি বিক্রয় সম্পর্কিত সাময়িকভাবে বলবৎ কোন আইন অনুসারে, জাহাজখানি গ্রেফতার হইয়া থাকে, যাহার কারনে উহা বাধ্যতামূলক ভাবে বিক্রিত হইয়া যায়।

(২) উপধারা (১)-এ উল্লেখিত এক বছর সময়সীমা কোন বাধা বা নিলম্বন সাপেক্ষে হইবে না, কিন্তু যেই সময়ে পূর্বস্বত্বের অধিকারী আইনগত ভাবে জাহাজখানি গ্রেফতার করিতে অপারগ হয় সেই সময় বাদ যাইবে।

৭৪। বাধ্যতামুলক বিক্রয়ের নোটিশ এবং আদালত প্রদত্ত বিক্রয় সনদ

(১) ধারা ৭৩-এ উল্লেখিত বাধ্যতামূলক বিক্রয়ের পূর্বে, জারী কর্মকর্তা উক্তরূপ বিক্রয়ের সময় এবং স্থান সম্পর্কে নিম্নোক্ত ব্যক্তিদেরকে ত্রিশ দিনের লিখিত নোটিশ প্রদান করিবে অথবা প্রদান করিবার ব্যবস্থা করিবে-

- (ক) এই অংশের অধীনে বাহক বরাবর ইস্যু হয় নাই এমন সকল নিবন্ধিত বন্ধক এবং অন্যান্য অগ্রাধিকার মূলক অধিকারের ধারকগণকে;
- (খ) বাহক বরাবর ইস্যু হইয়াছে এইরূপ বন্ধক এবং অধিকার সমূহের ধারকগণকে যাহাদের দাবী সম্পর্কে জারী কর্মকর্তাকে অবহিত করা হইয়াছে;
- (গ) ধারা ৬৭-তে উল্লেখিত সামুদ্রিক পূর্বস্বত্ব সমূহের ধারকগণকে, যাহাদের দাবী সম্পর্কে জারী কর্মকর্তাকে অবহিত করা হইয়াছে; এবং
- (ঘ) জাহাজ নিবন্ধককে।

(২) যখন কোন জাহাজকে বাধ্যতামূলক বিক্রয় করা হয় এবং বিক্রয়লব্ধ অর্থ ধারা ৭৬ অনুসারে বিতরণ করা হয়, আদালত, ক্রেতার অনুরোধক্রমে এই আইনের অত্র অংশের বিধানাবলী পরিপালিত হইয়াছে মর্মে সন্তুষ্ট হইয়া, এই মর্মে একটি সনদ ইস্যু করিবে যে জাহাজখানি সমস্ত বন্ধক, পূর্বস্বত্ব এবং অন্যান্য দায়মুক্ত ভাবে বিক্রয় হইয়াছে, ক্রেতা কর্তৃক গৃহীত দায় সমূহ ব্যতীত।

(৩) উপধারা (২)-এর অধীনে একটি জাহাজের ক্রেতা কর্তৃক এই আইনের অধীনে নিবন্ধিত কোন জাহাজের বিপরীতে উক্ত উপধারায় বর্ণিত কোন সনদ উপস্থাপন করিবার পর, নিবন্ধক ক্রেতা কর্তৃক গৃহীত দায় সমূহ ব্যতীত অন্যান্য সকল নিবন্ধিত বন্ধক এবং অন্যান্য অগ্রাধিকার মূলক অধিকার

সমূহ কর্তন করিবে এবং ক্রেতার নামে হয় জাহাজখানি নিবন্ধিত করিবে অথবা অনিবন্ধন সনদ ইস্যু করিবে, যাহা প্রযোজ্য হয়।

৭৫। বন্ধকের উপরে বিক্রয়ের প্রভাব

(১) এই অংশ অনুসারে এবং ধারা ৭৩-এ উল্লেখিত কোন জাহাজের বাধ্যতামূলক বিক্রয়ের ক্ষেত্রে-
   (ক) ধারকগণের অনুমতি লইয়া ক্রেতা কর্তৃক গৃহীত বন্ধক এবং অন্যান্য অগ্রাধিকারমূলক অধিকার সমূহ ব্যতীত এই অংশের অধীনে নিবন্ধিত যাবতীয় বন্ধক এবং অন্যান্য অগ্রাধিকার মূলক অধিকার সমূহ; এবং
   (খ) সকল পূর্ব স্বত্ব এবং অন্যান্য দায় সমূহ, তাহা যেই প্রকৃতিরই হউক না কেন, ভাড়াচুক্তি বা জাহাজের ব্যবহার চুক্তি ব্যতীত, লুপ্ত হইবে।

(২) এই ধারার উদ্দেশ্যে, কোন ভাড়াচুক্তি বা জাহাজের ব্যবহার চুক্তি পূর্বস্বত্ব বা দায় হিসাবে গণ্য হইবে না।

৭৬। বিক্রয়লব্ধ অর্থের বিতরণ

গ্রেফতার ও পরবর্তী জাহাজ বিক্রয় হইতে উদ্ভূত খরচ যাহা আদালত কর্তৃক প্রদত্ত হয় তাহা বিক্রয়লব্ধ অর্থ হইতে পরিশোধিত হইবে, এবং অবশিষ্ট অর্থ নিম্নোক্ত ব্যক্তিদের ভিতরে বিতরণ করা হইবে-

(ক) ধারা ৬৭-এর অধীনে সামুদ্রিক পূর্বস্বত্বের ধারক;

(খ) ধারা ৭০-এর অধীনে কোন অগ্রাধিকার মূলক অধিকারের ধারক; এবং

(গ) এই আইনের বিধানাবলী অনুসারে এই অংশের অধীনে নিবন্ধিত বন্ধক এবং অগ্রাধিকারমূলক অধিকারের ধারক, তাহাদের দাবী আদায়ে যতখানি প্রয়োজন ততখানি।

১১তম অধ্যায়

জাহাজের পুন:প্রক্রিয়াজাতকরণ (Recycling)

### ৭৭।	প্রয়োগ

এই অধ্যায়ে প্রযোজ্য হইবে-

(ক)	বাংলাদেশ জলসীমার অভ্যন্তরে প্রত্যেক জাহাজ; এবং

(খ)	প্রত্যেক জাহাজ যাহা বাংলাদেশে পুন:প্রক্রিয়াজাতকরণে ইচ্ছুক উহার মাষ্টার, মালিক, আমদানিকারক, অপারেটর এবং এজেন্ট।

### ৭৮।	ব্যাখ্যা

এই অধ্যায়ে-

"কনভেনশন" অর্থ The Hong Kong Internationa Convention for the Safe and Environmentally Sound Recycling of Ships, 2009;

"উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ" অর্থ Ship Recycling Act, 2018 এর ধারা ৮(১) এর অধীনে গঠিত বোর্ড।

### ৭৯।	জাহাজ পুন:প্রক্রিয়াজাতকরণ কেন্দ্রের অনুমোদন

বাংলাদেশের আইনের অধীনে অনুমোদিত কোন ইয়ার্ড ব্যতীত অন্য কোথাও জাহাজ পুন:প্রক্রিয়াজাতকরণ করা যাইবে না।

### ৮০।	পুন:প্রক্রিয়াজাতকরণ সংক্রান্ত আইনের পরিপালন

পুন:প্রক্রিয়াজাতকরণের উদ্দেশ্যে বিদেশ হইতে আমদানীকৃত বা স্থানীয়ভাবে ক্রয়কৃত প্রত্যেক জাহাজ Bangladesh Ship Recycling Act, 2018 এবং উহার অধীনে প্রণীত নির্দেশনা, বিধিমালা এবং প্রবিধানমালার সংশ্লিষ্ট বিধানাবলী পরিপালন করিবে।

### ৮১।	প্রাক- পুন:প্রক্রিয়াজাতকরণের প্রাথমিক নোটিশ ও রিপোর্টিং নিয়মাবলী

(১)	কনভেনশনের অধীনে সার্ভে এবং সনদের ব্যাপারে প্রশাসনকে প্রস্তুত করিবার লক্ষ্যে জাহাজ মালিক তাহার পতাকা প্রশাসনকে যথা সময়ে তাহার পুন:প্রক্রিয়াজাতকরণের অভিপ্রায় লিখিতভাবে অবহিত করিবেন।

(২)	যখন কোন জাহাজ পুন:প্রক্রিয়াজাতকরণ কেন্দ্র পুন:প্রক্রিয়াজাতকরণের উদ্দেশ্যে কোন জাহাজ গ্রহণ করিতে প্রস্তুত হয় তখন তাহা উক্তরূপ অভিপ্রায়ের কথা যথা সময়ে উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ এবং অধিদপ্তরকে লিখিতভাবে অবহিত করিবে, এবং উক্ত লিখিত নোটিশ জাহাজ সম্পর্কিত নিম্নলিখিত বিষয়সমূহ অর্ন্তভুক্ত করিবে-

(ক)	যেই রাষ্ট্রের পতাকা জাহাজখানি বহন করিবার অধিকারপ্রাপ্ত সেই রাষ্ট্রের নাম;
(খ)	উক্ত রাষ্ট্রে যেই তারিখে জাহাজখানি নিবন্ধিত হইয়াছিল;
(গ)	জাহাজের পরিচিতি নম্বর (আই. এম. ও নম্বর);
(ঘ)	নিউ-বিল্ডিং ডেলিভারীতে হাল নম্বর;
(ঙ)	জাহাজের নাম এবং প্রকার;
(চ)	যেই বন্দরে জাহাজখানি নিবন্ধিত হইয়াছে;
(ছ)	জাহাজ মালিকের নাম ও ঠিকানা এবং আই. এম. ও নিবন্ধিত মালিকের পরিচিতি নম্বর;
(জ)	কোম্পানীর নাম ও ঠিকানা এবং আই. এম. ও কোম্পানীর পরিচিতি নম্বর;
(ঝ)	যে সমস্ত ক্লাসিফিকেশন সোসাইটিতে জাহাজখানি ক্লাস করা হইয়াছিল তাহাদের নাম;
(ঞ)	জাহাজের মূল বিবরণাদী (মোট দৈর্ঘ্য (LOA), প্রস্থ (Moulded), গভীরতা (Moulded), লাইট ওয়েট, গ্রস এবং নেট টনেজ, ইঞ্জিনের প্রকার এবং রেটিং);

(ট) বিপদজনক পদার্থের তালিকা; এবং

(ঠ) খসড়া জাহাজ পুন:প্রক্রিয়াজাতকরণ পরিকল্পনা।

(৩) যখন পুন:প্রক্রিয়াজাতকরণের জন্য প্রেরিত কোন জাহাজ International Ready For Recycling Certificate প্রাপ্ত হয়, জাহাজ পুন:প্রক্রিয়াজাতকরণ কেন্দ্র জাহাজ পুন:প্রক্রিয়াজাতকরণ আরম্ভের পরিকল্পনা সম্পর্কে উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ এবং অধিদপ্তরের নিকট রিপোর্ট করিবে, এবং উক্তরূপ রিপোর্ট কনভেনশন কর্তৃক নির্দিষ্টকৃত রিপোর্টিং রীতি অনুযায়ী হইবে, যাহা International Ready For Recycling Certificate এর একটি কপি অর্ন্তভুক্ত করিবে, এবং এই উপধারায় উল্লেখিত উক্ত রিপোর্ট জমা দিবার পূর্বে পুন:প্রক্রিয়াজাতকরণ আরম্ভ করা যাইবে না।

৮২। পুন:প্রক্রিয়াজাতকরণের জাহাজ সম্পর্কিত নিরাপত্তা, সুরক্ষা এবং দূষণ প্রতিরোধ

(১) ধারা ৮১-এর অধীনে নোটিশ প্রদান করিবার পর সামূদ্রিক কনভেনশন এবং এই আইনের বিধানাবলী উক্ত জাহাজের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে না, এবং উক্ত জাহাজ বীচিং পর্যন্ত প্রযোজ্য সামূদ্রিক কনভেশনের সহিত অসামঞ্জস্যপূর্ণ নহে মহাপরিচালকের এইরূপ সকল নিরাপত্তা, সুরক্ষা ও দূষণ প্রতিরোধ বিষয়ক নির্দেশনা অনুসরণ করিবে।

(২) প্রত্যেক অনুমোদিত জাহাজ পুন:প্রক্রিয়াজাতকরণ কেন্দ্র উহার অবস্থান এবং পরিবেশের বিবেচনায় একটি জরুরী প্রস্তুতি এবং প্রতিক্রিয়া পরিকল্পনা (emergency preparedness and response plan) প্রতিষ্ঠা ও সংরক্ষণ করিবে, এবং জাহাজ পুন:প্রক্রিয়াজাতকরণ কার্যক্রমের আকার ও প্রকৃতি বিবেচনায় লইবে।

৮৩। নাবিক পরিবর্তন

(১) ধারা ৮১-এর অধীনে পুন:প্রক্রিয়াজাতকরণের নোটিশ হইবার পর মহাপরিচালকের পূর্বানুমতি ব্যতীত বীচিং এর পূর্বে জাহাজের লোকবলের পরিবর্তন হইবেনা, এবং এই ক্ষেত্রে মহাপরিচালক জাহাজের লোকবল হ্রাস বা পরিবর্তনের অনুমতি প্রদানের পূর্বে জাহাজের নিরাপত্তা, সুরক্ষা এবং দূষণ প্রতিরোধের কার্যক্রম বিবেচনা করিবে।

(২) একটি অচল জাহাজ যখন ধারা ৮১-এর অধীনে পুন:প্রক্রিয়াজাতকরণের নোটিশ প্রাপ্ত হয়, উক্ত জাহাজ একজন মাষ্টার নিয়োজিত রাখিবে, নোঙ্গর ফেলা অবস্থায় একটি টাগ্ সংরক্ষণ করিবে এবং বীচিং পর্যন্ত মহাপরিচালক কর্তৃক নিরাপত্তা, সুরক্ষা ও দূষণ প্রতিরোধ বিষয়ক সাধারন বা বিশেষ সমস্ত নির্দেশনা অনুসরণ করিবে।

৮৪। বীচিং রিপোর্ট

প্রত্যেক জাহাজের মাষ্টার, মালিক, আদামদানীকারক, অপারেটর, পুন:প্রক্রিয়াজাতকরণ ইয়ার্ড বা প্রতিনিধি, যাহা প্রযোজ্য, একটি রিপোর্ট এবং তদ্সঙ্গে জাহাজের নিবন্ধন সনদের একটি কপি বীচিং এর সাথে সাথে মহাপরিচালক বরাবর প্রেরণ করিবে, নিম্নোক্ত তথ্য সমূহ সহকারে-

(ক) জাহাজের নাম এবং আই. এম. ও. নম্বর;

(খ) ইয়ার্ডের নাম এবং বার্থ নম্বর;

(গ) বীচিং এর তারিখ

৮৫। দন্ড বিধান

যেই ব্যক্তি এই অধ্যায়ের কোন বিধান লঙ্ঘন করে বা লঙ্ঘন করিতে উদ্যত হয় সে একটি অপরাধ সংঘটন করে এবং দোষী সাব্যস্থ হইলে অনধিক পাঁচ লক্ষ ইউনিট অর্থ দন্ডে দন্ডিত হইবে, এবং উপরন্তু আদালত উক্ত জাহাজের আটকাদেশ দিতে পারিবে এবং যেই পুন:প্রক্রিয়াজাতকরণ ইয়ার্ডে উক্ত অপরাধ সংঘঠিত হয় উহার কার্যক্রম বন্ধ করিবার আদেশ দিতে পারিবে।

তৃতীয় অংশ

নাবিক

১২তম অধ্যায়

সাধারণ

৮৬। এই অংশের প্রয়োগ

অন্যরূপ সুস্পষ্ট বিধান না থাকিলে, এই অংশ প্রযোজ্য হইবে-

(ক) বাংলাদেশের সমস্ত সামুদ্রিক প্রশিক্ষণ দাতার ক্ষেত্রে;

(খ) বাণিজ্যিক কার্যক্রমে নিয়োজিত বাংলাদেশের সকল জাহাজ তাহা যেখানেই থাকুক না কেন;

(গ) বাণিজ্যিক কার্যক্রমে নিয়োজিত বাংলাদেশে অবস্থিত সরকারী বা বেসরকারী মালিকানার সকল বিদেশী জাহাজ; এবং

(ঘ) সকল নাবিক যাহারা দফা (খ) ও (গ)-এ উল্লেখিত জাহাজসমূহে নিযুক্ত রহিয়াছে।

১৩তম অধ্যায়

নাবিকদের প্রশিক্ষণ, চাকুরী ইত্যাদি বিষয়ক আর্ন্তজাতিক কনভেশন সমূহ

৮৭। আন্তর্জাতিক কনভেনশনের প্রয়োগ

(১) এই আইন সাপেক্ষে, নাবিকদের প্রশিক্ষণ, সনদ, ওয়াচকীপিং, চাকুরী এবং পরিচিতি বিষয় নিম্নলিখিত আর্ন্তজাতিক কনভেনশন সমূহ বাংলাদেশে আইনের মর্যাদা পাইবে-

(ক) সংশোধিত The International Convention on Standerds of Training, Certification and Watch-Keeping for Seafares 1978;

(খ) সংশোধিত The Maritime Labout Convention (MLC) 2006);

(গ) সংশোধিত The Seafarers Identify Documents Convetion (Revised) 2003;

(২) উপধারা (১)-এ উল্লেখিত কোন কনভেনশন বা প্রটোকলের সংশোধন প্রযোজ্য হইবে না যদি বাংলাদেশ উক্তরূপ সংশোধনে মত দিতে অস্বীকার করে।

৮৮। কনভেনশনের বাধ্যবাধকতা অনুসরণ এবং দন্ড

(১) এই আইন এবং উহার অধীনে প্রণীত প্রবিধান সাপেক্ষে আর্ন্তজাতিক সামুদ্রিক কনভেনশন প্রযোজ্য হয় এইরূপ সংশ্লিষ্ট সকলে-

(ক) প্রযোজ্য কনভেশনে উল্লেখিত সমস্ত শর্তাবলী মানিয়া চলিবে;

(খ) প্রযোজ্য কনভেনশনের অধীনে আবশ্যক সকল রেকর্ড সংরক্ষণ করিবে;

(গ) প্রযোজ্য কনভেশনের অধীনে আবশ্যক সকল চলতি সনদ ও দলিলাদি ধারণ করিবে;

(ঘ) প্রযোজ্য কনভেনশনে বর্ণিত প্রশিক্ষণ, পরীক্ষণ, সত্যায়ন, চাকুরী, কল্যাণ ও অন্যান্য বিষয়ক শর্তাবলী অনুসরণ করিবে;

(ঙ) প্রযোজ্য কনভেনশনের অধীনে আবশ্যক লোকবল, প্রশিক্ষণ এবং যোগ্যতার স্তর সরবরাহ করিবে; এবং

(চ) প্রযোজ্য কনভেশনে বর্ণিত অন্যান্য শর্তাবলী মানিয়া চলিবে, উক্ত কনভেনশনে নির্দিষ্টকৃত অব্যহতি এবং ব্যতিক্রম সাপেক্ষে।

(২) যে ব্যক্তি উপধারা (১)-এর বিধান লঙ্ঘন করিবে সে একটি অপরাধের দায়ে দোষী হইবে এবং অনধিক এক লক্ষ ইউনিট অর্থদন্ডে অথবা অনধিক বার মাসের কারাদন্ডে, অথবা উভয় দন্ডে দন্ডিত হইবে।

(৩) উপধারা (২)-এর অধীনে আরোপিত দন্ডের অতিরিক্ত হিসাবে মহাপরিচালক কর্তৃক লঙ্ঘনকারী জাহাজ, ব্যক্তি বা সত্ত্বার বিরুদ্ধে নিম্নলিখিত ব্যবস্থাও গ্রহন করা যাইবে-

(ক) জাহাজখানি আটক করা যাইবে;

(খ) কোন জাহাজ বা সত্ত্বার এই আইনের অধীনে অনুমোদিত নিবন্ধন স্থগিত বা বাতিল করা যাইবে;

(গ) এই আইনে নিবন্ধিত নহে এমন জাহাজের কোন শর্ত লঙ্ঘনের সংবাদ জাহাজখানি নিয়ন্ত্রণের দায়িত্ব প্রাপ্ত সামূদ্রিক প্রশাসনের নিকট প্রেরণ করা যাইবে;

(ঘ) উক্তরূপ শর্ত লঙ্ঘনের সহিত সম্পৃক্ত বা দায়ী মাষ্টার, মালিক, নাবিক বা অন্য কোন ব্যক্তির বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহন করা যাইবে।

৮৯। প্রবিধান প্রণয়নের ক্ষমতা

(১) কর্তৃপক্ষ, সরকারের অনুমোদনক্রমে, এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে প্রবিধান প্রণয়ন করিতে পারিবে।

(২) উপধারা (১)-র সাধারনত্বকে ক্ষুন্ন না করিয়া কর্তৃপক্ষ, সরকারের অনুমোদনক্রমে, নিম্নলিখিত বিষয়ে প্রবিধান প্রণয়ন করিতে পারিবে-

(ক) নাবিকদের প্রশিক্ষণ, পরীক্ষণ এবং সত্যায়ন;

(খ) জাহাজে কাজ করিবার জন্য নাবিকদের ন্যূনতম শর্তাবলী;

(গ) চাকুরীর শর্ত;
(ঘ) আবাসন, বিনোদন এবং খাদ্য;
(ঙ) স্বাস্থ্য সুরক্ষা, চিকিৎসা, কল্যাণ ও সামাজিক নিরাপত্তা রক্ষা;
(চ) নাবিকদের পরিচয়পত্র;
(ছ) জাহাজ বা সত্ত্বার প্রত্যয়ন এবং পরিদর্শণ;

(৩) কর্তৃপক্ষ, সরকারের অনুমোদনক্রমে, এই আইনের অধীনে কার্যরত জাহাজ বা সত্ত্বায় নিয়োজিত মালিক, মাষ্টার, নাবিক ও অন্যান্য ব্যক্তি সম্পর্কিত আর্ন্তজাতিক কনভেনশন বা চুক্তি কার্যকর করিবার উদ্দেশ্যে প্রবিধানমালায় যথাযথ বিধিবিধান সংযুক্ত করিতে পারিবে।

(৪) যখন এই ধারায় প্রণীত কোন প্রবিধান এবং প্রযোজ্য কোন সামুদ্রিক কনভেনশন যাহা আর্ন্তজাতিক ভাবে বলবৎ রহিয়াছে সাংঘর্ষিক হয়, সংশ্লিষ্ট আর্ন্তজাতিক বিধানাবলী প্রবিধানের বিধানাবলীর উপরে অগ্রাধিকার পাইবে, যদি না প্রবিধানের বিধানাবলী উচ্চতর মান অর্ন্তভুক্ত করে।

১৪তম অধ্যায়
প্রশিক্ষণ

৯০। সরকারী নৌ প্রশিক্ষণ কেন্দ্র

(১) সরকার, নাবিকদের নৌ প্রশিক্ষণ এবং শিক্ষা নিশ্চিত করিবার লক্ষ্যে, এই আইন কার্যকর হইবার অব্যবহিত পূর্বে যেইরূপ ছিল সেইরূপে চট্টগ্রামে বাংলাদেশ মেরিন একাডেমি এবং ন্যাশনাল মেরিটাইম ইনষ্টিটিউট সংরক্ষণ করিবে এবং উৎকৃষ্ট নৌ প্রশিক্ষণ বিধান করিবার লক্ষ্যে এইরূপ অন্যান্য নৌ প্রশিক্ষণ কেন্দ্র অন্যান্য বন্দর বা স্থানেও স্থাপন এবং সংরক্ষণ করিতে পারিবে।

(২) বাংলাদেশ মেরিন একাডেমি, ন্যাশনাল মেরিটাইম ইনষ্টিটিউট এবং এই আইনের অধীনে প্রতিষ্ঠিত অন্যান্য প্রতিষ্ঠান আই.এম.ও আদর্শ পাঠক্রম এবং/অথবা সংশোধিত এস.টি.সি.ডাব্লিউ এর শর্তাবলীর অনুসরণে আবশ্যকীয় পাঠক্রম গ্রহন করিতে পারিবে, এবং উক্তরূপ পাঠক্রম পরিচালনার ক্ষেত্রে মহাপরিচালকের নিয়ন্ত্রণাধীন থাকিবে।

৯১। বেসরকারী নৌ প্রশিক্ষণ কেন্দ্র

(১) সরকার আই.এম.ও আদর্শ পাঠক্রম এবং/অথবা সংশোধিত এস.টি.সি.ডাব্লিউ এর শর্তাবলী এবং অন্যান্য সংশ্লিষ্ট আর্ন্তজাতিক চুক্তির অনুসরণে বাংলাদেশে নৌ প্রশিক্ষণ ও শিক্ষা বিস্তারের উদ্দেশ্যে বেসরকারী নৌ প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের অনুমোদন দিতে পারিবে, নিম্নোক্ত শর্ত সাপেক্ষে-

(ক) প্রত্যেক বেসরকারী নৌ প্রশিক্ষণ কেন্দ্র সরকার কর্তৃক অনুমোদিত হইতে হইবে;

(খ) বেসরকারী নৌ প্রশিক্ষণ কেন্দ্র কর্তৃক পরিচালিত প্রত্যেক প্রশিক্ষণ কর্মসূচী কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুমোদিত হইতে হইবে;

(গ) অনুমোদিত বেসরকারী নৌ প্রশিক্ষণ কেন্দ্র সমূহ এবং অনুমোদিত প্রশিক্ষণ কর্মসূচী সমূহ কর্তৃপক্ষ প্রণীত নৌ প্রশিক্ষণ নির্দেশনা সমূহ অনুসরণ করিবে;

(ঘ) প্রত্যেক বেসরকারী নৌ প্রশিক্ষণ কেন্দ্র বাংলাদেশ আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতি বোর্ড (Bangladesh Accredication Board) কর্তৃক স্বীকৃত কোন প্রত্যয়ন কর্তৃপক্ষ দ্বারা প্রত্যায়িত উৎকৃষ্ট মান পদ্ধতি বজায় রাখিবে;

(ঙ) অনুমোদিত বেসরকারী নৌ প্রশিক্ষণ কেন্দ্র সমূহ এবং অনুমোদিত প্রশিক্ষণ কর্মসূচী সমূহ কর্তৃপক্ষের সার্বক্ষনিক পর্যবেক্ষনে থাকিবে এবং উহাদের অনুমোদন বাতিল হইবে যদি প্রযোজ্য কনভেনশন অথবা এই আইন অথবা এই আইনের অধীনে প্রণীত নিদের্শনা বা প্রবিধানের ব্যত্যয় ঘটায়।

(৩) যেই ব্যক্তি উপধারা (১)-এর দফা (গ)-এর বিধান লঙ্ঘন করে বা লঙ্ঘন করিতে উদ্যত হয় সেই ব্যক্তি একটি অপরাধ সংঘঠন করে এবং দোষী সাব্যস্ত হইলে অনধিক দুই লক্ষ ইউনিট অর্থ দন্ডে দন্ডিত হইবে।

৯২। প্রশিক্ষণ কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা বা প্রশিক্ষণ কেন্দ্রকে সহযোগিতার ফিস

(১) এই আইনে বিধৃত বিভিন্ন বাণিজ্য, পেশা বা বৃত্তি বিষয়ে প্রশিক্ষণ কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা বা প্রশিক্ষণ কেন্দ্রকে সহযোগিতার উদ্দেশ্যে, প্রত্যেক বাংলাদেশ জাহাজের মালিক কর্তৃক নির্ধারিত পদ্ধতিতে ও হারে একটি মাসিক ফি প্রযোজ্য হইবে যাহা প্রতি গ্রস্ টনেজের জন্য দশ টাকার অধিক হইবে না, এবং বিভিন্ন ক্লাসের জাহাজের জন্য বিভিন্ন হার নির্ধারিত হইতে পারিবে।

(২) যদি কোন মালিক উক্তরূপ ফি প্রদানে ব্যর্থ হয় অথবা উক্তরূপ ফি প্রদান করিতে অস্বীকার করে, তাহা হইলে মূখ্য কর্মকর্তা উপধারা (১)-এর বিধান অনুযায়ী যতক্ষণ পর্যন্ত উক্তরূপ ফি যথাযথ ভাবে প্রদত্ত না হইবে ততক্ষণ পর্যন্ত উক্ত জাহাজ আটক রাখিতে পারিবে।

(৩) সরকার, সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, নিম্নোক্ত বিষয়ে বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবে-

(ক) এই আইনের অধীনে প্রদত্ত এবং সংগৃহীত ফি এর অর্থ পরিচালনার উদ্দেশ্যে একটি কমিটি নিয়োগ;

(খ) উক্তরূপ ফি এর হার;

(গ) যেই পন্থায় উক্তরূপ ফি প্রদত্ত এবং সংগৃহিত হইবে;

(ঘ) এই অধ্যায়ের উদ্দেশ্য পূরণ কল্পে অন্যান্য আবশ্যকীয় বিষয় সমূহ।

১৫তম অধ্যায়

প্রত্যয়ন

৯৩। প্রয়োগ

এই অধ্যায় যন্ত্রচালিত সমূদ্রগামী জাহাজ এবং উহাতে নিয়ুক্ত নাবিক সম্পর্কে প্রযোজ্য হইবে।

৯৪। জাহাজের লোকবল

(১) কোন জাহাজ, উক্ত জাহাজ বিষয়ে মহাপরিচালক কর্তৃক ইস্যুকৃত নিরাপদ লোকবল সনদের (safe manning document) বিধান মোতাবেক চালিত না হইলে, সমুদ্রে যাইবে না বা অভিযানে অগ্রসর হইবে না।

(২) মহাপরিচালক উপধারা (১)-এর অধীনে যেইভাবে নির্ধারিত হইবে সেইভাবে নিরাপদ লোকবল সনদ ইস্যু করিবে।

(৩) (ক) মহাপরিচালক, সরকারী গেজেটে আদেশ দ্বারা, কোন জাহাজকে, উক্ত আদেশে উল্লেখিত ন্যূনতম সংখ্যক কর্মকর্তা, ডাক্তার, বাবুর্চি ও অন্যান্য নাবিক বহন করিবার নির্দেশ দিতে পারিবে।

(খ) এই উপাধারায় আদেশ জারী করিবার ক্ষেত্রে মহাপরিচালক সংশোধিত সোলাস কনভেনশন (SOLAS Convenvention), এস্, টি, সি, ডব্লিউ কনভেনশন (STCW Convention) ও সামুদ্রিক শ্রম কনভেনশন (Maritime Labour Convention), এবং আন্তর্জাতিক সমুদ্র সংগঠন (International Maritime Organization)-এর অন্যান্য সংশ্লিষ্ট বিধানাবলী বিবেচনা করিবে।

(৪) মহাপরিচালক উপধারা (৩)-এর অধীনে ক্ষমতা অনুশীলন করিয়া কোন জাহাজকে, ডাক্তার এবং বাবুর্চি ব্যতীত, নাবিক বহন করিতে বাধ্য করিবে না, যদি না তাহার নিকট ইহা জাহাজের নিরাপত্তার স্বার্থে আবশ্যক বা উপযুক্ত প্রতীয়মান হয়।

(৫) উপধারা (৩)-এর অধীনে কোন আদেশ বিভিন্ন প্রকার জাহাজের জন্য অথবা বিভিন্ন পরিস্থিতিতে একই প্রকার জাহাজের জন্য পৃথক বিধান দিতে পারিবে।

৯৫। স্বল্প সংখ্যক লোকবল লইয়া সমুদ্র যাত্রার দন্ড

এই অধ্যায়ে প্রযোজ্য হয় এইরূপ কোন জাহাজ ধারা ৯৪ এর অধীনে যথাযথ সংখ্যক নাবিক ব্যতীত সমুদ্র যাত্রা করিলে বা সমুদ্র যাত্রায় উদ্যত হইলে বা সমুদ্রযাত্রা পরিচালনা করিলে মালিক বা মাষ্টার সংক্ষিপ্ত বিচারে দোষী সাব্যস্ত হইলে-

(ক) অনধিক পাঁচ লক্ষ ইউনিট অর্থদন্ডে দন্ডিত হইবে; এবং

(খ) জাহাজখানি, যদি বাংলাদেশে থাকে, আটক হইতে পারিবে।

৯৬। যোগ্যতা সনদ

(১) মহাপরিচালক, নির্ধারিত পদ্ধতিতে, যথাযথ পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর, বিভিন্ন ব্যবসায়ে নিয়োজিত জাহাজ সমূহের বিভিন্ন গ্রেডে চাকুরীর জন্য যোগ্যতা সনদ প্রদান করিবে।

(২) আবশ্যকীয় জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা এবং উপধারা (১)-এর অধীনে প্রদত্ত যোগ্যতার সনদ ব্যতীত কোন নাবিক জাহাজের চাকুরীতে নিয়ুক্ত হইবে না।

(৩) এই ধারায় যাহা কিছুই থাকুক না কেন, মহাপরিচালক কোন ব্যক্তি সম্পর্কে এই ধারার শর্ত সমূহ শিথিল করিতে পারিবে যদি উক্ত ব্যক্তি তাহাকে এইরূপে সন্তুষ্ট করিতে পারে যে সে যেই পদে নিযুক্ত হইতে ইচ্ছুক সেই পদের দায়িত্ব ও কর্তব্য সে যথাযথভাবে পালন করিতে সক্ষম।

৯৭। মহাপরিচালক ব্যতীত প্রদত্ত যোগ্যতা সনদের স্বীকৃতি

(১) বাংলাদেশের বাহিরের কোন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নাবিক, মাষ্টার বা পাইলটকে প্রদত্ত কোন যোগ্যতার সনদ মহাপরিচালক কর্তৃক, সরকারী গেজেটে আদেশ দ্বারা, এইরূপে স্বীকৃত হইতে পারে যেন উহা এই অধ্যায়ের অধীনে প্রদত্ত যোগ্যতা সনদ।

(২) এই অধ্যায়ের অধীনে প্রদত্ত কোন যোগ্যতা সনদ বিষয়ে এই আইনের যাবতীয় বিধানাবলী উপধারা (১)-এর অধীনে স্বীকৃত কোন যোগ্যতা সনদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে, এবং এইরূপ কোন সনদের স্বীকৃতি, মহাপরিচালক কর্তৃক প্রদত্ত কোন যোগ্যতা সনদ যেইরূপে এবং যেই কারনে স্থগিত বা প্রত্যাহার করা হইতে পারে ঠিক সেই রূপে এবং সেই কারনে স্থগিত বা প্রত্যাহার করা যাইবে।

৯৮। যোগ্যতা বিষয়ক কাগজপত্র উপস্থাপন

(১) কোন ব্যক্তি এই ধারা প্রযোজ্য হয় এইরূপ কোন জাহাজে চাকুরীরত থাকিলে বা নিযুক্ত হইলে এবং ধারা ৯৬-এর উদ্দেশ্যে তাহার যোগ্যতা প্রমান করে এইরূপ কোন সনদ বা অন্যান্য দলিল ধারন করিলে তাহা মহাপরিচালক, জাহাজের কোন সার্ভেয়ার, এবং সে নিজে মাষ্টার না হইলে, জাহাজের মাষ্টারের নিকট চাহিবা মাত্র উপস্থাপন করিবে।

(২) যখন, কোন যুক্তি সঙ্গত কারন ব্যতীত, কোন ব্যক্তি উপধারা (১)-এর বিধান পালন করিতে ব্যর্থ হয়, তখন সে একটি অপরাধ সংঘটন করে এবং দোষী সাব্যস্ত হইলে অনধিক পঞ্চাশ হাজার ইউনিট অর্থদন্ডে অথবা ছয় মাসের কারাদন্ডে অথবা উভয় দন্ডে দন্ডিত হইবে।

৯৯। অযোগ্য নাবিকের সমুদ যাত্রার দন্ড

(১) যখন কোন ব্যক্তি যোগ্য নাবিক না হওয়া সত্ত্বেও যোগ্য নাবিক পরিচয়ে সমুদ্র যাত্রা করে তখন সে একটি অপরাধ সংঘটন করে, এবং দোষী সাব্যস্ত হইলে অনধিক এক লক্ষ ইউনিট অর্থ দন্ডে অথবা ছয় মাসের কারাদন্ডে অথবা উভয় দন্ডে দন্ডিত হইবে।

(২) এই ধারায় “যোগ্য’ বলিতে ধারা ৯৬-এর উদ্দেশ্যে যোগ্য বুঝাইবে।

১০০। মাষ্টার সনদ সমূহের জিম্মাদার হইবে

কোন জাহাজের মাষ্টার সকল নাবিকের যোগ্যতা সনদ সমূহের জিম্মাদার হইবে; এবং জাহাজে কর্মরত কোন নাবিক তাহার যোগ্যতা সনদ নিরাপদ জিম্মা এবং যখন প্রয়োজন তখন সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের নিকট উপস্থাপন করিবার উদ্দেশ্যে জাহাজের মাষ্টারের নিকট গচ্ছিত রাখিবে।

১০১। তদন্ত বোর্ড

যখন কোন দূর্ঘটনার তদন্ত বা রিপোর্টিং বা অন্য কোন কারনে কোন নাবিকের বিরুদ্ধে মহাপরিচালকের নিকট নালিশ হয় যে উক্ত নাবিক-

(ক) নাবিক হিসাবে দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে অযোগ্যতা, অসততা বা অবাঞ্ছিত আচরনের দায়ে দোষী; এবং

(খ) ভ্রান্ত, মিথ্যা বা প্রতারণারমূলকভাবে তাহার যোগ্যতা সনদ জোগাড় করিয়াছে; অথবা

(গ) মানসিক বা শারীরিক কোন রোগে ভুগিতেছে বা এইরূপ কোন স্বভাবের বশবর্তী যাহা তাহাকে নাবিক হইবার অযোগ্য করিয়া তুলিয়াছে;

তাহা হইলে মহাপরিচালক উক্ত অভিযোগের তদন্ত করিবার জন্য দুই বা তিন সদস্যের সমন্বয়ে একটি তদন্ত বোর্ড গঠন করিবে যাহাদের মধ্যে একজন জাহাজের উর্ধতন কর্মকর্তা হইবেন, এবং তদন্ত বোর্ড সুপারিশসহ তদন্তের ফলাফল লিখিতভাবে মহাপরিচালককে পাঠাইবে।

১০২। বোর্ডের ক্ষমতা

আরা ১০১-এ গঠিত বোর্ডের ধারা ৩২৪(৩)-এর অধীনে গঠিত তদন্ত কমিটির যাবতীয় ক্ষমতা থাকিবে।

১০৩। সনদ বাতিল বা স্থগিতকরণের ক্ষমতা

(১) উক্তরূপ তদন্তের ফলে কোন নাবিক সম্পর্কে মহাপরিচালক নিম্নোক্ত দফা (ক) হইতে (গ)-এ উল্লেখিত কোন বিষয়ে সন্তুষ্ট হইলে, উপধারা (১) সাপেক্ষে, এই অধ্যায়ের অধীনে উক্ত নাবিক বরাবর প্রদত্ত কোন সনদ বাতিল বা স্থগিত করিতে পারিবে-

(ক) যদি, সপ্তম অংশের অধীনে পরিচালিত কোন তদন্তের অনুষ্ঠানিক রিপোর্ট প্রাপ্তির পর, মহাপরিচাক মনে করে যে বাতিল বা স্থগিতকরণ অবাশ্যক;

(খ) যদি কোন নাবিক নিম্নোক্ত অপরাধের দায়ে দোষী সাব্যস্ত হইয়াছিল বলিয়া প্রমাণ হয়-

(অ) এই আইনের যে কোন অপরাধ অথবা বাংলাদেশে সাময়িকভাবে বলবৎ অন্য কোন কোন আইনের অধীনে সংঘঠিত কোন জামিন-অযোগ্য অপরাধ অথবা নৈতিক স্খলন জনিত অপরাধ; অথবা

(আ) বাংলাদেশের বাহিরে সংঘটিত কোন অপরাধ যাহা বাংলাদেশে সংঘটিত হইলে একটি জামিন অযোগ্য অপরাধ বা নৈতিক স্খলন জনিত অপরাধ হইত;

(গ) যদি মহাপরিচালকের এইরূপ বিশ্বাস করিবার কারণ থাকে যে উক্ত নাবিক তাহার দায়িত্ব পালনে অক্ষম হইয়াছে।

(২) সনদের ধারককে প্রস্তাবিত আদেশের বিপরীতে শুনানীর সুযোগ প্রদান না করিয়া মহাপরিচালক কর্তৃক উপধারা (১)-এ উল্লেখিত কোন বাতিল বা স্থগিতকরণ করা যাইবে না।

(৩) কোন সংবাদ বা প্রতিবেদন বা অন্য কোন উপায়ে যদি মহাপরিচালকের নিকট এইরূপ প্রতীয়মান হয় যে কোন নাবিক কর্তৃক একটি প্রতারনাপূর্ণ সনদ ব্যবহৃত হইতেছে বা ব্যবহৃত হওয়ার পাঁয়তারা হইতেছে, তাহা হইলে সংবাদের সত্যতা সম্পর্কে নিশ্চিত হইয়া এবং উক্ত ধারকের অন্যান্য কোন দন্ডকে ক্ষুন্ন না করিয়া, মহাপরিচালক উক্তরূপ সনদ সমর্পন করিতে এবং উক্ত সনদের প্রাসঙ্গিক বিবরণাদী সংশ্লিষ্ট সকলকে অবহিত করিবে আদেশ দিতে পারিবে ।

(৪) উপধারা (১)-এর অধীনে কোন সনদ বাতিল হইবার পর সনদের ধারক তাহা মহাপরিচালক বরাবর সমর্পন করিবে।

(৫) কোন ব্যক্তি উপধারা (৪)-এর বিধান লঙ্ঘন করিলে অনধিক এক লক্ষ ইউনিট অর্থদন্ডে দন্ডিত হইবে।

১০৪। সনদ বাতিলকরণ বা স্থগিতকরণ অথবা অনুমোদন প্রত্যাহারের বিরুদ্ধে আপীল

ধারা ১০৩(১)-এর অধীনে কোন সনদ বাতিলকরণ বা স্থগিকরণের অথবা এই আইনের অধীনে অনুমোদন প্রত্যাহারের আদেশে সংক্ষুব্ধ হইলে কোন ব্যক্তি সরকার বরাবর উক্তরূপ আদেশের এক মাসের মধ্যে আপীল দায়ের করিতে পারিবে এবং উক্ত আপীলে সরকার প্রদত্ত সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত হইবে।

১০৫। সরকারের বাতিলকরণ ইত্যাদি প্রত্যাহারের ক্ষমতা

(১) সরকার, উপধারা (২) সাপেক্ষে, ধারা ১০৯-এর অধীনে কোন মামলার পুনঃশুনানীর আদেশ দিতে পারিবে, এবং উক্তরূপ পুনঃশুনানীর প্রতিবেদন প্রাপ্তির পর, এবং এইরূপ পুনঃশুনানীর আদেশ হয় নাই এমন কোন মামলায়ও, যে কোন সময়ে, যদি মনে করে যে ন্যায়পরায়ণতার লক্ষ্যে আবশ্যক-

(ক) ধারা ১০৩(১)-এর অধীনে মহাপরিচালক কর্তৃক প্রদত্ত যে কোন বাতিল বা স্থগিতকরণের আদেশ প্রত্যাহার করিতে পারিবে; বা

(খ) ধারা ১০৩(১)-এর অধীনে মহাপরিচালক কর্তৃক প্রদত্ত কোন স্থগিতকরণের সময়সীমা কমাইতে বা বৃদ্ধি করিতে পারিবে; বা

(গ) উক্তরূপ দফার অধীনে কোন সনদ বাতিল বা স্থগিত হইলে সনদখানা পুনরায় ইস্যু করিবার বা তাহার পরিবর্তে নিম্ন গ্রেডের কোন সনদ ইস্যু করিবার আদেশ দিতে পারিবে।

(২) প্রস্তাবিত আদেশের বিরুদ্ধে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে শুনানীর সুযোগ প্রদান না করিয়া উপধারা (১)-এ উল্লেখিত কোন আদেশ প্রদান করা যাইবেনা।

(৩) উপধারা (১)-এর দফা (গ)-এর অধীনে প্রদত্ত কোন সনদের এইরূপ প্রভাব থাকিবে যেন উহা পরীক্ষণ সমাপনান্তে প্রদত্ত হইয়াছে।

১০৬। সরকারের নাবিককে ভর্ৎসনা করিবার অধিকার

যখন সরকারের নিকট অবস্থা পর্যালোচনান্তে এইরূপ প্রতীয়মান হয় যে কোন বাতিলকরণ বা স্থগিকরণের আদেশ যথাযথ নহে, অথবা যেই ক্ষেত্রে সরকার উক্তরূপ বাতিলকরণ বা স্থগিতকরণ আদেশ প্রত্যাহার বা বাতিল করে, সরকার সংশ্লিষ্ট নাবিককে তাহার আচরণ সম্পর্কে একটি ভর্ৎসনা আদেশ প্রদান করিতে পারিবে।

১০৭। সনদ ইত্যাদিতে প্রভাব পড়ে এমন আদেশ সমূহের রেকর্ড

এই আইনের অধীনে প্রদত্ত যাবতীয় আদেশ যাহা কোন যোগ্যতা সনদ স্থগিত, বাতিল, পরিবর্তন অথবা অন্য কোন ভাবে উক্তরূপ সনদকে প্রভাবিত করে উহা সম্পর্কে একটি নোট মহাপরিচালক কর্তৃক রক্ষিত সনদের কপিতে সংযোজিত হইবে।

১০৮। দন্ড

যদি কোন ব্যক্তি-

(ক) কোন যোগ্যতা সনদ বা উহার আনুষ্ঠানিক কপি জাল করে বা প্রতারণা পূর্বক পরিবর্তন করে অথবা উক্তরূপ জাল বা প্রতারণা পূর্বক পরিবর্তনে সহযোগিতা করে; বা

(খ) নিজের জন্য অথবা অন্য কাহারও জন্য কোন যোগ্যতা সনদ প্রাপ্তির উদ্দেশ্যে মিথ্যা তথ্য প্রদান করে অথবা মিথ্যা তথ্য প্রদানে সহযোগিতা করে; বা

(গ) প্রতারণাপূর্বক ভাবে এইরূপ কোন যোগ্যতা সনদ বা উহার কপি ব্যবহার করে যাহা জাল, পরিবর্তন, বাতিল বা স্থগিত করা হইয়াছে, অথবা যাহার হক্দার সে নহে; বা

(ঘ) প্রতারণাপূর্বক ভাবে তাহার যোগ্যতা সনদ অন্য কাহাকেও ধার দেয় বা অন্য কেহকে ব্যবহার করিবার অনুমতি দেয়;

তাহা হইলে সে অনধিক তিন বছরের কারাদন্ডে এবং অনধিক এক লক্ষ ইউনিট অর্থদন্ডে দন্ডিত হইবে।

১০৯। প্রবিধান প্রণয়নের ক্ষমতা

(১) মহাপরিচালক, সরকারের অনুমোদনক্রমে, এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণ কল্পে প্রবিধান প্রণয়ন করিতে পারিবে।

(২) নির্দিষ্টভাবে, এবং উপরোক্ত ক্ষমতা সমূহের সাধারনত্বকে ক্ষুন্ন না করিয়া, এইরূপ প্রবিধান নিম্নোক্ত সকল অথবা যে কোন বিষয়ে বিধান দিতে পারিবে-

- (ক) বিভিন্ন গ্রেডের যোগ্যতা সনদের শ্রেণীভেদ;
- (খ) যোগ্যতা সনদ এবং নৈপুণ্য সনদের জন্য পরীক্ষার পাঠক্রম এবং সিলেবাস;
- (গ) বিভিন্ন গ্রেডের যোগ্যতা সনদ এবং নৈপুন্য সনদ (Certificate of Proficiency)-এর জন্য পরীক্ষায় অবতীর্ণ হওয়ার যোগ্যতা এবং উক্তরূপ পরীক্ষার পরিচালনা পদ্ধতি;
- (ঘ) জাহাজের প্রকার, টনেজ, বাণিজ্য এলাকা এবং প্রপালশন (propulsion)-এর ধরণ ভেদে জাহাজে বহনকৃত প্রত্যেক শ্রেণীর নাবিকের সংখ্যা;
- (ঙ) বাংলাদেশ জাহাজে অথবা বাংলাদেশ জলসীমায় বাণিজ্যরত কোন জাহাজে চাকুরীর জন্য কোন ব্যক্তির জাতীয়তা সংক্রান্ত শর্তাবলী;
- (চ) একটি জাহাজ একজন যথাযথভাবে প্রত্যায়িত মাষ্টারের অধীনে থাকিবে এবং সমুদ্রে এবং বন্দরে যথাযথ যোগ্যতা সম্পন্ন কর্মকর্তা এবং প্রকৌশলী দ্বারা সর্বদা ওয়াচকীপিং করা হইবে এইরূপ বিধান সম্বলিত ওয়াচকীপিং বিধানাবলী;
- (ছ) এইরূপ বিধানাবলী যাহা নাবিক বা অন্যান্য ব্যক্তি যাহারা বাংলাদেশ জাহাজের পরিচালনা এবং রক্ষণাবেক্ষণের জন্য নির্ধারিত কাজে নিয়োজিত তাহাদেরকে যথাযথ যোগ্যতা সনদের ধারক হইতে বাধ্য করিবে, বা অন্য কোন ভাবে ও অন্য কোন নির্ধারিত শর্ত পূরণে বাধ্য করিবে, জাতীয়তা সম্পর্কিত শর্তসহ, এবং উক্তরূপ সনদসমূহের মঞ্জুরী, অব্যাহতি, ক্ষতি,

নবায়ন, প্রত্যাহার, মেয়াদ বৃদ্ধি, বৈধকরণ, পৃষ্ঠাঙ্কন বা রূপভেদ এবং উহাদের রেকর্ডকরণ বিষয়ক বিধানাবলী;

(জ) নিম্নোক্ত বিষয়ক বিধানাবলী-

- (অ) নাবিকের যোগ্যতা সংক্রান্ত পরীক্ষা পরিচালনা;
- (আ) নাবিকের সনদ, যোগ্যতা সনদ, স্বীকৃতি সনদ, নৈপূণ্য সনদ ইস্যুকরণ;
- (ই) পরীক্ষকদের প্রশিক্ষণ ও যোগ্যতা;
- (ঈ) পরীক্ষকদের সম্মানী;
- (উ) পরীক্ষার ফিস; এবং
- (ঊ) পরীক্ষা বিষয়ক যে কোন বিষয় যাহা মহাপরিচালক আবশ্যক মনে করিবে;

(ঝ) নির্ধারিত যোগ্যতা এবং অভিজ্ঞতা সম্পন্ন কোন ব্যক্তির উক্ত সনদ প্রাপ্তির পরীক্ষা হইতে সম্পূর্ণ বা আংশিক মওকুফ সংক্রান্ত বিধানাবলী;

(ঞ) নাবিকদের প্রশিক্ষণে অনুসরণীয় প্রশিক্ষণ এবং পাঠক্রম কর্মসূচী বিষয়ক বিধানাবলী;

(ট) নাবিক হিসাবে প্রত্যয়নের প্রশিক্ষণের উদ্দেশ্যে নৌ প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের প্রতিষ্ঠা, সংরক্ষণ এবং পরিচালনা বিষয়ক বিধানাবলী, এবং উক্তরূপ প্রতিষ্ঠান সমূহকে নৌ প্রশিক্ষণ কেন্দ্র হিসাবে স্বীকৃতি বা অর্ন্তভুক্তিকরণ সংক্রান্ত বিধানাবলী;

(ঠ) ধারা ১০১-এর অধীনে গঠিত কোন তদন্ত বোর্ডে অভিযোগ দায়েরের পদ্ধতি সম্পর্কিত বিধানাবলী; এবং

(ড) এই আইনের অধীনে অন্য যে কোন বিষয় সংক্রান্ত বিধানাবলী।

(৩) উপধারা (১)-এর অধীনে প্রবিধান প্রণয়নের ক্ষেত্রে মহাপরিচালক সংশোধিত International Labour Orgaization, International Covention on Standards of Training, Certification and Watch Keeping for Seafares, 1978 এবং অন্যান্য যে কোন প্রাসঙ্গিক আর্ন্তজাতিক কনভেনশন এবং চুক্তি যাহাতে বাংলাদেশ একটি পক্ষ, বিবেচনা করিবে।

১৬তম অধ্যায়

নাবিকের জাহাজে কাজ করিবার ন্যূনতম যোগ্যতা

১১০। এই অধ্যায়ের প্রয়োগ

(১) এই অধ্যায় সামুদ্রিক শ্রম কনভেনশন ২০০৬ (Maritime Labour Convention 2006) প্রযোজ্য হয় এইরূপ সকল জাহাজে নিযুক্ত নাবিকগণের উপর প্রযোজ্য হইবে।

(২) এই অধ্যায়ে “নাবিক” বলিতে এইরূপ কোন ব্যক্তিকে বুঝাইবে যে সামুদ্রিক শ্রম কনভেনশন ২০০৬ প্রযোজ্য হয় এইরূপ কোন জাহাজে কর্মরত বা নিযুক্ত আছে।

১১১। ন্যূনতম বয়স

অনধিক ষোল বছরের কোন বালক কোন জাহাজে কোন পদে নিযুক্ত হইবে না বা নিযুক্ত হইবার জন্য সমুদ্রে গমন করিবে না, এবং অনধিক আঠারো বছর বয়সের কোন নাবিক নির্ধারিত কোন রাত্রিকালীন কর্মে বা বিপজ্জনক কোন কর্মে নিয়োজিত হইবে না।

১১২। নাবিকগনের স্বাস্থ্য সনদ থাকিতে হইবে

(১) উপধারা (২) সাপেক্ষে, নির্ধারিত শর্তাবলী অনুসরণে প্রদত্ত বৈধ এবং স্থগিত হয় নাই এইরূপ স্বাস্থ্য সনদ ব্যতিরেকে কোন ব্যক্তি কোন জাহাজে নাবিকের কর্মে নিয়োজিত হইবে না।

(২) কোন নাবিক যাহার স্বাস্থ্য সনদ কোন সমুদ্র অভিযাত্রায় মেয়াদোত্তীর্ণ হইয়াছে সে প্রথম গন্তব্য বন্দরে যেইখানে স্বাস্থ্য সনদের আবেদন করা যাইবে এবং উপযুক্ত চিকিৎসক কর্তৃক পরীক্ষা করা যাইবে সেইস্থান পর্যন্ত কর্ম অব্যাহত রাখিতে পারিবে, কিন্তু কোনক্রমেই উহা ৩ মাসের অতিরিক্ত হইবে না।

(৩) যদি কোন ব্যক্তি উপ-ধারা (১)-এর বিধান লংঘন করিয়া কোন নাবিককে নিযুক্ত করে বা সমুদ্রে বহন করে, তাহা হইলে সে এইরূপ প্রত্যেক অপরাধের জন্য, সর্বোচ্চ দশ হাজার ইউনিট অর্থদন্ডে দন্ডিত হইবে।

(৪) মহাপরিচালক, আদেশ দ্বারা, সংশোধিত সামুদ্রিক শ্রম কনভেনশন ২০০৬ এর প্রবিধান ১.২ এবং STCW কনভেনশন ১৯৭৮ বলবৎ করিবার উদ্দেশ্যে, নাবিকগনের স্বাস্থ্যের মান ও প্রত্যয়ন নির্ধারন করিতে পারিবে।

১১৩। নাবিকের পরিচয় সনদ

(১) মহাপরিচালক, আদেশ দ্বারা-

- (ক) আদেশে উল্লেখিত আকারে ও কারণাদি সংবলিত একটি সনদ যাহা এই ধারায় নাবিকের পরিচয় সনদ বলিয়া অভিহিত হইবে তাহা প্রত্যেক বাংলাদেশী নাবিককে ইস্যু করিবার এবং প্রত্যেক বাংলাদেশী নাবিককে উহার জন্য আবেদন করিবার বিধান প্রণয়ন করিতে পারিবে;
- (খ) আদেশে উল্লেখিত কোন ব্যক্তির নিকট কোন অবস্থার প্রেক্ষিতে এইরূপ কোন নাবিকের পরিচয় সনদ উহার ধারককে উপস্থাপন করিবার বিধান দিতে পারিবে;
- (গ) আদেশে উল্লেখিত কোন অবস্থার প্রেক্ষিতে উক্তরূপ নাবিকের পরিচয় সনদ সমর্পন করিবার বিধান দিতে পারিবে;
- (ঘ) সরকার উক্তরূপ আদেশের জন্য প্রয়োজন মনে করে এইরূপ অন্যান্য আপতিক ও পরিপূরক বিষয়ের বিধান দিতে পারিবে; এবং এইরূপ আদেশের কোন বিধান যাহা এই উপধারার দফা (ক) অনুযায়ী বলবৎ হয় তাহা এইরূপে প্রণীত হইবে যেন উহা সকল প্রকার বাংলাদেশী নাবিকের ক্ষেত্রে আদেশে উল্লেখিত কোন অব্যাহতি সাপেক্ষে প্রযোজ্য হয়।

(২) এই ধারার অধীনে কোন আদেশ সংশ্লিষ্ট কনভেনশনের প্রযোজ্য শর্তাবলী অনুসরণে প্রদত্ত হইবে, এবং আদেশের কোন বিধান লংঘনকে শাস্তিযোগ্য অপরাধ হিসাবে পরিগণিত করিতে পারিবে, সংক্ষিপ্ত বিচারে যাহার শাস্তি হইবে দশ হাজার ইউনিট অর্থদন্ড।

(৩) যদি কোন ব্যক্তি নিজের জন্য বা অন্য কাহারো জন্য নাবিকের পরিচয় সনদ সংগ্রহের উদ্দেশ্যে জানিয়া শুনিয়া কোন মিথ্যা বিবৃতি দেয় বা হঠ্কারী কোন বিবৃতি দেয় যাহা প্রাসংগিক কোন বিষয়ে অসত্য হয়, তাহা হইলে সে সংক্ষিপ্ত বিচারে দোষী সাব্যস্ত হইলে দশ হাজার ইউনিট অর্থদন্ডে দন্ডিত হইবে।

১১৪। নাবিকগণ ধারাবাহিক অব্যাহতি সনদ (Continuous Discharge Certificate)/নাবিক বহির (Seamen’s Book) দখলে থাকিবে

(১) কোন নাবিক নৌ পরিবহন মহাপরিচালক কর্তৃক অনুমোদিত আঙ্গিকে বাংলাদেশে শিপিং মাষ্টার কর্তৃক ইস্যুকৃত ধারাবাহিক অব্যাহতি সনদ (Continuous discharge certificate) বা নির্ধারিত হইতে পারে এইরূপ অন্যকোন দলিল ধারণ না করিলে তাহাকে বাংলাদেশের কোন বন্দর বা স্থানে নিযুক্ত করা যাইবে না বা এইরূপ কোন বন্দর বা স্থান হইতে সমুদ্রে বহনকরা যাইবে না, যদি না জাহাজখানি দুইশত টনের কম ওজনের কোন উপকূলীয় জাহাজ হয় এবং বাংলাদেশের অভ্যন্তরে বিভিন্ন বন্দর বা স্থানের মধ্যে উহার যাত্রা সীমাবদ্ধ থাকে।

(২) যদি কোন ব্যক্তি কোন নাবিককে উপধারা (১)-এর বিদান লঙ্ঘন করিয়া নিয়োগ করে বা সমুদ্রে বহন করে তাহা হইলে, এইরূপ প্রত্যেক অপরাধের জন্য, উক্ত ব্যক্তি পঞ্চাশ হাজার ইউনিট অর্থদন্ডে দন্ডিত হইবে।

১১৫। নাবিক যোগ্যতা সম্পন্ন হইবে

(১) কোন নাবিক প্রশিক্ষিত অথবা যোগ্য হিসাবে প্রত্যায়িত না হইলে অথবা তাহার দায়িত্ব পালনের উপযুক্ত না হইলে কোন জাহাজে কর্মরত হইবে না।

(২) জাহাজে ব্যক্তিগত নিরাপত্তা প্রশিক্ষণ সফলভাবে সম্পন্ন না করিলে কোন নাবিক জাহাজে কাজ করিবার অনুমতি পাইবে না।

১১৬। নিয়োগ এবং ন্যস্তকরণ সেবা

(১) মহাপরিচালক কর্তৃক অনুমোদন ব্যতিরেকে কোন ব্যক্তি নাবিকের নিয়োগ এবং ন্যস্তকরণ সেবা পরিচালন করিবেনা।

(২) কোন ব্যক্তি কোন নাবিক বা নাবিকের চাকুরী পাইতে ইচ্ছুক এইরূপ কোন ব্যক্তি (সম্ভাব্য কর্মচারী হিসেবে অভিহিত) অথবা সম্ভাব্য কর্মচারীর পক্ষে অন্য কাহারও নিকট হইতে সম্ভাব্য কর্মচারীকে নিয়োগের উদ্দেশ্যে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে কোন অর্থ দাবী করিতে পারিবে না।

(৩) কর্তৃপক্ষ সরকারের অনুমোদনক্রমে, এই ধারার উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, নাবিক নিয়োগ এবং ন্যস্তকরণ সেবায় এবং ব্যবস্থাপনার উদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় বিধানাবলী সম্বলিত প্রবিধানমালা প্রণয়ন করিবে।

(৪) মহাপরিচালক অথবা কোন পরিদর্শক, যেকোন সময়ে এই ধারার উদ্দেশ্যে-

(ক) কোন নাবিক নিয়োগ ও ন্যস্তকরণ সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠানের প্রাঙ্গনে প্রবেশ এবং পরিদর্শন করিতে পারিবে।

(খ) কোন জাহাজ, নাবিক, বা নাবিক নিয়োগ ও ন্যস্তকরণ সেবা সম্পর্কিত যে কোন বহি, সনদ বা দলিলের উপস্থাপন দাবী করিতে পারিবে।

(গ) যেকোন ব্যক্তিকে সমন দিতে এবং জিজ্ঞাসাবাদ করিতে পারিবে।

(৫) কোন জাহাজমালিক কনভেনশন বলবৎ করে নাই এইরূপ কোন রাষ্ট্র বা অঞ্চলে অবস্থিত কোন নাবিক নিয়োগ বা ন্যস্তকরণ সেবা ব্যবহার করিবে না, যদি না সে মহাপরিচালককে এই মর্মে সন্তুষ্ট করে যে উক্ত নাবিক নিয়োগ ও ন্যস্তকরণ সেবা কনভেনশনের শর্তাবলী অনুসরণ করে।

(৬) যদি কোন ব্যক্তি উপধারা (৪)-এর বিদান লঙ্ঘন করে, সে অনধিক ৬ মাসের কারাদন্ডে, অথবা অনধিক পাঁচ লক্ষ ইউনিট অর্থদন্ডে, অথবা উভয় দন্ডে দন্ডিত হইবে।

১১৭। প্রবিধান প্রণয়নের ক্ষমতা

(১) মহাপরিচালক, সরকারের অনুমোদনক্রমে, সামুদ্রিক শ্রম কনভেনশনের জাতীয় অঙ্গীকার পূরণের লক্ষ্যে উহাতে উল্লেখিত শর্তানুসারে প্রবিধান প্রণয়ণ করিতে পারিবে এবং জাহাজ ও উহাতে কর্মরত নাবিক সম্পর্কিত কনভেনশনে উল্লেখিত প্রবিধান ও কোডের মানসমূহ (কনভেনশনের অনুচ্ছেদ II(1)(i) অর্থ অনুযায়ী)-এর সম্পূর্ণ বলবৎকরণের জন্য (যাহা বাংলাদেশী জাহাজের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হয়) প্রবিধান প্রণয়ন করিতে পারিবে, এবং উক্তরূপ প্রবিধান প্রণয়নে মহাপরিচালক কনভেনশনের কোডে উল্লেখিত সংশ্লিষ্ট নির্দেশনাবলী বিবেচনা করিবে।

(২) উপধারা (১)-এর সাধারনত্বকে ক্ষুন্ন না করিয়া এই ধারার অধীনে প্রণীত প্রবিধান নিম্নোক্ত বিষয় সমূহ নির্দিষ্ট করিবে-

(ক) বিদেশী জাহাজ ও উপকূলীয় জাহাজে অল্প বয়সী ব্যক্তিদের চাকুরীর শর্তাবলী;

(খ) সংশোধিত Sea fares Identity Document Convention 2003 এর প্রতি যথাযথ লক্ষ্য রাখিয়া ধারাবাহিক অব্যাহতি সনদ এবং নাবিকের পরিচয় সনদ ইস্যু করিবার শর্তাবলী;

(গ) কর্তৃপক্ষ সমূহ যাহাদের স্বাস্থ্য সনদ ধারা ১১২-এর উদ্দেশ্যে গ্রহণযোগ্য হইবে;

(ঘ) এজেন্টগণ যাহারা মালিকের পক্ষে বিদেশী জাহাজে নাবিক নিয়োগ করে তাহাদের লাইসেন্স এর শর্তাবলী এবং উক্তরূপ লাইসেন্স প্রদান বা নবায়নের পূর্বে উক্তরূপ এজেন্টগণ কর্তৃক পরিপাল্য শর্তাবলী।

১৭তম অধ্যায়
নাবিকের নিয়োগ এবং অব্যাহতি

১১৮। নাবিক নিয়োগ সম্পর্কিত প্রবিধান

(১) এই আইনের অন্যান্য বিধানাবলী সাপেক্ষে, মহাপরিচালক, সরকারের অনুমোদনক্রমে, নাবিক নিয়োগ, বিভিন্ন জাহাজে তাহাদের চাকুরী এবং সাধারণভাবে সামদ্রিক শ্রম বিষয়ক অন্যান্য ব্যাপারে প্রবিধান প্রণয়ন করিতে পারিবে।

(২) বিশেষভাবে, এবং উপরোক্ত ক্ষমতার সাধারনত্মকে ক্ষুন্ন না করিয়া এইরূপ প্রবিধান নিম্নোক্ত সকল বা যেকোন বিষয়ে বিধান প্রণয়ন করিতে পারিবে-
- (ক) এক বা একাধিক নাবিক নিয়োগ বোর্ড (Seafarer Employment Board) প্রতিষ্ঠা, গঠন ও উহাদের কার্যাবলী;
- (খ) নাবিকের নিবন্ধন, এবং রোস্টার বহি ইস্যু করিবার জন্য শিপিং মাষ্টার কর্তৃক চার্জকৃত ফি;
- (গ) নাবিকের রোস্টার রক্ষণাবেক্ষণ;
- (ঘ) নাবিক নিয়োগ এবং পদায়নের বিষয়ে জাহাজ মালিকগণ কর্তৃক অনুসরণীয় নীতি ও পদ্ধতি।

১১৯। নাবিকের নিয়োগ

(১) বাংলাদেশ জাহাজের মালিক বা তাহার অনুমোদিত প্রতিনিধি এবং উহাতে নিযুক্ত প্রত্যেক নাবিকের মধ্যে “নাবিক-নিয়োগ চুক্তি” (seafarer employment agreement) নামে অভিহিত একটি চুক্তি সম্পন্ন হইবে এবং উক্ত চুক্তি নাবিক ও জাহাজ মালিক বা তাহার অনুমোদিত প্রতিনিধি কর্তৃক স্বাক্ষরিত হইবে।

(২) মহাপরিচালক, সরকারের অনুমোদনক্রমে, সামুদ্রিক শ্রম কনভেনশনের প্রবিধান ১.৪, ২.১, ২.৪, ২.৫ ও ২.৬ এ নির্দিষ্টকৃত প্রবিধানমালা প্রণয়ন করিবে যাহা নাবিকের নিয়োগ ও নিয়োগচুক্তির নিম্নোক্ত শর্তাবলী সম্পর্কে বিধান তৈরী করিবে-
- (ক) ছুটির যোগ্যতা,
- (খ) প্রত্যাবাসন যোগ্যতা ও
- (গ) জাহাজের ক্ষতি বা জাহাজডুবি হইতে উদ্ভূত ক্ষতিপূরণ প্রাপ্তির যোগ্যতা।

(৩) উপধারা (২) অনুযায়ী মহাপরিচালক কর্তৃক বিধৃত প্রবিধানমালা সামুদ্রিক শ্রম কনভেনশনের অনুচ্ছেদ III ও IV-এ উল্লেখিত মৌলিক অধিকারসমূহ বিবেচনায় লইবে, এবং কোন্ কোন্ শ্রেণীর জাহাজ ও নাবিকের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে এবং কোন্ কোন্ শ্রেণীর জাহাজকে প্রবিধানের প্রয়োগ হইতে অব্যাহতি প্রদান করিতে পারিবে তাহা উল্লেখ করিবে।

(৪) মহাপরিচালক কর্তৃক উপ-ধারা (২) অনুযায়ী প্রণীত প্রবিধানমালা উহা লংঘনের জন্য আরোপিত শাস্তি নির্দিষ্ট করিতে পারিবে এবং কোন, বাংলাদেশে থাকিলে, আটকের বিধান দিতে পারিবে।

১২০। নাবিকের নিয়োগ চুক্তি

(১) কোন ব্যক্তি নিয়োগ চুক্তি ব্যতিরেকে কোন নাবিককে জাহাজে নিযুক্ত করিবেনা বা নিযুক্ত করিবার অনুমতি দিবে না, যদি না উক্ত জাহাজখানি দুইশত টন অপেক্ষা কম ওজনের কোন উপকূলবর্তী জাহাজ না হয় যাহা বাংলাদেশের অভ্যন্তরে বিভিন্ন বন্দর বা স্থানের মধ্যে চলাচল করে।

(২) প্রত্যেক জাহাজ মালিক
- (ক) ইহা নিশ্চিত করিবে যে নাবিকে-নিয়োগ চুক্তি তাহাকে পড়িয়া শুনানো হইয়াছে এবং ব্যাখ্যা করা হইয়াছে;
- (খ) ইহা নিশ্চিত করিবে যে নাবিক চুক্তিখানি অনুধাবন করিতে সক্ষম হইয়াছে;
- (গ) ইহা নিশ্চিত করিবে যে চুক্তি স্বাক্ষরের পূর্বে নাবিককে চুক্তিখানি পরীক্ষা করিবার এবং চুক্তির উপর পরামর্শ লইবার সুযোগ দেওয়া হইয়াছিল ; এবং
- (ঘ) ইহা নিশ্চিত করিবে যে চুক্তিখানা নাবিক এবং জাহাজ মালিক অথবা জাহাজ মালিকের প্রতিনিধি উভয় কর্তৃক স্বাক্ষরিত হইয়াছে;

(৩) যখন কোন সম্মিলিত চুক্তি (collective agreement) সম্পূর্ণ বা আংশিকভাবে কান নাবিক-নিয়োগ চুক্তির অংশ হয়, উক্ত সম্মিলিত চুক্তির একটি কপি জাহাজে সহজলভ্য হইবে, এবং যখন উক্ত সম্মিলিত চুক্তি ইংরেজিতে না হয়, একটি ইংরেজী তর্জমাও সহজলভ্য হইবে।

(৪) সামুদ্রিক শ্রম কনভেনশন ২০০৬-এর প্রবিধান ২.১ এর প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া কর্তৃপক্ষ নাবিক-নিয়োগ চুক্তির আকার এবং উহাতে বিধৃত বিষয় সমূহ নির্ধারণ করিবে।

(৫) নাবিক-নিয়োগ চুক্তির যে কোন পক্ষ অপর পক্ষকে যে কোন সময়ে চুক্তি সমাপনের নোটিশ দিতে পারিবে।

(৬) কর্তৃপক্ষ, সরকারের অনুমোদনক্রমে নাবিকের নিয়োগ এবং অব্যাহতি বিষয়ক যাবতীয় ব্যাপারে প্রবিধান প্রণয়ন করিতে পারিবে এবং উহাতে নিম্নোক্ত বিষয় সমূহ অর্ন্তভূক্ত হইবে-

(ক) বিভিন্ন রকমের নিয়োগ চুক্তি ;

(খ) অব্যাহতি বহি এবং চাকুরীর অন্যান্য রেকর্ড;

(গ) ৭ দিনের কম নোটিশ সময় কোন্ কোন্ ক্ষেত্রে অনুমোদিত হইবে তাহা।

(৬) কোন ব্যক্তি এই ধারার বিদান লঙ্ঘন করিয়া কোন নাবিক নিয়োগ করিলে বা কোন নাবিকের সহিত নিয়োগ চুক্তি স্বাক্ষর করিলে সে একটি অপরাধ সংঘটন করিবে এবং দোষী সাব্যস্ত হইলে অনধিক এক লক্ষ ইউনিট অর্থদন্ডে অথবা অনধিক ৬ মাসের কারাদন্ডে অথবা উভয় দন্ডে দন্ডিত হইবে, এবং দ্বিতীয় বা পরবর্তী অপরাধের জন্য অনধিক পাঁচ লক্ষ ইউনিট অর্থদন্ডে বা অনধিক ১২ মাসের ক্যাদন্ডে বা উভয় দন্ডে দন্ডিত হইবে।

১২১। জাহাজ মালিকের সমুদ্রোপযোগিতা বিষয়ক বাধ্যবাধকতা

(১) কোন বাংলাদেশ জাহাজ মালিক এবং উহাতে নিযুক্ত কোন নাবিকের মধ্যে সম্পাদিত প্রত্যেক নিয়োগ চুক্তিতে মালিকের উপর বাধ্যকর একটি অর্ন্তনিহিত শর্ত থাকিবে যে মালিক, জাহাজের মাস্টার এবং জাহাজে মাল বোঝাইয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত এজেন্ট, জাহাজখানা যাত্রা শুরু করিবার পূর্বে এবং যাত্রাকালীন সময়ে সমুদ্রোপযোগী ছিল ইহা নিশ্চিত করিবার লক্ষ্যে সমুদ্র যাত্রার প্রস্তুতির সময় এবং জাহাজখানা সমুদ্রে প্রেরণের সময় সকল যুক্তিসঙ্গত পদক্ষেপ গ্রহন করিয়াছে।

(২) উপধারা (১)-এর অধীনে আরোপিত বাধ্যবাধকতা চুক্তিতে বিদ্যমান বিপরীত কোন বিধান সত্ত্বেও প্রযোজ্য হইবে।

১২২। বিদেশগামী বাংলাদেশ জাহাজের নাবিকের সহিত চুক্তি সংক্রান্ত বিশেষ বিধানাবলী।

(১) বাংলাদেশী বিদেশগামী জাহাজের নাবিকের সহিত বাংলাদেশে সম্পাদিত কোন চুক্তির ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত বিধানাবলী প্রযোজ্য হইবে:

(ক) চুক্তিখানা, বিকল্প (substitutes) বিষয়ে এই আইনের বিধানাবলী সাপেক্ষে, প্রত্যেক নাবিক কর্তৃক নৌপরিবহন মাস্টারের উপস্থিতিতে স্বাক্ষরিত হইবে;

(খ) যখন কোন নাবিক প্রথমবারের মত নিযুক্ত হইবে, চুক্তিখানা একটি প্রতিলিপিসহ স্বাক্ষরিত হইবে, এবং একটি অংশ শিপিং মাষ্টার তাহার হেফাজতে রাখিবে এবং অন্যটি মাষ্টার বরাবর প্রেরিত হইবে, এবং উহাতে একটি নির্দিষ্ট জায়গা বা আঙ্গিক থাকিবে বিকল্প ব্যক্তিদের ও যাহারা জাহাজের প্রথম যাত্রার পরে নিযুক্ত হইয়াছে তাহাদের বর্ণনা এবং স্বাক্ষরের জন্য;

(গ) যখন একজন বিকল্প ব্যক্তি নিযুক্ত হয় এমন কোন নাবিকের স্থলে যে তাহার নিয়োগ চুক্তি যথাযথভাবে স্বাক্ষর করিয়াছে কিন্তু তাহার চাকুরী সমুদ্র যাত্রার চব্বিশ ঘন্টার ভিতরে জাহাজত্যাগ, মৃত্যু বা অন্য কোন অচিন্তিতপূর্ব কারনে সমাপ্ত হয়, তখন উক্ত নিয়োগ সম্ভব হইলে নৌপরিবহন মাস্টারের উপস্থিতিতে হইবে; কিন্তু এইরূপ সম্ভব না হইলে মাষ্টার, সমুদ্র যাত্রার পূর্বে অথবা সমুদ্র যাত্রার পরে যথাশীঘ্র সম্ভব, চুক্তিখানা বিকল্প ব্যক্তিকে পড়িয়া শুনাইবে এবং ব্যাখ্যা করিবে, এবং অতঃপর একজন সাক্ষীর সম্মুখে স্বাক্ষর করিবে যে স্বাক্ষরটি সত্যায়ন করিবে;

(ঘ) এইরূপ চুক্তি জাহাজের কোন একটি সমুদ্র অভিযানের জন্য করা যাইবে, অথবা যদি জাহাজের সমুদ্রযাত্রাগুলি গড়ে ছয় মাসের কম দৈর্ঘ্য সম্পন্ন হয়, তাহা হইলে, উপধারা (২)-এর বিধান সাপেক্ষে, উহা, সম্পাদনের সময় হইতে ছয় মাস অতিক্রম করেনা এমন

দুই বা ততোধিক অভিযানের জন্যও করা যাইবে, এবং এইরূপ চুক্তি এই আইনে চলমান চুক্তি বলিয়া অভিহিত হইবে।

(ঙ) কোন চলমান চুক্তি সমাপনের পূর্বে বাংলাদেশের কোন বন্দরে বা স্থানে প্রত্যেক প্রত্যাবর্তনের পর, মাষ্টার উক্তরূপ বন্দর বা স্থানে শিপিং মাষ্টারের উপস্থিতিতে কোন নাবিককে অব্যাহতি বা নিয়োগ দিবে, যাহা করিতে সে আইন দ্বারা বাধ্য, এবং উক্তরূপ প্রত্যেক প্রত্যাবর্তনের পরে চুক্তিতে এই মর্মে একটি বিবৃতি পৃষ্ঠাঙ্কিত করিবে যে এইরূপ কোন অব্যাহতি বা নিয়োগ উক্তরূপ বন্দর বা স্থান ত্যাগের পূর্বে করা হয় নাই বা করিবার উদ্দেশ্য ছিল না, বা (যাহা প্রযোজ্য হয়) যাহা করা হইয়াছে তাহা আইনের বিধান অনুসারে করা হইয়াছে; এবং

(চ) মাস্টার উক্তরুপে পৃষ্ঠাঙ্কিত চলমান চুক্তিখানা শিপিং মাষ্টারকে প্রেরণ করিবে, এবং শিপিং মাষ্টার, চুক্তি সম্পর্কিত এই আইনের বিধানাবলী যথাযথভাবে পরিপালিত হইয়া থাকিলে, পৃষ্ঠাঙ্কনটি স্বাক্ষর করিবে এবং চুক্তিটি মাষ্টারের নিকট ফেরত পাঠাইবে।

(২) একটি চলমান চুক্তির মেয়াদ উহার সম্পাদনের তারিখ হইতে ছয় মাসের অধিক, অথবা উক্ত মেয়াদ উত্তীর্ণ হইবার পরে বাংলাদেশে জাহাজখানার গন্তব্যে প্রথম আগমনের অধিক, অথবা উক্তরূপ আগমনের পর জাহাজ হইতে মাল খালাস হওয়ার সময়ের অধিক (এই দিনগুলির মধ্যে যেই দিনটি সর্বশেষে হইবে) বর্ধিত হইবে না, এবং কোন অবস্থাতেই উক্ত মেয়াদ বার মাস অতিক্রম করিবে না।

(৩) যদি কোন মাষ্টার উপ-ধারা (১)-এর দফা (চ)-তে উল্লেখিত কোন পৃষ্ঠাঙ্কনে ইচ্ছাকৃতভাবে কোন মিথ্যা বিবৃত্তি প্রদান করে, তাহা হইলে, প্রত্যেক অপরাধের জন্য অনধিক পঞ্চাশ হাজার ইউনিট অর্থদন্ডে দন্ডিত হইবে।

১২৩। নাবিকের পরিবর্তন অবহিত করিতে হইবে

(১) প্রত্যেক বাংলাদেশ জাহাজের মাস্টার, যেই জাহাজের নাবিক শিপিং মাষ্টারের উপস্থিতিতে নিযুক্ত হইয়াছে, চূড়ান্তভাবে বাংলাদেশ ত্যাগ করিবার পূর্বে, উক্ত সময়ে সংঘটিত প্রতিটি নাবিকের পরিবর্তন সংবলিত একটি সম্পূর্ণ এবং সঠিক বিবৃতি সরকার কর্তৃক অনুমতি প্রাপ্ত আঙ্গিকে স্বাক্ষর করিবে এবং নিকটস্থ শিপিং মাষ্টারের বরাবর প্রেরণ করিবে, এবং উক্ত বিবৃতি সাক্ষ্যে গ্রহণীয় হইবে।

(২) উপধারা (১)-এর কোন কিছুই মাষ্টারকে নাবিকের অতিরিক্ত সদস্য হিসেবে নিয়োগ করিবার ক্ষমতা প্রদান করিবেনা, যদি না উহা এই আইনের অন্যান্য বিধান অনুসরণে হইয়া থাকে।

(৩) যদি কোন মাষ্টার উপধারা (১)-এর বিধানাবলী যুক্তিসঙ্গত কারণ ব্যতীত অনুসরণ করিতে ব্যর্থ হয় যে, প্রত্যেক অপরাধের জন্য, সর্বোচ্চ পাঁচ হাজার ইউনিট অর্থদন্ডে দন্ডিত হইবে।

১২৪। বিদেশগামী জাহাজের নাবিকের সহিত চুক্তি বিষয়ক সনদ

(১) এই আইনের বিধান অনুসরণে নাবিকের সহিত যথাযথ চুক্তি সম্পাদনের পরে কোন বাংলাদেশী বিদেশগামী জাহাজের ক্ষেত্রে, এবং চুক্তিটি একটি চলমান চুক্তি হইলে মাষ্টার উক্ত চুক্তি সম্পর্কে এই আইনের বিধানাবলী পালন করিলে, দ্বিতীয় এবং পরবর্তী সমস্ত অভিযানের পূর্বে, শিপিং মাষ্টার জাহাজের মাষ্টারকে উক্ত বিষয়ে একটি সনদ প্রদান করিবে।

(২) উপরোল্লেখিত প্রত্যেক জাহাজের মাষ্টার সমুদ্র যাত্রায় অগ্রসর হইবার পূর্বে উক্ত সনদ শুল্ক কমিশনারেরর নিকট উপস্থাপন করিবে, যাহার দায়িত্ব বন্দর ছাড়পত্র প্রদান করা, এবং উক্তরূপ সনদ এইরূপে উপস্থাপিত না হইলে জাহাজখানা আটক করা যাইতে পারিবে।

(৩) এইরূপ জাহাজের মাষ্টার যেই বন্দর বা স্থানে নাবিককে অব্যাহতি দেয়া হইবে সেই বন্দর বা স্থানে পৌঁছাইবার আটচল্লিশ ঘন্টার ভিতরে উক্তরূপ চুক্তি ঐ বন্দর বা স্থানের একজন শিপিং মাষ্টারকে প্রেরণ করিবে; অতঃপর শিপিং মাষ্টার এই মর্মে মাষ্টারকে একটি সনদ প্রদান করিবে; এবং শুল্ক কমিশনার উক্তরূপ সনদ ব্যতীত কোন জাহাজকে প্রবেশ করিতে দিবেনা।

(৪) যদি কোন মাষ্টার যুক্তিসঙ্গত কারণ ব্যতীত এই ধারার কোন বিধান পরিপালনে ব্যর্থ হয়, সে প্রত্যেক অপরাধের জন্য সর্বোচ্চ দশ হাজার ইউনিট অর্থ দন্ডে দন্ডিত হইবে।

১২৫। নাবিকের সহিত চুক্তির পরিবর্তন

(১) নাবিক এর সহিত কোন চুক্তিতে, জাহাজের প্রথম বহির্গমন পরবর্তী বিকল্প ব্যক্তির নিয়োগের উদ্দেশ্যে কৃত কোন পরিবর্ধন ব্যতিরেকে, অন্যান্য সকল কর্তন, পংক্তি-লিখন ও পরিবর্তন ইত্যাদি অকার্যকর হইবে, যদি না উহা উক্তরূপ কর্তন, পংক্তি-লিখন ও পরিবর্তনে স্বার্থ আছে এমন সকল ব্যক্তির অনুমতিক্রমে, এবং বাংলাদেশে হইলে কোন শিপিং মাষ্টারের বা অন্যত্র হইলে কোন বাংলাদেশ কনসুলার কর্মকর্তার লিখিত সত্যায়নে করা হয়।

(২) উপধারা (১) বিষয়ক কোন বিরোধ কোন বাংলাদেশ কনসুলার কর্মকর্তার নিকট প্রেরণ করা যাইবে না যদি তাহা আর্ন্তজাতিক আইনের কোন বিধির লঙ্ঘন হয়।

১২৬। নাবিকের তালিকা শিপিং মাষ্টারের নিকট প্রেরণ

(১) কোন পোতাশ্রয়, পাইলটেজ বা স্থানীয় কর্তৃপক্ষের কাজে একান্তভাবে নিয়োজিত কোন জাহাজ ব্যতীত সকল বাংলাদেশ জাহাজের মাষ্টার বা মালিক এবং বাংলাদেশের কোন বন্দর বা স্থানে অবস্থানকালীন বাংলাদেশ জাহাজ ব্যতীত অন্য সকল জাহাজের মাষ্টার একটি তালিকা তৈরী এবং স্বাক্ষর করিবে যাহা এই আইনে নাবিকের তালিকা (List of Seafarers) নামে অভিহিত হইবে, যাহা নির্ধারিত সকল বিবরণাদি লিপিবদ্ধ করিবে; এবং বিভিন্ন শ্রেণীর জাহাজের জন্য বিভিন্ন আঙ্গিক নির্ধারিত হইতে পারিবে।

(২) বাংলাদেশ উপকূলীয় জাহাজ ব্যতীত অন্য জাহাজের নাবিকের তালিকা জাহাজখানি যে বন্দর বা স্থানে আছে সেই বন্দরের শিপিং মাষ্টারের নিকট আগমনের অব্যবহিত পরে এবং বহির্গমনের পূর্বে প্রেরণ করিতে হইবে।

(৩) কোন মাষ্টার বা মালিক কোন যুক্তিসঙ্গত কারন ব্যতীত এই ধারার কোন বিধান পরিপালনে ব্যর্থ হইলে, প্রত্যেক অপরাধের জন্য সর্বোচ্চ দশ হাজার ইউনিট অর্থদন্ডে দন্ডিত হইবে।

১২৭। বাংলাদেশ জাহাজ ব্যতীত অন্য জাহাকের নাবিক নিয়োগ

(১) বাংলাদেশ জাহাজ ব্যতীত অন্য জাহাজের মাষ্টার বা মালিকের বাংলাদেশে অবস্থানকারী এজেন্ট যদি বাংলাদেশের কোন বন্দর বা স্থানে থাকাকালীন, বাংলাদেশের বাহিরের কোন বন্দর বা স্থানে অভিযানের উদ্দেশ্যে কোন বাংলাদেশী নাগরিককে নিয়োগ করে, সে উক্তরূপ প্রত্যেক নাবিকের সহিত একটি চুক্তিতে আবদ্ধ হইবে এবং উক্ত চুক্তি শিপিং মাষ্টারের উপস্থিতিতে এবং বাংলাদেশের বিদেশগামী জাহাজের জন্য এই আইনে যেইরূপে চুক্তির পদ্ধতি বিধৃত হইয়াছে সেইরূপে সম্পাদিত হইবে।

(২) উক্তরূপ চুক্তির আঙ্গিক এবং উহার শর্তাবলী এবং উহার সম্পাদন এবং স্বাক্ষরের নিয়মাবলী সম্পর্কিত এই আইনে বিধৃত সমস্ত বিধানাবলী উক্তরূপ নাবিকের নিয়োগের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে।

(৩) এইরূপ কোন জাহাজের মাষ্টার বাংলাদেশের বাহিরের কোন বন্দর বা স্থানের অব্যাহতি প্রাপ্ত বা পরিত্যাজ্য হওয়া কোন নাবিকের আর্থিক নিরাপত্তা বিষয়ক দালিলিক প্রমাণাদি শিপিং মাষ্টারকে প্রদান করিবে।

(৪) যদি বাংলাদেশ জাহাজ ব্যতীত অন্য জাহাজের মাষ্টার এই ধারার বিধানাবলী অনুসরণ ব্যতিরেকে কোন নাকিকে নিয়োগ প্রদান করে, তাহা হইলে সে এইরূপ প্রত্যেক অপরাধের জন্য অনধিক দশ হাজার ইউনিট অর্থদন্ডে দন্ডিত হইবে।

১২৮। জাহাজের নিবন্ধন রাষ্ট্রের আইনী বাধ্যবাধকতা পরিপালনের চুক্তি

(১) যদি কোন বিদেশী জাহাজের মাষ্টার, যে ধারা ১২৯ উপধারা (১)-এর বিধান মতে একজন বাংলাদেশী নাবিকের সহিত একটি চুক্তিতে আবদ্ধ হইয়াছে যেই চুক্তি জাহাজের মাষ্টার এবং উক্ত নাবিকের মধ্যকার সম্পর্ক নিয়ন্ত্রণ করে, নাবিককে জাহাজের নিবন্ধন রাষ্ট্রের আইনী বাধ্যবাধকতা পূরণের নিমিত্তে অপর কোন চুক্তি স্বাক্ষর করিতে বলে, তাহা হইলে নাবিক উক্তরূপ চুক্তি স্বাক্ষর করিবে।

(২) উপধারা (১)-এর অধীনে স্বাক্ষরিত চুক্তিতে নাবিকের বেতন এবং অন্যান্য ভাতাদি সম্পর্কে যাহাই বিধৃত হউক না কেন উক্ত নাবিক সম্পর্ক-নিয়ন্ত্রণকারী চুক্তি অনুযায়ী বেতন ও ভাতাদি প্রাপ্য হইবে এবং উক্ত বিষয়ে পরবর্তী অন্য চুক্তির বিধান অকার্যকর হইবে।

(৩) কোন নাবিক সম্পর্ক-নিয়ন্ত্রণকারী চুক্তি ব্যতীত অন্য কোন চুক্তির ভিত্তিতে কোন বিদেশী জাহাজের মাষ্টার বা মালিকের নিকট হইতে বেতন ভাতাদি দাবী করিলে তাহার বিচার হইবে এবং ধারা ১২৯-এর অধীনে শাস্তি হইবে।

১২৯। ধারা ১২৮ লংঘনের দন্ড

(১) ধারা ১২৭ উপধারা (১)-এর অধীনে নিয়োজিত কোন বাংলাদেশী নাবিক যদি ধারা ১২৮ উপধারা (১)-এর বিধান মতে কোন চুক্তিতে আবদ্ধ হইতে বা স্বাক্ষর করিতে অস্বীকার করে, সে অনধিক পঞ্চাশ হাজার ইউনিট অর্থদন্ডে দন্ডিত হইবে।

(২) ধারা ১২৭ উপধারা (১)-এর অধীনে নিয়োজিত কোন বাংলাদেশী নাবিক যদি ধারা ১২৮ উপধারা (১)-এর বিধান মতে স্বাক্ষরিত কোন চুক্তি বাংলাদেশের ভিতরে অথবা বাহিরের কোন বন্দর বা স্থানে লংঘন করে বা লংঘন করিবার উপক্রম করে, সে অনধিক পঞ্চাশ হাজার ইউনিট অর্থদন্ডে দন্ডিত হইবে।

(৩) ধারা ১২৮ উপধারা (১)-এর বিধানের ব্যত্যয় করিয়া যদি কোন নাবিক সম্পর্ক-নিয়ন্ত্রণকারী চুক্তিতে উল্লেখিত বেতন ভাতাদির অতিরিক্ত কোন বেতন ভাতাদি দাবী করে, সে অনধিক পঞ্চাশ হাজার ইউনিট অর্থদন্ডে দন্ডিত হইবে।

১৩০। জাহাজে আরোহন ও নাবিকদের জামায়েত করিবার ক্ষমতা

(১) এই আইন অমান্য করিয়া বাংলাদেশের কোন বন্দরে অবস্থানরত কোন জাহাজ নাবিক উত্তোলন করিলে, শিপিং মাষ্টার যে কোন সময় উক্তরূপ জাহাজে আরোহন করিতে পারিবে যদি তাহার এইরূপ বিশ্বাস করিবার কারন থাকে যে উক্ত জাহাজে এইরূপে নাবিক উত্তোলিত হইয়াছে, এবং নাবিকগনকে জড়ো করিয়া পরীক্ষা করিতে পারিবে।

(২) যদি মাষ্টার বা অন্য কোন ব্যক্তি শিপিং মাষ্টারকে এই ধারার অধীনে দায়িত্ব পালনে বাধা দেয়, তাহা হইলে সে প্রত্যেক অপরাধের জন্য অনধিক পঞ্চাশ হাজার ইউনিট অর্থদন্ডে দন্ডিত হইবে।

১৩১। নাবিকের অব্যাহতি শিপিং মাষ্টারের সম্মুখে হইবে

(১) যখন বিদেশগামী কোন জাহাজে কর্মরত কোন নাবিক তাহার নিয়োগের সমাপনান্তে বাংলাদেশে অব্যাহতিপ্রাপ্ত হয়, সে তাহার চুক্তি সমুদ্রযাত্রা-নির্দিষ্ট হউক বা চলমান হউক, এই আইনের নির্ধারিত পদ্ধতিতে শিপিং মাষ্টারের উপস্থিতিতে অব্যাহতি প্রাপ্ত হইবে।

(২) যদি কোন মাষ্টার, মালিক বা মালিকের এজেন্ট এই ধারার বিধানাবলী অমান্য করে, তাহা হইলে সে এইরূপ প্রত্যেক অপরাধের জন্য অনধিক পাঁচ হাজার ইউনিট অর্থদন্ডে দন্ডিত হইবে।

১৩২। অব্যাহতির পরে ধারাবাহিক অব্যাহতি সনদে লিখিতব্য এন্ট্রি সমূহ ও কর্মকর্তার নিকট যোগ্যতা সনদের প্রত্যর্পন

(১) যদি কোন নাবিক বাংলাদেশে অবস্থানকারী কোন জাহাজে কর্ম সমাপনান্তে বা বেতন প্রাপ্তির পর অব্যাহতি প্রাপ্ত হয়, মাষ্টার উক্ত নাবিকের ধারাবাহিক অব্যাহতি সনদে, তাহার স্বাক্ষরে, উক্ত নাবিকের চাকুরীর সময়সীমা ও তাহার অব্যাহতির তারিখ ও স্থান লিপিবদ্ধ করিবে।

(২) মাষ্টার প্রত্যেক প্রত্যায়িত কর্মকর্তা যাহার যোগ্যতা সনদ তাহাকে প্রেরণ করা হইয়াছিল এবং যাহা তাহার হেফাজতে রহিয়াছে, তাহার অব্যাহতির পরে তাহাকে উক্ত সনদ প্রত্যর্পন করিবে।

(৩) যদি কোন মাষ্টার উপধারা (১)-এর বিধান লংঘন করে বা যুক্তিসংগত কারন ব্যতিরেকে উপধারা (২)-এর বিধান অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাকে যোগ্যতা সনদ প্রত্যর্পন করিতে ব্যর্থ হয়, তাহা হইলে সে এইরূপ প্রত্যেক অপরাধের জন্য, প্রথমোক্ত ক্ষেত্রে অনধিক পঞ্চাশ হাজার ইউনিট এবং দ্বিতীয় ক্ষেত্রে অনধিক দুই লক্ষ ইউনিট অর্থদন্ডে দন্ডিত হইবে।

১৩৩। বিদেশে নাবিকের অব্যাহতি

(১) যখন কোন বাংলাদেশ জাহাজের মাষ্টার কোন নাবিককে, সে যেই বন্দর বা স্থানে নিযুক্ত হইয়াছিল সেই বন্দর বা স্থান ব্যতীত বাংলাদেশের বাহিরের অন্য কোন বন্দর বা স্থানে অব্যাহতি প্রদান করে, বাংলাদেশে নাবিকের অব্যাহতি বিষয়ক এই আইনের বিধানাবলী প্রযোজ্য হইবে, এবং শিপিং মাষ্টারের পূর্বনুমতি ও অব্যাহতি বন্দরের বাংলাদেশ কনসুলার কর্মকর্তাকে অবহিতকরণ ব্যতীত, উক্তরূপ নাবিককে অব্যাহতি প্রদান করা যাইবে না;

(২) উপধারা (১)-এর অধীনে কোন নাবিক অব্যাহতি পাওয়ার পর যথাশীঘ্র সম্ভব মাষ্টার, সরকার কর্তৃক অনুমোদিত আঙ্গিকে, যেই শিপিং মাষ্টারের উপস্থিতিতে উক্ত নাবিক নিযুক্ত হইয়াছিল সেই শিপিং মাষ্টারকে উক্ত নাবিক সম্পর্কে তাহার স্বাক্ষরিত একটি সম্পূর্ণ এবং সঠিক বিবৃতি প্রেরণ করিবে।

(৩) যদি কোন মাষ্টার এই আইনের বিধান লঙ্ঘন করে তাহা হইলে সে উক্তরুপ প্রত্যেক অপরাধের জন্য অনধিক এক বছরের কারাদন্ডে অথবা অনধিক বিশ হাজার ইউনিট অর্থদন্ডে অথবা উভয় দন্ডে দন্ডিত হইবে।

১৩৪। মালিকানা পরিবর্তনে মালিকের অব্যাহতি

(১) যখন কোন বাংলাদেশ জাহাজ বাংলাদেশের কোন বন্দর বা স্থানে হস্তান্তরিত হয়, উক্ত জাহাজের প্রত্যেক নাবিক উক্ত বন্দর বা স্থানে অব্যাহতি প্রাপ্ত হইবে, যদি না কোন নাবিক বাংলাদেশ কনসুলার কর্মকর্তার সম্মুখে লিখিতভাবে জাহাজের সমুদ্রযাত্রা সমাপনে সম্মতি জ্ঞাপন করে।

(২) যখন উক্তরূপে কোন নাবিক অব্যাহতি প্রাপ্ত হয় তখন ধারাবাহিক অব্যাহতি সনদ এবং নাবিকের বা শিক্ষানবীশের যথাযথ প্রত্যর্পণ বন্দরে প্রত্যাবাসন বিষয়ক এই আইনের বিধানাবলী প্রযোজ্য হইবে, যেন উক্ত নাবিক বা শিক্ষানবীশের চাকুরী, চুক্তি বিদ্যমান থাকা অবস্থায় অব্যাহতি প্রাপ্ত হইবে এইরূপ নাবিকের সম্মতি ব্যতিরেকে অন্য কোন উপায়ে, সমাপ্ত হইয়াছে।

১৮তম অধ্যায়
নাবিকের মজুরী, ছুটি, বিশ্রাম ও ক্ষতিপূরণ

১৩৫। নাবিকের মজুরী, ছুটি, বিশ্রাম ও ক্ষতিপূরণ

(১) প্রত্যেক নাবিককে নাবিক-নিয়োগ চুক্তি অনুযায়ী প্রতিমাসে বেতন-ভাতাদি পরিশোধ করিতে হইবে এবং পরিশোধিত ও পরিশোধযোগ্য বেতন-ভাতাদির একটি মাসিক হিসাব তাহাকে দিতে হইবে।

(২) মহাপরিচালক, সরকারের অনুমোদনক্রমে, নাবিকের মজুরী পরিশোধ, সম্পূর্ণ মজুরী বা অংশবিশেষে তাহাদের মনোনীত উপকারভোগীকে (বেনিফিসিয়ারী) প্রেরণের সুবিধা, এবং অন্যান্য আনুষঙ্গিক বিষয়াদি যেমন ছুটি, বিশ্রাম ঘন্টা ও ক্ষতিপূরণ ইত্যাদি বিষয়ে সামুদ্রিক শ্রম কনভেনশন ২০০৬-এর প্রবিধান ২.২, ২.৪, ২.৫ ও ২.৬ এর বিধান বলবৎ করিবার উদ্দেশ্যে, কনভেনশনের অনুচ্ছেদ III ও IV-এ উল্লেখিত মৌলিক অধিকার সমূহকে বিবেচনায় রাখিয়া, প্রবিধানমালা প্রণয়ন করিতে পারিবে।

(৩) উপধারা (২)-এর বিধান মতে মহাপরিচালক কর্তৃক প্রণীত প্রবিধান অপরিশোধিত বেতনের সুদ ও উক্ত প্রবিধান কোন্ কোন্ শ্রেণীর জাহাজ বা নাবিকের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে তাহা উল্লেখ করিতে পারিবে, এবং কোন বিশেষ শ্রেণীর জাহাজকে উক্ত প্রবিধানের প্রয়োগ হইতে অব্যাহতি দিতে পারিবে।

(৪) উপধারা (২)-এর বিধান মতে মহাপরিচালক কর্তৃক প্রণীত প্রবিধান উহার লংঘনের জন্য শাস্তি বিধান করিতে পারিবে এবং আরো বিধান করিতে পারিবে যে উক্তরূপ লংঘনের জন্য কোন জাহাজ আটক হইতে পারিবে।

১৩৬। শিপিং মাষ্টারের উপস্থিতিতে বেতন পরিশোধ

যখন কোন নাবিক শিপিং মাষ্টারের উপস্থিতিতে বাংলাদেশে অব্যাহতি প্রাপ্ত হয়, জাহাজের মাষ্টার বা মালিক শিপিং মাষ্টারের মাধ্যমে বা তাহার উপস্থিতিতে উক্ত নাবিকের মজুরী পরিশোধ করিবে এবং যদি মাষ্টার বা মালিক অন্য কোন উপায়ে মজুরী পরিশোধ করে তাহা হইলে, এইরূপ প্রত্যেক অপরাধের জন্য, অনধিক দুই হাজার ইউনিট অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হইবে।

১৩৭। মজুরী গণনা/নির্ণয়

(১) যখন কোন নাবিক অব্যাহতি প্রাপ্ত হয় এবং শিপিং মাষ্টারের সম্মুখে তাহার মজুরী গণনা/নির্ণয় সম্পূর্ণ হয়, সে, সরকার কর্তৃক অনুমোদিত কোন আঙ্গিকে, তাহার অতীত সমুদ্রযাত্রা ও চাকুরী বিষয়ে যাবতীয় দাবী সম্পর্কে শিপিং মাষ্টারের সম্মুখে একটি ছাড়পত্র সই করিবে, এবং উক্ত ছাড়পত্র জাহাজের মাষ্টার বা মালিক কর্তৃক ও স্বাক্ষরিত হইবে এবং শিপিং মাষ্টার কর্তৃক সত্যায়িত হইবে।

(২) উক্তরূপে স্বাক্ষরিত ও সত্যায়িত ছাড়পত্র শিপিং মাষ্টার নিজ হেফাজতে রাখিবে এবং উহা অতীত সমুদ্রযাত্রা ও চাকুরী বিষয়ে পক্ষগনের ভিতরে একটি পারস্পরিক ছাড়পত্র হিসাবে এবং সমস্ত দাবীর পরিপূরণ হিসাবে কাজ করিবে।

(৩) শিপিং মাষ্টার কর্তৃক সত্যায়িত উক্তরূপ ছাড়পত্রের একটি কপি নির্ধারিত ফি-এর বিনিময়ে শিপিং মাষ্টার যে কাহাকেও প্রদান করিতে পারিবে, এবং উপরোক্ত দাবী সমূহের বিষয়ে যে কোন ভবিষ্যত প্রশ্নে উহা প্রমাণ হিসাবে গ্রহনযোগ্য হইবে, এবং উহা যাহার কপি সেই মূল ছাড়পত্রের মতই কাজ করিবে।

(৪) যখন এই আইনের বিধান মতে কোন নাবিকের বেতন শিপিং মাষ্টারের উপস্থিতিতে নির্ণয় হইতে হইবে, তখন এই আইনের বিধান ব্যতিরেকে অন্য কোনরূপে উক্তরূপ পরিশোধ, প্রাপ্তি বা নির্ণয় হইলে তাহা উক্তরূপ দাবীর সন্তুষ্টির ব্যাপারে প্রমাণ হিসাবে গ্রহনযোগ্য হইবে না।

(৫) শিপিং মাষ্টারের সম্মুখে জাহাজের মাষ্টার কোন অর্থ পরিশোধ করিলে শিপিং মাষ্টার প্রয়োজন হইলে উক্ত পরিশোধ বিষয়ক একটি বিবৃতি স্বাক্ষর করিবে এবং মাষ্টারকে প্রদান করিবে, এবং উক্ত বিবৃতি মাষ্টার এবং তাহার মালিকের মধ্যে প্রমাণ হিসেবে কাজ করিবে যে মাষ্টার উহাতে উল্লেখিত অর্থ পরিশোধ করিয়াছে।

(৬) পূর্বোক্ত উপধারায় যাহা কিছুই থাকুক না কেন কোন নাবিক তাহার স্বাক্ষরিত ছাড়পত্র হইতে তাহার মাষ্টার বা মালিকের বিরুদ্ধে কোন নির্দিষ্ট দাবী বাদ দিতে পারিবে, এবং উক্ত বাদকৃত দাবী বিষয়ে একটি নোট উক্ত ছাড়পত্রে লিপিবদ্ধ হইবে, এবং উক্ত ছাড়পত্র উক্তরূপ নোটকৃত দাবীর বিষয়ে অব্যাহতি বা পরিপূরন হিসেবে কাজ করিবে না এবং উক্তরূপ দাবীর ক্ষেত্রে উপধারা (৪) প্রযোজ্য হইবে না।

১৩৮। বিরোধ বিষয়ে শিপিং মাষ্টারের সিদ্ধান্ত

(১) যখন নাবিকের সহিত চুক্তির অধীনে বাংলাদেশের কোন বন্দরে মাষ্টার, মালিক বা জাহাজের এজেন্টের সহিত জাহাজের কোন নাবিকের বিরোধ উপস্থিত হয়, উহা শিপিং মাষ্টারের নিকট প্রেরিত হইবে-

(ক) যখন বিরোধের বিষয় অনধিক পাঁচ হাজার টাকার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে, বিরোধের যেকোন পক্ষের উদ্যোগে; এবং

(খ) অন্য যে কোন ক্ষেত্রে, যদি বিরোধের উভয় পক্ষ লিখিতভাবে বিরোধটি শিপিং মাষ্টার বরাবর প্রেরণ করিতে সম্মত হয়;

(২) শিপিং মাষ্টার উক্তরূপে প্রেরিত বিরোধ শুনিবে এবং নিষ্পত্তি করিবে এবং তাহার প্রদত্ত রোয়েদাদ পক্ষগনের অধিকার বিষয়ে চূড়ান্ত ফয়সালা হইবে, এবং এইরূপ প্রেরণ বা রোয়েদাদের নথি উহা সম্পর্কে প্রাথমিক প্রমাণ হিসাবে গণ্য হইবে, কিন্তু যদি কোন ক্ষেত্রে শিপিং মাষ্টার এই অভিমত পোষন করে যে প্রশ্নটি কোন আদালত কর্তৃক নিষ্পন্ন হইবার দাবীদার, তাহা হইলে তিনি উক্ত বিরোধ নিষ্পত্তিতে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করিতে পারিবেন।

(৩) এই ধারার অধীনে শিপিং মাষ্টার কর্তৃক প্রদত্ত কোন রোয়োদাদ জেলাজজ কর্তৃক এই আইনের অধীনে বেতন পরিশোধ বিষয়ক আদেশ যেইরূপে বলবৎ হয় সেইরূপে বলবৎ হইবে।

(৪) এই ধারায় শিপিং মাষ্টারের নিকট প্রেরিত কোন বিষয়ে সালিশ আইন (১৯৪০ সালের ১০নং আইন) প্রযোজ্য হইবে না।

১৯তম অধ্যায়
নাবিকের আবাসন এবং স্বাস্থ্য বিষয়ক বিধানাবলী

১৩৯। নাবিকদের আবাসন

(১) মহাপরিচালক, সরকারের অনুমোদনক্রমে, সামুদ্রিক শ্রম কনভেনশন ২০০৬-এর প্রবিধান ৩.১ এবং মান A ৩.১-এ বিধৃত উপায়ে বাংলাদেশ জাহাজে নাবিক-আবাসন সম্পর্কিত প্রবিধান প্রণয়ন করিতে পারিবে।

(২) উপধারা (১)-এর অধীনে মহাপরিচালক কর্তৃক প্রণীত প্রবিধান সামুদ্রিক শ্রম কনভেনশন ২০০৬-এর অনুচ্ছেদ IV-এ উল্লেখিত মৌলিক অধিকার সমূহ বিবেচনায় আনিবে এবং কোন্ কোন্ শ্রেণীর জাহাজের ক্ষেত্রে উহা প্রযোজ্য হইবে তাহা উল্লেখ করিবে এবং কোন বিশেষ শ্রেণীর জাহাজকে প্রবিধানের প্রয়োগ হইতে অব্যাহতি দিতে পাবিে।

(৩) এই ধারার অধীনে প্রণীত প্রবিধান বিভিন্ন শ্রেণীর জাহাজ বা বাংলাদেশে বিভিন্ন তারিখে নিবন্ধিত জাহাজ বা বিভিন্ন তারিখে নির্মাণ আরম্ভ হওয়া জাহাজ এবং বিভিন্ন প্রকারের নাবিক-আবাসন ইত্যাদি সম্পর্কে ভিন্ন ভিন্নরূপ বিধান প্রণয়ন করিতে পারিবে।

(৪) এই ধারার অধীনে প্রণীত প্রবিধান উহার কোন শর্ত হইতে যে কোন বর্ণনার জাহাজকে অব্যাহতি দিতে পারিবে এবং মহাপরিচালক এইরূপ কোন শর্তাবলী হইতে যে কোন জাহাজকে অন্যরূপ অব্যাহতিও প্রদান করিতে পারিবে।

(৫) এই ধারার অধীনে প্রণীত প্রবিধান জাহাজের মাষ্টার অথবা মাষ্টারের অনুমোদিত অন্য কোন কর্মকর্তাকে প্রবিধান দ্বারা নির্ধারিত উপায়ে নাবিক-আবাসন পরিদর্শনের বিধান রাখিতে পারিবে।

(৬) এই ধারার অধীনে প্রণীত প্রবিধানের কোন বিধান লঙ্ঘিত হইলে জাহাজের মালিক বা মাষ্টার একটি অপরাধ সংঘটন করিবে এবং সংক্ষিপ্ত বিচারে দোষী সাব্যস্ত হইলে অনধিক এক লক্ষ ইউনিট অর্থদন্ডে দন্ডিত হইবে এবং জাহাজখানি বাংলাদেশে থাকিলে উহা আটক করা যাইবে।

(৭) এই ধারায় "নাবিক-আবাসন" (seafarer accommodatioon) বলিতে নাবিকের ব্যবহারের জন্য সরবরাহকৃত ঘুমের কক্ষ, খাবার কক্ষ, স্যানিটারী আবাসন, হাসপাতাল আবাসন, বিনোদন আবাসন, স্টোর কক্ষ এবং ক্যাটারিং আবাসন অর্ন্তভূক্ত হইবে কিন্তু যাত্রী কর্তৃক ব্যবহৃত আবাসন উহার অর্ন্তভূক্ত হইবেনা।

১৪০। পানি এবং ক্যাটারিং এর বিধান

(১) সকল বাংলাদেশ জাহাজে এবং অন্যান্য জাহাজে যাহাতে বাংলাদেশ হইতে নাবিক নিযুক্ত হইয়াছে তাহাতে নাবিকের ব্যবহারের জন্য তাহার সহিত চুক্তি অনুযায়ী এবং, যেখানে প্রযোজ্য, নাবিকদের ভিন্ন ভিন্ন সাংস্কৃতিক এবং ধর্মীয় পটভূমি আমলে লইয়া, পর্যাপ্ত রসদ এবং উত্তম খাবার পানির ব্যবস্থা রাখিবে।

(২) মহাপরিচালক সরকারের অনুমোদনক্রমে সামুদ্রিক শ্রম কনভেনশন ২০০৬-এর প্রবিধান ৩.২ বলবৎ করিবার লক্ষ্যে, কনভেনশনের অনুচ্ছেদ III এবং IV-এ বর্ণিত মৌলিক অধিকার সমূহ বিবেচনায় লইয়া, নাবিকদের খাদ্য ও পানীয় সরবরাহ, জাহাজের বাবুর্চি ও ক্যাটারিং স্টাফের যোগ্যতা ও প্রশিক্ষণ এবং অন্যান্য আনুষঙ্গিক বিষয়ে প্রবিধান প্রণয়ন করিতে পারিবে।

(৩) মহাপরিচালক কর্তৃক উপধারা (২) অনুযায়ী প্রণীত প্রবিধান উহা কোন্ কোন্ শ্রেণীর জাহাজের ক্ষেত্রে এবং কোন্ কোন্ প্রকারের নাবিকের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে তাহা উল্লেখ করিবে এবং কোন বিশেষ শ্রেণীর জাহাজকে প্রবিধানের প্রয়োগ হইতে অব্যাহতি দিতে পারিবে।

২০তম অধ্যায়

জাহাজে এবং তীরে চিকিৎসা সেবা এবং জাহাজ মালিকের দায়-দায়িত্ব

১৪১। জাহাজে এবং তীরে চিকিৎসা সেবা

(১) জাহাজে কর্মরত অবস্থায় বিনা মুল্যে নাবিকের স্বাস্থ্য সুরক্ষার পর্যাপ্ত ব্যবস্থা থাকিতে হইবে এবং তাহাদের দ্রুত এবং পর্যাপ্ত চিকিৎসা সেবার অধিকার থাকিবে।

(২) মহাপরিচালক, সরকারের অনুমোদনক্রমে, সামুদ্রিক শ্রম কনভেনশন ২০০৬-এর প্রবিধান ৪.১ বলবৎ করিবার লক্ষ্যে অনুচ্ছেদ III এবং IV-এ বর্ণিত মৌলিক অধিকার সমূহ বিবেচনায় লইয়া জাহাজে চিকিৎসা সেবার ব্যবস্থা এবং তীরে নাবিকদের চিকিৎসা সেবার অধিকার বিষয়ক বিধান সম্বলিত প্রবিধানমালা প্রণয়ন করিতে পারিবে।

(৩) মহাপরিচালক কর্তৃক উপধারা (২) অনুযায়ী প্রণীত প্রবিধান কোন্ কোন্ শ্রেণীর জাহাজের ও কোন্ কোন্ প্রকারের নাবিকের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে তাহা উল্লেখ করিবে এবং কোন বিশেষ শ্রেণীর জাহাজকে প্রবিধানের প্রয়োগ হইতে অব্যাহতি দিতে পারিবে।

১৪২। জাহাজ মালিকের দায়-দায়িত্ব

(১) প্রত্যেক নাবিক নাবিক-নিয়োগ চুক্তির অধীনে কর্মরত অবস্থায় এবং উক্তরূপ চুক্তি হইতে উদ্ভূত কোন অসুস্থতা, আঘাত বা মৃত্যুর আর্থিক পরিণতির জন্য জাহাজ মালিকের বাস্তব সহায়তা ও সমর্থন প্রাপ্তির অধিকারী হইবে।

(২) উপধারা (১)-এর বর্ণিত অধিকার নাবিকের অন্যান্য আইনগত প্রতিকারকে ক্ষুন্ন করিবেনা।

(৩) মহাপরিচালক, সামুদ্রিক শ্রম কনভেনশন ২০০৬-এর প্রবিধান ৪.২ বলবৎ করিবার জন্য কনভেনশনের অনুচ্ছেদ III ও IV-এ বর্ণিত মৌলিক অধিকার সমূহ বিবেচনায় লইয়া, নাবিকের স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা সেবা বিষয়ক প্রবিধানমালা প্রণয়ন করিতে পারিবে এবং এইরূপ প্রবিধানমালা সামুদ্রিক শ্রম কনভেনশন ২০০৬-এর মান A ৪.২ কর্তৃক অনুমিত জাহাজ মালিকের দায়-দায়িত্বের সীমাবদ্ধতাও অর্ন্তভূক্ত করিতে পারিবে।

(৪) মহাপরিচালক কর্তৃক উপধারা (৩) অনুযায়ী প্রণীত প্রবিধান কোন্ কোন্ শ্রেণীর জাহাজের ও কোন্ কোন্ প্রকারের নাবিকের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে তাহা উল্লেখ করিবে এবং কোন বিশেষ শ্রেণীর জাহাজকে প্রবিধানের প্রয়োগ হইতে অব্যাহতি দিতে পারিবে।

২১তম অধ্যায়

স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা সুরক্ষা এবং দূর্ঘটনা প্রতিরোধ

১৪৩। নাবিকের স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা বিধানে জাহাজ মালিকের দায়িত্ব

(১) জাহাজ মালিকদের দায়িত্ব হইবে জাহাজে নিযুক্ত নাবিকদের স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করিবার জন্য কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নির্ধারিত মান অনুযায়ী যুক্তিসঙ্গতভাবে বাস্তবসম্মত এবং প্রয়োজনীয় সকল পদক্ষেপ গ্রহন করা।

(২) উপধারা (১)-এর উদ্দেশ্যে, জাহাজে নিযুক্ত নাবিকদের স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা বিধানে নিম্নোক্ত পদক্ষেপ সমূহ প্রয়োজন হইবে-

- (ক) নাবিকদের জন্য এইরূপ একটি কর্মপরিবেশের ব্যবস্থা সংরক্ষণ যাহা নিরাপদ, স্বাস্থ্যের ঝুঁকি বিহীন এবং তাহাদের কল্যানের ব্যবস্থা এবং সুবিধাদি বিষয়ে পর্যাপ্ত;
- (খ) পেশাগত দূর্ঘটনা, আঘাত এবং রোগ প্রতিরোধে পর্যাপ্ত নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিশ্চিতকরণ;
- (গ) পরিদর্শন, রিপোর্টিং ও জাহাজের কোন জরুরী অবস্থার মোকাবিলা বিষয়ক পদ্ধতির প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন; এবং
- (ঘ) জাহাজের মাষ্টার ও নাবিকদের পর্যাপ্ত নির্দেশনা, তথ্য, প্রশিক্ষণ এবং তত্ত্বাবধান নিশ্চিত করা, বিশেষভাবে তরুন নাবিকদের ক্ষেত্রে।

১৪৪। পদক্ষেপ বাস্তবায়নে মাষ্টারের দায়িত্ব

(১) ধারা ১৪৩-এ উল্লেখিত নাবিকদের স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা বিষয়ে জাহাজ মালিক কর্তৃক গৃহীত পদক্ষেপ সমূহ জাহাজে বাস্তবায়ন করা মাষ্টারের দায়িত্ব হইবে।

(২) মাষ্টার, অথবা মাষ্টার কর্তৃক মনোনীত কোন ব্যক্তি, নিয়মিত বিরতিতে জাহাজ পরিদর্শন করিবে এবং জাহাজের অনিরাপদ কোন অবস্থার প্রতিকার করিবে এবং এইরূপ কোন ঘটনা জাহাজ মালিকের নিকট রিপোর্ট করিবে।

১৪৫। জাহাজে কর্মরত নাবিকের দায়িত্ব

জাহাজে কর্মরত প্রত্যেক নাবিকের দায়িত্ব হইবে -

- (ক) জাহাজ মালিক কর্তৃক ধারা ১৪৩(২)(খ) অনুযায়ী গৃহীত পেশাগত দূর্ঘটনা, আঘাত, এবং রোগ প্রতিরোধমূলক নিরাপত্তা ব্যবস্থা সমূহ মানিয়া চলার; এবং
- (খ) জাহাজ মালিক ও মাষ্টারকে সহযোগিতা করা যাহাতে তাহারা এই আইনের বিধানাবলী পরিপালন করিতে পারে।

১৪৬। নিরাপত্তা কমিটি

(১) সাধারণতঃ পাঁচ বা ততোধিক নাবিক নিয়োজিত থাকে এইরূপ প্রত্যেক জাহাজে যাহাতে একটি নিরাপত্তা কমিটি থাকিবে।

(২) প্রত্যেক নিরাপত্তা কমিটি মাষ্টার, মাষ্টারের মনোনীত কোন ব্যক্তি ও নাবিকের প্রতিনিধির সমন্বয়ে গঠিত হইবে।

(৩) জাহাজে নিযুক্ত এইরূপ নিরাপত্তা কমিটির কার্যাবলী নিম্নরূপ হইবে-

- (ক) নাবিকের স্বাস্থ্য বা নিরাপত্তাকে প্রভাবিত করে বা করিতে পারে এইরূপ অবস্থা সমূহ পর্যবেক্ষণে রাখা;
- (খ) নাবিকের স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তার স্বার্থে কোন দূর্ঘটনার স্থানে পরিদর্শন পরিচালনা করা; এবং
- (গ) অন্যান্য এমন সকল কার্য ও দায়িত্ব পালন করা যাহা জাহাজ মালিককে এই অংশের অধীনে তাহার দায়িত্ব পালনে সহায়তা করিবার জন্য প্রয়োজনীয়।

১৪৭। নিরাপদ অনুশীলন বিধি

(১) নাবিকদের স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করিবার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ সংক্রান্ত (পেশাগত স্বাস্থ্য সুরক্ষা ও চিকিৎসা সেবা বিষয়ক পদক্ষেপ সহ) এই অংশে বিধৃত শর্তাবলী সম্পর্কে ব্যবহারিক নির্দেশনা প্রদান করিবার উদ্দেশ্যে কর্তৃপক্ষ, সময় সময়, নিম্নোক্ত সকল বা যেকোন কিছু করিতে পারিবে-

(ক) এক বা একাধিক অনুশীলন বিধি ইস্যু করা, যাহা আই, এম, ও (IMO) বা আই, এল, ও (ILO) কর্তৃক ইস্যুকৃত বা অনুমোদিত কোন অনুশীলন বিধি অর্ন্তভূক্ত করিতে পারিবে যদি কর্তৃপক্ষ মনে করে উহা অত্র উদ্দেশ্যে যথোপযুক্ত হইবে;

(খ) কর্তৃপক্ষ ব্যতীত অন্য কোন ব্যক্তি বা সংস্থা কর্তৃক প্রস্তুতকৃত কোন অনুশীলন বিধি অনুমোদন করা, যদি কর্তৃপক্ষ মনে করে উহা অত্র উদ্দেশ্যে যথোপযুক্ত হইবে;

(গ) এই ধারার অধীনে ইস্যুকৃত বা অনুমোদিত কোন অনুশীলন বিধি সংশোধন বা প্রত্যাহার করা।

(২) কোন অনুমোদিত নিরাপদ অনুশীলন বিধি অধীনস্থ আইন বলিয়া গণ্য হইবে না।

২২তম অধ্যায়
নাবিকের কল্যাণ ও সামাজিক নিরাপত্তা

১৪৮। নাবিকদের কল্যাণ কর্মকর্তা (Seafarers Welfare Officer)

(১) সরকার, বাংলাদেশের ভিতরের বা বাহিরের যে সকল বন্দরে বা স্থানে প্রয়োজন মনে করিবে সেই সকল বন্দর বা স্থানে নাবিক কল্যাণ কর্মকর্তা (Seafarers Welfare Officer) নিয়োগ করিতে পারিবে।

(২) উপধারা (১)-এর অধীনে নিযুক্ত কোন নাবিক কল্যাণ কর্মকর্তা, মহাপরিচালকের সাধারন তত্ত্বাবধান ও নিয়ন্ত্রণে নিম্নোক্ত কার্যাবলী সম্পন্ন করিবে-

- (ক) বাংলাদেশের কোন বন্দর বা স্থানে নাবিক কল্যাণ বিষয়ে মহাপরিচালক কর্তৃক নির্দিষ্টকৃত যাবতীয় কার্যাবলী, এবং
- (খ) বাংলাদেশের বাহিরের কোন বন্দর বা স্থানে বাংলাদেশ কনসুলার কর্মকর্তা কর্তৃক নির্দিষ্টকৃত যাবতীয় কার্যাবলী।

১৪৯। নাবিক কল্যাণ বোর্ডের গঠন

(১) সরকার, সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, সরকারকে জাহাজে হউক বা তীরে হউক নাবিকের কল্যাণ প্রবর্তন করিবার জন্য গৃহীতব্য ব্যবস্থাদির উপর সাধারনভাবে এবং বিশেষভাবে নিম্নোক্ত বিষয় সমূহের উপর উপদেশ দিবার লক্ষ্যে “নাবিক কল্যান বোর্ড” নামে একটি উপদেষ্টা বোর্ড, অতঃপর বোর্ড বলিয়া অভিহিত, গঠন করিতে পারিবে -

- (ক) নাবিকদের জন্য হোস্টেল বা বোর্ডিং ও লজিং নির্মাণ;
- (খ) নাবিকদের সুবিধার জন্য ক্লাব, ক্যান্টিন, লাইব্রেরী এবং অন্যান্য সুযোগ সুবিধা প্রতিষ্ঠা;
- (গ) নাবিকদের জন্য হাসপাতাল বা চিকিৎসা সেবার ব্যবস্থা করা;
- (ঘ) নাবিকদের শিক্ষাগত ও অন্যান্য সুবিধাদির ব্যবস্থা;
- (ঙ) নির্ধারিত পদ্ধতিতে নাবিকদের ভবিষ্য তহবিলের ব্যবস্থাপনা;
- (চ) নাবিকদের কল্যাণে প্রয়োজনীয় অন্যান্য বিষয়।

১৫০। নাবিকদের কল্যাণ তহবিল

(১) সরকার, শিপিং মাষ্টারের মাধ্যমে নিযুক্ত বাংলাদেশী নাবিকদের কল্যাণের জন্য, একটি “নাবিকদের অংশগ্রহণ মূলক ভবিষ্য তহবিল” স্কীম প্রতিষ্ঠা করিবে যাহাতে নাবিক, মালিক এবং অন্যান্যের অবদান থাকিবে।

(২) সরকার, বাংলাদেশী নাবিক নিয়োগকারী বিদেশী জাহাজ মালিকের অবদান এবং শিপিং মাষ্টার কর্তৃক প্রাপ্ত সকল অর্থদন্ড, শাস্তি ও বাজেয়াপ্তির অর্থ সমন্বয়ে একটি “নাবিক কল্যাণ তহবিল” প্রতিষ্ঠা ও সংরক্ষণ করিবে;

(৩) সরকার, বাংলাদেশের অভ্যন্তরের কোন বানিজ্যিক জাহাজ সমূহের নাবিকদের কল্যাণের জন্য একটি “উত্তোলন তহবিল” প্রতিষ্ঠা করিতে পারিবে, এবং নাবিকদেরকে সুবিধাদি প্রদান করিবার লক্ষ্যে এবং বাংলাদেশের অভ্যন্তরে অবস্থানরত নাবিকদের কল্যানের জন্য ও বাংলাদেশ জাতীয়তার নাবিকদের সামাজিক নিরাপত্তা স্কীমের জন্য বাংলাদেশী বন্দরে আগত বিদেশী জাহাজ মালিকদের নিকট হইতে নির্ধারিত হারে (যাহা বিভিন্ন শ্রেণীর জাহাজের জন্য ভিন্ন ভিন্ন হইতে পারে) ফি উত্তোলন করিতে পারিবে।

(৪) সরকার বাংলাদেশী নাবিকদের পোষ্যদের শিক্ষাগত কল্যানের উদ্দেশ্যে প্রতিষ্ঠিত “নাবিক শিক্ষা ট্রাষ্ট তহবিল” সংরক্ষণ অব্যাহত রাখিবে।

১৫১। বিধি প্রণয়নের ক্ষমতা

সরকার নিম্নোক্ত বিষয়ে বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবে-

(ক) নাবিকের অংশগ্রহনমূলক ভবিষ্য তহবিল স্কীম প্রতিষ্ঠা;
(খ) নাবিকদের উত্তোলন তহবিল প্রতিষ্ঠা;
(গ) নাবিকদের ভবিষ্য তহবিল প্রতিষ্ঠা;
(ঘ) নাবিকদের শিক্ষা ট্রাষ্ট তহবিল প্রতিষ্ঠা;
(ঙ) তহবিল সমূহের ব্যবস্থাপনার উদ্দেশ্যে গঠিত বোর্ডের গঠন এবং উহার সদস্যদের মেয়াদ;
(চ) বোর্ডের কার্যাবলী পরিচালনার পদ্ধতি;
(ছ) বোর্ডের সদস্যদের ভ্রমন এবং অন্যান্য ভাতাদি;
(জ) সামুদ্রিক শ্রম কনভেনশন ২০০৬ অনুযায়ী নাবিকদের ও তাহাদের পোষ্যদের জীবনচক্রের অরক্ষিত অংশের সকল অনিশ্চিত ঘটনাক্রম প্রতিরোধ করার জন্য একটি “নাবিক সামাজিক নিরাপত্তা স্কীম” (SSSS) প্রতিষ্ঠা।

১৫২। নাবিকদের জন্য সামুদ্রিক উপদেষ্টা কমিটি গঠন

(১) সরকার, সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, সরকার যেইরূপ মনে করিবে সেইরূপ জাহাজ মালিক ও নাবিক সংগঠনের প্রতিনিধি সমন্বয়ে একটি সামুদ্রিক উপদেষ্টা কমিটি গঠন করিতে পারিবে।

(২) কমিটির কার্যাবলী নিম্নরূপ হইবে-
  (ক) জাহাজ মালিক ও নাবিকের মধ্যকার বিরোধ প্রতিরোধ ও সমন্বয়;
  (খ) নাবিক নিয়োগের পদ্ধতির উন্নয়নের বিষয়ে সরকারকে উপদেশ প্রদান;
  (গ) নাবিকের চাকুরীর শর্তাদি, যথা বেতন হারের মানোন্নয়ন, কর্ম ঘন্টা, ম্যানিং স্কেল এবং একইরূপ অন্যান্য ব্যাপারের উন্নয়ন ও পরিবর্তন বিষয়ে সরকারকে উপদেশ প্রদান;
  (ঘ) নাবিকদের বেকারত্ব অবসানের জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপের বিষয়ে সরকারকে উপদেশ প্রদান;
  (ঙ) অনধিক দুই বছরের ব্যবধানে জীবনযাত্রার মান, সামুদ্রিক কাজের বিশেষ প্রকৃতি, জাহাজের কর্মী স্তর, পারিবারিক ও সামাজিক প্রয়োজন, জীবনযাত্রার ব্যয়, আর্ন্তজাতিক হার, সামাজিক সুবিধাদি, পেশাগত বিপত্তি এবং অন্যান্য নির্ণায়ক বিবেচনায় রাখিয়া প্রতি পদের জন্য ন্যূনতম বেতন সুপারিশ করা;
  (চ) কমিটির নিকট প্রেরিত হইয়াছে এইরূপ নাবিক সম্পর্কিত অন্য যে কোন বিষয় সম্পর্কে সরকারকে উপদেশ প্রদান;

(৩) কমিটি অনধিক ছয়মাস নিয়মিত ব্যবধানে সভা করিবে, এবং এই আইনের ধারা ১৫-এর অধীনে গঠিত জাতীয় মেরিটাইম কাউন্সিলের চেয়ারম্যান বরাবর উহার কার্যাবলী সম্পর্কে প্রতিবেদন প্রেরণ করিবে।

২৩তম অধ্যায়

পরিদর্শন ও প্রত্যয়ন

১৫৩। জাহাজের পরিদর্শন ও প্রত্যয়ন

(১) মহাপরিচালক, সরকারের অনুমোদনক্রমে, আর্ন্তজাতিক শ্রম সংগঠনের সামুদ্রিক শ্রম কনভেনশন ২০০৬-এর প্রবিধান ৫.১.১, ৫.১.২, ৫.১.৩ এবং ৫.১.৪ অনুযায়ী জাহাজের সনদ প্রদান, পরিদর্শন এবং স্বীকৃত সংস্থা সমূহের অনুমোদন ইত্যাদি বিষয়ে প্রবিধান প্রণয়ন করিতে পারিবে এবং উক্তরূপ প্রবিধানে উহাতে বর্ণিত শর্তাদি পালনের বাধ্যবাধকতা বিধান করিতে পারিবে।

(২) মহাপরিচালক কর্তৃক উপধারা (১) অনুযায়ী প্রণীত প্রবিধান কোন্ কোন্ শ্রেণীর জাহাজের এবং নাবিকের ক্ষেত্রে উহা প্রযোজ্য হইবে তাহা উল্লেখ করিবে এবং কোন বিশেষ শ্রেণীর জাহাজকে প্রবিধানের প্রয়োগ হইতে অব্যাহতি দিতে পারিবে।

(৩) মহাপরিচালক কর্তৃক উপধারা (১) অনুযায়ী প্রনীত প্রবিধানে সনদ ইস্যু করিবার লক্ষ্যে পরিদর্শনকারী ব্যক্তিদেরকে এই আইনের ধারা ৪৩৮-এর অধীনে জারী কর্মকর্তার উপরে যে ক্ষমতা প্রদান করা হইয়াছে উহা প্রদান করিতে পারিবে।

১৫৪। নাবিকের অভিযোগ

(১) সংশ্লিষ্ট কোন বিধি বা প্রবিধান লঙ্ঘনের বিষয়ে নাবিকদেরকে অন্য কাহারও বিরুদ্ধে অভিযোগ করিবার যথাযথ পদ্ধতি থাকিতে হইবে।

(২) জাহাজ মালিক উপধারা (১)-এ বর্ণিত পদ্ধতির একটি কপি উক্ত জাহাজে নিয়োজিত সকল নাবিককে সরবরাহ করিবে।

(৩) উক্তরূপ কোন অভিযোগ দায়েরের জন্য কোন নাবিককে নিগৃহীত করা নিষিদ্ধ হইবে।

(৪) এইরূপ অভিযোগ দায়েরের বিধান কোন নাবিকের আইনগত প্রতিকারের অতিরিক্ত হইবে।

(৫) মহাপরিচালক সরকারের অনুমোদনক্রমে, সামুদ্রিক শ্রম কনভেনশন ২০০৬-এর অনুচ্ছেদ III ও IV-এ বর্ণিত মৌলিক অধিকার সমূহ বিবেচনায় লইয়া উক্ত কনভেনশনের প্রবিধান ৫.১.৫ ও ৫.২.২ এর বিধান বলবৎ করিবার লক্ষ্যে অভিযোগ দায়ের পদ্ধতি, অভিযোগের কারণে নিগ্রহের শাস্তি এবং অন্যান্য বিষয়ে প্রবিধান প্রণয়ন করিতে পারিবে।

(৬) মহাপরিচালক কর্তৃক উপধারা (৫) অনুযায়ী প্রণীত প্রবিধান কোন্ কোন্ শ্রেণীর জাহাজের এবং নাবিকের ক্ষেত্রে উহা প্রযোজ্য হইবে তাহা উল্লেখ করিবে, এবং কোন বিশেষ শ্রেণীর জাহাজকে প্রবিধানের প্রয়োগ হইতে অব্যাহতি দিতে পারিবে।

১৫৫। জাহাজে পেশাগত দুর্ঘটনা, জখম ও রোগ বিষয়ে অনুসন্ধান

(১) মহাপরিচালক কোন জাহাজের চাকুরী হইতে উদ্ভূত কোন পেশাগত দুর্ঘটনা, জখম বা রোগ সম্পর্কে অবহিত হইলে, উক্ত পেশাগত দুর্ঘটনা, জখম বা রোগের কারণ ও পরিস্থিতি অনুসন্ধান করিবার জন্য একজন সার্ভেয়ার নিয়োগ করিতে পারিবে।

(২) মহাপরিচালক অথবা উপধারা (১)-এর অধীনে তৎকর্তৃক নিযুক্ত কোন সার্ভেয়ার, এই ধারার কোন তদন্তের উদ্দেশ্যে-

- (ক) জাহাজে আরোহণ করিতে পারিবে;
- (খ) জাহাজ পরিদর্শন করিতে পারিবে;
- (গ) যে কোন ব্যক্তিকে সমন দিতে এবং জিজ্ঞাসাবাদ করিতে পারিবে;
- (ঘ) উক্তরূপ পেশাগত দুর্ঘটনা, জখম বা রোগের কারণ ও পরিস্থিতি সম্পর্কে কোন ব্যক্তিকে শপথ গ্রহণ পূর্বক বিবৃতি দিতে বাধ্য করিতে পারিবে; এবং
- (ঙ) কোন জাহাজ বা উহাতে কর্মরত কোন ব্যক্তি সম্পর্কিত কোন বহি, লগ্‌বুক, সনদ, নিবন্ধন বহি, দলিলাদি বা অন্য কোন তথ্য উপস্থাপন করিতে বাধ্য করিতে পারিবে।

(৩) মহাপরিচালকের অনুমতি ব্যতিরেকে কোন ব্যক্তি, কোন দুর্ঘটনা প্রতিরোধ বা জাহাজের নিরাপদ চলাচলের জন্য প্রয়োজন না হইলে-

(ক) কোন যন্ত্রপাতি, সাজ সরঞ্জাম বা উপকরণ যাহা উক্তরূপ পেশাগত দুর্ঘটনা জখম বা রোগের কারণ হইতে পারে তাহা পরিবর্তন, স্থানান্তর, অপসারণ বা সংযোজন করিতে পারিবে না ; অথবা

(খ) পেশাগত দুর্ঘটনা বা জখমের স্থান অথবা যেখানে পেশাগত রোগের উৎপত্তি হইয়াছিল সেই স্থান পরিবর্তন করিতে পারিবেনা।

১৫৬। বন্দরে জাহাজের পরিদর্শন

(১) সংশোধিত সামুদ্রিক শ্রম কনভেনশন ২০০৬-এর প্রযোজ্য বিধানাবলীর পরিপালন নিশ্চিত করিবার লক্ষ্যে মহাপরিচালক কর্তৃক অনুমোদিত কোন ব্যক্তি জাহাজ পরিদর্শন করিতে পারিবে।

(২) পরিদর্শনের জন্য মহাপরিচালক কর্তৃক অনুমোদিত ব্যক্তি উক্তরূপ অনুমোদনের সমর্থনে প্রয়োজনীয় পরিচয়পত্র বহন করিবে।

১৫৭। জাহাজ আটকের ক্ষমতা

(১) যখন, ধারা ১৫৬-তে উল্লেখিত কোন পরিদর্শনের পরে ইহা আবিষ্কৃত হয় যে, কোন জাহাজ সংশ্লিষ্ট বিধি, প্রবিধান অথবা কনভেনশনের শর্তাবলীর ব্যত্যয় করিয়াছে, তাহা হইলে পরিদর্শনকারী ব্যক্তি জাহাজের মালিক এবং মাষ্টারের উপরে এই মর্মে একটি আটকাদেশ জারি করিবে যে জাহাজখানি উক্তরূপ ব্যত্যয় সংশোধন না করা পর্যন্ত অথবা উক্তরূপ ব্যত্যয় সংশোধনের কোন পরিকল্পনা মহাপরিচালক কর্তৃক গৃহীত না হওয়া পর্যন্ত সমুদ্র যাত্রায় অগ্রসর হইবে না।

(২) যদি ইহা প্রমানিত হয় যে এই আইনের অধীনে কোন জাহাজ অযথা আটককৃত বা বিলম্বিত হইয়াছে, তাহা হইলে কর্তৃপক্ষ জাহাজ মালিককে আটক সংক্রান্ত আনুষঙ্গিক সমস্ত ব্যয় এবং আটক হইতে উদ্ভূত ক্ষতির জন্য ক্ষতিপূরণ প্রদান করিতে বাধ্য থাকিবে।

২৪তম অধ্যায়

নাবিকের শৃঙ্খলা বিধান

১৫৮। মাষ্টারের সার্বিক নিয়ন্ত্রণ ইত্যাদি

(১) জাহাজে মাষ্টারের কর্তৃত্ব সর্বাত্মক হইবে, এবং জাহাজে উপস্থিত কোন নাবিক বা অন্য কোন ব্যক্তি কোন সময়েই তাহার কর্তৃত্ব বিষয়ে সন্দেহ করিবে না বা কোনরূপ প্রশ্ন করিবে না বা খাটো করিয়া দেখিবে না।

(২) মাষ্টারের, নাবিকদের ভিতরে এবং সাধারনভাবে শৃঙ্খলা রক্ষা অথবা অন্য কোন কারনে যেইরূপ প্রয়োজন মনে করিবে কোন নাবিক বা অন্য কোন ব্যক্তি বরাবর সেইরূপ আদেশ দিবার ক্ষমতা ও কতৃত্ব থাকিবে, এবং এইরূপ প্রত্যেক আদেশ যাহার প্রতি প্রদত্ত হইয়াছে সে মান্য করিবে এবং কার্যে পরিণত করিবে।

(৩) সাময়িকভাবে বলবৎ অন্য যেকোন আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, মাষ্টার যুক্তিসঙ্গত উপায়ে এবং সময়ে জাহাজে উপস্থিত যে কোন ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার ও আটক করিতে পারিবে, যদি তাহার নিকট যৌক্তিকভাবে প্রতীয়মান হয় যে উক্তরূপ গ্রেপ্তার বা আটক শৃঙ্খলা রক্ষা, জাহাজের চলাচল বা নিরাপত্তা, বা জাহাজে উপস্থিত ব্যক্তি বা সম্পত্তির নিরাত্তার জন্য প্রয়োজন।

(৪) কোন মাষ্টার যখন কোন বাংলাদেশ জাহাজের নিয়ন্ত্রণে থাকিবে তখন তিনি পেনাল কোড (১৮৬০ সালের ৪৫নং আইন)-এর ধারা ২১ অনুযায়ী একজন সরকারী কর্মকর্তা বলে গণ্য হইবেন।

(৫) যেইক্ষেত্রে মাষ্টার মৃত্যুবরণ করিয়াছে বা জাহাজ পরিত্যাগ করিয়াছেন বা অথর্ব হইয়াছে, তাহার অব্যবহতি পরবর্তী ডেক কমকর্তা মাষ্টারের দায়িত্ব পালন করিবে যতক্ষন পর্যন্ত একজন মাষ্টার যথাযথ ভাবে নিযুক্ত না হয় এবং এই ধারার বিধানাবলী উক্ত ডেক কর্মকর্তার উপর, মাষ্টারের উপর যেইরূপে প্রযোজ্য হইত সেইরূপে, প্রযোজ্য হইবে।

(৬) কোন ব্যাংলাদেশ জাহাজের মাষ্টার কোন সমুদ্রযাত্রা চলাকালীন সময়ে অপসারিত হইলে বা কোন কারণে জাহাজ পরিত্যাগ করিলে এবং অন্য কোন ব্যক্তি তাহার স্থলাভিষিক্ত হইলে, সে তাহার উত্তরাধিকারীকে তাহার হেফাজতে থাকা স্থিরতা এবং ক্ষয়ক্ষতি নিয়ন্ত্রণ তথ্যাবলীসহ জাহাজ চলাচল বিষয়ক অন্যান্য সকল দলিলাদি হস্তান্তর করিবে, এবং উক্তরূপ উত্তরাধিকারী জাহাজ নিয়ন্ত্রণে লইবার অব্যবহিত পরে উক্তরূপ সকল দলিলাদির একটি তালিকা দাপ্তরিক লগ্‌বুকে লিপিবদ্ধ করিবে।

(৭) জাহাজের কোন মাষ্টার উপধারা (৬)-এ উল্লেখিত দলিলাদি হস্তান্তর করিতে ব্যর্থ হইলে অনধিক দশ হাজার ইউনিট অর্থদন্ডে দন্ডিত হইবে।

১৫৯। জাহাজ, ব্যক্তি ইত্যাদি বিপন্ন করে এইরূপ অসদাচারন

(১) এই ধারা নিম্নোক্ত ক্ষেত্রসমূহে প্রযোজ্য হইবে-
- (ক) বাংলাদেশ জাহাজে নিযুক্ত মালিকগণ; এবং
- (খ) এমন কোন জাহাজে নিযুক্ত নাবিকগণ যাহা-
  - (অ) একটি বিদেশী জাহাজ, এবং
  - (আ) বাংলাদেশী কোন বন্দরে বা উক্তরূপ বন্দর অভিমুখে বা উহা হইতে অগ্রসরমান বাংলাদেশ জলসীমায় অবস্থানরত।

(২) এই ধারা প্রযোজ্য হয় এইরূপ কোন ব্যক্তি কোন জাহাজে বা কোন জাহাজের নিকটবর্তী কোথাও অবস্থানকালে যখন-
- (ক) এইরূপ কোন কাজ করে যাহা নিম্নোক্ত কোন কিছু ঘটায় বা ঘটাইবার সম্ভাবনা তৈরী করে-
  - (অ) জাহাজের যন্ত্রপাতি, চলাচল বা নিরাপত্তা বিষয়ক উপকরণাদির ক্ষয় বা বিনাশ বা মারাত্মক ক্ষতিসাধন, বা
  - (আ) অন্য কোন জাহাজ বা কাঠামোর ক্ষয় বা বিনাশ বা মারাত্মক ক্ষতিসাধন, বা
  - (ই) কোন ব্যক্তির মৃত্যু বা গুরুতর জখম;
- (খ) এইরূপ কোন কিছু করা হইতে বিরত থাকে যাহা নিম্নোক্ত কারণে প্রয়োজনীয়-
  - (অ) কোন জাহাজ বা উহার যন্ত্রপাতির এবং চলাচল ও নিরাপত্তা বিষয়ক উপকরণাদির ক্ষয়, বিনাশ মারাত্মক ক্ষতিসাধন হইতে সংরক্ষণ করা;
  - (আ) জাহাজে অবস্থানকারী কোন ব্যক্তির মৃত্যু বা গুরুতর জখম হইতে রক্ষা করা; বা

(ই) কোন জাহাজকে অন্য কোন জাহাজের বা কাঠামোর ক্ষয় বা বিনাশ বা মারাত্মক ক্ষতিসাধন করা হইতে বা জাহাজে অবস্থানরত কোন ব্যক্তি ব্যতীত অন্য কোন ব্যক্তির মৃত্যু বা গুরুতর জখম করা হইতে প্রতিরোধ করা; এবং উক্তরূপ কাজ করা বা বিরত থাকার ক্ষেত্রে উপধারা (৩)-এ উল্লেখিত যে কোন শর্ত পূরণ হইলে, সে উপধারা (৬) ও (৭)-এর বিধান সাপেক্ষে, একটি অপরাধ সংঘটন করে।

(৩) উপধারা (২)-এ উল্লেখিত শর্তগুলি হইবে নিম্নরূপ-

(ক) উক্তরূপ কাজ করা বা বিরত থাকা ইচ্ছাকৃত ছিল বা দায়িত্বে চ্যুতি বা অবহেলা ছিল; বা

(খ) উক্তরূপ কাজ করা বা বিরত থাকিবার সময়ে সংশ্লিষ্ট মাষ্টার বা নাবিক কোন অ্যালকোহল বা ড্রাগের নেশায় আচ্ছন্ন ছিল।

(৪) এই ধারা প্রযোজ্য হয় এইরূপ কোন ব্যক্তি যখন-

(ক) এইরূপে তাহার কোন দায়িত্ব পালন করে বা কোন জাহাজ বা উহার যন্ত্রপাতি বা উপকরণাদি সম্পর্কে অন্য কোন কার্যাবলী সাধন করে যাহা উপধারা (২)(ক)-এ বর্ণিত ক্ষয়, বিনাশ, মৃত্যু বা জখম ঘটায় বা ঘটাইবার সম্ভাবনা তৈরী করে, বা

(খ) এইরূপে যথাযভাবে তাহার দায়িত্ব পালনে বা অন্য কোন কার্যাবলী সাধনে ব্যর্থ হয় যাহার ফলে উক্তরূপ ঘটনা সমূহ ঘটিয়া থাকে বা ঘটাইবার সম্ভাবনা তৈরী করে, তাহা হইলে, উপধারা (৬) ও (৭)-এর বিধান সাপেক্ষে, সে একটি অপরাধ সংঘটন করে।

(৫) যে ব্যক্তি এই ধারার অধীনে একটি অপরাধ সংঘটন করে সে, দোষী সাব্যস্থ হইলে অনধিক দুই বছরের কারাদন্ডে বা অনধিক এক লক্ষ পঞ্চাশ হাজার ইউনিট অর্থদন্ডে বা উভয় দন্ডে দন্ডিত হইবে।

(৬) এই ধারার কোন অপরাধের কার্যধারায় নিম্নোক্ত বিষয় সমূহ প্রমাণ হইলে তাহা বিবাদীর কৈফিয়ত হইবে-

(ক) উপধারা (২)-এর অধীনে আসামীর বিরুদ্ধে অভিযোগকৃত কোন কাজ করা বা বিরত থাকা তাহার দায়িত্বে চ্যুতি বা অবহেলার অপরাধের ক্ষেত্রে, আসামী উক্ত দায়িত্ব পালনে যুক্তিসঙ্গত সকল পদক্ষেপ গ্রহন করিয়াছিল;

(খ) উপধারা (২)-এর অধীনে উক্তরূপ কোন কাজ করা বা বিরত থাকার সময় সে কোন ড্রাগের নেশায় আচ্ছন্ন ছিল এইরূপ অপরাধের ক্ষেত্রে, হয় সে চিকিৎসকের পরামর্শে উক্ত ড্রাগ গ্রহণ করিয়াছিল এবং তাহার সমস্ত নির্দেশনা পরিপালন করিয়াছিল, অথবা উক্ত ড্রাগের যে এইরূপ প্রতিক্রিয়া আছে উহা তাহার বিশ্বাস করিবার কোন কারন ছিল না;

(গ) উপধারা (৪)-এর অধীনে কোন অপরাধের ক্ষেত্রে, আসামী যাবতীয় যুক্তিসঙ্গত সতর্কতা অবলম্বন করিয়াছিল এবং অপরাধ সংঘটন এড়াইবার উদ্দেশ্যে যথাযর্থ অধ্যবসায় অনুশীলন করিয়াছিল;

(ঘ) উপধারা (২) বা (৪)-এর কোন একটির অধীনে সংঘটিত অপরাধের ক্ষেত্রে-

(অ) সে উক্তরূপ অপরাধ সংঘটন এড়াইতে পারিত শুধুমাত্র কোন আইনসম্মত আদেশ অমান্য করিবার মাধ্যমেই; বা

(আ) এইরূপ ক্ষয়, বিনাশ, ক্ষতি, মৃত্যু বা জখম, বা এইসবের সম্ভাবনা, হয় আসামীর পক্ষে যৌক্তিকভাবে পূর্বজ্ঞাত হওয়া সম্ভব ছিলনা নতুবা যুক্তিসঙ্গতভাবে পরিহার করিবার উপায় ছিলনা।

(৭) উপধারা (১)(খ), (২) ও (৪) প্রযোজ্য হয় এইরূপ কোন ব্যক্তির উপর এই ধারার প্রয়োগের ক্ষেত্রে উপধারা (২)(ক)(অ) ও (খ)(অ) বাদ রহিয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।

(৮) এই ধারায়-

(ক) 'দায়িত্বে চ্যুতি বা অবহেলা' বলিতে, মাষ্টারের ক্ষেত্রে ব্যতিরেকে, বুঝাইবে কোন আইনসঙ্গত আদেশ অমান্যকরণ;

(খ) "দায়িত্ব" অর্থ-

(অ) কোন নাবিকের ক্ষেত্রে, যে কোন দায়িত্ব যাহা নাবিক হিসেবে তাহার পালন করিবার কথা;

(আ) মাষ্টারের ক্ষেত্রে, জাহাজের সুব্যবস্থাপনা এবং জাহাজ চলাচল, উহার যন্ত্রাদি ও উপকরণাদির নিরাপত্তা বিষয়ে তাহার দায়িত্ব;

(গ) "কাঠামো" অর্থ জাহাজ ব্যতীত অন্য যে কোন বর্ণনার স্থাবর বা অস্থাবর কাঠামো।

১৬০। সমবেত অবাধ্যতা ও দায়িত্বে অবহেলা

(১) যখন বাংলাদেশ জাহাজে কর্মরত কোন নাবিক জাহাজের অন্যান্য নাবিকের সহিত মিলিত হয়-
  (ক) জাহাজ সমূদ্রে থাকাকালীন সময়ে কোন আইন সঙ্গত আদেশ অমান্য করিবার জন্য;
  (খ) উক্তরূপ সময়ে কোন দায়িত্বে অবহেলা করিবার জন্য;
  (গ) উক্তরূপ সময়ে জাহাজের চলাচলে বা অভিযানের অগ্রগতিতে বিঘ্ন সৃষ্টি করিবার জন্য, তাহা হইলে সে একটি অপরাধ সংঘটন করে।

(২) একজন নাবিক যে উপধারা (১)-এর অধীনে কোন অপরাধ সংগঠন করে সে দোষী সাব্যস্ত হইলে অনধিক দুই বছরের কারাদন্ডে অথবা অনধিক পঞ্চাশ হাজার ইউনিট অর্থদন্ডে অথবা উভয় দন্ডে দন্ডিত হইবে।

(৩) এই ধারার উদ্দেশ্যে কোন জাহাজ সমুদ্রে অবস্থান করিতেছে বলিয়া ধরিয়া লইতে হইবে যখন তাহা নিরাপদ বার্থে নোঙ্গরকৃত অবস্থায় থাকে না।

১৬১। জাহাজত্যাগ ও ছুটিবিহীন অনুপস্থিতি

যদি এই আইনের অধীনে আইনগতভাবে নিয়োজিত কোন নাবিক বা শিক্ষানবীশ বা মাষ্টার নিম্লোক্ত যেকোন অপরাধ সংঘটন করে, তাহা হইলে, ফৌজদারী কার্যবিধি ১৮৯৮-তে (১৮৯৮ সালের ৫নং আইন) যাহা কিছুই থাকুক না কেন, তাহার নিম্লোক্ত পদ্ধতিতে সংক্ষিপ্ত বিচার ও শাস্তি হইবে, যথা-

(ক) সে যদি জাহাজ ত্যাগ করে, তাহা হইলে সে জাহাজত্যাগের অপরাধে অপরাধী হইবে, এবং অনধিক পাঁচ বছরের কারাদন্ডে এবং অনধিক দশ লক্ষ ইউনিট অর্থ দন্ডে দন্ডিত হইবে, এবং জাহাজে রাখিয়া যাওয়া তাাহার মালামাল ও তাহার অর্জিত বেতনাদিও বাজেয়াপ্ত হইবে।

(খ) কোন অভিযানের প্রারম্ভে বা সমুদ্রযাত্রাকালীন সময়ে, কোন বন্দর হইতে জাহাজ রওনা হইবার চব্বিশ ঘন্টার মধ্যে যদি যে যুক্তিসঙ্গত কারণ ব্যতীত জাহাজে যোগ দিতে বা সমূদ্রে অগ্রসর হইতে অবহেলা বা অস্বীকার করে বা ছুটি ব্যতীত অনুপস্থিত থাকে, অথবা যে কোন সময়েই যদি যথার্থ কারণ ব্যতিরেকে ছুটি ব্যতীত জাহাজ বা তাহার দায়িত্ব হইতে অনুপস্থিত থাকে, তাহা হইলে, অপরাধটি যদি জাহাজত্যাগের অপরাধ না হয় বা জাহাজত্যাগ হিসাবে পরিগণিত না হয়, সে ছুটিবিহীন অনুপস্থিতির অপরাধে অপরাধী হইবে এবং অনধিক তিন বছরের কারাদন্ডে ও অনধিক পঞ্চাশ হাজার ইউনিট অর্থদন্ডে দন্ডিত হইবে, এবং তাহার অনধিক এক মাসের বেতন বাজেয়াপ্ত হইবে।

১৬২। বাংলাদেশ এবং বিদেশী জাহাজ হইতে জাহাজত্যাগ প্রতিরোধ ব্যবস্থা সমূহ

(১) যখনই প্রয়োজন হইবে শিপিং মাষ্টার-
  (ক) জাহাজত্যাগের ক্ষেত্রে নাবিক, শিক্ষানবিশ বা মাষ্টারের জামিনদারকে আবদ্ধ করিয়া পাঁচ লক্ষ ইউনিট ক্ষতিপূরণ প্রদানের একটি মুচলেকা লইবে, এবং উহা জাহাজত্যাগের ফলে যে ব্যক্তি বা কর্তৃপক্ষ ক্ষতির সম্মুখীন হইয়াছে তাহাকে পরিশোধযোগ্য হইবে;
  (খ) কোন জাহাজত্যাগীর ধারাবাহিক অব্যাহতি সনদ বাতিল করিবে;
  (গ) জাহাজত্যাগীর নাবিকের পেশায় পুনঃনিয়োজিত হইবার ক্ষেত্রে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করিবে;
  (ঘ) জাহাজত্যাগীর বাংলাদেশের কোন সরকারী চাকুরীতে নিয়োজিত হইবার ক্ষেত্রে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করিবে;

(২) সরকার উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত সম্পত্তি ব্যতীত জাহাজত্যাগীর অন্যান্য সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করিতে পারিবে।

১৬৩। জাহাজ ত্যাগ এবং ছুটি বিহীন অনুপস্থিতি অবহিতকরণ

(১) যখনই কোন নাবিক বা শিক্ষানবিশ বা মাষ্টার কোন জাহাজ, যাহাতে এই আইন অনুযায়ী সে কর্মরত ছিল, ত্যাগ করে বা ছুটি ব্যতীত অনুপস্থিত থাকে, মাষ্টার বা মাষ্টারের অনুপস্থিতিতে ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা এইরূপ জাহাজ ত্যাগ বা অনুপস্থিতি আবিস্কার করিবার আটচল্লিশ ঘন্টার ভিতরে শিপিং

মাষ্টার বা সরকার কর্তৃক এতদুদ্দেশ্যে নিয়োজিত অন্য কোন কর্মকর্তাকে অবহিত করিবে, যদিনা ইতিমধ্যে উক্ত জাহাজত্যাগী বা অনুপস্থিত ব্যক্তি প্রত্যাবর্তন করে।

(২) কোন ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে উপধারা (১)-এর বিধান পরিপালনে গাফিলতি করিলে সে অনধিক এক মাসের কারাদন্ডে অথবা অনধিক পঞ্চাশ হাজার ইউনিট অর্থদন্ডে অথবা উভয় দন্ডে দন্ডিত হইবে।

১৬৪। জাহাজত্যাগের এন্ট্রি ও সনদ

(১) এই আইনে সংজ্ঞায়িত জাহাজত্যাগের প্রত্যেক ক্ষেত্রে মাষ্টার বা মাষ্টারের অনুপস্থিতিতে ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, বন্দরের উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ কর্তৃক দাবীকৃত ব্যবস্থা ও কার্যধারার অতিরিক্ত, দাপ্তরিক লগ্‌বুকে জাহাজত্যাগের ঘটনা লিপিবদ্ধ করিবে যাহা সে নিজে এবং একজন ডেক কর্মকর্তা ও একজন নাবিক স্বাক্ষর করিবে, এবং বন্দর ত্যাগের পূর্বে উক্তরূপ এন্ট্রি যেকোন উপায়ে, ই-মেইল সহ শিপিং মাষ্টারকে প্রেরণ করিবে।

(২) উপধারা (১) এর অধীনে করা দাপ্তরিক লগ্‌বুকের এন্ট্রি যাহা মাষ্টার কর্তৃক প্রত্যায়িত হইয়াছে, তাহা কোন আইনগত কার্যধারায় জাহাজত্যাগের প্রাথমিক প্রমাণ হিসাবে গণ্য হইবে।

(৩) উক্তরূপ লগবুকের কপি, উক্তরূপে প্রস্তুত ও প্রত্যায়িত হইলে, কোন আইনগত কার্যধারায় জাহাজত্যাগের প্রমান হিসাবে গ্রহনযোগ্য হইবে।

১৬৫। চুক্তির অধীনে আরোপিত অর্থদন্ডের অর্থ শিপিং মাষ্টারকে পরিশোধ

(১) কোন নাবিকের উপর তাহার চুক্তি অনুযায়ী অসদাচরণের জন্য আরোপিত প্রত্যেক অর্থদন্ডের অর্থ নিম্নোক্ত উপায়ে কর্তন ও পরিশোধিত হইবে, যথা-

(ক) যদি কোন অপরাধী বাংলাদেশের কোন বন্দর বা স্থানে অব্যাহতি প্রাপ্ত হয় এবং উক্ত অপরাধ ও উহা সম্পর্কিত এন্ট্রি সমূহ যেই শিপিং মাষ্টারের উপস্থিতিতে উক্ত অপরাধী অব্যাহতি প্রাপ্ত হইয়াছিল তাহার সন্তুষ্টিতে প্রমাণিত হয়, মাষ্টার বা মালিক উক্তরূপ অর্থ অপরাধীর বেতন হইতে কর্তন করিবে এবং উক্ত শিপিং মাষ্টারকে প্রদান করিবে; এবং

(খ) যদি কোন নাবিক বাংলাদেশের বাহিরের কোন বন্দর বা স্থানে অব্যাহতি প্রাপ্ত হয়, এবং উক্তরূপ অপরাধ ও এন্ট্রি সমূহ যেই বাংলাদেশী কনসুলার কর্মকর্তার অনুমতিক্রমে সে অব্যাহতি প্রাপ্ত হইয়াছিল তাহার সন্তুষ্টিতে প্রমানিত হয়, তাহা হইলে উক্তরূপে অর্থদন্ডের অর্থ কর্তন করা হইবে, এবং দাপ্তরিক লগ্‌বুকে উক্তরূপ কর্তন সম্পর্কিত একটি এন্ট্রি হইবে যাহা উক্ত কর্মকর্তা কর্তৃক স্বাক্ষরিত হইবে, এবং জাহাজখানার বাংলাদেশে প্রত্যাবর্তনের পরে মাষ্টার বা মালিক উক্তরূপ অর্থ শিপিং মাষ্টারকে প্রদান করিবে।

(২) যদি কোন মাষ্টার বা মালিক উক্তরূপে অর্থ পরিশোধে অবহেলা করে বা অস্বীকৃতি জানায়, সে এইরূপ প্রত্যেক অপরাধের জন্য উক্তরূপ অপরিশোধিত অর্থের অনধিক ছয়গুন পরিমান অর্থের অর্থদন্ডে দন্ডিত হইবে।

(৩) উপধারা (১) ও (২)-এর সকল অর্থদন্ডের অর্থ নাবিক কল্যাণ তহবিলে গচ্ছিত হইবে।

২৫তম অধ্যায়

নাবিকের বিরুদ্ধে মামলা

১৬৬। সংজ্ঞা

(১) এই অধ্যায়ে, বিষয় বা পরিপ্রেক্ষিতের পরিপন্থী কোন কিছু না থাকিলে-
  (ক) “আদালত” বলিতে এ্যাডমিরালটি আদালত বা নৌ আদালত বুঝাইবে;
  (খ) ”কার্যধারা” কোন মামলা, আপীল বা আবেদন অর্ন্তভূক্ত করিবে; এবং
  (গ) “শিপিং মাষ্টার” অর্থ ঐরূপ বন্দরের শিপিং মাষ্টার যেইখানে কোন কর্মরত নাবিক চুক্তিতে আবদ্ধ হইয়াছিল বা চুক্তিতে আবদ্ধ হইয়াছিল বলিয়া প্রতীয়মান হয়, অথবা যেইক্ষেত্রে এইরূপ কোন চুক্তি নাই এইরূপ বন্দরের শিপিং মাষ্টার যেইখানে কোন কর্মরত নাবিক সমুদ্রযাত্রা সমাপনান্তে প্রত্যাবর্তন করিয়াছে অথবা প্রত্যাবর্তন করিবে বলিয়া আশা করা যায়।

(২) এই অধ্যায়ের উদ্দেশ্যে, কোন নাবিক কর্মরত নাবিক বলিয়া গণ্য হইবে যেই তারিখে সে চুক্তিতে আবদ্ধ হইয়াছিল সেই তারিখ হইতে যেই তারিখে সে চুক্তি হইতে চূড়ান্তভাবে অব্যাহতি প্রাপ্ত হইয়াছে সেই তারিখের তিন দিন অতিবাহিত হওয়ার পরের তারিখ পর্যন্ত সময়ের জন্য।

(৩) উপধারা (৪) সাপেক্ষে, শিপিং মাষ্টার বা সরকার কর্তৃক এতদুদ্দেশ্যে কোন কর্মকর্তা অথবা পরিদর্শকের নীচে নহে এমন কোন পদের পুলিশ কর্মকর্তা এই আইন বা ইহার অধীনে প্রণীত কোন বিধির অধীনে কোন অপরাধ উক্ত অপরাধের বিচার করিবার এখতিয়ার সম্পন্ন কোন আদালতের নিকট রিপোর্ট করিতে পারিবে এবং অতঃপর উক্ত আদালত উক্ত অপরাধ আমলে লইবে।

(৪) সংশ্লিষ্ট জাহাজের কোন নাবিক, মাষ্টার বা মালিকের সহিত অথবা তাহার অনুমোদিত যেকোন ব্যক্তির সহিত সম্পাদিত চুক্তি হইতে উদ্ভূত কোন অপরাধের ক্ষেত্রে উপধারা (৩)-এর অধীনে রিপোর্ট প্রেরণ করা যাইবে।

১৬৭। অপরাধীর বিচারের স্থান

এই আইন বা আপাতত বলবৎ অন্য যে কোন আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, কোন নাবিক এই আইনের কোন বিধানের অধীনে সম্পাদিত কোন চুক্তির বিধান লঙ্ঘন করিলে অথবা উক্তরূপ চুক্তি বিষয়ে অপরাধ সংঘটন করিলে এইরূপ লঙ্ঘন বা অপরাধের জন্য উক্তরূপ চুক্তি যেইখানে সম্পাদন হইয়াছিল সেই স্থানে তাহার বিচার হইবে।

১৬৮। আরজিতে উল্লেখ্য বিষয় সমূহ ইত্যাদি

কোন আদালতে আরজি, আবেদন বা আপীল উপস্থাপনকারী কোন ব্যক্তির যদি বিশ্বাস করিবার কারণ থাকে যে অপর পক্ষ একজন কর্মরত নাবিক, তাহা হইলে সে উক্তরূপ আরজি, আবেদন যা আপীলে উহা উল্লেখ করিবে।

১৬৯। প্রতিনিধি বিহীন নাবিকের ক্ষেত্রে আদালতের ক্ষমতা

যদি কোন ম্যাজিষ্ট্রেট বা বিচারকের এই মর্মে বিশ্বাস করিবার কারণ থাকে যে কোন কার্যধারায়, যেইখানে একজন নাবিক একটি পক্ষ, সে উপস্থিত হইতে অপারগ বা সে একজন কর্মরত নাবিক, তাহা হইলে উক্ত ম্যাজিষ্ট্রেট বা বিচারক আদালতের নিকট উক্ত তথ্যাবলী নির্ধারিত পদ্ধতিতে প্রত্যয়ন করিবে।

১৭০। প্রতিনিধি বিহীন নাবিকের ক্ষেত্রে নোটিশ

কোন আদালতের যদি এইরূপ বিশ্বাস করিবার কারন ঘটে যে উক্ত আদালতের কোন কার্যধারায় কোন নাবিক একটি পক্ষ যে উপস্থিত হইতে অপারগ ও একজন কর্মরত নাবিক, আদালত কার্যধারা স্থগিত করিবে এবং নির্ধারিত পদ্ধতিতে শিপিং মাষ্টারকে নোটিশ প্রদান করিবে।

১৭১। বিধি প্রণয়নের ক্ষমতা

(১) সরকার, সুপ্রীম কোর্টের সহিত আলোচনাক্রমে, সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা এই অধ্যায়ের উদ্দেশ্য পূরণ কল্পে বিধিমালা প্রণয়ন করিতে পারিবে।

(২) নির্দিষ্টভাবে এবং উপরোক্ত ক্ষমতার সাধারনত্বকে ক্ষুন্ন না করিয়া, এইরূপ বিধি মালা নিম্নোক্ত সকল অথবা যে কোন বিষয়ে বিধান প্রণয়ন করিতে পারিবে, যথা-

(ক) এই অধ্যায় এর অধীনে কোন নোটিশ প্রদান করিবার পদ্ধতি এবং আঙ্গিক;

(খ) যেই সময়ের জন্য কোন কার্যধারা বা কোন শ্রেণীর কার্যধারা স্থগিত থাকিবে তাহা: এবং

(ঘ) অন্য যে কোন বিষয় যাহা নির্ধারিত হওয়া আবশ্যক।

১৭২। সন্দেহযুক্ত বিষয়ে শিপিং মাষ্টারের নিকট রেফারেন্স

যদি কোন আদালত এই মর্মে সন্দিহান থাকে যে কোন নাবিক বর্তমানে বা কোন নির্দিষ্ট সময়ে কর্মরত নাবিক কিনা, তাহা হইলে উহা উক্ত প্রশ্ন শিপিং মাষ্টারের নিকট প্রেরণ করিবে, এবং উক্ত বিষয়ে শিপিং মাষ্টার কর্তৃক প্রদত্ত সনদ চূড়ান্ত বলিয়া বিবেচিত হইবে।

২৬তম অধ্যায়
বিবিধ

১৭৩। নির্ধারিত উর্দি/ইউনিফর্ম

(১) মহাপরিচালক, সরকারের অনুমোদনক্রমে বাংলাদেশ জাহাজে নিয়োজিত কোন ব্যক্তি কর্তৃক পরিধানযোগ্য উর্দি (uniform), যাহা মানসম্পন্ন উর্দি (Standard Uniform) নামে অভিহিত হইবে, বিষয়ে প্রবিধান প্রণয়ন করিতে পারিবে; ভিন্ন ভিন্ন পদমর্যাদার ব্যক্তির জন্য ভিন্নরূপ মানসম্পন্ন উর্দি নির্ধারন করা যাইতে পারে।

(২) মানসম্পন্ন উর্দি পরিধানের অধিকারী কোন ব্যক্তি, বিধি দ্বারা নির্ধারিত হইলে কিন্তু এই অধ্যায়ের বিধানাবলী সাপেক্ষে, তাহার পদমর্যাদার উপযুক্ত মানসম্পন্ন উর্দি পরিধান করিবে।

১৭৪। কর্মহীন প্রত্যায়িত কর্মকর্তা উর্দি পরিধান করিতে পারিবে

এই আইনের অধীনে কোন ব্যক্তির যোগ্যতা সনদ থাকিলে এবং বাংলাদেশী কোন নাগরিকের ধারা ৯৭-এর অধীনে কোন যোগ্যতা সনদ থাকিলে, এবং সাময়িকভাবে কর্মহীন থাকিলে, সর্বশেষ যেই পদে চাকুরীরত ছিলো সেই পদমর্যাদার উপযুক্ত মানসম্পন্ন উর্দি সরকার কর্তৃক নির্দেশিত অনুষ্ঠানাদিতে পরিধান করিতে পারিবে।

১৭৫। উর্দি কখন পরিধেয় নহে

কোন ব্যক্তি যে মানসম্পন্ন উর্দি পরিধান করিবার অধিকারী সে তীরে নিযুক্ত থাকাকালীন সময়ে মানসম্পন্ন উর্দি পরিধান করিবে না, যদি না সে কোন অনুমোদিত সামুদ্রিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের কমান্ড্যান্ট (Commandant) বা অধ্যক্ষ (Principal) বা প্রকৌশল প্রশিক্ষক (Engineering Instrctor) হিসাবে নিযুক্ত হয়।

১৭৬। দন্ড

(১) মানসম্পন্ন উর্দি পরিধান করিবার প্রয়োজন সত্ত্বেও কেহ উহা পরিধান না করিলে সে অনধিক দশ হাজার ইউনিট অর্থদন্ডে দন্ডিত হইবে।

(২) যদি কোন ব্যক্তি, উক্তরূপ অধিকারী না হওয়া সত্ত্বেও, কোন মানসম্পন্ন উর্দি বা উহার কোন অংশ পরিধান করে বা উহার মতো দেখিতে বা উহার বৈশিষ্ট্যসূচক কোন প্রতীক সংবলিত অন্য কোন পোশাক পরিধান করে, তাহা হইলে সে অনধিক দশ হাজার ইউনিট অর্থদন্ডে দন্ডিত হইবে।

১৭৭। দাপ্তরিক লগ্‌বুক ((Official Log Book)

(১) প্রত্যেক বাংলাদেশ জাহাজ উহাতে নির্ধারিত আঙ্গিকে একটি দাপ্তরিক লগ্‌বুক সংরক্ষণ করিবে।

(২) মহাপরিচালক, সরকারের অনুমোদনক্রমে, যেইরূপ বিবরণাদি দাপ্তরিক লগ্‌বুকে লিপিবদ্ধ করিতে হইবে উহা, যেইরূপ ব্যক্তিগন উহা লিপিবদ্ধ, স্বাক্ষর ও সাক্ষ্য দিবে তাহা, এবং যেইরূপ পদ্ধতিতে উহা সমাধা করিতে হইবে তাহা নির্ধারন করিবার উদ্দেশ্যে প্রবিধান প্রণয়ন করিতে পারিবে।

(৩) উক্তরূপ প্রবিধানমালা, উহাতে বর্ণিত পরিস্থিতি ও সময়ে, নৌপরিবহন মাষ্টারের নিকট দাপ্তরিক লগ্‌বুক উপস্থাপন বা সরবরাহের বিধান রাখিতে পারিবে।

(৪) এই ধারার অধীনে প্রণীত প্রবিধানমালা, হয় সাধারনভাবে অথবা উহাতে উল্লেখিত পরিস্থিতিতে, কোন শ্রেণীর জাহাজকে প্রবিধানের কোন শর্ত মওকুফ করিতে পারিবে।

১৭৮। নাবিকের তালিকা (List of Crew)

(১) প্রত্যেক বাংলাদেশ জাহাজের মাষ্টার, নির্ধারিত বিবরণাদি সংবলিত একটি নাবিকের তালিকা তৈরী ও জাহাজে সংরক্ষণ করিবে।

(২) মহাপরিচালক, সরকারের অনুমোদনক্রমে, নাবিকের তালিকায় লিখিতব্য নিম্নোক্ত বিবরণাদি সংবলিত প্রবিধান প্রণয়ন করিতে পারিবে, যাহা Convention on Facilitation of International Maritime Traffic 1965 (FAL)- এর শর্তাদি পরিপালন করিবে -

- (ক) প্রত্যেক নাবিকের তালিকার এক বা একাধিক কপি জাহাজে সংরক্ষণের বিধান, এবং প্রবিধানে উল্লেখিত ব্যক্তিদের নিকট উক্তরূপ তালিকার কোন পরিবর্তনের নোটিশের বিধান।
- (খ) প্রবিধানে উল্লেখিত কোন ব্যক্তির নিকট উহাতে উল্লেখিত কোন পরিস্থিতিতে নাবিকের তালিকা উপস্থাপনের বিধান;
- (গ) প্রবিধানে উল্লেখিত কোন পরিস্থিতিতে উহার অধীনে রক্ষিত নাবিকের তালিকা বা উহার কপি নৌপরিবহন মাষ্টার বা নৌপরবহন ও নাবিকের মহানিয়ন্ত্রকের (Registrar General of Shipping and Seafarer) নিকট সরবরাহের বিধান ও উহাতে কোন পরিবর্তনের নোটিশ তাহাকে প্রদানের বিধান।

(৩) এই ধারার অধীনে প্রণীত প্রবিধান উহাতে উল্লেখিত কোন প্রকারের জাহাজের ক্ষেত্রে উহার শর্তাদি শিথিল করিতে পারিবে এবং ভিন্ন ভিন্ন পরিস্থিতির জন্য ভিন্ন ভিন্ন বিধান প্রণয়ন করিতে পারিবে।

(৪) এই ধারার অধীনে প্রণীত প্রবিধানের বিধান লংঘন একটি অপরাধ বলিয়া গণ্য হইবে, সংক্ষিপ্ত বিচারে দোষী সাব্যস্থ হইলে যাহার শাস্তি হইবে অনধিক পঞ্চাশ হাজার ইউনিট অর্থদন্ড।

১৭৯। প্রবিধান প্রণয়নের সাধারন ক্ষমতা

(১) এই অংশের অন্য কোন বিধান কর্তৃক এতদুদ্দেশ্যে অর্পিত অন্য কোন ক্ষমতাকে ক্ষুন্ন না করিয়া, মহাপরিচালক, সরকারের অনুমোদনক্রমে, নিম্নোক্ত বিষয়ে প্রয়োজনীয় প্রবিধান প্রণয়ন করিতে পারিবে-

- (ক) এই অংশের উদ্দেশ্য পূরণ ও বিধানাবলী সম্পাদনের উদ্দেশ্যে এবং উহার যথাযথ প্রশাসনের উদ্দেশ্যে;
- (খ) এই অংশের অধীনে বিধেয় যেকোন কিছু নির্ধারিনের উদ্দেশ্যে; ও
- (গ) এই আইন দ্বারা প্রয়োগ করা হয় নাই সংশ্লিষ্ট কনভেনশনের এইরূপ কোন বিধান বলবৎ করিবার উদ্দেশ্যে।

(২) উপধারা (১)-এর সাধারনত্বকে ক্ষুন্ন না করিয়া, নিম্নোক্ত বিষয়ে প্রবিধান প্রণয়ন করা যাইবে-

- (ক) প্রয়োজন হইতে পারে এইরূপ কোন দলিল বা সনদের আঙ্গিক (form) নির্ধারন করা ও ভিন্ন ভিন্ন পরিস্থিতিতে এইরূপ ভিন্ন ভিন্ন আঙ্গিক নির্ধারন;
- (খ) ভিন্ন ভিন্ন বর্ণনার ব্যক্তি বা জাহাজের জন্য বা এইরূপ ব্যক্তি বা জাহাজের বিভিন্ন পরিস্থিতিতে ভিন্নরূপ বিধান;
- (গ) স্বাস্থ্যগত যোগ্যতার মান এবং নাবিক কর্তৃক পরিপাল্য শর্তাদ ও স্বাস্থ্য সনদের বিষয় সমূহ নির্ধারণ;
- (ঘ) নাবিকের স্বাস্থ্যগত যোগ্যতা নির্ধারনের যোগ্যতা সম্পন্ন চিকিৎসকদের স্বীকৃতি ও চিকিৎসা প্রত্যায়নের শর্তাবলী নির্ধারণ;
- (ঙ) নাবিক কল্যান তহবিল (Seafarers Welfare Fund) নামে অভিহিত তহবিলের প্রতিষ্ঠা, রক্ষণাবেক্ষন ও পরিচালনার বিধান;
- (চ) মহাপরিচালক কর্তৃক, তৎকর্তৃক নির্ধারিত শর্তাদি অনুযায়ী, বিদেশী স্বাস্থ্য সনদের স্বীকৃতির বিধান;
- (ছ) বিশ্রাম ঘন্টার ব্যতিক্রম বিধান করা নাবিক ও মালিকের মধ্যকার কোন সম্মিলিত চুক্তি বা অন্যকোন চুক্তির বিধানাবলীর নিবন্ধন সংক্রান্ত বিধান;
- (জ) তরুণ নাবিকের নৈশকালীন দায়িত্বে নিযুক্তির শর্তাবলী বিধান;
- (ঝ) সাধারণ ও অতিরিক্ত কর্মঘন্টা হিসাবের পদ্ধতি নির্ধারণ;
- (ঞ) নাবিককে প্রদেয় মজুরি বিষয়ক তথ্যাদি নির্ধারণ;

(ট) মজুরি পরিশোধ ও আবন্টনের পদ্ধতি নির্ধারণ;

(ঠ) নাবিকের প্রত্যাবাসনের শর্তাদি নির্ধারণ;

(ড) মহাপরিচালক কর্তৃক, তৎকর্তৃক নির্ধারিত শর্তানুযায়ী, যোগ্য বাবুর্চির (cook) বিদেশী যোগ্যতার স্বীকৃতির বিধান;

(ঢ) ক্যাটারিং স্ট্যাফ ও গালিতে খাদ্য প্রস্তুতকারী ব্যক্তিদের প্রশিক্ষণের শর্তাবলী বিধান;

(ণ) জাহাজের বাবুর্চি হিসাবে নৈপুণ্য সনদ, নাবিকের পরিচয়পত্র ও চলমান অব্যাহতি সনদের ইস্যু, বাতিলকরণ, স্থগিতকরণ ও পরিবর্তন বিষয় বিধান;

(ত) জাহাজ মালিক হইতে নাবিক কর্তৃক আদায়যোগ্য প্রত্যাবাসন ব্যয় নির্ধারণ;

(থ) জাহাজে বহন করিতে হইবে এইরূপ ঔষধ বাক্স, চিকিৎসা সরঞ্জামাদি ও চিকিৎসা নির্দেশনা বহি এবং উহাদের পরিদর্শন ও রক্ষণাবেক্ষণ বিষয়ক শর্তাদি;

(দ) নাবিকের যেই ধরনের জখম বা অসুস্থতার জন্য জাহাজ মালিক ব্যয়ভার বহন করিতে বা আর্থিক নিরাপত্তা দিতে দায়ী থাকিবে উহা সংজ্ঞায়িত করা;

(ধ) জাহাজে গ্রহনীয় পেশাগত নিরাপত্তা ও স্বাস্থ্য কর্মসূচী বিষয়ক ও পেশাগত দূর্ঘটনা, জখম ও রোগের নিবারণমূলক বিধান;

(ন) স্বীকৃত আন্তর্জাতিক মানের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া জাহাজে পেশাগত নিরাপত্তা ও স্বাস্থ্যের মান নির্ণয়;

(প) জাহাজে সংঘটিত কোন পেশাগত দূর্ঘটনা, জখম বা রোগ সম্পর্কে অবহিতকরণের বিধান;

(ফ) বাংলাদেশ জাহাজে নিরাপত্তা ও সুরক্ষামূলক পদক্ষেপ সমূহ বাস্তবায়নের এবং উক্তরূপ বাস্তবায়ন বিষয়ে জাহাজ মালিক, মাষ্টার বা নাবিকদের দায়িত্ব বিধান;

(ব) বাংলাদেশ জাহাজে ঝুঁকি নির্ণয় বা স্বাস্থ্য নিরাপত্তা ব্যবস্থা এবং এতদ্‌বিষয়ে জাহাজ মালিক, মাষ্টার বা নাবিকদের দায়িত্ব বিধান;

(ভ) মাষ্টার কর্তৃক পরিদর্শনের রেকর্ড রাখিবার বিধান;

(ম) বীমা চুক্তি বা অন্যান্য অনুমোদিত আর্থিক নিরাপত্তা প্রদানকারী চুক্তির শর্তাদি বিষয়ক বিধান, যাহা নিম্নোক্ত বিষয় সমূহ অর্ন্তভূক্ত করিবে-

(অ) নিম্নোক্ত সকল বা যে কোন বিষয়ের শর্তাদি-

(অঅ) বীমার পরিধি;

(অআ) বীমাচুক্তি বা অন্য আর্থিক চুক্তির অধীনে নাবিকের দাবীর অধিকার;

(অই) দাবী দায়ের ও উহার পরিচালনা;

(অঈ) অর্ন্তবর্তীকালীন অর্থ পরিশোধ;

(অউ) সেবার ন্যূনতম মান;

(আ) এইরূপ কোন শর্ত যে বীমা চুক্তি বা অন্য আর্থিক নিরাপত্তা চুক্তির অধীনে বীমাদাতা বা অন্য আর্থিক নিরাপত্তা দাতার দায় উক্তরূপ চুক্তির মেয়াদ শেষ হইবার পূর্বে সমাপ্ত হইবে না যদিনা উক্তরূপ বীমা বা নিরাপত্তা দাতা মহাপরিচালকের নিকট উক্তরূপ দায় সমাপ্তির বিষয়ে নির্ধারিত ন্যূনতম সময়ের নোটিশ প্রদান না করে।

(ই) বীমাচুক্তি বা অন্য আর্থিক নিরাপত্তা চুক্তি যাহাতে জাহাজ মালিকের আর্থিক নিরাপত্তা বিষয়ক শর্ত সাপেক্ষে হয় তাহা নিশ্চিত করিবার লক্ষ্যে অন্য যে কোন প্রয়োজনীয় ও বাঞ্ছনীয় শর্তাবলী।

(৩) এই ধারার অধীনে যেকোন প্রবিধান ইহা বিধৃত করিতে পারিবে যে উক্ত প্রবিধান সমূহের বিধানাবলীর লংঘন অপরাধ বলিয়া গন্য হইবে, যাহার শাস্তি হইবে অনধিক একলক্ষ ইউনিট অর্থদন্ড।

২৭তম অধ্যায়

সাধারণ

১৮০। ব্যাখ্যা

এই অংশে-

“সমুদ্র অনুপযোগী” বলিতে, এই আইনের অর্থ অনুযায়ী, বুঝাইবে এমন কোন জাহাজ যাহা তৈরীর উপাদান, উহার গঠন শৈলী, কর্মকর্তা-কর্মচারীর যোগ্যতা, ওজন, মালামাল এবং ব্যালাষ্টের (প্রযোজ্য মতে) গুদামজাতকরণ এবং বর্ণনা, উহার হাল ও সরঞ্জামাদির অবস্থা (জীবন রক্ষাকারী সরঞ্জাম, অগ্নিনির্বাপক সরঞ্জাম, জাহাজ চলাচল এবং রেডিও সরঞ্জাম ইত্যাদিসহ), বয়লার ও যন্ত্রাদি, বসবাস ও কর্ম পরিবেশ ইত্যাদি এইরূপ নহে যাহা উহাকে প্রস্তাবিত সমুদ্রযাত্রা বা সেবার জন্য প্রত্যেক বিষয়ে যোগ্য হিসাবে বিবেচিত করে;

“বন্দর” অর্থ যে কোন বন্দর যাহা মহাপরিচালক, সরকারের অনুমোদিতক্রমে, বন্দর হিসাবে ঘোষণা করে অথবা আপাতত বলবৎ অন্য কোন আইনের অধীনে ঘোষণা করিয়াছে;

“সংঘর্ষ প্রবিধান” প্রবিধান অর্থ ১৯৭২ সনের ২০ অক্টোবর লন্ডনে স্বাক্ষরিত Convention on the International Regulations for Preventing Collisions at Sea;

“জাহাজ” বলিতে নৌ-চলাচলে ব্যবহৃত সব রকমের জলযান অন্তর্ভূক্ত হইবে ও সমুদ্রের তলদেশ অনুসন্ধান ও কাজে লাগাইবার জন্য ব্যবহৃত জলযান এবং সামুদ্রিক অঞ্চলের (Maritime Zone) ভিতরে অন্য যে কোন স্থায়ী বা অস্থায়ী কাঠামোসহ।

২৮তম অধ্যায়

নিরাপত্তা বিষয়ক আন্তর্জাতিক সামুদ্রিক কনভেনশনসমূহ

১৮১। আন্তর্জাতিক সামুদ্রিক কনভেনশন সমূহ

(১) এই আইন ও উপধারা (২) সাপেক্ষে, এই আইনের অধীনে নিরাপত্তা বিষয়ক নিম্নলিখিত আর্ন্তজাতিক সামুদ্রিক কনভেনশন সমূহ বাংলাদেশে প্রয়োগ ও বলবৎ হয় এবং আইন হিসাবে কার্যকর হয়-

(ক) সমুদ্রে জীবনের নিরাপত্তা বিষয়ক আর্ন্তজাতিক কনভেনশন ১৯৭৪, সংশোধিত (International Convention for the Safety of life at Sea, 1974, as amended);

(খ) সমুদ্রে জীবনের নিরাপত্তা বিষয়ক আর্ন্তজাতিক কনভেনশন ১৯৭৪-এর ১৯৮৮ সালের প্রটোকল, সংশোধিত (Protocol of 1988 relating to International Convention for the Safety of life at Sea, 1974, as amended)

(গ) লোড লাইন বিষয়ক আর্ন্তজাতিক কনভেনশন, ১৯৬৬, সংশোধিত (International Convetion on Load lines 1966, as amended);

(ঘ) লোড লাইন বিষয়ক আর্ন্তজাতিক কনভেনশন ১৯৬৬ এর ১৯৮৮ সালের প্রটোকল, সংশোধিত (Protcol of 1988 relating to International Convention on Load Lines 1966, as ameded);

(ঙ) জাহাজের টনেজ পরিমাপন সংক্রান্ত আর্ন্তজাতিক কনভেনশন ১৯৬৯, সংশোধিত International Convention on Tonnage Measurement 1969, as amended);

(চ) সমুদ্রে দূর্ঘটনা প্রতিরোধের জন্য আর্ন্তজাতিক বিধি-বিষয়ক কনভেনশন ১৯৭২, সংশোধিত (Convention on International Regulation for Prevention of Collision at Sea, 1972, as amended);

(ছ) বিশেষ-বাণিজ্য যাত্রীবাহী জাহাজ চুক্তি ১৯৭১ (Special Trade Passenger Ships Agreement, 1971 (STP 1971);

(জ) বিশেষ-বাণিজ্য যাত্রীবাহী জাহাজের জন্য স্থান-শর্তাদি বিষয়ক প্রটোকল ১৯৭৩ (Protocol on Space Requirements for Special Trade Passenger Ships 1973) (Space STP 1973);

(ঝ) সামুদ্রিক অনুসন্ধান ও উদ্ধার বিষয়ক আর্ন্তজাতিক কনভেনশন ১৯৭৯, সংশোধিত (International Convention on Maritime Search and Rescue 1979, as amended);

(ঞ) ১৯৭২ সালের ২রা ডিসেম্বর জেনেভাতে স্বাক্ষরিত নিরাপদ কনটেইনার বিষয়ক আর্ন্তজাতিক কনভেনশন, সংশোধিত (International Convention for Safe Containers 1972, as amended);

(২) যখন উপধারা (১)-এ কোন কনভেনশন বা প্রটোকলের সংশোধন উল্লেখিত হয়, উক্তরূপ সংশোধন বাংলাদেশে প্রযোজ্য হইবে না যদি বাংলাদেশ উহাতে সম্মতি না দেয়।

১৮২। জাহাজ সমূহ কনভেনশনের বাধ্যবাধকতা ও শর্তাদি পূরণ করিবে

(১) ভিন্নরূপে ব্যক্ত না হইলে, এই ধারা প্রযোজ্য হইবে-

(ক) এই আইনের অধীনে নিবন্ধিত সকল জাহাজ;

(খ) বাংলাদেশ জলসীমায় বিদেশী পাতাকাধারী সকল জাহাজ যাহারা এই আইনে বিধৃত কোন আর্ন্তজাতিক সামুদ্রিক কনভেনশনের বা অন্য কোন আইনের বা কোন প্রযোজ্য কনভেনশনের শর্তাদির অধীনস্থ (জাহাজের শ্রেণী, প্রকার, আকৃতি, ব্যবহার বা সমুদ্রযাত্রা বা অন্য যাহার ভিত্তিতেই হউক না কেন);

(২) এই আইন ও সংশ্লিষ্ট প্রবিধান সাপেক্ষে, উপধারা (১)-এর বিধানমতে যেই জাহাজের উপর কোন আর্ন্তজাতিক সামুদ্রিক কনভেনশন প্রযোজ্য হইবে তাহা-

(ক) উক্ত জাহাজের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য সকল কনভেনশনের শর্তাদি পূরণের মাধ্যমে পরিচালিত হইবে;

(খ) প্রযোজ্য সকল কনভেনশন মোতাবেক সকল রেকর্ড প্ল্যান সংরক্ষণ করিবে;

(গ) প্রযোজ্য সকল কনভেনশন মোতাবেক সকল তথ্যাদি ও বিজ্ঞপ্তি সরবরাহ করিবে;

(ঘ) প্রযোজ্য সকল কনভেনশন মোতাবেক সকল চলমান সনদ ধারণ করিবে;

(ঙ) প্রযোজ্য সকল কনভেনশন মোতাবেক নক্‌শা-বিষয়ক শর্তাদি পূরণ করিবে;

(চ) প্রযোজ্য সকল কনভেশন মোতাবেক সকল সরঞ্জামাদি বহন করিবে এবং উহাদের যথাযথ কর্মক্ষমতা সংরক্ষণ করিবে;

(ছ) প্রযোজ্য সকল কনভেনশন মোতাবেক লোকবল, প্রশিক্ষণ ও যোগ্যতার স্তর নিশ্চিত করিবে;

(জ) প্রযোজ্য সকল কনভেনশনের অন্য সকল শর্তাবলী, উহাতে বিধৃত অব্যাহতি ও ব্যতিক্রম সমূহ সাপেক্ষে, পরিপালন করিবে।

(৩) কোন জাহাজের মালিক বা মাষ্টার উপধারা (২)-এর বিধান লংঘন করিলে একটি অপরাধ সংঘটিত হইবে এবং নিম্নরূপে দায়ী হইবে-

(ক) জাহাজখানি ৫০০ গ্রস্ টনেজের অধিক হইলে, অনধিক এক লক্ষ ইউনিট অর্থদন্ডে বা অনধিক ১২ মাসের কারাদন্ডে বা উভয় দন্ডে দন্ডিত হইবে;

(খ) জাহাজখানি ৫০০ গ্রস্ টনেজ বা তাহার কম হইলে, অনধিক এক বছর ইউনিট অর্থদন্ডে বা অনধিক ৬ মাসের কারাদন্ডে বা উভয় দন্ডে দন্ডিত হইবে।

(৪) এই ধারার অধীনে প্রযোজ্য কোন শর্ত ভঙ্গ করিলে মহাপরিচালক উপধারা (৩)-এর অধীনে আরোপিত দন্ড বা আইন অনুযায়ী গৃহীতব্য অন্য কোন ব্যবস্থার অতিরিক্ত হিসাবে কোন জাহাজ বিষয়ে নিম্নলিখিত ব্যবস্থা গ্রহন করিতে পারিবে-

(ক) আদেশক্রমে জাহাজখানি আটক করিতে পারিবে;

(খ) আদেশক্রমে এই আইনের অধীনে নিবন্ধিত কোন জাহাজের নিবন্ধন বাতিল বা স্থগিত করিতে পারিবে;

(গ) এই আইনের অধীনে নিবন্ধিত নহে এইরূপ কোন জাহাজ কর্তৃক সংঘটিত শর্ত ভঙ্গের সংবাদ উক্ত জাহাজের নিয়ন্ত্রণের জন্য দায়ী সামুদ্রিক প্রশাসনের নিকট প্রদান করিতে পারিবে;

(ঘ) উক্তরূপ শর্ত ভঙ্গের জন্য দায়ী বা উহার সহিত সম্পৃক্ত মাষ্টার বা অন্য কোন নাবিকের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহন করিতে পারিবে;

(ঙ) উক্তরূপ শর্তভঙ্গ কোন উপায়ে সম্পত্তির বা পরিবেশের ক্ষতিসাধন করিলে আদালত জাহাজ মালিককে কোন প্রতিকার মূলক ব্যবস্থার ব্যয় পূরণ বা ব্যয় বহন করিতে অদেশ দিতে পারিবে।

২৯তম অধ্যায়
জাহাজের নিরাপত্তা

১৮৩। আর্ন্তজাতিক অভিযানে নিয়োজিত জাহাজের সার্ভে ও প্রত্যয়ন

(১) এই আইন ও প্রবিধানের প্রযোজ্য নিরাপত্তা বিষয়ক শর্তাবলী এবং প্রযোজ্য নিরাপত্তা বিষয়ক কনভেশনের শর্তাবলী পরিপালনে সন্তোষজনকভাবে কোন এক বা একাধিক সার্ভে সমাপ্ত হইলে, মহাপরিচালক অথবা তাহার অনুমোদিত অন্য কোন ব্যক্তি বা সংস্থা নিম্নোক্ত সনদ ইস্যু করিবে-

(ক) আর্ন্তজাতিক অভিযানে নিয়োজিত কোন যাত্রীবাহী জাহাজের ক্ষেত্রে, একটি যাত্রীবাহী জাহাজ নিরাপত্তা সনদ (Passenger Ship Safely Certificate), যদি না উহা স্বল্প দৈর্ঘ্যের আর্ন্তজাতিক অভিযানে নিয়োজিত হয়, যেই ক্ষেত্রে একটি স্বল্প দৈর্ঘ্যের আর্ন্তজাতিক সমুদ্রযাত্রা যাত্রবাহী জাহাজ নিরাপত্তা সনদ (Short International Voyage Passenger Ship Safety Certificate) ইস্যু হইবে;

(খ) তিনশত বা ততোধিক গ্রস্ টনেজের আর্ন্তজাতিক অভিযানে নিয়োজিত মালবাহী জাহাজের ক্ষেত্রে, মালবাহী জাহাজ নিরাপত্তা রেডিও সনদ (Cargo Ship Safety Radio Certificate);

(গ) পাঁচশত বা ততোধিক গ্রস্ টনেজের আর্ন্তজাতিক অভিযানে নিয়োজিত মালবাহী জাহাজের ক্ষেত্রে, মালবাহী জাহাজ নিরাপত্তা সরঞ্জাম সনদ (Cargo Ship Safety Equipment Certificate);

(ঘ) পাঁচশত বা ততোধিক গ্রস্ টনেজের আর্ন্তজাতিক অভিযানে নিয়োজিত মালবাহী জাহাজের ক্ষেত্রে, মালবাহী জাহাজ নিরাপত্তা নির্মাণ সনদ (Cargo Ship Safely Construction Certificate).

(২) উপধারা (১)(খ), (গ) ও (ঘ)-তে উল্লেখিত সনদের বিকল্প হিসাবে মালবাহী জাহাজ নিরাপত্তা সনদ (Cargo Ship Safety Certificate) ইস্যু করা যাইবে।

(৩) এই অংশের যেখানেই মালবাহী জাহাজ নিরাপত্তা নির্মাণ সনদ, মালবাহী জাহাজ নিরাপত্তা সরঞ্জাম সনদ বা মালবাহী জাহাজ নিরাপত্তা রেডিও সনদের উল্লেখ রহিয়াছে, উহা মালবাহী জাহাজ নিরাপত্তা সনদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে যেখানে উহা উক্তরূপ সনদ সমূহের বিকল্প হিসেবে ব্যবহৃত হইবে।

(৪) কোনরূপ অব্যাহতি সাপেক্ষে, প্রযোজ্য নিরাপত্তা কনভেনশন সমূহ এবং এই আইন কর্তৃপক্ষ কর্তক ইস্যুকৃত সনদ ব্যতীত কোন জাহাজ সমুদ্রে যাত্রা করিবে না।

১৮৪। ভিন্ন রাষ্ট্র কর্তৃক জাহাজের সনদ প্রদান

(১) বাংলাদেশ সরকার সংশ্লিষ্ট নিরাপত্তা কনভেনশন প্রযোজ্য হয় এইরূপ কোন রাষ্ট্রের সরকারের অনুরোধক্রমে উক্ত রাষ্ট্রের কোন জাহাজ বরাবর যথাযথ নিরাপত্তা কনভেনশন সনদ ইস্যু করিবার ব্যবস্থা করিতে পারিবে, যদি এই মর্মে সন্তুষ্ট হয় যে উক্তরূপ সনদ কোন বাংলাদেশ জাহাজের ক্ষেত্রে যেইরূপে ইস্যু হয় সেইরূপে ইস্যু করা সম্ভব এবং এইরূপে অনুরোধের প্রেক্ষিতে ইস্যুকৃত সনদে একটি বিবৃতি থাকিবে যে উক্তরূপ অনুরোধের প্রেক্ষিতে উহা ইস্যু হইয়াছে।

(২) সংশ্লিষ্ট নিরাপত্তা কনভেনশন প্রযোজ্য হয় এইরূপ কোন রাষ্ট্রের সরকারকে বাংলাদেশ সরকার কোন বাংলাদেশ জাহাজ বরাবর এই অধ্যায়ের অধীনে অনুমোদিত কোন সনদ ইস্যু করিবার অনুরোধ করিতে পারিবে, এবং এইরূপ অনুরোধক্রমে ইস্যুকৃত কোন সনদ, যাহাতে উহা যে এইরূপ অনুরোধক্রমে ইস্যু হইয়াছে তাহার বিবৃতি থাকে, এই আইনের উদ্দেশ্যে উহা বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক ইস্যুকৃত হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।

(৩) যখন বাংলাদেশ সরকার অন্য কোন রাষ্ট্রের সরকারকে উক্তরূপে কোন সনদ ইস্যু করিতে অনুরোধ করে, এবং সেই সরকার উক্তরূপ অনুরোধের প্রেক্ষিতে একটি যথাযথ কোয়ালিফাইড সনদ (Qualified Certificate) ইস্যু করিতে সম্মত হয়, কিন্তু অনুরূপ কোন অব্যাহতি সনদ (Exemption Certificate) ইস্যু করিতে অসম্মত হয়, তাহা হইলে সরকার উক্তরূপে অব্যাহতি সনদ ইস্যু করিতে পারিবে।

১৮৫। সাধারন প্রবিধান প্রণয়নের ক্ষমতা

(১) মহাপরিচালক সরকারের অনুমোদনক্রমে এই অংশের বিধানাবলী ও উদ্দেশ্য পূরণ কল্পে এবং এই অংশের ধারা ১৮১-এ তালিকাভূক্ত আর্ন্তজাতিক সামুদ্রিক কনভেনশন সমূহ প্রয়োগ ও বলবৎ করিবার লক্ষ্যে প্রবিধান প্রণয়ন করিতে পারিবে।

(২) উপধারা (১)-এর সাধারণত্বকে ক্ষুন্ন না করিয়া এইরূপ প্রবিধান নিম্নোক্ত বিষয়ে বিধান দিতে পারিবে-
- (ক) জাহাজ এবং উহার যন্ত্রাদির ও সরঞ্জামাদির নকশা, নির্মাণ, রক্ষণাবেক্ষণ, মেরামত, পরিবর্তন, পরিদর্শন, সার্ভে ও চিহ্নিতকরণ;
- (খ) জীবন রক্ষাকারী ও অগ্নিনির্বাপক সরঞ্জামাদির বিধানসহ জাহাজের নির্মাণ ও সরঞ্জামাদির মান;
- (গ) নাবিক ও যাত্রীর আবাসনের মান;
- (ঘ) মাল বোঝাই ও বহন;
- (ঙ) প্রাণী সম্পদ বহন;
- (চ) জাহাজ চালনার নিরাপত্তা;
- (ছ) নিরাপদ কনটেইনার কনভেনশন কার্যকর করা;
- (জ) সমুদ্রে দূর্ঘটনা প্রতিরোধ এবং দূর্ঘটনা প্রতিরোধ কনভেনশনের বিধানাবলীর বলবৎকরণের লক্ষ্যে বিধান প্রণয়ন;
- (ঝ) সার্ভে বা পরিদর্শনের পদ্ধতি এবং পুনরাবৃত্তির হার; এবং সনদ বা অব্যাহতি সনদের ইস্যু, স্থগিতকরণ, বাতিলকরণ, মেয়াদ বৃদ্ধি;
- (ঞ) সংশ্লিষ্ট নিরাপত্তা কনভেনশনের অধীনে ইস্যুকৃত সনদের আঙ্গীক, উক্তরূপ সনদ প্রদানের জন্য নির্ধারিত ফি, ফি এর পরিমান এবং ফি আদায়ের পদ্ধতি;
- (ট) আর্ন্তজাতিক নিরাপত্তা ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি (International Safety Management System);
- (ঠ) নিরপত্তা প্রশিক্ষণ ও পরিচিতকরণ;
- (ড) জমায়েত, মহড়া, যন্ত্রাদি এবং সরঞ্জামাদি পরীক্ষণ-
  - (অ) নৌ-মহড়া, অগ্নি-মহড়া ও দূর্ঘটনা মহড়াসহ এবং
  - (আ) যন্ত্রাদি এবং সরঞ্জামাদির পরীক্ষা।

(৩) উপরোল্লিখিত উপধারা (১) কর্তৃক অর্পিত প্রবিধান প্রণয়নের ক্ষমতা জলপৃষ্ঠে সমুদ্র উড়োজাহাজদের (Sea Planes) মধ্যে দুর্ঘটনা এবং জাহাজ ও সমুদ্র উড়োজাহাজের মধ্যে দূর্ঘটনা প্রতিরোধের জন্য এবং উক্তরূপ দূর্ঘটনা প্রতিরোধে গ্রহনযোগ্য পদক্ষেপ সমূহ অর্ন্তভূক্ত হইবে।

(৪) নিরাপত্তা প্রবিধান বিধান করিতে পারে যে-
- (ক) প্রবিধানে উল্লেখিত ক্ষেত্র সমূহে কোন জাহাজ আটক হইতে পারিবে এবং কোন জাহাজ সম্পর্কে প্রবিধানে উল্লেখিত পরিবর্তনসহ আটক কার্যকর সম্পর্কিত বিধান প্রযোজ্য হইবে;
- (খ) প্রবিধানের লজ্ঘন অপরাধ বলিয়া গণ্য হইবে এবং সংক্ষিপ্ত বিচারে দোষী সাব্যস্ত হইলে অনধিক এক লক্ষ ইউনিট অর্থদন্ডে দন্ডিত হইতে হইবে।

১৮৬। বেতার প্রবিধানমালা

(১) মহাপরিচালক, সরকারের অনুমোদনক্রমে, এই ধারা প্রযোজ্য হয় এইরূপ জাহাজ সমূহের ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত বিধান সম্বলিত প্রবিধান প্রণয়ন করিতে পারিবে-
- (ক) প্রবিধানে উল্লেখিত প্রকারের রেডিও স্থাপন, রেডিও জাহাজচালনা সহায়ক ব্যতীত;
- (খ) বেতার রুমে একটি রেডিও লগ্ সংরক্ষণ করা যাহাতে রেডিও পরিচালনা ও রেডিও সার্ভিস সংরক্ষণ সংক্রান্ত নির্ধারিত বিবরণাদি লিপিবদ্ধ হইবে; এবং
- (গ) বেতার সার্ভিস সংরক্ষণ করা এবং নির্ধারিত সংখ্যক ও নির্ধারিত গ্রেড ও যোগ্যতার রেডিও কর্মকর্তা ও চালক বজায় রাখা, এবং উক্তরূপ প্রবিধান রেডিওর সহিত জাহাজের অন্যান্য উপকরণের বৈদ্যুতিক হস্তক্ষেপ যতদূর সম্ভব প্রতিরোধ বিষয়ক বিধান প্রদান করিতে পারিবে।

(২) এই ধারা নিম্নোক্ত ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে-
- (ক) বাংলাদেশী সমুদ্রগামী জাহাজ;

(খ) বাংলাদেশ জলসীমায় অবস্থানরত অন্য যে কোন সমুদ্রগামী জাহাজ।

(৩) যোগাযোগ সম্পর্কিত নিরাপত্তা কনভেনশনের বিধান বস্তবায়নের জন্য প্রয়োজনীয় শর্তাদি রেডিও প্রবিধানে অর্ন্তভুক্ত হইবে।

(৪) সার্ভেয়ার কোন জাহাজে যথাযথভাবে রেডিও স্থাপন হইয়াছে কিনা এবং বেতার প্রবিধান মোতাবেক রেডিও কর্মকর্তা ও চালক নিযুক্ত হইয়াছে কিনা তাহা নিশ্চিত করিবার লক্ষ্যে জাহাজ পরিদর্শন করিতে পারিবে, এবং সেই উদ্দেশ্যে এই আইনের অধীনে পরিদর্শকের সকল ক্ষমতা প্রাপ্ত হইবে, এবং যদি সার্ভেয়ার আবিষ্কার করে যে জাহাজখানিতে বেতার প্রবিধান অনুযায়ী যথাযথভাবে রেডিও স্থাপন বা রেডিও কর্মকর্তা বা চালক নিয়োগ হয় নাই, সে মালিক বা মাষ্টারকে উক্ত ঘাটতি পূরণে করণীয় তুলিয়া ধরিয়া লিখিত নোটিশ প্রদান করিবে।

(৫) এই ধারার উপধারা (৪)-এর অধীনে প্রদত্ত নোটিশ, যেই বন্দরে জাহাজখানি ছাড়পত্রের আবেদন করে সেই বন্দরের মূখ্য কর্মকর্তার নিকট প্রেরিত হইবে, এবং জাহাজখানি রেডিও প্রবিধান মোতাবেক রেডিও স্থাপন ও রেডিও কর্মকর্তা ও চালক নিয়োগ না হওয়া পর্যন্ত আটক থাকিবে।

৩০তম অধ্যায়
লোডলাইন

১৮৭। ব্যাখ্যা

(১) এই অধ্যায়ে, বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থী কোন কিছু না থাকিলে -
“কনভেনশন রাষ্ট্র” অর্থ কোন দেশ বা অঞ্চল যাহা-
(ক) কোন রাষ্ট্র যাহার সরকার এই দফার অধীনে লোড লাইন কনভেনশন গ্রহন করিয়াছে বা উহাতে সম্মত হইয়াছে বলিয়া ঘোষিত হইয়াছে, এবং উক্ত কনভেনশন পরিত্যাগ করিয়াছে বলিয়া ঘোষিত হয় নাই; অথবা
(খ) কোন অঞ্চল যাহাতে লোড লাইন কনভেনশন সম্প্রসারিত হইয়াছে বলিয়া ঘোষিত হইয়াছে, কিন্তু এমন কোন অঞ্চল নহে যাহাতে উক্ত কনভেনশন সম্প্রসারিত হয় নাই বলিয়া ঘোষিত হইয়াছে;
“চুক্তিরত সরকার” অর্থ দফা (ক) উল্লেখিত কোন সরকার;
“লোড লাইন কনভেনশন” (Load Lines Convention) বলিতে বুঝাইবে International Convention on Load Lines 1966, এবং উহার ১৯৮৮ সালের প্রটোকল।

(২) এই অধ্যায়ে লোড লাইন কনভেনশনে কোন বিধানের প্রতি ইঙ্গিত, উক্ত কনভেনশনের অনুচ্ছেদ ২৯ অনুযায়ী কোন বিধান সংশোধিত হইবার পরে যেকোন সময়ে, সংশোধিত বিধানের প্রতি ইঙ্গিত বলিয়া গণ্য হইবে।

১৮৮। অধ্যায়ের প্রয়োগ

এই অধ্যায় নিম্নোক্ত জাহাজ সমূহ ব্যতীত অন্য সকল জাহাজের উপর প্রযোজ্য হইবে-
(ক) যুদ্ধ জাহাজ;
(খ) শুধুমাত্র মাছ ধারার কাজে নিয়োজিত জাহাজ; এবং
(গ) বিনোদন জাহাজ যাহা বাণিজ্যে নিযুক্ত নহে।

১৮৯। প্রবিধান

(১) মহাপরিচালক, সরকারের অনুমোদনক্রমে এই অধ্যায়ের উদ্দেশ্যে প্রবিধান প্রণয়ন করিতে পারিবে, এবং এইরূপ প্রবিধান প্রণয়নে মহাপরিচালক বিশেষভাবে সংশোধিত লোড লাইন কনভেনশন বিবেচনায় লইবে।

(২) এই ধারায় প্রণীত প্রবিধান নিম্নোক্ত বিষয়ে বিধান প্রণয়ন করিতে পারিবে-
(ক) এই অধ্যায় প্রযোজ্য হয় এইরূপ জাহাজের সার্ভে ও পরিদর্শন;
(খ) উক্তরূপ জাহাজে সময়ে সময়ে প্রদত্ত ফ্রিবোর্ড নির্ধারণ;
(গ) জাহাজের ডেক যাহা ফ্রিবোর্ড ডেক বলিয়া গণ্য হইবে তাহা নির্ধারণ এবং প্রবিধানে প্রণীত মতে উক্তরূপ ডেকের অবস্থান একটি নিশানা বা নোটিশ দ্বারা জাহাজের উভয় দিকে ইঙ্গিত করিবার বিধান; এবং
(ঘ) জাহাজে সাময়িকভাবে প্রদত্ত উক্তরূপ নিশানা এবং ফ্রিবোর্ডের ইঙ্গিত অনুযায়ী যে অবস্থানে জাহাজের উভয় দিক প্রবিধানে উল্লেখিত বর্ণনা মোতাবেক লাইন দ্বারা নিশানা দেওয়া হইবে, প্রবিধানে উল্লেখিত পরিস্থিতিতে জাহাজখানির যেই বিভিন্ন সর্বোচ্চ গভীরতায় মাল বোঝাই হইতে পারিবে তাহা ইঙ্গিত করিয়া, তাহা নির্ধারণ।

(৩) এই ধারায় প্রণীত প্রবিধান নিম্নোক্ত বিষয়ে বিধান প্রণয়ন করিতে পারিবে-
(ক) জাহাজের ফ্রিবোর্ডের জন্য মহাপরিচালকের নিকট যেইরূপ আবশ্যক বলিয়া প্রতীয়মান হয় জাহাজের হাল, পরিকাঠামো, যন্ত্রাদি এবং উপকরণাদি বিষয়ে সেইরূপ শর্তাদি বর্ণনা করিয়া;

(খ) যাহার মাধ্যমে, যেই সময় এইরূপ প্রবিধান মোতাবেক কোন জাহাজের ফ্রিবোর্ড নির্দিষ্ট করিয়া দেয়া হয়, উক্ত শর্তাদির প্রবিধান কর্তৃক নির্ধারিত বর্ণনা নির্ধারিত উপায়ে রেকর্ড করিতে হইবে, এবং

(গ) উক্তরূপ শর্তাদি ও রেকর্ড বিবেচনা করিয়া, উক্তরূপে ফ্রিবোর্ড নির্দিষ্ট করিয়া দেওয়ার পরে, এই অধ্যায়ের উদ্দেশ্য জাহাজখানি ফ্রিবোর্ড নির্দিষ্টকরণের শর্তাদি পালন করিয়াছে কি করে নাই তাহা নির্ধারণ করিবার বিধান।

(৪) উক্তরূপ প্রবিধান উহা কর্তৃক নির্ধারিত, ফ্রিবোর্ড নির্দিষ্ট করা কোন জাহাজের স্থিতিশীলতা সম্পর্কিত এবং লোডিং ও ব্যালাষ্টিং সম্পর্কিত তথ্যাবলী, নির্ধারিত পদ্ধতিতে জাহাজের মাষ্টারের পথনির্দেশের জন্য দেওয়ার বিধান রাখিতে পারিবে।

(৫) এই অধ্যায় কর্তৃক অনুমোদিত কোন বিষয় যাহা প্রবিধান কর্তৃক পরিচালিত হইবে, উক্ত প্রবিধান নিম্নোক্ত বিষয় সমূহের ক্ষেত্রে ভিন্ন ভিন্ন বিধান প্রণয়ন করিতে পারিবে-

(ক) বিভিন্ন বর্ণনার জাহাজ;

(খ) বিভিন্ন এলাকা;

(গ) বছরের বিভিন্ন ঋতু; ও

(ঘ) অন্য কোন ভিন্নরূপ পরিস্থিতি।

১৯০। লোড লাইন প্রবিধানের পরিপালন

(১) এই আইনের অধীনে প্রদত্ত কোন অব্যাহতি সাপেক্ষে, এই অধ্যায় প্রযোজ্য হয় এইরূপ কোন বাংলাদেশ জাহাজ সমুদ্রে যাত্রা করিবেনা অথবা সমুদ্রযাত্রার উদ্যোগ লইবে না যদি না-

(ক) ধারা ১৮৯ এর অধীনে প্রণীত প্রবিধান অনুযায়ী জাহাজখানি সার্ভে করা হয়;

(খ) উক্তরূপ প্রবিধান মোতাবেক জাহাজখানিতে ডেক লাইন ও লোড লাইনের নিশানা দেওয়া হয়;

(গ) জাহাজখানি ফ্রিবোর্ড নির্দিষ্টকরণের শর্তাদি পরিপালন করে; এবং

(ঘ) জাহাজের মাস্টারের পথনির্দেশের জন্য ধারা ১৮৯(৪) মোতাবেক প্রবিধান কর্তৃক নির্ধারিত পদ্ধতিতে তথ্যাদি সরবরাহ করা হয়।

(২) যখন কোন জাহাজ উপধারা (১)-এর বিধান লঙ্ঘন করিয়া সমুদ্রে যাত্রা করে বা সমূদ্র যাত্রার উদ্যোগ গ্রহণ করে, জাহাজের মালিক বা মাষ্টার একটি অপরাধ করিবে এবং দোষী সাব্যস্ত হইলে অনধিক তিন লক্ষ ইউনিট অর্থদন্ডে অথবা অনধিক দুই বছরের করাদন্ডে অথবা উভয় দন্ডে দন্ডিত হইবে।

(৩) যখন কোন জাহাজ, উপধারা (১)-এর বিধান লঙ্ঘন করিয়া, নিশানা এবং সার্ভে ব্যতীত সমুদ্র যাত্রার উদ্যোগ গ্রহন করে, উক্ত জাহাজ উক্তরূপে সার্ভে বা নিশানা না করা পর্যন্ত আটক থাকিতে পারিবে।

(৪) উপধারা (১)-এ উল্লেখিত কোন জাহাজ ফ্রিবোর্ড নির্দিষ্টকরণের শর্তাদি পূরণ না করিলে এই অধ্যায়ের অধীনে অনিরাপদ বলিয়া গণ্য হইবে।

৩১তম অধ্যায়
সমুদ্র অনুপযোগী এবং অনিরাপদ জাহাজ

১৯১। সমুদ্র অনুপযোগী ও অনিরাপদ জাহাজ সমুদ্রে প্রেরণ না করা এবং আটক হওয়া

(১) প্রত্যেক ব্যক্তি যে বাংলাদেশী কোন বন্দর বা স্থান হইতে কোন বাংলাদেশ জাহাজকে জীবন বিপন্ন হইবার সম্ভাবনা আছে এইরূপ সমুদ্র অনুপযোগী অবস্থায় সমুদ্রে প্রেরণ করে বা সমুদ্রে প্রেরণের উদ্যোগ গ্রহন করে সে, যদি না সে প্রমাণ করে যে সে জহাজখানিকে সমুদ্র উপযোগী অবস্থায় প্রেরণের জন্য সকল যুক্তিসঙ্গত পদক্ষেপ গ্রহণ করিয়াছিল, অথবা উহার সমুদ্র অনুপযোগী অবস্থায় সমুদ্রে গমন পরিস্থিতির বিবেচনায় যৌক্তিক ও ন্যায্য ছিল, সর্বোচ্চ দুই বছরের করাদন্ডে অথবা সর্বোচ্চ এক লক্ষ ইউনিট অর্থদন্ডে অথবা উভয় দন্ডে দন্ডিত হইবে।

(২) প্রত্যেক বাংলাদেশ জাহাজের মাষ্টার যে জানিয়ে শুনিয়া জীবন বিপন্ন করে এইরূপ সমুদ্র অনুপযোগী অবস্থায় কোন জাহাজকে সমুদ্রে লইয়া যায় সে, যদি না সে প্রমাণ করে যে উক্তরূপ সমুদ্র অনুপযোগী অবস্থায় জাহাজখানির সমুদ্রে গমন পরিস্থিতির বিবেচনায় যৌক্তিক ও ন্যায্য ছিল, সর্বোচ্চ দুই বছরের কারাদন্ডে অথবা এক লক্ষ ইউনিট অর্থদন্ডে অথবা উভয় দন্ডে দন্ডিত হইবে।

(৩) যখন মহাপরিচালকের এইরূপ বিশ্বাস করিবার কারণ থাকে যে, বাংলাদেশের কোন বন্দরে অবস্থানরত কোন জাহাজ অনিরাপদ, অর্থাৎ উহা উপধারা (৪)-এ উল্লেখিত কোন কারণবশত যে প্রকার সেবা প্রদানের জন্য নিয়োজিত আছে তাহা বিবেচনায় লইলে জীবন বিপদাপন্ন না করিয়া সমুদ্রে গমনের অনুপযোগী, উক্ত জাহাজ সংশ্লিষ্ট প্রযোজ্য সামুদ্রিক কনভেনশনের শর্তাদি পূরণ না করা পর্যন্ত আটক হইতে পারিবে।

(৪) উপধারা (৩)-এ উল্লেখিত বিষয় সমূহ নিম্নরুপ-

- (ক) নিম্ন লিখিত বিষয়ের অবস্থা বা উদ্দেশ্যের অনুপযুক্তকতা-
  - (অ) জাহাজ বা উহার যন্ত্রাদি বা সরঞ্জামাদি;
  - (আ) জাহাজের যে কোন অংশ বা উহার যন্ত্রাদি বা সরঞ্জামাদি;
- (খ) লোকবলের ঘাটতি;
- (গ) অতিরিক্ত বা অনিরাপদ বা অযথাযথ মাল বোঝাই; বা
- (ঘ) দূষণ প্রতিরোধ ও জাহাজের নিরাপত্তা সংশ্লিষ্ট অন্য যে কোন বিষয়, এবং উক্ত উপধারায় সমুদ্রে গমনের উল্লেখ, যেক্ষেত্রে জাহাজখানির উদ্দেশ্য সাধনের জন্য সমুদ্রে যাইবার প্রয়োজন পড়ে না, উক্তরূপ অভিযানের প্রতি ইঙ্গিত হইবে।

১৯২। সমুদ্রোপযোগিতা সম্পর্কে নাবিকের প্রতি মালিকের দায়িত্ব

(১) কোন বাংলাদেশ জাহাজের নাবিক এবং উহার মাষ্টার বা নাবিকের মধ্যকার প্রত্যেক প্রকাশ্য ও প্রচ্ছন্ন চুক্তিতে, ভিন্নরূপ কোন শর্ত স্বত্বেও, মালিকের উপর এমন একটি প্রচ্ছন্ন দায়িত্ব থাকিবে যে উক্ত মালিক ও মাষ্টার এবং উক্তরূপ জাহাজে মাল বোঝাই, জাহাজটিকে সমুদ্রের জন্য প্রস্তুতকরণ, বা উহাকে সমুদ্রে প্রেরণ ইত্যাদির জন্য দায়িত্ব প্রাপ্ত সকল এজেন্ট, অভিযানের প্রারম্ভে জাহাজখানিকে অভিযানের জন্য সমুদ্রোপযোগী করা নিশ্চিত করিবার জন্য সকল যুক্তি সঙ্গত ব্যবস্থা লইবে, এবং সমুদ্রযাত্রাকালীন সময়ে উহাকে সমুদ্রোপযোগী অবস্থায় রাখিবে।

(২) এই ধারার বিধানবালীর পরিপালন হইতেছে কিনা তাহা দেখিবার উদ্দেশ্যে মহাপরিচালক মালিকের অনুরোধক্রমে বা অন্য কোন ভাবে, কোন সমুদ্রগামী জাহাজের হাল, উপকরণাদি বা যন্ত্রাদি কোন সার্ভেয়ার দ্বারা সার্ভে বা পরিদর্শন করিবার ব্যবস্থা করিতে পারিবে।

৩২তম অধ্যায়

যাত্রীবাহী জাহাজ বিষয়ে বিশেষ বিধান

১৯৩। যেই জাহাজের ক্ষেত্রে এই অধ্যায় প্রযোজ্য হইবে

(১) এই অধ্যায় মোটরচালিত সমুদ্রগামী যাত্রাবাহী জাহাজের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে।

(৩) উপধারা (১)-এ যাহাই থাকুনা না কেন, মহাপরিচালক ঘোষনা করিতে পারিবে যে অধ্যায় ৩৩-এর যে কোন বা সকল বিধানাবলী পনেরজনের অধিক অ-নোঙ্গরকৃত যাত্রী বহনকারী কোন পালের জাহাজ বা যেকোন শ্রেণীর পালের জাহাজের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে।

১৯৪। “যাত্রীবাহী-জাহাজ নিরাপত্তা-সনদ” (Passenger Ship Safety Certificate) ব্যতীত যাত্রী বহনের উপর নিষেধাজ্ঞা

(১) কোন জাহাজ, বাংলাদেশের অভ্যন্তরীন বন্দর বা স্থান সমূহের ভিতরে বা বাংলাদেশের কোন বন্দর বা স্থান এবং বাংলাদেশের বাহিরের কোন বন্দর বা স্থানের ভিতরে, বারোজনের অধিক যাত্রী তুলিবে না বা বহন করিবে না, যদি না উহার এই অধ্যায়ের অধীনে কোন যাত্রীবাহী-জাহাজ নিরাপত্তা-সনদ থাকে যাহা উহার সম্ভাব্য সমুদ্রযাত্রা বা সেবার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।

(২) উপধারা (১)-এর কোন কিছুই এমন কোন জাহাজের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে না যাহার এই আইন কার্যকর হইবার পূর্বে মহাপরিচালক কর্তৃক প্রদত্ত যাত্রীবাহী-জাহাজ নিরাপত্তা-সনদ রহিয়াছে বলিয়া প্রতীয়মান হয়, যদি না সনদ হইতে ইহা দেখা যায় যে যেই সমুদ্রযাত্রা বা সেবায় উহা নিয়োজিত তাহার জন্য সনদখানি অপ্রযোজ্য, অথবা যদিনা এইরূপ বিশ্বাস করিবার কারন ঘটে যে সনদ প্রাপ্তির পরে জাহাজখানি ক্ষতিগ্রস্থ হইয়াছিল বা সমুদ্র অনুপযোগী হইয়াছিল বা অন্য কোনরূপে অকার্যকর হইয়াছিল।

(৩) এই ধারা প্রযোজ্য হয় এইরূপ কোন জাহাজের মাষ্টার বা মালিক উপধারা (১) কর্তৃক আরোপিত দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ হইলে এবং দোষী সাব্যস্ত হইলে অনধিক এক লক্ষ ইউনিট অর্থ দন্ডে অথবা অনধিক দুই বছরের কারাদন্ডে অথবা উভয় দন্ডে দন্ডিত হইবে।

১৯৫। যাত্রীবাহী-জাহাজ নিরাপত্তা-সনদ উপস্থাপন ব্যতিরেকে বন্দর ছাড়পত্র ইস্যু হইবে না

এই অধ্যায়ের অধীনে কোন জাহাজের যাত্রীবাহী-জাহাজ নিরাপত্তা-সনদ বাধ্যতামূলক হইলে, উক্তরূপ সনদের উপস্থাপন ব্যতিরেকে শুল্ক কমিশনার ছাড়পত্র ইস্যু করিবেনা এবং পাইলট প্রদান করিবে না।

১৯৬। যাত্রীবাহী-জাহাজ নিরাপত্তা-সনদ বিহীন জাহাজ আটকের ক্ষমতা

এই অধ্যায়ের অধীনে কোন জাহাজের যাত্রীবাহী-জাহাজ নিরাপত্তা-সনদ বাধ্যতামূলক হইলে, যদি উক্তরূপ সনদ ব্যতীত কোন জাহাজ বন্দর ত্যাগ করে বা ত্যাগ করিতে উদ্যত হয় তাহা হইলে শুল্ক কমিশনার বা সার্ভেয়ার কোন যৌক্তিক সময়ে জাহাজে আরোহন করিতে পারিবে এবং উক্তরূপ সনদ প্রাপ্তি পর্যন্ত উহাকে আটক করিতে পারিবে।

১৯৭। যাত্রীবাহী জাহাজ সম্পর্কিত অপরাধ সমূহ

(১) এই অধ্যায় এর অধীনে কোন জাহাজ বরাবর যাত্রীবাহী-জাহাজ নিরাপত্তা-সনদ ইস্যু হইয়া থাকিলে, যদি উক্ত জাহাজের কোন ব্যক্তি-

(ক) মাতাল বা উশৃঙ্খল হওয়াতে জাহাজের মালিক বা তাহার অধীনস্থ কোন ব্যক্তি তাহাকে জাহাজে আরোহন করিতে বাধা দেয় এবং তাহার প্রদত্ত, যদি থাকে, ভাড়া ফেরত দেওয়া সত্ত্বেও সে জাহাজে প্রবেশ করিবার চেষ্টা করে; অথবা

(খ) মাতাল বা উশৃঙ্খল হওয়াতে, জাহাজ মালিক বা তাহার অধীনস্থ কোন ব্যক্তি বাংলাদেশের কোন স্থানে নামিয়া যাইতে অনুরোধ করা সত্ত্বেও এবং তাহাকে তাহার প্রদত্ত ভাড়া, যদি থাকে, ফেরত দেওয়া সত্ত্বেও সে উক্তরূপ অনুরোধে কর্ণপাত না করিলে; অথবা

(গ) কোন যাত্রীকে উত্যক্ত করিলে এবং মাষ্টার বা অন্য কোন কর্মকর্তার নিষেধ সত্ত্বেও উহা অব্যাহত রাখিলে; অথবা

(ঘ) জাহাজে আরোহনের পরে জাহাজ বোঝাই হওয়ার কারনে মাষ্টার বা তাহার অধীনস্থ কোন ব্যক্তি কর্তৃক জাহাজ রওনা হওয়ার আগে নামিয়া যাওয়ার আদিষ্ট হওয়া সত্ত্বেও, এবং তাহার প্রদত্ত ভাড়া, যদি থাকে, ফেরত দেওয়া বা সাধিবার পরেও উক্ত অনুরোধ অমান্য করিলে; অথবা

(ঙ) ভাড়া পরিশোধ এড়াইবার উদ্দেশ্যে ভাড়া প্রদান ব্যতিরেকে ভ্রমন করিলে বা ভ্রমন করিতে উদ্যত হইলে; অথবা

(চ) যেই ভাড়া প্রদান করিয়াছে উহাতে যতদূর ভ্রমন করা সম্ভব তাহার অতিরিক্ত ভ্রমন করিলে; অথবা

(ছ) মাষ্টার বা অন্য কোন কর্মকর্তা কর্তৃক অনুরূদ্ধ হওয়া সত্ত্বেও ভাড়া প্রদান না করিলে বা টিকেট উপস্থাপন না করিলে, সে সর্বোচ্চ এক লক্ষ ইউনিট অর্থ দন্ডে দন্ডিত হইবে, কিন্তু উক্তরূপ শাস্তি সত্ত্বেও তাহার নিকট হইতে উপযুক্ত ভাড়া আদায় করা যাইবে।

(২) কোন জাহাজে অবস্থানরত কোন ব্যক্তি যদি ইচ্ছাকৃতভাবে এইরূপ কিছু করে যাহাতে জাহাজের কোন যন্ত্রাদির উপর হস্তক্ষেপ বা উহার ক্ষতি সাধিত হয়, অথবা জাহাজের চালনা বা ব্যবস্থাপনায় কোন নাবিকের উপর বাধা বা অন্তরায় হয় অথবা অন্য কোন ভাবে নাবিকের দায়িত্ব পালন বাধাগ্রস্থ হয়, তাহা হইলে সে সর্বোচ্চ এক লক্ষ ইউনিট অর্থদন্ডে দন্ডিত হইবে, কিন্তু এইরূপ শাস্তি তাহার নিকট হইতে তাহার উক্তরূপ অসদাচরণের কারনে সংঘটিত লোকসান বা ব্যয়ের ক্ষতিপূরণ আদায় করিবার পথে অন্তরায় হইবে না।

(৪) উপধারা (১) ও (২)-এর বিধানকে ক্ষুন্ন না করিয়া, জাহাজের মাষ্টার বা অন্য কোন কর্মকর্তা এবং তাহার সহায়তার জন্য ডাকা হইয়াছে এমন সকল ব্যক্তি, কোন ব্যক্তি অপরাধ সংঘটন করিলে, যাহার নাম ও ঠিকানা মাষ্টার বা উক্ত কর্মকর্তার জানা নাই, পরোয়ানা ব্যতীত আটক করিতে পারিবে এবং যথাশীঘ্র সম্ভব নিকটস্থ ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট আইন অনুযায়ী তাহাকে সমর্পন করিতে পারিবে।

১৯৮। অপরাধ - জাহাজ বা যন্ত্রাদিকে বাধা দান

(১) জাহাজের কোন যাত্রী বা অন্য কোন ব্যক্তি অবশ্যই-

(ক) জাহাজের কোন যন্ত্রাদি বা সরঞ্জামাদির কোন অংশে হস্তক্ষেপ বা বাধা দান করিবেনা; অথবা

(খ) জাহাজের কোন নাবিককে বাধা দান বা তাহার কোন ক্ষতি সাধন করিবেনা।

(২) কোন ব্যক্তি উপধারা (১)-এর বিধান লঙ্ঘন করিলে সে একটি অপরাধ সংঘটিত করিবে এবং সংক্ষিপ্ত বিচারে দোষী সাব্যস্ত হইলে অনধিক এক লক্ষ ইউনিট অর্থদন্ডে অথবা অনধিক ছয় মাসের কারাদন্ডে অথবা উভয় দন্ডে দন্ডিত হইবে।

(৩) কোন ব্যক্তি উপধারা (১)-এর বিধান লঙ্ঘন করিলে সে এক লক্ষ ইউনিট দেওয়ানী অর্থদন্ডে দন্ডিত হইবে।

১৯৯। অপরাধ - জাহাজে প্রবেশে নিষেধাজ্ঞা বা জাহাজ ত্যাগের আদেশ

(১) কোন ব্যক্তি-

(ক) জাহাজের মালিক বা মাষ্টার কর্তৃক জাহাজে আরোহনের অনুমতি না পাইলে উক্তরূপ আরোহন করিবে না; অথবা

(খ) জাহাজের মালিক বা মাষ্টার কর্তৃক জাহাজ হইতে অবতরণের নির্দেশ পাইলে জাহাজে অবস্থান করিবে না।

(২) যদি কোন ব্যক্তি উপধারা (১)-এর বিধান লঙ্ঘন করিলে সে একটি অপরাধ সংঘটিত করিবে এবং দোষী সাব্যস্ত হইলে অনধিক এক লক্ষ ইউনিট অর্থদন্ডে দন্ডিত হইবে।

২০০। অপরাধ - মাষ্টার প্রমুখের আটক করিবার ক্ষমতা

(১) যদি কোন জাহাজের মাষ্টার বা অন্য কোন কর্মকর্তা যুক্তিসঙ্গতভাবে বিশ্বাস করে যে কোন ব্যক্তি (অপরাধী) ধারা ১৯৮-এর বিধান লঙ্ঘন করিয়াছে, মাষ্টার বা কর্মকর্তা, অথবা মাষ্টার বা কর্মকর্তা কর্তৃক সাহায্যের জন্য ডাকা অন্য কোন ব্যক্তি, অপরাধীকে পরোয়ানা ব্যতীত আটক করিতে পারিবে।

(২) কোন ব্যক্তি উপধারা (১)-এর অধীনে কোন অপরাধীকে আটক করিলে, উক্তরূপ আটকের পর যথাশীঘ্র সম্ভব উক্ত অপরাধীকে এবং তাহার কাছে কোন সম্পত্তি পাওয়া গেলে তাহাও, একজন পুলিশ কর্মকর্তার নিকট প্রেরণ করিবে।

২০১। অতিরিক্ত যাত্রী বহনের দন্ড

(১) কোন যাত্রীবাহী জাহাজের মালিক বা মাষ্টার যাত্রীবাহী জাহাজের নিরাপত্তা সনদ কর্তৃক অনুমতিপ্রাপ্ত যাত্রী সংখ্যার অধিক যাত্রী বহন করিবে না, এবং যদি সে তাহা করে সে একটি অপরাধ সংঘটন করিবে এবং দোষী সাব্যস্ত হইলে অনধিক এক লক্ষ ইউনিট অর্থদন্ডে বা অনধিক দুই বছরের কারাদন্ডে অথবা উভয় দন্ডে দন্ডিত হইবে।

(২) মহাপরিচালক উপধারা (১)-এর বিধান লঙ্ঘনকারী কোন জাহাজকে যাত্রীবাহী-জাহাজ নিরাপত্তা-সনদ প্রতিপালন না করা অবধি আটক রাখিতে পারিবে।

২০২। যাত্রীবাহী জাহাজ হইতে মাতাল যাত্রী বহিষ্কার

কোন যাত্রীবাহী জাহাজের মাষ্টার, মদ্যপান বা অন্য কোন কারনে কোন ব্যক্তি যদি অন্যান্য যাত্রীদেরকে বিরক্ত বা ক্ষতিগ্রস্থ করে অথবা অশোভন আচরণ কওে, তাহা হইলে তাহাকে জাহাজে তুলিতে অস্বীকৃতি জানাইতে পারিবে, এবং উক্তরূপ ব্যক্তি যদি জাহাজে অবস্থান করে তাহা হইলে তাহাকে যেকোন সুবিধাজনক স্থানে নামাইয়া দিতে পারিবে; এবং এইরূপে কোন ব্যক্তির জাহাজে প্রবেশ নিষেধ হইলে বা তাহাকে জাহাজ হইতে নামাইয়া দিলে সে তাহার প্রদত্ত ভাড়া ফেরত পাইবার যোগ্য হইবে না।

২০৩। রিটার্ণ প্রদান

(১) বাংলাদেশী বা বিদেশী প্রত্যেক জাহাজের মাষ্টার যে বাংলাদেশ হইতে বাহিরের কোন স্থানে বা বাহিরের কোন স্থান হইতে বাংলাদেশে যাত্রী বহন করে, সে মহাপরিচালক কর্তৃক নির্ধারিত ব্যক্তির কাছে তৎকর্তৃক নির্ধারিত পদ্ধতিতে একটি রিটার্ণ জমা দিবে, এবং উক্তরূপ রিটার্ণে মোট যাত্রী সংখ্যা, প্রত্যেক শ্রেণীর যাত্রী সংখ্যা এবং যাত্রীদের বিষয়ে মহাপরিচালক কর্তৃক নির্ধারিত তথ্যাদি থাকিবে।

(২) প্রত্যেক যাত্রী জাহাজের মাষ্টার কর্তৃক রিটার্ণের জন্য চাহিত প্রয়োজনীয় তথ্যাদি জমা দিবে।

(৩) যদি কোন জাহাজের মাষ্টার এই ধারার অধীনে রিটার্ণ প্রদান করিতে ব্যর্থ হয়, অথবা কোন অসত্য তথ্য প্রদান করে, অথবা যদি কোন যাত্রী মাষ্টারকে রিটার্ণের প্রয়োজনীয় কোন তথ্য প্রদানে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করে, অথবা কোন অসত্য তথ্য প্রদান করে, মাষ্টার বা উক্তরূপ যাত্রী, প্রত্যেক অপরাধের জন্য এক লক্ষ ইউনিট অর্থদন্ডে দন্ডিত হইবে।

২০৪। যাত্রী বহনের বিষয়ে প্রবিধান প্রণয়নের ক্ষমতা

(১) মহাপরিচালক সরকারের অনুমোদনক্রমে যাত্রী বহনের বিষয়ে প্রবিধান প্রণয়ন করিতে পারিবে।

(২) উপধারা (১)-এর সাধারনত্বকে ক্ষুন্ন না করিয়া, মহাপরিচালক, সরকারের অনুমোদনক্রমে, নিম্নোক্ত যে কোন বা সকল বিষয়ে প্রবিধান প্রণয়ন করিতে পারিবে-

(ক) সার্ভে করিবার সময়, স্থান ও পদ্ধতি;

(খ) সার্ভে ঘোষণা প্রদান করিবার নিমিত্ত প্রতিপালনীয় নির্মাণ, যন্ত্রাদি, সরঞ্জামাদি এবং সাবডিভিশন লোড লাইনের নিশানা বিষয়ক শর্তাবলী;

(গ) দুই বা ততোধিক সার্ভেয়ার কর্তৃক জাহাজের সার্ভে;

(ঘ) সার্ভে করিবার ব্যাপারে সার্ভেয়ারের দায়িত্ব, এবং যেইখানে দুই বা ততোধিক সার্ভেয়ার নিয়োজিত, উক্তরূপ প্রত্যেক সার্ভেয়ারের নিজ নিজ দায়িত্ব;

(ঙ) সার্ভে ঘোষণা, যাত্রীবাহী-জাহাজ নিরাপত্তা-সনদ, “বিশেষ-বাণিজ্য-যাত্রী বহনকারী জাহাজ নিরাপত্তা সনদ” এবং “বিশেষ-বাণিজ্য-যাত্রী বহনকারী জাহাজ স্থান সনদ” ইত্যাদির আঙ্গিকে এবং উহাতে লিখিতব্য বিবরণাদির প্রকার; এবং

(চ) যেই হারে সার্ভের ফি গণনা করিতে হইবে তাহা।

(৩) উপধারা (১) কে সীমাবদ্ধ না করিয়া, প্রবিধানমালা নিম্ন লিখিত বিষয়ে বিধান প্রণয়ন করিতে পারিবে-

(ক) সরঞ্জামাদি;

(খ) বহনযোগ্য যাত্রীর সংখ্যা;

(গ) আবাসন;

(ঘ) রসদ ও পানি;

(ঙ) চিকিৎসা ও অস্ত্রোপচার গুদাম;

(চ) চিকিৎসা পরিদর্শন;

(ছ) চিকিৎসা কর্মী ও সহকারী;

(জ) হাসপাতাল আবাসন;

(ঝ) স্যানিটারী বিষয়;

(ঞ) শৃঙ্খলা;

(ট) যাত্রী তালিকা।

(৪) উপধারা (১)-কে সীমাবদ্ধ না করিয়া প্রবিধান নিম্নোক্ত বিষয়ে বিধান প্রণয়ন করিতে পারিবে-

(ক) রেক্‌কৃত জাহাজ বা কোন জাহাজ যাহা সমুদ্র যাত্রায় অগ্রসর হইতে অক্ষম তাহার মালিক ও মাষ্টারের যাত্রীদের প্রতি দায়িত্ব; এবং

(খ) চুক্তি বহির্ভূত অন্য কোন বন্দরে যাত্রীর অবতরণ।

(৫) প্রবিধান জাহাজে মালামাল এবং প্রাণী সম্পদ বহন বিষয়ে বিধান প্রণয়ন করিতে পারিবে।

(৬) উপধারা (৫) কে সীমাবদ্ধ না করিয়া প্রবিধান নিম্নোক্ত বিষয়ে বিধান প্রণয়ন করিতে পারিবে-

(ক) জাহাজে মালামাল বা প্রাণী সম্পদ বোঝাই, গুদামজাত বা বহন;

(খ) জাহাজ হইতে মালামাল এবং প্রাণী সম্পদ খালাস;

(গ) দফা (ক) বা (খ) তে উল্লেখিত কোন বিষয়ে নোটিশ প্রদান।

(৭) প্রবিধান বিপজ্জনক মালামাল বহন বিষয়ে বিধান প্রণয়ন করিতে পারিবে।

(৮) উপধারা (৭) কে সীমাবদ্ধ না করিয়া প্রবিধান নিম্নোক্ত বিষয়ে বিধান প্রণয়ন করিতে পারিবে-

(ক) যেই শ্রেণীর জাহাজে বিপজ্জনক মালামাল বহন করা যাইবে;

(খ) যেই পরিমান বিপজ্জনক মালামাল বাংলাদেশ বন্দর হইতে বহন করিতে পারিবে;

(গ) বাংলাদেশ বন্দরে বিপজ্জনক মালামাল বোঝাই বা খালাসের ক্ষেত্রে সতর্কতা;

(ঘ) বিপজ্জনক মালামালের বাংলাদেশ বন্দরে মোড়কজাত এবং গুদামজাত করণ সম্পর্কিত এবং উক্ত মালামাল বহনকারী খোলের বায়ু চালাচল বিষয়ক শর্তাবলী।

৩৩তম অধ্যায়
বিশেষ-বাণিজ্য-যাত্রী বহনকারী জাহাজ বিষয়ক বিধানাবলী

২০৫। এই অধ্যায় যেই জাহাজ সমূহের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য

এই অধ্যায় বাংলাদেশ বন্দর এবং পোতাশ্রয় হইতে এবং অভিমুখে পরিচালিত বিশেষ-বাণিজ্য-যাত্রী বহনকারী জাহাজের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে।

২০৬। সরকার কর্তৃক নির্দিষ্ট স্থান ব্যতীত অন্য কোন স্থান হইতে কোন জাহাজ অভিযানে অগ্রসর হইবে না

(১) সরকার কর্তৃক নির্দিষ্ট বাংলাদেশের কোন বিশেষ বাণিজ্য ব্যতীত কোন বন্দর বা স্থান হইতে কোন বিশেষ-বাণিজ্য-যাত্রী বহনকারী জাহাজ সমুদ্রে অগ্রসর হইবে না অথবা বিশেষ-বাণিজ্য-যাত্রী জাহাজে আরোহন বা জাহাজ হইতে অবতরণ করিবে না।

(২) উক্তরূপ নির্দিষ্টকৃত কোন বন্দর বা স্থান হইতে কোন জাহাজ সমুদ্রে অগ্রসর হওয়ার পর উক্তরূপ নির্দিষ্টকৃত বন্দর বা স্থান ব্যতীত অন্য কোন বন্দর বা স্থানে বিশেষ-বাণিজ্য-যাত্রী জাহাজে আরোহন করিবেনা।

২০৭। বহির্গমনের তারিখ বিষয়ে নোটিশ

(১) ধারা ২০৬-এর অধীনে মনোনীত কোন বন্দর বা স্থান হইতে সমুদ্রে অগ্রসর হইতে ইচ্ছুক কোন বিশেষ-বাণিজ্য-যাত্রী বহনকারী জাহাজের মালিক, এজেন্ট বা মাষ্টার, সরকার কর্তৃক এতদুদ্দেশ্যে নিযুক্ত কোন কর্মকর্তা যিনি প্রত্যয়ন কর্মকর্তা বলিয়া অভিহিত হইবেন, তাহাকে নোটিশ প্রদান করিবে, এবং নোটিশে জাহাজখানির বিশেষ-বাণিজ্য-যাত্রী বহনের তথ্য, তাহার গন্তব্য ও তাহার বহির্গমনের সময় উল্লেখ করিবে।

(২) উপধারা (১)-এর অধীনে নোটিশ বাংলাদেশের প্রথম বন্দর যেখানে যাত্রী সকল আরোহন করে সেইখান হইতে বহির্গমনের অন্তত চল্লিশ ঘন্টা পূর্বে প্রদান করিতে হইবে।

২০৮। জাহাজে আরোহন ও পরিদর্শনের ক্ষমতা

ধারা ২০৭-এর অধীনে নোটিশ প্রাপ্তির পরে, প্রত্যয়ন কর্মকর্তা অথবা তাহার অনুমোদিত কোন ব্যক্তি সকল সময়ে জাহাজে আরোহন করিতে পারিবে এবং এই আইনের প্রযোজ্য শর্তাবলী পরিপালন নিশ্চিত করিবার জন্য জাহাজ, উহার যন্ত্রাদি, রসদ ও গুদাম সমূহ পরিদর্শন করিতে পারিবে।

২০৯। প্রত্যয়ন এবং সার্ভে

(১) ৩২তম অধ্যায়ের বিধানাবলী যাহা যাত্রীবাহী জাহাজের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য তাহা বিশেষ-বাণিজ্য-যাত্রী বহনকারী জাহাজের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে, এবং কোন বিশেষ-বাণিজ্য-যাত্রী বহনকারী জাহাজ উহার যাত্রীবাহী-জাহাজ নিরাপত্তা-সনদের অতিরিক্ত “বিশেষ-বাণিজ্য-যাত্রী বহনকারী জাহাজ নিরাপত্তা সনদ” এবং “বিশেষ-বাণিজ্য-যাত্রী বহনকারী জাহাজ স্থান সনদ” ব্যতিরেকে সমুদ্রে যাত্রা করিবেনা, এবং এইরূপ উভয় সনদ প্রত্যয়ন কর্মকর্তা কর্তৃক সার্ভে ঘোষনা প্রাপ্ত হওয়ার পর ইস্যু করা হইবে, যাহাতে উল্লেখ থাকিবে যে বিশেষ-বাণিজ্য-যাত্রী বহনকারী জাহাজ বিষয়ক প্রযোজ্য সকল শর্তাবলী উক্ত জাহাজ প্রতিপালন করিয়াছে।

(২) প্রত্যয়ন কর্মকর্তা বা ধারা ২০৮-এর অধীনে জাহাজ পরিদর্শনের জন্য অনুমোদিত কোন ব্যক্তি, মাষ্টারকে একটি ছাড়পত্র প্রদান করিবে, যদি সে সন্তুষ্ট হয় যে ইহা করা যাইবে, এবং উক্তরূপ ছাড়পত্রে ইহা বিধৃত থাকিবে যে এই অংশের সমস্ত শর্তাদি যথাযথভাবে পরিপালিত হইয়াছে এবং তাহার মতে জাহাজখানি অভিযানের জন্য সর্বদিক হইতে উপযুক্ত এবং বিশেষ-বাণিজ্য-যাত্রীগণ সমুদ্র যাত্রায় সক্ষম এবং, যদি জাহাজখানি তীর্থ-যাত্রার জাহাজ হয়, মাষ্টারের মুচলেকা সম্পাদিত হইয়াছে।

(৩) “বিশেষ-বাণিজ্য-যাত্রী বহনকারী জাহাজ নিরাপত্তা সনদ” এবং “বিশেষ-বাণিজ্য-যাত্রী বহনকারী জাহাজ স্থান সনদ” একই দলিলে একত্রে হইতে পারিবে এবং নির্ধারিত আঙ্গিকে অনধিক এক বছরের মেয়াদে ইস্যু করা যাইবে।

২১০। বিধি প্রণয়নের বিশেষ ক্ষমতা

ধারা ২০৪-এর অধীনে বিধি প্রণয়নের ক্ষমতা ক্ষুন্ন না করিয়া সরকার, সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, বিশেষ-বাণিজ্য-যাত্রী বহনকারী জাহাজ বিষয়ক বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবে যাহা নিম্নোক্ত যেকোন বা সকল বিষয়ে হইবে-

(ক) আবাসনের স্থান, যাহা অর্ন্তভুক্ত করিবে উক্তরূপ আবাসন জায়গা, বাংকের (bunk) ব্যবস্থা ও উহার বিবরণাদি, হাসপাতাল ও প্রক্ষালনের সংখ্যা, আলো ও বাতাস সরবরাহ এবং সামিয়ানা ও অন্যান্য জায়গায় বায়ূ চলাচলের ব্যবস্থা;
(খ) ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের যাত্রীদের পৃথকীকরণের ব্যবস্থা;
(গ) বিশেষ-বাণিজ্য-যাত্রী বহনকারী জাহাজে বহনযোগ্য যাত্রীর সংখ্যা;
(ঘ) উত্তম আবহাওয়ায় যেই সমস্ত মৌসুমে যাত্রীগণকে আবহাওয়া ডেকে প্রতিস্থাপন করা যাইবে;
(ঙ) বৈরী আবহাওয়ার যে সমস্ত মৌসুমে যাত্রীগণ আবহাওয়া ডেকে আবাসিত হইতে পারিবে না, ডেকখানা বায়ুচলাচলের জন্য ব্যবহার করা ছাড়া;
(চ) বহির্গমন বন্দর এবং গন্তব্য বন্দরের মধ্যকার দূরত্বের উপর ভিত্তি করিয়া অভিযানের শ্রেণীভেদ, অভিযানের দৈর্ঘ্য, অথবা সরকার কর্তৃক এই উদ্দেশ্যে উপযুক্ত বলিয়া বিবেচিত অন্য যেকোন বিষয়;
(ছ) যাত্রীগণের জন্য সংরক্ষিত কোন জায়গায় মালামাল বহন বিষয়ক নিষেধাজ্ঞা বা বিধান;
(জ) জাহাজ হইতে যাত্রীদের লাগেজ খালাস এবং ডেক সমূহের মধ্যে হালকা লাগেজের জন্য পৃথক জায়গার ব্যবস্থা;
(ঝ) বাংলাদেশের কোন বন্দর বা স্থান হইতে বহির্গমন হইবে এইরূপ জাহাজে বিশেষ-বাণিজ্য-যাত্রীর স্থান নিশ্চিত করিবার জন্য যাহারা নিয়োজিত তাহাদের সহায়তা প্রদানকারী ব্যক্তিদের লাইসেন্স, তত্ত্বাবধান এবং নিয়ন্ত্রণ, এবং লাইসেন্স ব্যতীত ব্যক্তির নিষেধাজ্ঞা;
(ঞ) গলি, আইল ইত্যাদির জন্য নির্দিষ্ট জায়গা পৃথকীকরণ;
(ট) যেই স্কেল অনুসারে খাবার ঘর, শৌচাগার, ধৌতাগার, স্নানাগার, সজ্জাকক্ষ ও অন্যান্য সুবিধাদির ব্যবস্থা করা হইবে;
(ঠ) বৈরী আবহওয়ার মৌসুমে যেই শর্তাদির অধীনে যাত্রীরা উক্ত ডেকে ভ্রমন করিতে পারিবে;
(ড) বিশেষ-বাণিজ্য-যাত্রীদের জন্য কোন বিশেষ শ্রেণীর অভিযানে বাংকের ব্যবস্থা, এবং উক্তরূপ বাংকের আকৃতি ও অন্যান্য বিবরণাদি;
(ঢ) সমুদ্রযাত্রাকালীন সময়ে জাহাজের চিকিৎসা কর্মকর্তা (যদি থাকে) ও অন্যান্য কর্মকর্তার কার্যাবলী;
(ণ) অন্য ডেকের যাত্রীর উচ্চ ডেকে প্রবেশ;
(ত) যে সময়ের মধ্যে কোন বিশেষ শ্রেণীর জাহাজ যাত্রী উত্তোলনের পরে সমুদ্রে যাত্রা করিবে;
(থ) যেই সমস্ত শর্তাদির অধীনে প্রাণী সম্পদ জাহাজে বহন করা যাইবে;
(দ) নারী ও শিশুদের জন্য পৃথক আবাসনের ব্যবস্থা;
(ধ) এই অধ্যায়ের অধীনে নির্ধারিত হইতে পারে এইরূপ অন্য যেকোন বিষয়।

২১১। খাদ্য রন্ধন নিষিদ্ধ

বিশেষ-বাণিজ্য-যাত্রীগণ জাহাজে খাদ্য রন্ধন করিতে পারিবে না।

২১২। বহির্গমনরত বিশেষ-বাণিজ্য-যাত্রীর তালিকা

(১) বাংলাদেশের কোন বন্দর বা স্থান হইতে বহির্গমনের অথবা অভিযানে অগ্রসরমান প্রত্যেক বিশেষ-বাণিজ্য-যাত্রী বহনকারী জাহাজের মাষ্টার নির্ধারিত আঙ্গিকে প্রতিলিপিসহ একটি বিবৃতি স্বাক্ষর করিবে যাহাতে জাহাজে আরোহন করা সকল বিশেষ-বাণিজ্য-যাত্রীর সংখ্যা, তাহাদের লিঙ্গসহ, এবং নাবিকের সংখ্যা, উল্লেখ করিবে, এবং নির্ধারিত অন্য সকল বিবরণাদিও উল্লেখ করিবে এবং

উভয় কপি প্রত্যয়ন কর্মকর্তার নিকট প্রেরণ করিবে, যে, এন্ট্রি সমূহের সঠিকতা সম্পর্কে নিজেকে সন্তুষ্ট করিবার পরে, উহা প্রতিস্বাক্ষর করিবে এবং একটি কপি মাষ্টারকে ফেরত দিবে।

(২) যদি উক্তরূপে কোন যাত্রী তালিকা স্বাক্ষরিত এবং প্রেরিত হওয়ার পরে যেকোন সময়ে, কোন অতিরিক্ত বিশেষ-বাণিজ্য-যাত্রী জাহাজে উত্তোলন করা হয়, মাষ্টার তাহার তালিকার কপি উক্তরূপে সংযোজন করিবে, এবং তাহার স্বাক্ষরিত একটি অতিরিক্ত তালিকাতেও উক্তরূপ প্রত্যেক অতিরিক্ত যাত্রীর বিবরণ লিপিবদ্ধ করিবে।

(৩) মাষ্টারের তালিকার সংশোধিত কপি প্রত্যয়ন কর্মকর্তা, মাষ্টার যখন তাহার অতিরিক্ত তালিকা তাহাকে প্রেরণ করে তখন, স্বাক্ষর করিবে।

(৪) উপরোল্লিখিত শর্তাদি ধারা ২০৩-এ উল্লেখিত যাত্রী রিটার্ণের অতিরিক্ত, উহা কর্তৃক প্রতিস্থাপিত নহে।

২১৩। আগমনকারী বিশেষ-বাণিজ্য-যাত্রীর তালিকা

(১) বাংলাদেশের কোন বন্দরে বা স্থানে যেইখানে বিশেষ-বাণিজ্য-যাত্রী বহনকারী জাহাজ আগমন পূর্বক যাত্রী অবতরণ করানোর ব্যবস্থা করে, উক্তরূপ প্রত্যেক জাহাজের মাষ্টার, যাত্রী অবতরণের পূর্বে, সেইখানে নিযুক্ত প্রত্যয়ন কর্মকর্তার নিকট তাহার স্বাক্ষরিত একটি বিবৃতি প্রেরণ করিবে, যাহাতে সকল বিশেষ-বাণিজ্য-যাত্রী সংখ্যা, তাহাদের লিঙ্গসহ, উল্লেখ করিবে এবং অন্যান্য যাত্রী ও নাবিকের সংখ্যা এবং নির্ধারিত অন্যান্য বিবরণাদিও উল্লেখ করিবে।

(২) উপরোল্লিখিত শর্তাদি ধারা ২০৩-এ উল্লেখিত যাত্রী রিটার্ণের অতিরিক্ত, উহা কর্তৃক প্রতিস্থাপিত নহে।

২১৪। জাহাজে সংঘটিত মৃত্যু

প্রত্যেক বিশেষ-বাণিজ্য-যাত্রী বহনকারী জাহাজের মাষ্টার, দাপ্তরিক লগ্‌বুকে জাহাজে সংঘটিত প্রত্যেক মৃত্যু রেকর্ড করা ছাড়াও, ধারা ২১২-এর অধীনে তাহার নিকট ফেরত পাঠানো বিবৃতির কপিতে এবং অন্য কোন তাহার স্বাক্ষরিত অতিরিক্ত তালিকায় উক্তরূপ মৃত্যুর তারিখ এবং আনুমানিক কারন লিপিবদ্ধ করিবে এবং যখন জাহাজখানি তাহার গন্তব্যে পৌঁছায় তখন যাত্রী অবতরণের পূর্বেই বিবৃতিখানা উপস্থাপন করিবে-

(ক) গন্তব্য বাংলাদেশ হইলে শুল্ক কমিশনারের নিকট;

(খ) গন্তব্য বাংলাদেশের বাহিরে কোথাও হইলে বাংলাদেশ কনসুলার কর্মকর্তার নিকট।

২১৫। চিকিৎসা কর্মকর্তা ও সহকারী

(১) প্রত্যেক বিশেষ-বাণিজ্য-যাত্রী বহনকারী জাহাজে যাহাতে একশতর অধিক যাত্রী রহিয়াছে, যেই সংখ্যা বিশেষ-বাণিজ্য-যাত্রী, কেবিন যাত্রী ও নাবিক অর্ন্তভুক্ত করিবে, নির্ধারিত যোগ্যতা সম্পন্ন চিকিৎসা কর্মকর্তা থাকিবে। যদি উক্ত সংখ্যা এক হাজার অতিক্রম করে, এইরূপ দুইজন চিকিৎসা কর্মকর্তা থাকিবে এবং যদি উক্ত সংখ্যা দুই হাজার অতিক্রম করে এইরূপ তিনজন কর্মকর্তা থাকিবে, এবং উপরোল্লিখিত চিকিৎসা কর্মকর্তা ছাড়াও নির্ধারিত সংখ্যক সহকারীও থাকিবে।

(২) এইরূপ সকল চিকিৎসা কর্মকর্তা ও সহকারীর সেবা জাহাজের সকল বিশেষ-বাণিজ্য-যাত্রী বিনামুল্যে পাইবে।

(৩) যদি উপধারা (১)-এর বিধান অনুযায়ী কোন বিশেষ-বাণিজ্য-যাত্রী বহনকারী জাহাজ চিকিৎসা কর্মকর্তা ও সহকারী বহন না করে, মাষ্টার ও মালিক উভয়েই অনধিক এক লক্ষ ইউনিট অর্থদন্ডে দন্ডিত হইবে।

২১৬। বিশেষ-বাণিজ্য-যাত্রীদের রসদ সরবরাহে ব্যর্থতার শাস্তি

(১) যদি বিশেষ-বাণিজ্য-যাত্রী বহনকারী জাহাজের মাষ্টার, অথবা এতদুদ্দেশ্যে তাহার নিযুক্ত কোন ঠিকাদার, যুক্তিসঙ্গত কারণ ব্যতীত (যাহা প্রমানের দায়িত্ব তাহার নিজের) কোন বিশেষ-বাণিজ্য-যাত্রীকে নির্ধারিত খাবার ও পানির কোটা সরবরাহ করিতে ব্যর্থ হয়, সে, উক্তরূপ কোটা সরবরাহ না করা প্রত্যেক বিশেষ-বাণিজ্য-যাত্রীর জন্য অনধিক বিশ হাজার ইউনিট অর্থ দন্ডে দন্ডিত হইবে।

(২) যখন ইস্যুকৃত টিকেটের অধীনে কোন বিশেষ-বাণিজ্য-যাত্রী উপরোক্তরূপে খাদ্য সরবরাহ পাইতে অধিকারী না হয়, তাহা হইলে, উক্ত যাত্রীর ক্ষেত্রে উপধারা (১) এইরূপে প্রযোজ্য হইবে যেন উহাতে উল্লেখিত "খাদ্য" শব্দটি কর্তন হইয়াছে।

২১৭। বেআইনী বহির্গমন ও যাত্রী উত্তোলনের শাস্তি

(১) যদি এই অধ্যায়ের বিধান লঙ্ঘন করিয়া কোন বিশেষ-বাণিজ্য-যাত্রী বহনকারী জাহাজ বাংলাদেশী কোন বন্দর বা স্থান হইতে বহির্গমন করে বা অভিযানে অগ্রসর হয়, অথবা উক্তরূপ কোন বন্দর বা স্থানে বিশেষ-বাণিজ্য-যাত্রী অবতরন করায়, অথবা যদি উক্তরূপ কোন বিধান লংঘন করিয়া কোন ব্যক্তিকে এইরূপ কোন জাহাজ বিশেষ-বাণিজ্য-যাত্রী হিসাবে গ্রহন করে, তাহা হইলে মাষ্টার বা মালিক, জাহাজে বহনকৃত প্রত্যেক বিশেষ-বাণিজ্য-যাত্রীর জন্য, বা উক্তরূপে আরোহিত বা গৃহীত প্রত্যেক বিশেষ-বাণিজ্য-যাত্রীর জন্য, অনধিক তিন মাসের কারাদন্ডে বা অনধিক এক লক্ষ ইউনিট অর্থদন্ডে বা উভয় দন্ডে দন্ডিত হইবে; তৎসত্ত্বেও, এই ধারার অধীনে আরোপিত মোট কারাদন্ড দুই বছরের অধিক হইবে না।

(২) শুল্ক কমিশনার, যদি তাহার বিশ্বাস করিবার যুক্তিসঙ্গত কারন থাকে যে কোন জাহাজের মাষ্টার বা মালিক উপধারা (১)-এর অধীনে দন্ডপ্রাপ্ত হইয়াছে, বাংলাদেশের কোন বন্দরে বা স্থানে যখনি পাইবে তখনি উক্তরূপ জাহাজ আটক করিতে পারিবে, যতক্ষণ পর্যন্ত মাষ্টার বা মালিকের উপর উক্তরূপ আরোপিত অর্থদন্ডের অর্থ, ব্যয়সহ, আদায় না হয়।

২১৮। চুক্তি বহির্ভূত কোন বন্দর বা স্থানে বিশেষ-বাণিজ্য-যাত্রী অবতরণের শাস্তি

যদি কোন বিশেষ-বাণিজ্য-যাত্রী বহনকারী জাহাজের মাষ্টার কোন বিশেষ-বাণিজ্য-যাত্রীকে, তাহার অনুমতি ব্যতীত বা উক্তরূপ অবতরণ সমুদ্রের ঝুঁকি বা অপরিহার্য দূর্ঘটনার কারণে জরুরী না হইলে, চুক্তি বহির্ভূত কোন বন্দর বা স্থানে অবতরন করাইলে, উক্তরূপ প্রত্যেক অপরাধের জন্য মাষ্টার অনধিক তিন মাসের কারাদন্ডে বা অনধিক বিশ হাজার ইউনিট অর্থদন্ড বা উভয় দন্ডে দন্ডিত হইবে।

২১৯। বাংলাদেশ কনসুলার কর্মকর্তা কর্তৃক যাত্রী প্রেরণ

(১) বাংলাদেশের কোন বন্দর বা স্থান হইতে সমুদ্রযাত্রারত কোন জাহাজের কোন বিশেষ-বাণিজ্য-যাত্রী, তাহার নিজের কোন গাফিলতি বা ত্রুটি ব্যতিরেকে, জাহাজখানির গন্তব্য, বন্দর বা স্থান ব্যতীত বাংলাদেশের বাহিরের অন্য কোন বন্দর বা স্থানে, অথবা চুক্তি বহির্ভূত কোথাও, নিজেকে আবিষ্কার করে, তাহা হইলে উক্ত বন্দর বা স্থানের বা নিকটস্থ কোন বাংলাদেশ কনসুলার কর্মকর্তা উক্ত যাত্রীকে তাহার গন্তব্যে প্রেরণ করিতে পারিবে, যদি না জাহাজের মাষ্টার, মালিক বা এজেন্ট উক্ত যাত্রীর আগমনের আটচল্লিশ ঘন্টার মধ্যে উক্ত কর্মকর্তাকে এই মর্মে একটি লিখিত প্রতিশ্রুতি প্রদান করে যে, উক্ত যাত্রীকে পরবর্তী ছয় সপ্তাহের মধ্যে তাহার মূল গন্তব্যে পৌঁছাইয়া দেওয়া হইবে, এবং উক্তরূপে ঐ সময়ের মধ্যে প্রকৃতপক্ষেই তাহাকে পৌঁছাইয়া দেয়।

(২) বাংলাদেশ কনসুলার কর্মকর্তা কর্তৃক উক্তরূপে প্রেরিত কোন যাত্রী তাহার ভাড়া ফেরৎ বা কোনরূপ ক্ষতিপূরণের দাবীদার হইবে না।

২২০। যাত্রী প্রেরণের ব্যয় আদায়

(১) ধারা ২১৯-এর অধীনে বাংলাদেশ কনসুলার কর্মকর্তা কর্তৃক কোন যাত্রীকে গন্তব্যে প্রেরণের ব্যয়, তাহাকে উক্তরূপে গন্তব্যে প্রেরণের পূর্বে রক্ষণাবেক্ষণের ব্যয়সহ, যেই জাহাজে উক্ত যাত্রী ভ্রমন করিয়াছে সেই জাহাজের মালিক, ভাড়াকারী, এজেন্ট এবং মাষ্টারের সরকারের প্রতি সম্মিলিতভাবে ও পৃথক পৃথকভাবে একটি দেনা বলিয়া গণ্য হইবে।

(৩) উক্ত দেনা আদায়ের কোন কার্যধারায়, বাংলাদেশ কনসুলার কর্মকর্তা কর্তৃক প্রদত্ত ঘটনার বর্ণনা ও মোট ব্যয় সংবলিত একটি সনদ উক্তরূপ ব্যয় এবং উহা যে প্রকৃতই খরচ হইয়াছে তাহা সম্পর্কে প্রাথমিক প্রমাণ হইবে।

২২১। আরোহন ও অবতরণ বন্দরে প্রেরণীয় তথ্যাদি

(১) বাংলাদেশের অভ্যন্তরের কোন বন্দর বা স্থানে যেখানে বিশেষ-বাণিজ্য-যাত্রী বহনকারী জাহাজ যাতায়াত করে, যেখানে সরকার কর্তৃক এতদুদ্দেশ্যে নিযুক্ত কোন কর্মকর্তা, যেই বন্দর হইতে কোন জাহাজ সমুদ্রযাত্রা শুরু করে সেই বন্দরের উক্তরূপে নিযুক্ত কর্মকর্তার নিকট, এবং বাংলাদেশের অভ্যন্তরের যেই বন্দরে বিশেষ-বাণিজ্য-যাত্রীগন বা তাহাদের মধ্যে কেহ আরোহন বা অবতরণ করে সেই বন্দরের উক্তরূপে নিযুক্ত কর্মকর্তার নিকট, উক্ত বিশেষ-বাণিজ্য-যাত্রী বহনকারী জাহাজ ও উহাতে বহনকৃত বিশেষ-বাণিজ্য-যাত্রীগণ বিষয়ে এইরূপ বিবরণাদি প্রেরণ করিবে যাহা তাহার নিকট জরুরী বলিয়া প্রতীয়মান হয়।

(২) উপরোল্লিখিত কর্মকর্তা এইরূপ কোন জাহাজে আরোহন করিয়া বিশেষ বাণিজ্য যাত্রীসংখ্যা ও অন্যান্য বিষয়াবলী সম্পর্কিত এই অধ্যায়ের বিধানাবলী প্রতিপালিত হইয়াছে কিনা তাহা নির্ধারনের জন্য উহা পরিদর্শন করিতে পারিবে।

২২২। ধারা ২২১-এর অধীনে প্রেরিত তথ্য প্রমানস্বরূপ গ্রহনযোগ্য হইবে

এই অধ্যায়ের কোন দন্ড নির্ধারণ করিবার কার্যধারায় কোন দলিল যাহা উপধারা (১)-এর অধীনে প্রেরিত বিবরণাদি অথবা যথাযথভাবে সত্যায়িত কোন আদালতের কার্যধারার কপি বলিয়া প্রতীয়মান হয়, এবং এইরূপ অন্য কোন দলিল যাহা বাংলাদেশ কনসুলার কর্মকর্তা কর্তৃক প্রস্তুত ও স্বাক্ষর হইয়াছে বলিয়া প্রতীয়মান হয়, প্রমাণ হিসাবে গ্রহনযোগ্য হইবে, যদি এই অধ্যায়ের অধীনের কার্যধারাটি যেইস্থানে সম্পন্ন হইয়াছে উক্ত স্থানের বা উহার নিকটস্থ কোন স্থানের কোন কর্মকর্তার নিকট সরকারীভাবে ঘোষিত হইয়াছে বলিয়া প্রতীয়মান হয়।

২২৩। হাসপাতাল আবাসন

প্রত্যেক বিশেষ-বাণিজ্য-যাত্রী বহনকারী জাহাজ যাহা সাধারন অবস্থায় সর্বোচ্চ আটচল্লিশ ঘন্টার কোন অভিযানে একশতর অধিক যাত্রী বহন করিবার অনুমতিপ্রাপ্ত, তাহা জাহাজে একটি হাসপাতালের ব্যবস্থা রাখিবে, যাহা নির্ধারিত পদ্ধতিতে নিরাপত্তা, স্থান, স্বাস্থ্যবিধান প্রদান করিবে এবং জাহাজ যেই সর্বোচ্চ সংখ্যক যাত্রী বহন করিবার অনুমতিপ্রাপ্ত সেই সংখ্যার নির্ধারিত অনুপাতে আবাসন সুবিধা প্রদান করিবে।

২২৪। বিশেষ-বাণিজ্য-যাত্রী বহনকারী জাহাজে বর্হিমুখী অভিযানে তীর্থযাত্রী বহন করিবার ক্ষেত্রে মুচলেকা

(১) বাংলাদেশের কোন বন্দর বা স্থান হইতে কোন তীর্থযাত্রীবাহী বিশেষ-বাণিজ্য-যাত্রী বহনকারী জাহাজকে বন্দর ছাড়পত্র দেওয়া হইবে না যদি না উহার মাষ্টার, মালিক বা এজেন্ট এবং বাংলাদেশে বসবাসকারী দুইজন জামিনদার সরকারের অনুকূলে সরকার কর্তৃক নির্ধারিত অংকের একটি সম্মিলিত ও পৃথক মুচলেকা সম্পাদন করে, যাহা চলতি তীর্থ মরশুমে উক্ত জাহাজের সকল সমুদ্রযাত্রা আওতাভূক্ত করিবে, নিম্নোক্ত শর্তসাপেক্ষে:

- (ক) মাষ্টার ও চিকিৎসা কর্মকর্তা ও অন্য কর্মকর্তা, যদি থাকে, এই অধ্যায় ও ইহার অধীনে প্রণীত প্রবিধান সমূহ পরিপালন করিবে, এবং
- (খ) মাষ্টার, মালিক বা এজেন্ট, যাহা প্রযোজ্য হয়, ধারা ১৩১-এর অধীনে সরকার কর্তৃক দাবীকৃত যেকোন অংক পরিশোধ করিবে।

(৩) এই ধারার অধীনে এক মালিকের মালিকানাধীন এক বা সকল তীর্থ জাহাজের জন্য মুচলেকা দেওয়া যাইবে, এবং এইক্ষেত্রে প্রত্যেক জাহাজের জন্য মুচলেকার পরিমান হইবে এক লক্ষ টাকা।

২২৫। তীর্থযাত্রী আরোহনের পূর্বে চিকিৎসা পরিদর্শন ও অনুমতি প্রয়োজন

(১) বাংলাদেশের কোন বন্দর বা স্থানে কোন বিশেষ-বাণিজ্য-যাত্রী বহনকারী জাহাজ কোন তীর্থযাত্রী উত্তোলন করিবে না যতক্ষন পর্যন্ত ইহা সরকার কর্তৃক এতদুদ্দেশ্যে নির্ধারিত সময়, স্থান ও পদ্ধতিতে

স্বাস্থ্য পরীক্ষা সম্পন্ন না করে এবং যতক্ষন পর্যন্ত প্রত্যয়ন কর্মকর্তা তীর্থযাত্রী আরোহনের অনুমতি প্রদান না করে।

(২) যতদূর সম্ভব এবং এতদুদ্দেশ্যে প্রণীত কোন প্রবিধান সাপেক্ষে, মহিলা তীর্থযাত্রীদের স্বাস্থ্য পরীক্ষা মহিলা চিকিৎসা কর্মকর্তা কর্তৃক সম্পন্ন হইবে।

(৩) কোন তীর্থযাত্রী কোন বিশেষ-বাণিজ্য-যাত্রী বহনকারী জাহাজে গৃহীত হইবে না যদি না সে একটি স্বাস্থ্য সনদ উপস্থাপন করে যাহা এই ধারার অধীনে স্বাস্থ্য পরীক্ষাকারী চিকিৎসা কর্মকর্তার কর্তৃক স্বাক্ষরিত হইয়াছে, এবং যাহা প্রদর্শন করে যে উক্ত তীর্থযাত্রীকে যথাযথভাবে নির্ধারিত কার্যবিধির বিপরীতে টীকা দেওয়া হইয়াছে এবং নির্ধারিত সময়ের জন্য সঙ্গরোধে রাখা হইয়াছে।

(৪) যদি, এই ধারার অধীনে স্বাস্থ্য পরীক্ষাকারী কোন কর্মকর্তার মতে, কোন তীর্থযাত্রী কলেরা বা কলেরাজনিত অসুস্থতায় বা কোন বিপজ্জনকভাবে সংক্রামক কোন রোগে ভুগিতেছে, বা এইরূপ কোন সন্দেহজাত লক্ষণ প্রকাশ করিতেছে, তাহা হইলে উক্ত তীর্থযাত্রী আরোহনের অনুমতি পাইবে না।

(৫) উক্তরূপে কলেরা বা কলেরাজনিত অসুস্থতার বা কোন বিপজ্জনকভাবে সংক্রামক কোন রোগে ভুক্তভোগী কোন ব্যক্তি কর্তৃক দূষিত বা দূষিত হইয়াছে বলিয়া সন্দেহ হয় এইরূপ সকল বস্তু, কোন বিশেষ-বাণিজ্য-যাত্রী বহনকারী জাহাজে তুলিবার পূর্বে, এতদুদ্দেশ্যে সরকার কর্তৃক নিযুক্ত কোন চিকিসকের তত্ত্বাবধানে এবং নিধারিত পদ্ধতিতে জীবানুমুক্ত করিতে হইবে।

(৬) যদি কোন জাহাজের মাষ্টার স্বজ্ঞানে এই ধারার বিধানের লংঘন করিয়া কোন আক্রান্ত ব্যক্তি বা দূষিত বস্তু জাহাজে উত্তোলন করে, তাহা হইলে সে এইরূপ প্রত্যেক তীর্থযাত্রীর জন্য একলক্ষ ইউনিট অর্থদন্ডে বা এক বছরের কারাদন্ডে বা উভয় দন্ডে দন্ডিত হইবে।

২২৬। কতিপয় ক্ষেত্রে আরোহন-পরবর্তী স্বাস্থ্য পরীক্ষা

(১) যদি কোন বিশেষ-বাণিজ্য-যাত্রী বহনকারী জাহাজের ক্ষেত্রে, সকল তীর্থযাত্রী জাহাজে আরোহন করিবার পর, এইরূপ বিশ্বাস করিবার কারন থাকে যে কোন যাত্রী কলেরা বা কলেরাজনিত অসুস্থ্যতা বা কোন বিপজ্জনকভাবে সংক্রামিত ব্যধিতে আক্রান্ত, তাহা হইলে সরকার কর্তৃক নির্দেশিত পদ্ধতিতে জাহাজের সকল ব্যক্তির স্বাস্থ্য পরীক্ষা করা হইবে।

(২) যদি উক্তরূপ স্বাস্থ্য পরীক্ষার পর কোন ব্যক্তিকে কলেরা বা কলেরাজনিত অসুস্থতা বা কোন বিপজ্জনকভাবে সংক্রামিত কোন ব্যধিতে আক্রান্ত অবস্থয়, অথবা এইরূপ সন্দেহজনক কোন লক্ষন প্রকাশরত অবস্থায় পাওয়া যায়, সে তাহার মালিকানাধীন সকল জিনিসপত্রসহ সঙ্গে সঙ্গে জাহাজ হইতে অপসারিত হইবে।

২২৭। প্রত্যাবর্তনের ভাড়া থাকিতে হইবে

(১) বাংলাদেশের কোন বন্দর বা স্থানে কোন বিশেষ-বাণিজ্য-জাহাজে কোন তীর্থযাত্রী গৃহীত হইবে না যদি সে-

(ক) একটি ফেরৎ টিকেট ধারন করে, বা

(খ) সরকার, সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা যেইরূপ অংক নির্ধারণ করিবে রিটার্ণ টিকেটের সেইরূপ ব্যয় নির্ধারিত পদ্ধতিতে জমা না দেয়।

(২) সরকার কর্তৃক এতদুদ্দেশ্যে অনুমোদিত কোন কর্মকর্তা যদি এই মর্মে সন্তুষ্ট হয় যে উপরোক্ত যে কোন বা সকল শর্তাদি বিশেষ অবস্থা সাপেক্ষে পূরণ করা অসুবিধাজনক, তাহা হইলে যে কোন যাত্রীকে উহা হইতে অব্যাহতি দিতে পারিবে।

২২৮। টিকেট ইস্যু ও উপস্থাপন

(১) উপধারা (১) সাপেক্ষে, কোন বিশেষ-বাণিজ্য-যাত্রী বহনকারী জাহাজে ভ্রমনরত প্রত্যেক তীর্থযাত্রী, ভাড়া প্রদানের পর এবং অন্যান্য নির্ধারিত (যদি থাকে) শর্ত পূরণের পর নির্ধারিত আঙ্গিকে একটি টিকেট পাইবে, এবং এইরূপ কোন কর্মকর্তার নিকট এইরূপ কোন সময়ে উপস্থাপন করিতে বাধ্য থাকিবে যাহা নির্ধারিত হইবে।

(২) কোন তীর্থযাত্রী, যে ধারা ২২৭-এর অনুবিধি অনুযায়ী অব্যাহতি প্রাপ্ত হয় নাই, ফেরৎ টিকেট ব্যতীত কোন টিকেট পাইবে না, যদি না উক্ত ধারার অধীনে সে কোন টাকা জমা না দেয়।

(৩) কোন বিশেষ-বাণিজ্য-যাত্রী বহনকারী জাহাজে অভিযানের জন্য কোন তীর্থযাত্রী বরাবর ইস্যুকৃত কোন টিকেটের বিনিময়ে সে নির্ধারিত পরিমানে নির্ধারিত গুণসম্পন্ন খাদ্য ও পানীয় পাইবে, এবং সম্পূর্ণ ভ্রমনকালীন সময়ে বিনামুল্যে প্রয়োজনীয় ঔষধ ও চিকিৎসা পাইবে।

২২৯। গচ্ছিত অর্থ ও ভাড়া ফেরৎ

(১) ধারা ২২৫-এর অধীনে আরোহন করিতে পারে নাই এইরূপ, বা ধারা ২২৬-এর অধীনে অপসারিত বা অন্য কোনরূপে যাত্রা করিতে পারে নাই এইরূপ প্রত্যেক তীর্থযাত্রী তাহার ভাড়া বা ধারা ২২৭-এর অধীনে গচ্ছিত কোন অর্থ ফেরৎ পাইবে।

(২) কোন তীর্থযাত্রী, বাংলাদেশ হইতে রওনা হওয়ার তিন মাসের মধ্যে, জেদ্দার বাংলাদেশ কনসুলার কর্মকর্তাকে যদি এই মর্মে সন্তুষ্ট করিতে পারে যে সে হেজাজে থাকিয়া যাইতে ইচ্ছুক, বা যেই পথে বাংলাদেশ হইতে আসিয়াছে সেই পথ ব্যতিরেকে অন্য কোন পথে প্রত্যাবর্তনে ইচ্ছুক, তাহা হইলে ধারা ২৩৪-এর অধীনে গচ্ছিত কোন অর্থ ফেরৎ পাইবে, বা যদি তাহার ফেরৎ টিকেট থাকে তাহা হইলে ভাড়ার অর্ধেক ফেরৎ পাইবে।

(৩) যখন কোন তীর্থযাত্রী হেজাজে বা সেখানে যাওয়ার পথে মৃত্যুবরণ করে, এতদুদ্দেশ্যে নির্ধারিত পদ্ধতিতে লিখিতভাবে তাহার মনোনীত কোন ব্যক্তি, বা এইরূপ মনোনয়ন না থাকিলে তার আইনী প্রতিনিধি ধারা ২২৭-এর অধীনে গচ্ছিত কোন অর্থ ফেরৎ পাইবে, বা যদি তাহার ফেরৎ টিকেট থাকে তাহা হইলে ভাড়ার অর্ধেক ফেরৎ পাইবে।

(৪) যদি কোন তীর্থযাত্রী বাংলাদেশ হইতে বহির্গমনের ছয় মাসের মধ্যে হেজাজ হইতে বাংলাদেশে প্রত্যাবর্তনে ব্যর্থ হয়, অথবা যেই পথে আসিয়াছে সেই পথ ব্যতিরেকে অন্য কোন পথে বাংলাদেশে প্রত্যাবর্তন করে, সে অথবা নির্ধারিত পদ্ধতিতে লিখিতভাবে তাহার মনোনীত কোন ব্যক্তি ধারা ২২৭-এর অধীনে গচ্ছিত কোন অর্থ ফেরৎ পাইবে, বা যদি তাহার ফেরৎ টিকেট থাকে তাহা হইলে ভাড়ার অর্ধেক ফেরৎ পাইবে, যদি না এই ধারার অধীনে উক্তরূপ গচ্ছিত অর্থ বা ভাড়া ইতিমধ্যে তাহাকে ফেরৎ দেওয়া না হইয়া থাকে।

(৫) উপধারা (১), (২), (৩) ও (৪)-এর অধীনে গচ্ছিত অর্থ এবং ভাড়া ফেরত নির্ধারিত শর্ত ও কর্তন সাপেক্ষে হইবে।

২৩০। অদাবীকৃত অর্থ ও ভাড়া সরকারে ন্যাস্ত হইবে

(১) ধারা ২২৭-এর অধীনে গচ্ছিত সকল অর্থ যাহা নির্ধারিত সময়ের ভিতরে দাবী না করা হয় তাহা সরকারে ন্যাস্ত হইবে।

(২) যদি কোন তীর্থযাত্রী যে ধারা ২২৯-এর উপধারা (১)-এর অধীনে ভাড়া ফেরত পাইতে হক্‌দার, কিন্তু নির্ধারিত সময়ের ভিতরে উহা দাবী না করে, অথবা যদি কোন তীর্থযাত্রী যে ফেরত টিকেট ক্রয় করিয়াছে কিন্তু উক্ত টিকেটের ভিত্তিতে নির্ধারিত সময়ের ভিতরে হেজাজ হইতে প্রত্যাবর্তন হাসিল না করে এবং ধারা ২২৯-এর উপধারা (২), (৩) বা (৪)-এর অধীনে ভাড়ার অর্ধেক ফেরত না পায়, উক্তরূপ ভাড়া বা উহার অর্ধেক, যাহা প্রযোজ্য হয়, সরকারে ন্যাস্ত হইবে।

(৩) উপধারা (১) ও (২)-এর অধীনে সরকারে ন্যাস্ত অদাবীকৃত গচ্ছিত অর্থ ও ভাড়া, সরকার কর্তৃক সাধারন বা বিশেষ আদেশ দ্বারা গঠিত এইরূপ কোন কর্তৃপক্ষের নিকট হস্তান্তর হইবে যাহা তীর্থযাত্রীদের সহায়তার জন্য সংরক্ষিত তহবিলের প্রশাসনে নিয়োজিত।

২৩১। তীর্থ যাত্রীদের ফেরত টিকেট প্রযোজ্য হয় এইরূপ জাহাজ ব্যতীত অন্য কোন জাহাজে প্রত্যাবর্তনের ব্যয়

(১) উপধারা (২) সাপেক্ষে তীর্থযাত্রী বহনকারী কোন বিশেষ-বাণিজ্য-যাত্রী বহনকারী জাহাজের মাষ্টার, মালিক বা এজেন্ট, উক্ত জাহাজে হেজাজে বহনকৃত এবং বাংলাদেশে ইস্যুকৃত ফেরত টিকেট ধারণকারী সকল তীর্থ যাত্রীকে হজ্জের তারিখ হইতে নব্বই দিনের মধ্যে জেদ্দা হইতে ফেরত নিশ্চিত করিবে।

(২) উক্তরূপ নব্বই দিন গণনার উদ্দেশ্যে, জাহাজখানি, উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ কর্তৃক জেদ্দা বন্দরকে জীবাণু আক্রান্ত বলিয়া ঘোষিত হইলে বা যুদ্ধের কারণে বা মাষ্টার, মালিক বা এজেন্টের দোষের কারণে উদ্ভূত নহে এমন কোন কারণে, তীর্থ যাত্রীদেরকে প্রত্যাবর্তন করাইতে বাধাগ্রস্থ হইলে, উক্তরূপ সময় উক্তরূপ গণনার ক্ষেত্রে বিবেচনায় লওয়া যাইবে না।

২৩২। তীর্থ যাত্রী বহনরত বিশেষ-বাণিজ্য-যাত্রী বহনকারী জাহাজের ভ্রমনের নোটিশ

(১) বাংলাদেশের কোন বন্দর বা স্থান হইতে কোন বিশেষ-বাণিজ্য-যাত্রী বহনকারী জাহাজ তীর্থযাত্রী বহন করিয়া অভিযানে বাহির হইতে ইচ্ছুক হইলে উহার মাষ্টার, মালিক বা এজেন্ট, তীর্থযাত্রী বহনের জন্য উক্ত জাহাজের বিজ্ঞাপন প্রচারের পূর্বে বা উক্ত জাহাজে বহন করিবার জন্য কোন তীর্থ যাত্রীর নিকট টিকেট বিক্রয়ের পূর্বে, অতঃপর “বন্দর হজ্ব কর্মকর্তা” বলিয়া অভিহিত নির্ধারিত কর্মকর্তার নিকট, যেই বন্দর বা স্থান হইতে জাহাজখানি সমুদ্রযাত্রা শুরু করিবে এবং তীর্থযাত্রী উত্তোলনের জন্য অন্য যেইসব বন্দর বা স্থানে যাত্রা বিরতি করিবে সেইরূপ বন্দর বা স্থানে জাহাজখানির শ্রেণী, টনেজ ও বয়স, প্রত্যেক শ্রেণীর সর্বোচ্চ সংখ্যক টিকেট যাহা ইস্যু হইবে, প্রত্যেক শ্রেণীর টিকেটের সর্বোচ্চ মূল্য, উক্ত বন্দর বা স্থান হইতে জাহাজখানি বহির্গমনের তারিখ, যেই সমস্ত বন্দরে উহা যাত্রাবিরতি করিবে, জাহাজখানির গন্তব্য এবং উহার সম্ভাব্য আগমনের তারিখ ইত্যাদির পূর্ণাঙ্গ বিবরণী প্রেরণ করিবে।

(২) বন্দর হজ্ব কর্মকর্তা কর্তৃক চাহিবার তিন দিনের মধ্যে মাষ্টার, মালিক বা এজেন্ট উপধারা (১)-এ বর্ণিত বিষয়ে এইরূপ অন্যান্য সকল তথ্য যাহা উক্ত কর্মকর্তা লিখিতভাবে চাহিবে তাহা সরবরাহ করিবে।

(৩) তীর্থযাত্রী বহন করিতে ইচ্ছুক মাষ্টার, মালিক বা এজেন্ট, বাংলাদেশের কোন বন্দর বা স্থান হইতে বহির্গমনের কমপক্ষে দশদিন পূর্বে নির্ধারিত পদ্ধতিতে উক্তরূপ বন্দর বা স্থানে বিজ্ঞাপন প্রচার করিবে।

২৩৩। বহির্গমনে বিলম্বের কারণে ক্ষতিপূরণ

(১) উপধারা (২) ও (৩) সাপেক্ষে ধারা ২৩২ এর উপধারা (৩)-এর অধীনে বিজ্ঞাপিত তারিখে কোন বন্দর বা স্থান হইতে যাত্রা করিতে ব্যার্থ হইলে, মাষ্টার, মালিক বা এজেন্ট উক্ত তারিখে বা উহার পূর্বে যেই সকল তীর্থযাত্রী ভাড়া প্রদান করিয়াছে তাহাদের প্রত্যেককে উক্ত তারিখের পরবর্তী প্রতিদিনের বিলম্বের জন্য পাঁচশত টাকা করিয়া ক্ষতিপূরণ প্রদান করিবে।

(২) উপধারা (১)-এ উল্লেখিত ক্ষতিপূরণ, মাষ্টার, মালিক বা এজেন্টের দোষ ব্যাতীত অন্য কোন কারণে জাহাজের বহির্গমন বিলম্বিত হইলে (যাহা প্রমাণের দায়িত্ব মাষ্টার, মালিক বা এজেন্টের), প্রদত্ত হইবে না।

(৩) উপধারা (১)-এ উল্লেখিত কোন ক্ষতিপূরণ প্রদান করা হইলে, বা কোন বন্দর বা স্থান হইতে জাহাজ বহির্গমনে বিলম্বের কারণে কোন তীর্থযাত্রীকে প্রদেয় হইলে, এবং অতঃপর অন্য কোন বন্দর বা স্থান হইতে যদি বহির্গমনে বিলম্ব হয় তাহা হইলে উক্ত তীর্থযাত্রী শুধুমাত্র সেই সময়ের জন্য ক্ষতিপূরণ প্রাপ্য হইবে যাহা যেই বিলম্বের জন্য সে ইতিমধ্যে ক্ষতিপূরণ প্রাপ্ত হইয়াছে বা হক্দার হইয়াছে তাহার অতিরিক্ত হয়।

(৪) উক্তরূপ ব্যর্থতার ক্ষেত্রে, মাষ্টার, মালিক বা এজেন্ট যেই বন্দর বা স্থানে বিলম্ব ঘটিয়াছে উহার বন্দর হজ্ব কর্মকর্তাকে বহির্গমনের বিজ্ঞপ্তির তারিখে বা তাহার পূর্বে ইস্যুকৃত প্রত্যেক শ্রেণীর টিকেটের সংখ্যা সম্পর্কে অনতিবিলম্বে অবহিত করিতে বাধ্য থাকিবে।

(৫) উপধারা (৬) ও (৭) সাপেক্ষে, উপধারা (১)-এর অধীনে তীর্থযাত্রীদের ক্ষতিপূরণ হিসেবে প্রদেয় সকল অর্থ মাষ্টার, মালিক বা এজেন্ট কর্তৃক যেই বন্দর বা স্থানে উক্তরূপ বিলম্ব ঘটে উহার বন্দর হজ্ব কর্মকর্তাকে, উক্তরূপ কর্মকর্তা হইতে পরিশোধযোগ্য অর্থের পরিমাণ সম্বলিত নোটিশ প্রাপ্তির পরে, প্রদান করিবে; এবং বন্দর হজ্ব কর্মকর্তা নির্ধারিত পদ্ধতিতে প্রত্যেক তীর্থযাত্রীকে তাহার বিলম্বের জন্য ক্ষতিপূরণ প্রদান করিবে।

(৬) যদি কোন মাষ্টার, মালিক বা এজেন্ট আপত্তি উত্থাপন করে যে উক্তরূপ নোটিশে উল্লেখিত অর্থ অথবা উহার কোন অংশ প্রদেয় নহে, পরিশোধিত অর্থ অথবা যেই অর্থ লইয়া কোন দ্বন্দ্ব নাই সেই পরিমাণ অর্থ পরিশোধের পর বাকী অর্থ আপত্তি বিষয়ে সিদ্ধান্ত না হওয়া পর্যন্ত গচ্ছিত থাকিবে।

(৭) যদি কোন কারণে কোন তীর্থ যাত্রীকে প্রদেয় ক্ষতিপূরণ তাহার আরোহনের সময় অথবা গন্তব্য বন্দরে তাহার অবতরণের সময় তাহাকে প্রদান করা না যায়, তাহা হইলে অপরিশোধিত অর্থ ধারা ২৩০-এর উপধারা (৩)-এ উল্লেখিত কোন কর্তৃপক্ষের নিকট হস্তান্তর করিতে হইবে।

(৮) যদি মাষ্টার, মালিক বা এজেন্ট আপত্তি উত্থাপন করে যে উপধারা (৫)-এর অধীনে ইস্যুকৃত নোটিশে উল্লেখিত অর্থ বা উহার কোন অংশ প্রদেয় নহে, সে, এইরূপ অর্থ পরিশোধের সময়, কারণসহ তাহার আপত্তি বন্দর হজ্জ্ব কর্মকর্তাকে প্রদান করিবে, এবং বন্দর হজ্জ্ব কর্মকর্তা অতঃপর, হয় উক্তরূপ আপত্তির প্রেক্ষিতে উক্তরূপ নোটিশ বাতিল বা পরিবর্তন করিবে এবং উপধারা (৫)-এর অধীনে গচ্ছিত অর্থ ফেরত প্রদান করিবে, নতুবা আপত্তিটি যেই বন্দরে বা স্থানে জাহাজ বিলম্বিত হইয়াছিল সেই বন্দরের এখতিয়ার সম্পন্ন কোন ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট তাহার সিদ্ধান্তের জন্য প্রেরণ করিবে ও এবং উক্তরূপে প্রেরিত বিষয়ে ম্যাজিস্ট্রেটের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত হইবে।

(৯) যদি উপধারা (৮)-এর অধীনে প্রেরিত বিষয়ে ম্যাজিস্ট্রেট সিদ্ধান্তে উপনীত হয় যে গচ্ছিত অর্থ উপধারা (১)-এর অধীনে ক্ষতিপূরণ হিসেবে প্রদেয় নহে, তাহা হইলে উক্ত অর্থ মাষ্টার, মালিক বা এজেন্টের নিকট ফেরত প্রদান করিবে।

(১০) ধারা ২৩৯-এর উপধারা (৩)-এর অধীনে বিজ্ঞাপিত তারিখে কোন বন্দর বা স্থান হইতে তীর্থযাত্রী বহনকারী কোন জাহাজ বহির্গমনে ব্যর্থ হইলে উক্ত বন্দর বা স্থানের বন্দর হজ্জ্ব কর্মকর্তা এইরূপ ব্যর্থতা সম্পর্কে ঐ স্থানের বন্দর ছাড়পত্র প্রদানের জন্য অনুমোদিত কর্মকর্তাকে অনতিবিলম্বে নোটিশ প্রদান করিবে, এবং উক্ত কর্মকর্তা উক্ত জাহাজকে বন্দর ছাড়পত্র প্রদান করিবে না যতক্ষণ পর্যন্ত মাষ্টার, মালিক বা এজেন্ট বন্দর হজ্জ্ব কর্মকর্তা কর্তৃক প্রদত্ত সনদ উপস্থাপন না করে যাহাতে প্রত্যায়িত হয় যে এই ধারার অধীনে যাত্রার তারিখ পর্যন্ত ক্ষতিপূরণ হিসেবে প্রদেয় সকল অর্থ পরিশোধিত হইয়াছে।

২৩৪। জাহাজ প্রতিস্থাপন

ধারা ২৩২ বা ২৩৩-এ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, তীর্থযাত্রী বহনের জন্য ধারা ২৩২ এর উপধারা (৩)-এর অধীনে কোন জাহাজ বিজ্ঞাপিত হইলে, বিজ্ঞাপিত তারিখ হইতে যাত্রা বিলম্বিত হইলে বা বিলম্ব হওয়ার সম্ভাবনা থাকিলে, মালিক বা এজেন্ট, সরকারের লিখিত অনুমতি লইয়া, উক্ত জাহাজ অন্য কোন জাহাজ দ্বারা যাহা প্রত্যেক শ্রেণীর একই সংখ্যক যাত্রী বহন করিতে সক্ষম প্রতিস্থাপন করিতে পারিবে এবং উক্তরূপ অনুমতি লইয়া যখন উক্তরূপে কোন জাহাজ প্রতিস্থাপিত হয়, তখন উক্তরূপ প্রতিস্থাপিত জাহাজ বিষয়েই বিজ্ঞাপন প্রচার হইয়াছিল বলিয়া ধরিয়া লওয়া হইবে, এবং উক্ত ধারাসমূহের সকল বিধানাবলী উক্তরূপ প্রতিস্থাপিত জাহাজের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে।

২৩৫। স্বাস্থ্যবিধান কর মাষ্টার কর্তৃক প্রদেয়

কোন জাহাজ যে সকল বন্দর ভ্রমন করিবে উহাদের আইনী কর্তৃপক্ষ কর্তৃক আরোপিত তীর্থযাত্রীদের স্বাস্থ্যবিধান কর মাষ্টার কর্তৃক প্রদত্ত হইবে।

২৩৬। প্রবিধান প্রণয়নের ক্ষমতা

(১) সরকার, সরকারী গেজেটে বিজ্ঞাপন দ্বারা এই অধ্যায়ের উদ্দেশ্যে পূরণকল্পে প্রবিধান প্রণয়ন করিতে পারিবে।

(২) বিশেষভাবে এবং উক্তরূপ ক্ষমতাকে ক্ষুন্ন না করিয়া, এইরূপ প্রবিধান নিম্নোক্ত যেকোন বা সকল বিষয়ে বিধান প্রণয়ন করিতে পারিবে-

  (ক) তীর্থযাত্রীদের সরবরাহ করিতে হইবে এইরূপ খাদ্য ও পানীয়ের মূল স্কেল ও সরবরাহ করিবার পদ্ধতি, এবং উক্তরূপ খাদ্য ও পানীয়ের মান;

  (খ) মূল স্কেল অনুসারে সরবরাহকৃত খাদ্য ও পানীয়র অতিরিক্ত যে ধরনের খাদ্য মূল্যের বিনিময়ে তীর্থযাত্রীদের নিকট সহজলভ্য হইবে;

  (গ) হাসপাতাল আবাসন ও স্বাস্থ্য গুদাম, জীবানুমুক্তকারী রাসায়নিক পদার্থ এবং অন্যান্য উপকরণাদির ধরণ ও ব্যাপ্তি যাহা তীর্থযাত্রীদের স্বাস্থ্য সুরক্ষা, পরিচ্ছন্নতা, ও শালীনতার জন্য তাহাদেরকে বিনামুল্যে সরবরাহ করা হইবে;

(ঘ) ধারা ২১২ এবং ২১৩-এর অধীনে মাষ্টার কর্তৃক সরবরাহযোগ্য বিবৃতি সমূহের আঙ্গিক এবং উহাতে লিপিবদ্ধ করিতে হইবে এইরূপ বিবরণাদি;

(ঙ) এই অধ্যায়ের অধীনে বহন করিতে হইবে এইরূপ চিকিৎসা কর্মকর্তা ও সহকারীদের নিয়োগ;

(চ) কোন তীর্থযাত্রী জাহাজে তুলিবার পূর্বে যেই পদ্ধতিতে দূষিত বস্তু সমূহ জীবানুমুক্ত করিতে হইবে;

(ছ) ধারা ২২৭-এর উদ্দেশ্যে যেই পদ্ধতিতে অর্থ গচ্ছিত থাকিবে, এবং উক্ত ধারার বিধানাবলী কার্যকর করিবার লক্ষ্যে সরকারের মতে যেই সমস্ত ব্যবস্থা প্রয়োজনীয় সেইসব বিষয় সম্পর্কিত অন্য কোন বিষয়;

(জ) তীর্থ যাত্রায় ইচ্ছুক যাত্রীদের টিকেট সরবরাহ, টিকেটের আঙ্গিক এবং উহাতে উল্লেখ্য শর্তাদি ও অন্যান্য বিষয়;

(ঝ) ধারা ২৩৬-এর অধীনে গচ্ছিত অর্থ ও ভাড়া ফেরত এবং যেই পদ্ধতিতে উক্ত ধারার অধীনে অর্থ ফেরতের জন্য কোন ব্যক্তি মনোনীত হইবে;

(ঞ) যেই সময় অতিবাহিত হইলে ফেরৎযোগ্য কিন্তু অ-দাবীকৃত ভাড়া বা গচ্ছিত অর্থ সরকারে ন্যাস্ত হইবে এবং যেই উদ্দেশ্যে উক্তরূপ অর্থ ব্যবহৃত হইবে;

(ট) ধারা ২৩২-এর অধীনে যেই পদ্ধতিতে প্রস্তাবিত বহির্গমন তারিখ বিজ্ঞাপিত হইবে, এবং যেই পদ্ধতিতে ধারা ২৩৩-এর অধীনে তীর্থযাত্রীদের ও বন্দর হজ্জ্ব কর্মকর্তাকে অর্থ পরিশোধ করিতে হইবে, এবং উক্ত ধারার অধীনের কার্যধারায় মাষ্টার, মালিক বা এজেন্ট কর্তৃক এবং বন্দর হজ্জ্ব কর্মকর্তা ও ম্যাজিষ্ট্রেট কর্তৃক যেই পদ্ধতি অনুসৃত হইবে;

(ঠ) এই অধ্যায়ের অধীনে এতদুদ্দেশ্যে নির্দিষ্ট বন্দর বা স্থানে তীর্থযাত্রীগণ যেইরূপ স্থানীয় সীমার মধ্যে ও যেই সময় ও পদ্ধতিতে জাহাজে উঠিবে ও নামিবে;

(৩) যদি তীর্থযাত্রী বহনকারী জাহাজের মাষ্টার বা চিকিৎসা কর্মকর্তা, যদি থাকে, যুক্তি সঙ্গত কারণ ব্যতিরেকে (যাহা প্রমাণের দায়িত্ব তাহার নিজের), এই অধ্যায় এর অধীনে প্রণীত কোন বিধি লঙ্ঘন তার বা প্রতিপালনে গাফিলতি করে তাহা হইলে সে, উক্তরূপ প্রত্যেক অপরাধের জন্য, সর্বোচ্চ বিশ হাজার ইউনিট অর্থ দন্ডে দন্ডিত হইবে।

২৩৭। আর্ন্তজাতিক স্বাস্থ্যবিধি পরিপালন

বিশেষ-বাণিজ্য-যাত্রী বহনকারী জাহাজসমূহ আর্ন্তজাতিক স্বাস্থ্য বিধি সমূহ মানিয়া চলিবে, উক্তরূপ স্বাস্থ্য বিধির অর্থ অনুযায়ী অভিযানের ধরন ও অবস্থার দিকে লক্ষ্য রাখিয়া।

২৩৮। প্রবিধান ভঙ্গের শাস্তি ও কার্যধারা

এই অধ্যায়ের অধীনে কোন প্রবিধান তৈরীর ক্ষেত্রে, সরকার নির্দেশ দিতে পারিবে যে উক্তরূপ প্রবিধান লংঘনের ক্ষেত্রে শাস্তি হইবে অনধিক এক লক্ষ ইউনিট অর্থদন্ড, যদি না উক্তরূপ লংঘনের কোন দন্ড এই অধ্যায়ে বিধান করা হইয়া থাকে।

৩৪ তম অধ্যায়
মৎস্য জহাজ, প্রমোদতরী ও অন্যান্য ক্ষুদ্র তরী

২৩৯। এই অধ্যায়ের প্রয়োগ

এই অধ্যায় ইঞ্জিনচালিত সমুদ্রগামী মৎস্য জাহাজ, প্রমোদতরী ও নির্ধারিত হইতে পারে এইরূপ অন্যান্য ক্ষুদ্র তরীর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে।

২৪০। টনেজ নির্ধারন

এই ধারার উদ্দেশ্যে, মৎস্য জাহাজের টনেজ ধারা ২৫৭-এর অধীনে টনেজ নির্ণয়ের উদ্দেশ্যে প্রণীত প্রবিধান অনুযায়ী নির্ধারিত হইবে।

২৪১। মৎস্য জাহাজের নিবন্ধন

(১) এই অধ্যায় প্রযোজ্য হয় এইরূপ প্রত্যেক মৎস্য জাহাজ এই ধারা অনুযায়ী নিবন্ধিত হইবে।

(২) আপাতত বলবৎ কোন আইনের অধীনে বাংলাদেশের কোন বন্দরে এই অধ্যায় কার্যকর হইবার পূর্বে যেকোন সময়ে নিবন্ধিত মৎস্য জাহাজ এই অধ্যায় এর অধীনে নিবন্ধিত বলিয়া গণ্য হইবে এবং বাংলাদেশে নিবন্ধিত একটি মৎস্য জাহাজ বলিয়া স্বীকৃত হইবে, এবং যদি উহা এই অধ্যায়ের অধীনে নিবন্ধিত না হয় তাহা হইলে মহাপরিচালক কর্তৃক বাতিল হইবে;

(৩) প্রত্যেক মৎস্য জাহাজের মালিক নির্ধারিত আঙ্গিকে বাংলাদেশ জাহাজ নিবন্ধকের নিকট উক্ত জাহাজের বিপরীতে নিবন্ধন সনদ প্রদান করিবার জন্য আবেদন করিবে এবং নির্ধারিত পদ্ধতিতে জাহাজের টনেজ নির্ণয় করিবে।

(৪) নিবন্ধক আবেদনে উল্লেখিত বিবরণাদি সম্পর্কে যেই প্রকার অনুসন্ধান করা প্রয়োজন মনে করিবে তাহা করিবে, এবং "মৎস্য জাহাজ নিবন্ধন বহি" বলিয়া অভিহিত একটি নিবন্ধন বহিতে উক্তরূপ জাহাজ বিষয়ক নিম্নোক্ত বিবরণাদি লিপিবদ্ধ করিবে, যথা-
   - (ক) জাহাজের নাম, যেই স্থানে উহা তৈরী হইয়াছিল এবং উহা যেই বন্দরের জাহাজ;
   - (খ) উপরোক্তভাবে নির্ণীত উহার টনেজ;
   - (গ) ইঞ্জিনের ধরণ;
   - (ঘ) মালিকের নাম, পেশা ও ঠিকানা;
   - (ঙ) জাহাজের জন্য নির্দিষ্টকৃত বর্ণ ও সংখ্যা;
   - (চ) জাহাজের বিপরীতে মালিক কর্তৃক প্রদত্ত কোন বন্ধক;
   - (ছ) নির্ধারিত অন্য কোন বিবরণাদি।

(৫) উপধারা (৪) অনুযায়ী মৎস্য জাহাজ নিবন্ধন বহিতে জাহাজ সম্পর্কিত বিবরণাদি লিপিবদ্ধ করিবার পর নিবন্ধক আবেদনকারীকে জাহাজের টনেজ বিবেচনায় লইয়া নির্ধারিত স্কেল অনুযায়ী ফি-এর বিনিময়ে নির্ধারিত আঙ্গিকে একটি নিবন্ধন সনদ প্রদান করিবে।

(৬) কোন মৎস্য জাহাজ যাহা এই আইনের অধীনে নিবন্ধনযোগ্য কিন্তু উক্তরূপে নিবন্ধিত হয় নাই তাহার মালিক বা অধিকর্তা অনধিক এক লক্ষ ইউনিট অর্থদন্ডে দন্ডিত হইবে।

২৪২। মৎস্য জাহাজের নিবন্ধনের ফলাফল

(১) মৎস্য জাহাজ নিবন্ধন বহিতে রেকর্ডকৃত কোন মৎস্য জাহাজের মালিক বা অধিকর্তা বা উহার অন্য কোন ব্যক্তির বিরুদ্ধে এই আইনের অধীনে গৃহীত সমস্ত কার্যধারায়, অথবা উক্তরূপ জাহাজ কর্তৃক সংঘটিত কোন ক্ষতির জন্য ক্ষতিপূরণ আদায়ের কোন কার্যধারায়, নিবন্ধন বহি চূড়ান্ত প্রমান হইবে যে যেই ব্যক্তি কোন তারিখে উক্ত জাহাজের মালিক হিসাবে উহাতে লিপিবদ্ধ হইয়াছে সেই ব্যক্তি উক্ত তারিখে উহার মালিক ছিল, এবং জাহাজখানা একটি বাংলাদেশী সমুদ্রগামী মৎস্য জাহাজ।

(২) এই ধারা নিবন্ধন বহিতে নাম নাই কিন্তু জাহাজখানিতে কোন লাভজনক স্বার্থ সংরক্ষণ করে এইরূপ কোন ব্যক্তির বিরুদ্ধে কোন কার্যধারা রুজুর ক্ষেত্রে বাধা হইবে না, এবং ইহা একাধিক মালিকের ক্ষেত্রে তাহাদের অধিকার বা উক্ত জাহাজে লাভজনক স্বার্থ সংরক্ষণ করে কিন্তু নিবন্ধন বহিতে নাম

নাই এইরূপ কোন ব্যক্তির বিপরীতে নিবন্ধন বহিতে লিপিবদ্ধ কোন মালিকের অধিকার খর্ব করিবে না।

(৩) উক্তরূপে ব্যতীত, মৎস্য জাহাজ নিবন্ধন বহিতে এন্ট্রি উক্তরূপ জাহাজে কোন স্বত্ব বা স্বার্থ অর্পন, খর্ব বা প্রভাবিত করিবে না।

২৪৩। নিরাপত্তা সনদ

(১) বলবৎ রহিয়াছে এইরূপ নিরাপত্তা সনদ ব্যতীত কোন মৎস্য জাহাজ সমুদ্রে গমন করিবে না।

(২) মৎস্য জাহাজের নিরাপত্তা সনদ নিম্নরূপ বিষয় সমূহ উল্লেখ করিবে-
  (ক) জাহাজের নাম, নম্বর, নিবন্ধন বন্দর এবং দৈর্ঘ্য;
  (খ) যেই সংখ্যক নাবিক বহন করিতে সক্ষম;
  (গ) জীবনরক্ষক ও অগ্নি নির্বাপক সরঞ্জামাদি, আলো এবং আকৃতি (Shape), কুয়াশা এবং বিপদ সংকেত দিবার পদ্ধতি ইত্যাদির বিবরণ, এবং এই মর্মে একটি বিবৃতি থাকিবে যে উহার হাল, যন্ত্রাদি, সরঞ্জামাদি এবং রেডিও যন্ত্র উত্তম অবস্থায় বিদ্যমান।

(৩) কোন নিরাপত্তা সনদ নির্ধারিত সময়ের জন্য বলবৎ থাকিবে।

(৪) যখন কোন মৎস্য জাহাজের বিপরীতে নিরাপত্তা সনদ ইস্যু হইবার পরে যেকোন সময়ে মহাপরিচালকের এইরূপ বিশ্বাস করিবার কারণ থাকে যে উক্ত জাহাজ সমুদ্র যাত্রার উপযোগী নহে অথবা উহার আমূল পরিবর্তন ঘটিয়াছে বা দুর্ঘটনায় পতিত হইয়াছে, তাহা হইলে মালিককে শুনানীর সুযোগ প্রদান করিবার পর উক্ত সনদ বাতিল করিতে পারিবে।

২৪৪। মৎস্য জাহাজে লোকবল বিষয়ক বিবৃতি রক্ষিত হইবে

(১) প্রত্যেক সমুদ্রগামী মৎস্য জাহাজের মালিক বা অধিকর্তা নির্ধারিত আঙ্গিকে জাহাজে উহার লোকবল সম্পর্কিত একটি বিবৃতি রক্ষণ করিবে।

(২) জাহাজের লোকবলের সকল পরিবর্তন উপধারা (১)-এর অধীনে রক্ষিত বিবৃতিতে লিপিবদ্ধ হইবে।

(৩) উক্তরূপ বিবৃতির ও উহার সকল পরিবর্তনের কপি জাহাজখানি যেই বন্দরে নিবন্ধিত সেই বন্দরের নিবন্ধক বরাবর যথাশীঘ্র সম্ভব প্রেরণ করিতে হইবে।

(৪) যদি মালিক বা অধিকর্তা এই ধারার বিধানাবলী পরিপালনে ব্যর্থ হয়, সে এইরূপ প্রত্যেক অপরাধের জন্য সর্বোচ্চ পাঁচ হাজার ইউনিট অর্থদন্ডে দন্ডিত হইবে।

২৪৫। অধিকর্তা, কর্মকর্তা ও প্রকৌশলীর যথাযথ প্রত্যয়ন

(১) মৎস্য জাহাজের অধিকর্তা, কর্মকর্তা ও প্রকৌশলীগণ নির্ধারিত উপায়ে যথাযথভাবে প্রত্যায়িত না হইলে কোন মৎস্য জাহাজ সমুদ্রে গমন করিবে না, এবং এইরূপে প্রত্যায়িত না হইলে কোন ব্যক্তি উক্তরূপ জাহাজে নিয়োগ গ্রহন করিবে না।

(২) প্রত্যেক মৎস্য জাহাজ নির্ধারিত ন্যূনতম সংখ্যক যোগ্যতা সম্পন্ন লোকবল নিয়োগ করিবে।

(৩) কোন ব্যক্তি যে-
  (ক) কোন মৎস্য জাহাজে অধিকর্তা, কর্মকর্তা বা প্রকৌশলী হিসাবে নিযুক্ত হইয়া যথাযথভাবে প্রত্যায়িত না হইয়া সমুদ্রে গমন করে; বা
  (খ) উপধারা (২)-এর বিধান লংঘন করিয়া কাহাকেও যে যথাযথভাবে প্রত্যায়িত কিনা তাহা খতিয়া না দেখিয়া নিয়োজিত করে, সে এইরূপ প্রত্যেক অপরাধের জন্য সর্বোচ্চ পঞ্চাশ হাজার ইউনিট অর্থদন্ডে দন্ডিত হইবে।

২৪৬। অব্যাহতি প্রদানের ক্ষমতা

মহাপরিচালক, সরকারের অনুমোদনক্রমে, যেকোন ধরনের মৎস্য জাহাজকে এই অধ্যায়ের শর্তাবলী হইতে অব্যাহতি দিতে পারিবে।

২৪৭। প্রবিধান প্রণয়নের ক্ষমতা

(১) মহাপরিচালক, সরকারের অনুমোদনক্রমে প্রবিধান প্রণয়ন করিতে পারিবে যাহা নিরাপত্তা বিষয়ক শর্তাদি ও নিম্নোক্ত জাহাজ সমূহের ক্ষেত্রে সনদ ইস্যু বিষয়ক বিধানাবলী রাখিবে-

(ক) মৎস্য জাহাজ;
(খ) প্রমোদনতরী; বা
(গ) নির্ধারিত অন্য কোন শ্রেণীর জলযান।

(২) মৎস্য জাহাজ বিষয়ক প্রবিধান তৈরীতে, মহাপরিচালক সংশোধিত Torremolinos International Convention for the Saftety of Fishing Vessels 1977 ও International Convention as Standerds of Training, Certification and Watchkeeping for Fishing Vessel Personnel (STCW-F), 1995 বিবেচনায় লইবে এবং নিম্নরূপ বিষয়ে বিধান প্রণয়ন করিতে পারিবে-

(ক) নিবন্ধন সনদ ও নিরাপত্তা সনদের আবেদনের আঙ্গিক এবং উক্তরূপ আবেদনপত্রে যেসকল বিষয় থাকিবে তাহা;
(খ) নিবন্ধন সনদ ও নিরাপত্তা সনদ যেই আঙ্গিকে ইস্যু হইবে;
(গ) মূল নিবন্ধন সনদ ও নিরাপত্তা সনদ নষ্ট হইলে, হারাইয়া গেলে, খুঁজিয়া না পাইলে বা ছিঁড়িয়া গেলে উহার অবিকল প্রতিলিপি ইস্যু;
(ঘ) নিবন্ধন সনদের কোন পরিবর্তন নিবন্ধনের জন্য অবহিতকরনের পদ্ধতি ও সময়সীমা, এইরূপ সনদে পরিবর্তনের বিবরণাদির পৃষ্ঠাংকন, জাহাজ নতুন করিয়া নিবন্ধনের আদেশ প্রাপ্ত হইলে সাময়িক সনদ ইস্যু, সাময়িক সনদের মেয়াদ ও পরিবর্তনের নিবন্ধন সংক্রান্ত অন্যান্য বিষয়;
(ঙ) বাংলাদেশের এক বন্দর হইতে অন্য বন্দরে নিবন্ধন স্থানান্তরের আবেদনের আঙ্গিক ও পদ্ধতি এবং এইরূপ স্থানান্তরের ক্ষেত্রে নিবন্ধক কর্তৃক অনুসরণীয় কার্যক্রম;
(চ) মালিকানার পরিবর্তন অবহিতকরণের আঙ্গিক ও পদ্ধতি, এবং এইরূপ পরিবর্তনের ক্ষেত্রে অনুসরণীয় কার্যক্রম;
(ছ) নির্মাণ, সরঞ্জামাদি, যন্ত্রাদি, রেডিও যন্ত্র ও জাহাজের নিরাপত্তা বিষয়ক অন্যান্য বিষয়;
(জ) নিবন্ধন সনদ বা নিরাপত্তা সনদ ইস্যু বা পুনঃ ইস্যুর ফি ও এই অধ্যায়ের অধীনে আদায়যোগ্য অন্যান্য ফি;
(ঝ) এইরূপ জাহাজের লোকবলের প্রশিক্ষণ, পরীক্ষণ ও প্রত্যয়ন;
(ঞ) এইরূপ জাহাজের জন্য নিরাপদ লোকবল মানদন্ড;
(ট) যেইরূপ আলোকবর্তিকা বহন ও প্রদর্শন করিতে হইবে এবং যেইরূপ চালনা ও পাল-বিষয়ক বিধি পালন করিতে হইবে;
(ঠ) এইরূপ জাহাজের নাম পরিবর্তন;
(ড) তৃতীয় পক্ষের ক্ষতির ঝুঁকির বিপরীতে আর্থিক দায়িত্ব বা জামানতের প্রমাণ সম্পর্কিত বিধান;
(ঢ) যেই প্রকার জীবন রক্ষাকারী ও অগ্নি নির্বাপক সরঞ্জাম বহন করিতে হইবে;
(ণ) এই অধ্যায়ের অধীনে নির্ধারনযোগ্য অন্য যেকোন বিষয়।

৩৫তম অধ্যায়

পালের জাহাজ

২৪৮। অধ্যায়ের প্রয়োগ

এই আইনে পরিপন্থী যাহা কিছুই থাকুক না কেন, এই অধ্যায় বাংলাদেশে নিবন্ধিত সমুদ্রগামী পালের জাহাজের ক্ষেত্রে প্রযোগ্য হইবে।

২৪৯। নিবন্ধন সনদ

(১) প্রত্যেক পালের জাহাজ এই ধারার বিধানাবলীর অধীনে নিবন্ধিত হইবে।

(২) এই অধ্যায় কার্যকর হইবার পূর্বে যেকোন সময়ে বাংলাদেশের কোন বন্দরে নিবন্ধিত কোন পালের জাহাজ এই অধ্যায়ের অধীনে নিবন্ধিত হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে এবং বাংলাদেশে নিবন্ধিত একটি পালের জাহাজ হিসাবে স্বীকৃতি পাইবে, এবং যদি কোন পালের জাহাজ এই আইনের অধীনে নিবন্ধিত না হয় তাহা হইলে সরকার কর্তৃক বাজেয়াপ্ত হইবে।

(৩) প্রত্যেক পালের জাহাজের মালিক নির্ধারিত আঙ্গিকে নিবন্ধকের নিকট তাহার জাহাজের নিবন্ধন সনদের জন্য আবেদন করিবে, এবং নির্ধারিত পদ্ধতিতে জাহাজের টনেজ নির্ধারন করিবে।

(৪) নিবন্ধক এইরূপ আবেদনপত্রে উল্লেখিত বিবরণাদি বিষয়ে দরকার মতো অনুসন্ধান করিয়া "পালের জাহাজ নিবন্ধন বহি" নামক একটি নিবন্ধন বহিতে জাহাজ সম্পর্কিত নিম্নরূপ বিষয়াদি লিপিবদ্ধ করিবে-

- (ক) পালের জাহাজের নাম, নির্মানের স্থান এবং যেই বন্দরের জাহাজ তাহা;
- (খ) নৌকার মাস্তুল, প্রকার, ও টনেজ;
- (গ) মালিকের নাম, পেশা ও ঠিকানা;
- (ঘ) নৌকার নির্দিষ্টকরণ নম্বর;
- (ঙ) নৌকার বিপরীতে গৃহীত বন্ধক;
- (চ) নির্ধারিত হইতে পারে এইরূপ অন্যান্য বিবরাণাদি।

(৫) উপধারা (৪)-এর অধীনে পালের নৌকার নিবন্ধন বহিতে জাহাজ সম্পর্কিত বিবরণাদি লিপিবদ্ধ হইবার পর, নিবন্ধক আবেদনকারীকে জাহাজের টনেজ বিবেচনায় লইয়া নির্ধারিত স্কেল অনুযায়ী ফি-এর বিনিময়ে নির্ধারিত আঙ্গিকে একটি নিবন্ধন সনদ প্রদান করিবে।

(৬) কোন পালের নৌকা যাহা এই অধ্যায়ের অধীনে নিবন্ধনযোগ্য কিন্তু উক্তরূপে নিবন্ধিত হয় নাই, তাহা নিবন্ধন সনদ উপস্থাপন না করা পর্যন্ত মূখ্য কর্মকর্তা, সার্ভেয়ার বা শুল্ক কর্মকর্তা কর্তৃক আটক থাকিবে।

২৫০। অতিরিক্ত মাল বা যাত্রী বোঝাই নিবারণ

(১) মহাপরিচালক, সরকারের অনুমোদনক্রমে, পালের জাহাজে মাল ও যাত্রী বহন নিয়ন্ত্রণ করিবার উদ্দেশ্যে ও উক্তরূপ নৌকায় প্রাণ ও সম্পদ সুরক্ষার উদ্দেশ্যে প্রবিধান প্রণয়ন করিতে পারিবে।

(২) বিশেষভাবে, এবং উপরোক্ত ক্ষমতাকে ক্ষুন্ন না করিয়া, এইরূপ প্রবিধান নিম্নরূপ সকল বিষয়ে বিধান প্রণয়ন করিতে পারিবে, যথা-

- (ক) পালের জাহাজে ফ্রিবোর্ড নির্দিষ্টকরণ;
- (খ) উক্তরূপ ফ্রিবোর্ড চিহ্নিতকরণ ও উহার রক্ষণাবেক্ষণ;
- (গ) উক্তরূপ জাহাজে যাত্রীর জন্য নির্ধারিত স্থানের সার্ভে; ও
- (ঘ) প্রত্যেক যাত্রীর জন্য যেইরূপ আবাসন প্রদত্ত হইবে তাহার প্রকার ও মানদন্ড।

(৩) কোন পালের জাহাজ ফ্রিবোর্ড চিহ্নিতকরণ ব্যতীত সমুদ্র যাত্রায় উদ্যত হইলে বা এইরূপে বোঝাই হইলে যাহাতে ফ্রিবোর্ডেও নিশানা পানির তলায় ডুবিয়া যায়, তাহা হইলে মূখ্য কর্মকর্তা, সার্ভেয়ার বা শুল্ক কমিশনার কর্তৃক, উপধারা (১)-এর অধীনে প্রণীত প্রবিধান অনুযায়ী ফ্রিবোর্ডের নিশানা না দেওয়া পর্যন্ত বা এইরূপে মাল বোঝাই না করা পর্যন্ত যাহাতে উক্ত নিশানা ডুবিয়া না যায়, আটক হইতে পারিবে।

(৪) উপধারা (৫) সাপেক্ষে, যদি কোন পালের জাহাজ উহার অনুমোদিত যাত্রী সংখ্যার অতিরিক্ত যাত্রী লইয়া বাংলাদেশের কোন বন্দর বা স্থানে আগমন করে, অথবা এইরূপ কোন বন্দর বা স্থানে ফ্রিবোর্ডের নিশানা ডুবন্ত অবস্থায় পৌঁছায়, মালিক ও অধিকর্তা উক্তরূপ প্রত্যেক অপরাধের জন্য, অনধিক এক লক্ষ ইউনিট অর্থদন্ডে দন্ডিত হইবে।

(৫) উক্তরূপ অর্থদন্ড প্রত্যেক অতিরিক্ত যাত্রীর জন্য পাঁচশত টাকা হারে বা ডুবন্ত ফ্রিবোর্ড নিশানার প্রত্যেক সেন্টিমিটারের জন্য এক লক্ষ টাকা হারে গণনা করিলে সর্বমোট যেই অংক হয় তাহার অতিরিক্ত হইবে না।

২৫১। পরিদর্শন সনদ

(১) অভীষ্ট অভিযানের জন্য প্রযোজ্য কোন পরিদর্শন সনদ বলবৎ না থাকিলে কোন পালের জাহাজ সমুদ্রে গমন করিবে না।

(২) কোন পালের জাহাজের পরিদর্শন সনদ নিম্নরূপ বিষয় সমূহ উল্লেখ করিবে-

(ক) নৌকার নাম ও টনেজ;
(খ) নৌকার মালিক ও অধিকর্তার নাম;
(গ) নাবিকের ন্যূনতম সংখ্যা ও যাত্রীর সর্বোচ্চ সংখ্যা;
(ঘ) যেই সীমাবদ্ধতার ভিতরে জাহাজখানা ব্যবসার উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হইতে পারিবে;
(ঙ) উহার জন্য নির্দিষ্ট ফ্রিবোর্ডের বিবরণ;
(চ) জীবন রক্ষাকারী ও অগ্নি নির্বাপক সরঞ্জাম, আলোকবর্তিকা ও আকৃতি (shape), কুয়াশা ও বিপদ সংকেত দিবার পদ্ধতি, এবং এই মর্মে একটি বিবৃতি যে উহার হাল, সাজসজ্জা ও সরঞ্জামাদি (সহায়ক যন্ত্রাদি সহ, যদি থাকে) উত্তম অবস্থায় রহিয়াছে।

(৩) পরিদর্শন সনদ এক বছরের বা উহাতে উল্লেখিত তাহার কম সময়ের জন্য বলবৎ থাকিবে।

(৪) মহাপরিচালক, বা মহাপরিচালক কর্তৃক এতদুদ্দেশ্যে অনুমোদিত কোন ব্যক্তি, এই অধ্যায়ের অধীনে কোন বাংলাদেশ জাহাজের জন্য ইস্যুকৃত কোন সনদের বৈধতার মেয়াদ উহার মেয়াদোত্তীর্ণের তারিখ হইতে অনধিক এক মাসের জন্য বৃদ্ধি করিতে পারিবে, অথবা উক্ত তারিখে উহা বাংলাদেশে না থাকিলে, মেয়দোত্তীর্ণের তারিখ হইতে অনধিক পাঁচ মাসের জন্য বৃদ্ধি করিতে পারিবে।

(৫) নৌকার পরিদর্শন সনদ উপস্থাপন না করা পর্যন্ত শুল্ক কমিশনার বন্দর ছাড়পত্র ইস্যু করিবে না।

(৬) যখন কোন পালের জাহাজের পরিদর্শন সনদ ইস্যু হইবার পরে যে কোন সময়ে সরকারের এইরূপ বিশ্বাস করিবার কারণ থাকে যে জাহাজখানা চলাচলের বা সমুদ্রযাত্রার উপযোগী নহে, সরকার, মালিককে শুনানীর সুযোগ দিয়া, সনদ বাতিল করিতে পারিবে।

(৭) যখন, কোন পালের জাহাজের পরিদর্শন সনদ ইস্যু হইবার পরে যে কোন সময়ে, উহার আমূল পরিবর্তন ঘটে বা কোন দুর্ঘটনায় পতিত হয়, বা যখন উপধারা (৫)-এর অধীনে পরিদর্শন সনদ বাতিল হয় এবং উহার পুনঃ ইস্যুর জন্য বা নতুন সনদের জন্য আবেদন করা হয়, নিবন্ধক, উক্তরূপ পুনঃ ইস্যু বা নতুন সনদ ইস্যুর পূর্বে, যাহা প্রযোজ্য হয়, পরিদর্শনকারী কর্তৃপক্ষ যদি প্রতিবেদন দেয় যে উহা সমুদ্র যাত্রার উপযোগী নহে অথবা তাহার হাল, সাজসজ্জা এবং সরঞ্জামাদি (সহায়ক যন্ত্রাদিসহ, যদি থাকে) ত্রুটিপূর্ণ, তাহা হইলে উক্ত সনদ ইস্যু বা পুনঃ ইস্যু হইবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত না উক্ত কর্তৃপক্ষের মতে উক্ত জাহাজ সমুদ্র যাত্রার উপযোগী হয় বা উক্ত ত্রুটি কর্তৃপক্ষের সন্তুষ্টি মতে মেরামত করা হয়।

২৫২। বিদেশী পালের জাহাজের আটক ইত্যাদি

(১) ধারা ২৫০ এর উপধারা (৫)-এর বিধানাবলী বাংলাদেশ ব্যাতীত অন্য কোন রাষ্ট্রে নিবন্ধিত পালের জাহাজ যাহার বাংলাদেশের কোন বন্দরে বা স্থানে অতিরিক্ত বোঝাইকৃত অবস্থায় আগমন করে উহার ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হইবে।

(২) এই ধারার উদ্দেশ্যে কোন পালের জাহাজ অতিরিক্ত বোঝাইকৃত বলিয়া গণ্য হইবে-

(ক) যখন জাহাজখানা উহা যেই রাষ্ট্রে নিবন্ধিত সেই রাষ্ট্র কর্তৃক ইস্যুকৃত সনদে উল্লেখিত সীমার অতিরিক্ত বোঝাই করে, বা

(খ) যেইক্ষেত্রে জাহাজখানার এইরূপ কোন সনদ নাই সেই ক্ষেত্রে উহা এই অধ্যায়ের অধীনে নিবন্ধিত হইলে যেইরূপ ফ্রিবোর্ড নির্দিষ্ট হইবে উহার প্রকৃত ফ্রিবোর্ড তাহা অপেক্ষা কম হইলে।

(৩) বাংলাদেশের কোন বন্দর বা স্থান হইতে সমুদ্র যাত্রায় উদ্যত কোন অতিরিক্ত বোঝাইকৃত জাহাজ আটক হইতে পারিবে যতক্ষন পর্যন্ত না উহা অতিরিক্ত বোঝাইকৃত অবস্থা হইতে পরিত্রাণ পায়।

২৫৩। জাহাজ ও মৎস্য জাহাজ সংক্রান্ত কতিপয় বিধানের পালের জাহাজের ক্ষেত্রে প্রয়োগ

(১) নিবন্ধন, বন্ধক, জীবনরক্ষাকারী সরঞ্জামাদি এবং লোকবল ও নাবিকের প্রত্যয়ন, যেইরূপে মৎস্য জাহাজের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হয় সেইরূপে প্রয়োজনীয় পরিবর্তন সাধন পূর্বক পালের জাহাজের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হইবে।

(২) সরকার, সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা নির্দেশ দিতে পারিবে যে এই আইনের অন্য কোন বিধান যাহা পালের নৌকার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নহে তাহাও পালের জাহাজের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে, উক্ত প্রজ্ঞাপনে উল্লেখিত শর্তাদির ব্যতিক্রম ও পরিবর্তনসহ, যদি থাকে।

২৫৪। পালের জাহাজ বিষয়ে প্রবিধান প্রণয়নের ক্ষমতা

(১) মহাপরিচালক সরকারের অনুমোদনক্রমে এই অধ্যায়ের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে প্রবিধান প্রণয়ন করিতে পারিবে।

(২) বিশেষভাবে, এবং উক্তরূপ ক্ষমতাকে ক্ষুন্ন না করিয়া, এইরূপ প্রবিধান ধারা ২৪৭-এ উল্লেখিত বিষয় সমূহ সম্পর্কে বিধান প্রণয়ন ব্যতিরেকে (এই সকল বিষয় যতক্ষণ পর্যন্ত পালের জাহাজ সম্পর্কিত হয়), নিম্নরূপ সকল বিষয়ে বিধান প্রণয়ন করিতে পারিবে, যথা-

(ক) যেই পদ্ধতিতে পালের নৌকার টনেজ নির্ণয় হইবে;

(খ) যেই পদ্ধতিতে পালের জাহাজের ফ্রিবোর্ড নির্দিষ্ট হইবে এবং উহার নিশানা তৈরী করা হইবে;

(গ) পালের জাহাজের নাম পরিবর্তনের আবেদনের আঙ্গিক ও পদ্ধতি এবং উক্তরূপ পরিবর্তন বিষয়ে নিবন্ধক কর্তৃক অনুসরণীয় কার্যক্রম;

(ঘ) পালের নৌকা যেই সীমাবদ্ধতার মধ্যে ব্যবসার কাজে ব্যবহৃত হইতে পারিবে তাহা নির্ণয়ের উদ্দেশ্যে পালের জাহাজের শ্রেণীবিভাগের মানদন্ড;

(ঙ) পালের জাহাজে যাত্রীর স্থান, সার্ভে এবং যাত্রীর জন্য আবাসনের মান ও প্রকার; এবং

(চ) এই অধ্যায়ের অধীনে নির্ধারিত হইতে পারে এইরূপ অন্যান্য সকল বিষয়।

৩৬তম অধ্যায়
টনেজ

২৫৫। এই অধ্যায়ের প্রয়োগ

এই অধ্যায় টনেজ কনভেনশন প্রযোজ্য হয় এইরূপ জাহাজের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে।

২৫৬। কতিপয় জাহাজ নিবন্ধিত বলিয়া গণ্য হইবে

যদি কোন জাহাজ নির্মীয়মান হয় বা উহার নির্মাণ সম্পন্ন হয়, এবং যদি উহা-

(ক) নিবন্ধিত হয় নাই এবং কোন রাষ্ট্রের পতাকা বহন না করে; এবং

(খ) কোন নির্দিষ্ট রাষ্ট্রে নিবন্ধিত হইতে ইচ্ছুক; তাহা হইলে এই অধ্যায়ের উদ্দেশ্যে, উক্ত রাষ্ট্রে নিবন্ধিত বলিয়া গণ্য হইবে।

২৫৭। টনেজ প্রবিধান

(১) মহাপরিচালক, সরকারের অনুমোদনক্রমে, এই আইনের অধীনে নিবন্ধনযোগ্য কোন জাহাজের টনেজ নির্ণয়ের প্রবিধান প্রণয়ন করিতে পারিবে, এবং যখনি টনেজ প্রবিধান অনুযায়ী কোন জাহাজের টনেজ নির্ণীত হয় ও নিবন্ধিত হয়, উহা পরবর্তী প্রত্যেক নিবন্ধনের ক্ষেত্রে পুনরাবৃত্তি হইবে, যদি না জাহাজের আঙ্গিক বা ধারন ক্ষমতায় কোন পরিবর্তন সাধিত হয়, বা যদি না আবিষ্কার হয় যে জাহাজের টনেজ গণনায় ভুল হইয়াছিল; এবং উক্তরূপ উভয় ক্ষেত্রে উহা পুনঃ গণনা হইবে এবং টনেজ প্রবিধান অনুযায়ী উহার টনেজ নির্ণীত ও নিবন্ধিত হইবে।

(২) টনেজ প্রবিধান-

  (ক) ভিন্ন ভিন্ন বর্ণনার জাহাজের জন্য বা একইরূপ জাহাজের ভিন্ন ভিন্ন পরিস্থিতির জন্য ভিন্নরূপ বিধান প্রণয়ন করিতে পারিবে;

  (খ) উক্তরূপ প্রবিধানের পরিপালনকে উহাতে বর্ণিত শর্তাদির উপর নির্ভরশীল করিতে পারিবে, যাহা নির্ধারিত পদ্ধতিতে প্রমানিত হইবে।

  (গ) নেট টনেজে অর্ন্তভুক্ত নাই এইরূপ কোন স্থানে মাল বা গুদাম বহন করা নিষিদ্ধ বা সীমিত করিতে পারিবে এবং যেইখানে এইরূপ নিষেধ বা বাধানিষেধ লংঘন করা হয় সেইক্ষেত্রে মাষ্টার ও মালিককে উক্ত অপরাধের জন্য দায়ী করার ও দোষী সাব্যস্ত হইলে অনধিক এক লক্ষ ইউনিট অর্থদন্ডে বা ছয় মাসের কারাদন্ডে দন্ডিত করিবার বিধান প্রণয়ন করিতে পারিবে।

(৩) টনেজ প্রবিধান নিম্নরূপে বিধান তৈরী করিতে পারিবে-

  (ক) প্রবিধানের অন্যান্য বিষয় অনুযায়ী নির্ণীত টনেজের পরিবর্তে বা বিকল্প হিসাবে, যখন কোন জাহাজ নিরাপদে বোঝাই হইতে পারে এইরূপ পূর্ণ গভীরতায় বোঝাই হয় না, তখন উহার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য অপেক্ষাকৃত কম টনেজ নির্দিষ্ট করিবার জন্য;

  (খ) প্রবিধানে উল্লেখিত নিশানার মাধ্যমে জাহাজে ইহা ইঙ্গিত করিবার জন্য যে উহাতে উক্তরূপ নিম্ন টনেজ নির্দিষ্ট হইয়াছে;

  (গ) যখন নিম্ন টনেজ বিকল্প হিসাবে নির্দিষ্ট হয়, তখন জাহাজে, উক্ত নিম্ন টনেজ প্রযোজ্য হওয়ার জন্য যেই গভীরতা পর্যন্ত উহা বোঝাই হইতে পারে তাহা ইঙ্গিত করিবার জন্য।

(৪) টনেজ প্রবিধান জাহাজ পরিমাপ ও সার্ভে করিবার বিধান প্রণয়ন করিতে পারিবে, প্রবিধানে উল্লেখিত পরিস্থিতিতে, মহাপরিচালক কর্তৃক এতদুদ্দেশ্যে অনুমোদিত সংস্থা কর্তৃক নিযুক্ত ব্যক্তি দ্বারা।

(৫) টনেজ প্রবিধান মহাপরিচালক বা তাহার এতদুদ্দেশ্যে অনুমোদিত অন্য কোন সংস্থার নিযুক্ত কোন ব্যক্তি কর্তৃক কোন জাহাজের টনেজ সনদ ইস্যু করিবার বিধান এবং প্রবিধানে উল্লেখিত পরিস্থিতিতে উক্তরূপ সনদের বাতিলকরণ বা সমর্পনের বিধান প্রণয়ন করিতে পারিবে।

(৬) সনদ সমর্পন বিষয়ক প্রবিধান উহার পরিপালনের ব্যর্থতাকে একটি অপরাধ হিসেবে বিবেচনা করিতে পারিবে এবং বিচারে দোষী সাব্যস্ত হইলে অনধিক পঞ্চাশ হাজার ইউনিট অর্থদন্ডে অথবা অনধিক ছয় মাসের কারাদন্ডে দন্ডিত করিবার বিধান প্রণয়ন করিতে পারিবে।

(৭) টনেজ প্রবিধান তৈরীতে সরকার টনেজ কনভেনশনের বিধানবলী যথাপোযুক্ত বিবেচনায় লইবে।

৩৭তম অধ্যায়

জাহাজ চালনায় নিরাপত্তা

২৫৮। সংঘর্ষ প্রবিধান (Collision Regulations)-এর পরিপালন

জাহাজ চালনার দায়িত্বপ্রাপ্ত মালিক, মাষ্টার বা ব্যক্তি সংঘর্ষ প্রবিধান মানিয়া চলিবে, এবং সংঘর্ষ প্রবিধানে উল্লেখিত আলোক বা সংকেত ব্যতীত অন্য কিছু প্রদর্শন বা ব্যবহার করিবে না।

২৫৯। সংঘর্ষের ক্ষেত্রে অন্য জাহাজকে সহায়তা প্রদানের বাধ্যবাধকতা

(১) জাহাজে জাহাজে সংঘর্ষের প্রতিটি ক্ষেত্রে, প্রত্যেক জাহাজের মাষ্টার, নিজ জাহাজ, নাবিক বা যাত্রীদের (যদি থাকে) ক্ষতিগ্রস্থ না করিয়া যদি ও যতদূর সম্ভব-

(ক) সংঘর্ষ হইতে উদ্ভূত বিপদ হইতে অন্য জাহাজ ও উহার মাষ্টার, নাবিক বা যাত্রীদের (যদি থাকে) রক্ষার্থে সাধ্যমত প্রয়োজনীয় সকল সহায়তা প্রদান করিবে, এবং অন্য জাহাজখানির যতক্ষন পর্যন্ত আর কোন সহায়তা প্রয়োজন না হয় ততক্ষন পর্যন্ত উহার পাশে থাকিবে।

(খ) অন্য জাহাজের মাষ্টারকে তাহার জাহাজের নাম ও নিবন্ধন বন্দর, এবং যেই সমস্ত বন্দর হইতে তাহার জাহাজ যাত্রী উত্তোলন করিয়াছে ও যেই বন্দরের উদ্দেশ্যে যাইতেছে তাহাদের নাম জানাইবে।

(২) যদি মাষ্টার যুক্তিসঙ্গত কারন ব্যতীত এই ধারা পরিপালনে ব্যর্থ হয় সে একটি অপরাধ করিবে এবং দোষী সাব্যস্ত হইলে অনধিক এক লক্ষ ইউনিট অর্থদন্ডে দন্ডিত হইবে এবং তাহার আচরন বিষয়ে তদন্ত হইতে পারিবে এবং তাহার সনদ বাতিল বা স্থগিত হইতে পারিবে।

২৬০। সংঘর্ষের ক্ষেত্রে ক্ষতির বিভাজন

(১) যখনি দুই বা ততোধিক জাহাজের দোষে উহাদের মধ্যে এক বা একাধিক জাহাজের বা উহাদের মাল বা সম্পদের ক্ষতি সাধিত হয়, উহার ক্ষতিপূরণের দায় প্রত্যেক জাহাজের নিজ নিজ দোষের মাত্রার সমানুপাতে বর্তাইবে।

(২) (ক) যদি, পরিস্থিতি বিবেচনা করিয়া ভিন্ন ভিন্ন দোষের মাত্রা নির্ণয় করা সম্ভব না হয়, দায় সমানভাবে বন্টিত হইবে;

(খ) এই ধারার কোন কিছুই এইরূপে হইবে না যাহাতে কোন জাহাজ উহার দোষ না থাকা সত্ত্বেও কোন ক্ষতির জন্য দায়ী হয়;

(গ) এই ধারার কোন কিছুই কোন চুক্তির অধীনে কোন ব্যক্তির দায়ে হস্তক্ষেপ করিবে না বা এইরূপে ব্যাখ্যেয় হইবে না যাহাতে কোন চুক্তি বা আইনের বিধান অনুযায়ী অব্যাহতি প্রাপ্ত কোন ব্যক্তির উপর কোন দায় আরোপিত হয় বা কোন ব্যক্তির আইন অনুযায়ী দায় সীমিতকরণের অধিকার খর্ব হয়।

(৩) এই অধ্যায়ের উদ্দেশ্যে, জাহাজের দোষে ক্ষতি বলিতে উক্তরূপ দোষের কারনে উদ্ভূত উদ্ধারের ব্যয় বা অন্যান্য ব্যয় যাহা আইনের মাধ্যমে ক্ষতিপূরণ হিসাবে আদায়যোগ্য তাহাও বুঝাইবে।

২৬১। সংঘর্ষ, আলোক, সংকেত ও রিপোর্টিং বিষয়ে প্রবিধান প্রণয়নের ক্ষমতা

(১) মহাপরিচালক, সরকারের অনুমোদনক্রমে, সংঘর্ষ প্রতিরোধের শর্তাবলী সম্পর্কে প্রবিধান প্রণয়ন করিতে পারিবে এবং জাহাজে আলোক ও সংঘর্ষের ব্যবস্থা ও ব্যবহার বিষয়ে বিধান প্রণয়ন করিতে পারিবে।

(২) উপধারা (১) সীমাবদ্ধ না করিয়া সংঘর্ষ প্রতিরোধ কনভেনশন কার্যকর করিবার লক্ষ্যে উক্ত প্রবিধান যথাযথ বিধান প্রণয়ন করিতে পারিবে।

(৩) প্রবিধান নিম্লোক্ত বিষয়ে বিধান প্রণয়ন করিতে পারিবে-

(ক) কোন জাহাজের বা অন্য এক বা একাধিক জাহাজের দোষে প্রাণহানি বা জখমের দায়;

(খ) কোন সংঘর্ষে দুই বা ততোধিক জাহাজ সম্পৃক্ত হইলে বা দোষী হইলে উহাদের মধ্যে দায়ের বিভাজন;

(গ) দুই বা ততোধিক জাহাজের সম্পৃক্ততায় সংঘটিত সংঘর্ষে প্রাণহানি বা জখম হইলে উহাতে অবদানের অধিকার;
(ঘ) সহায়তার অনুরোধ রেকর্ড করিবার দায় দায়িত্ব;
(ঙ) সমুদ্রে দূর্ঘটনা বিষয়ে মহাপরিচালক দায়িত্ব;
(চ) সমুদ্রে দূর্ঘটনা বিষয়ে মহাপরিচালক বরাবর রিপোর্টিং;
(ছ) জাহাজ চালনার বিপদ সম্পর্কে রিপোর্টিং;
(জ) সহায়তা প্রদানের বাধ্যবাধকতা;
(ঝ) অনুরূদ্ধ হইলে সহায়তা প্রদানের বাধ্য বাধকতা।

২৬২। বাতিঘর ও জাহাজ চালনায় সহায়তা বিষয়ে প্রবিধান

(১) মহাপরিচালক সরকারের অনুমোদনক্রমে বাতিঘর ও জাহাজ চালনায় সহায়তা বিষয়ে প্রবিধান প্রণয়ন করিতে পারিবে।
(২) প্রবিধান নিম্নোক্ত বিষয়ে বিধান প্রণয়ন করিতে পারিবে-
    (খ) বাতিঘর, বয়া ও জাহাজ চালনায় সহায়ক অন্যান্য বস্তু প্রতিষ্ঠা ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য একটি বাতিঘর কর্তৃপক্ষ নিয়োগ;
    (গ) বাতিঘর কর্তৃপক্ষের ক্ষমতা, কার্যাবলী ও এখতিয়ার অঞ্চল ও দায়িত্ব;
    (ঘ) জাহাজ চালনায় সহায়ক বস্তুর ইচ্ছাকৃত, হঠকারী বা গাফিলতিমূলক বিনাশ, নষ্ট বা ক্ষতি সাধন;
    (ঙ) জাহাজ চালনায় সহায়ক বস্তুর দৃষ্টিপথে ইচ্ছাকৃত, হঠকারী বা গাফিলতিমূলক বাধা;
    (চ) জাহাজ চালনায় সহায়ক বস্তু সমূহে ইচ্ছাকৃত, হঠকারী বা গাফিলতিমূলক হস্তক্ষেপ;
    (ছ) ইচ্ছাতভাবে বা হঠকারীভাবে জাহাজ চালনায় সহায়ক বস্তুর অপসারন বা পরিবর্তন;
    (জ) আদায়যোগ্য ফি;
    (ঝ) জাহাজ চালনায় সহায়ক কোন কিছুতে অনধিকার প্রবেশ;
    (ঞ) জাহাজ চালনায় সহায়ক বস্তুর ক্ষতির নোটিশ;
    (ট) এই অধ্যায়ের উদ্দেশ্যে অন্য যে কোন বিষয়ে।

৩৮তম অধ্যায়
যাত্রী ও মালামাল পরিবহন

২৬৩। যাত্রী ও মালামাল পরিবহন বিষয়ে প্রবিধান প্রণয়নের ক্ষমতা

(১) মহাপরিচালক, সরকারের অনুমোদনক্রমে, যাত্রী ও মালামাল পরিবহন বিষয়ে প্রবিধান প্রণয়ন করিতে পারিবে।

(২) উপধারা (১)-এর সাধারনত্বকে ক্ষুন্ন না করিয়া, মহাপরিচালক, সরকারের অনুমোদনক্রমে, নিম্নোক্ত সকল বিষয়ে প্রবিধান প্রণয়ন করিতে পারিবে-

(ক) সরঞ্জামাদি;
(খ) যাত্রীর সংখ্যা;
(গ) আবাসন;
(ঘ) রসদ ও পানি;
(ঙ) চিকিৎসা ও শষ্য চিকিৎসা বিষয়ক গুদাম;
(চ) স্বাস্থ্য পরিদর্শন;
(ছ) চিকিৎসক ও সহকারী;
(জ) হাসপাতাল আবাসন;
(ঝ) স্বাস্থ্য বিধান সম্পর্কিত বিষয়;
(ঞ) শৃঙ্খলা;
(ট) যাত্রী তালিকা;

(৩) প্রবিধান নিম্নোক্ত বিষয়ের ক্ষেত্রে বিধান তৈরী করিতে পারিবে-

(ক) বিনষ্ট জাহাজ বা সমুদ্র যাত্রায় অক্ষম কোন জাহাজের মালিক বা মাষ্টারের যাত্রীর প্রতি দায়িত্ব; এবং
(খ) চুক্তি বহির্ভূত অন্য কোন বন্দরে যাত্রী অবতরণ।

২৬৪। মালামাল ও প্রাণী সম্পদ পরিবহন বিষয়ে প্রবিধান প্রণয়নের ক্ষমতা।

(১) মহাপরিচালক, সরকারের অনুমোদনক্রমে জাহাজে মালামাল ও প্রাণীসম্পদ পরিবহন বিষয়ে প্রবিধান প্রণয়ন করিতে পারিবে।

(২) উপধারা (১)-এর সাধারনত্বকে ক্ষুন্ন না করিয়া, মহাপরিচালক, সরকারের অনুমোদনক্রমে নিম্নোক্ত সকল বা যে কোন বিষয়ে প্রবিধান প্রণয়ন করিতে পারিবে-

(ক) জাহাজে মালামাল বা প্রাণী সম্পদ বোঝাই, গুদামজাত বা পরিবহন;
(খ) জাহাজ হইতে মালামাল ও পশু সম্পদ খালাস;
(গ) দফা (ক) ও (খ)-তে উল্লেখিত বিষয়ে নোটিশ প্রদান;
(ঘ) মালামাল বা পশু সম্পদ পরিবহন বিষয়ে অন্য যে কোন বিষয়ে।

২৬৫। বিপজ্জনক পদার্থ পরিবহন

(১) মহাপরিচালক, সরকারের অনুমোদনক্রমে, নিরাপত্তার স্বার্থে, বিপজ্জনক পদার্থ পরিবহন বিষয়ে প্রবিধান প্রণয়ন করিতে পারিবে, অথবা অন্য কোন রাষ্ট্র বা কোন আর্ন্তজাতিক সংস্থা কর্তৃক এইরূপ পদার্থ পরিবহন বিষয়ে প্রণীত কোন বিধি, প্রবিধান বা কোড, পরিবর্তনসহ বা ব্যতিরেকে, গ্রহন করিতে পারিবে, এবং উক্তরূপ বিধি, প্রবিধান বা কোডের বিধানাবলী এইরূপে প্রযোজ্য হইবে যেন উহা এই উপধারার অধীনেই প্রণীত হইয়াছে।

(২) বিশেষভাবে, এবং উপরোক্ত ক্ষমতাকে ক্ষুন্ন না করিয়া, এইরূপ প্রবিধান উক্তরূপ পদার্থ সমূহের শ্রেণীবিভাগ, প্যাকেটজাতকরণ, নিশানা এবং গুদামজাতকরণ, এবং বিভিন্ন জাহাজ বা বিভিন্ন শ্রেণীর জাহাজে বহনযোগ্য এইরূপ পদার্থের সর্বোচ্চ পরিমাণ নির্ধারন বিষয়ে প্রবিধান প্রণয়ন করিতে পারিবে।

(৩) বাংলাদেশের কোন বন্দর বা স্থান হইতে গমনোদ্যত কোন জাহাজ যাহা বিপজ্জনক পদার্থ বহন করিতেছে বা বহনের নিয়ত করিয়াছে তাহার মালিক, মাষ্টার বা এজেন্ট উক্ত জাহাজ এবং উহার

মালামালের নির্ধারিত বিবরণ মূখ্য কর্মকর্তা অথবা এতদুদ্দেশ্যে নির্ধারিত অন্য কোন কর্মকর্তা বা সত্ত্বা বা কমিটির নিকট পূর্বাহ্নেই প্রদান করিবে।

২৬৬। ডেক মালামাল বিষয়ে প্রবিধান প্রণয়নের ক্ষমতা

(১) মহাপরিচালক, সরকারের অনুমোদনক্রমে, সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, 'ডেক কার্গো প্রবিধান' নামে একটি প্রবিধান প্রণয়ন করিতে পারিবে, যাহা কোন বাংলাদেশ জাহাজ বা বাংলাদেশের কোন বন্দর বা স্থানে অন্য কোন জাহাজের ডেকের কোন উম্মুক্ত স্থানে মালামাল বহন করিবার শর্তাদি বিধান করিবে; ভিন্ন ভিন্ন জাহাজ, মালামাল, সমুদ্রযাত্রা বা অভিযানের শ্রেণী, বছরের বিভিন্ন ঋতু ও অন্য যে কোন ভিন্ন পরিস্থিতিতে ভিন্ন ভিন্ন শর্তাদি বিধান করা যাইবে।

(২) যদি লোড লাইন প্রবিধান শুধুমাত্র যখন কাঠজাতীয় মালামাল বহন করা হয় তখনকার জন্য প্রযোজ্য হয় এইরূপ বিশেষ ফ্রিবোর্ড নির্দিষ্টকরণের বিধান প্রণয়ন করে, তাহা হইলে পূর্বোক্ত উপধারার ক্ষমতাকে ক্ষুন্ন না করিয়া যেক্ষেত্রে বিশেষ ফ্রিবোর্ডের প্রভাব আছে সেইক্ষেত্রে ডেক কার্গো প্রবিধান বিশেষ শর্তাদি আরোপ করিতে পারিবে।

২৬৭। শস্য পরিবহন

(১) যখন কোন বাংলাদেশ জাহাজে অথবা বাংলাদেশের অভ্যন্তরে অবস্থিত কোন বন্দর বা স্থানে অন্য কোন জাহাজে শস্য বোঝাই করা হয় তখন উক্তরূপ শস্যের স্থানচ্যুতি প্রতিরোধে সকল প্রয়োজনীয় ও যুক্তিসঙ্গত সতর্কতা অবলম্বন করিতে হইবে; এবং যদি উক্তরূপ সতর্কতা অবলম্বন করা না হয় তাহা হইলে মাল বোঝাইয়ের দায়িত্বে থাকা বা শস্য বোঝাই জাহাজ সমুদ্রে প্রেরণের দায়িত্বে থাকা মালিক বা মাষ্টার বা এজেন্ট সর্বোচ্চ এক লক্ষ ইউনিট অর্থ দন্ডে দন্ডিত হইবে, এবং এই অধ্যায়ের উদ্দেশ্যে অযথাযথ বোঝাইকরণের কারনে জাহাজখানি অনিরাপদ বলিয়া গণ্য হইবে।

(২) উপধারা (৩) সাপেক্ষে, শস্যের স্থানচ্যুতি প্রতিরোধে প্রয়োজনীয় ও যুক্তিসঙ্গত সতর্কতা অবলম্বন না করিয়া বাংলাদেশের বাহিরে শস্য বোঝাইকৃত কোন জাহাজ যদি বাংলাদেশের কোন বন্দর বা স্থানে প্রবেশ করে, জাহাজের মালিক বা মাষ্টার অনধিক এক লক্ষ ইউনিট অর্থদন্ডে দন্ডিত হইবে, এবং এই অংশের উদ্দেশ্যে অযথাযথ বোঝাইকরণের কারনে জাহাজখানি অনিরাপদ বলিয়া গণ্য হইবে।

(৩) যদি কোন জাহাজ বৈরী আবহওয়ার কারনে বা অন্য এমন কোন কারনে যাহা মাষ্টার বা মালিক বা ভাড়াকারী (যদি থাকে) প্রতিরোধ করিতে পারে নাই উক্তরূপ বন্দর বা স্থানে প্রবেশ করে তাহা হইলে উপধারা (২) উক্ত জাহাজের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবেনা।

(৪) বাংলাদেশের বাহিরের কোন বন্দর বা স্থান হইতে বাংলাদেশের কোন বন্দর বা স্থানে কোন শস্যবাহী জাহাজ আগমন করিলে, মাষ্টার মূখ্য কর্মকর্তা বা মহাপরিচালক কর্তৃক নির্ধারিত অন্য কোন কর্মকর্তা বরাবর একটি নোটিশ প্রেরণ করিবে যাহাতে নিম্নরূপ বিষয় সমূহ উল্লেখ থাকিবে-

(ক) সর্বশেষ বোঝাইয়ের বন্দরে বোঝাই সমাপ্ত হওয়ার পর জলের গভীরতা ও জাহাজের ফ্রিবোর্ড; এবং

(খ) শস্যের নিম্নলিখিত বিবরণাদি, যথা-

অ. শস্যের প্রকার ও পরিমান;

আ. শষ্য গুদামজাতকরণ পদ্ধতি; এবং

ই. শস্যের স্থানচ্যুতি প্রতিরোধের গৃহীত সতর্কতা।

(৫) যদি মাষ্টার উপধারা (৪)-এর অধীনে নোটিশ সরবরাহ করিতে ব্যর্থ হয়, অথবা উক্তরূপ কোন নোটিশে কোন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে জানিয়া শুনিয়া বা হঠকারীভাবে কোন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে মিথ্যা বিবৃতি দেয়, তাহা হইলে সে সর্বোচ্চ এক লক্ষ ইউনিট অর্থদন্ডে দন্ডিত হইবে।

(৬) মহাপরিচালক, সরকারের অনুমোদনক্রমে, সাধারনভাবে বা কোন শ্রেণীর জাহাজ বোঝাইয়ের ক্ষেত্রে গ্রহনীয় সতর্কতামূলক ব্যবহারের বিধান সংবলিত প্রবিধান প্রণয়ন করিতে পারিবে, এবং যখন এইরূ সতর্কতামূলক ব্যবস্থা বিধৃত হয়, উহা এই ধারার উদ্দেশ্যে "প্রয়োজনীয় ও যুক্তিসঙ্গত সতর্কতা" বলিয়া গণ্য হইবে।

(৭) এই ধারায়, "শস্য" বলিতে কোন গম, ভুট্টা, যব, রাই, বার্লি, ধান, পাল্‌স্‌ ও বীজ উহাদের প্রক্রিয়াজাত রূপ যাহা শস্যের প্রাকৃতিক অবস্থার সমরূপ তাহা বুঝাইবে।

২৬৮। শস্য ব্যতীত অন্যান্য উন্মুক্ত মালামাল পরিবহন, ইত্যাদি

(১) মহাপরিচালক সরকারের অনুমোদনক্রমে কোন বাংলাদেশ জাহাজে বা বাংলাদেশের কোন বন্দর বা স্থানে অন্য কোন জাহাজে ধারা ২৬৭-এ সংজ্ঞায়িত শস্য এবং উন্মুক্ত তৈল ব্যাতীত অন্যান্য উন্মুক্ত মালামাল বিষয়ে প্রবিধান প্রণয়ন করিতে পারিবে।

(২) কোন জাহাজের মালিক বা মাষ্টার উপধারা (১) এর অধীনে প্রণীত কোন প্রবিধান লঙ্ঘন করিলে অনধিক এক লক্ষ ইউনিট অর্থদন্ডে দন্ডিত হইবে।

যাত্রী ও মালামাল পরিবহন বিষয়ক অপরাধ

২৬৯। জাহাজে মাল বোঝাইয়ে যথাযথ সতর্কতা

(১) কোন ব্যক্তি যে মালামাল, পশু সম্পত্তি বা জাহাজের গুদাম কোন জাহাজ প্যাকেটজাতকরণ, প্রেরণ, গুদামজাতকরণ, বোঝাই, খালাস, বাঁধন ও পরিবহনের সাথে সম্পৃক্ত থাকে, সে এই উপধারা লঙ্ঘন করিবে, যদি না-

- (ক) উক্ত ব্যক্তি-
  - অ. যতদূর সম্ভব নিশ্চিত করে যে উক্ত কার্যক্রম এইরূপে পরিচালিত হইয়াছে যে তাহা জাহাজের ক্ষতিসাধন করে না, ব্যক্তি নিরাপত্তা ঝুঁকিপূর্ণ করে না বা পরিবেশের ক্ষতিসাধন করে না; এবং
  - আ. উপধারা (অ) এর পরিপালনে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম পরিচালনা করে; এবং
- (খ) বিদেশী জাহাজের ক্ষেত্রে, যখন সংশ্লিষ্ট কার্যক্রম সংঘটিত হয়, জহাজখানি-
  - অ. কোন বাংলাদেশ বন্দরে থাকে; বা
  - আ. কোন বাংলাদেশ বন্দরে প্রবেশ করে বা উহা ত্যাগ করে; বা
  - ই. বাংলাদেশ জলসীমায় থাকে; বা
  - ঈ. নিরীহ যাতায়ত ব্যাতীত বাংলাদেশ সমুদ্র সীমায় থাকে

(২) উপধারা (১) কে সীমাবদ্ধ না করিয়া, কোন জাহাজ মালিক উক্ত উপধারা লঙ্ঘন করে যদি সে একটি নিরাপত্তা ব্যবস্থাপনা প্রক্রিয়া বাস্তবায়ন ও সংরক্ষণ না করে যাহা যতদূর সম্ভব নিশ্চিত করে যে উক্ত উপধারার উল্লেখিত কোন কার্যক্রম এইরূপে পরিচালিত হয় যাহাতে তাহা জাহাজের ক্ষতিসাধন করেনা, ব্যক্তি নিরাপত্তা ঝুঁকিপূর্ণ করে না ও পরিবেশের ক্ষতিসাধন করে না।

(৩) কোন ব্যক্তি অপরাধ সংঘটন করে যদি সে-

- (ক) উপধারা (১) লঙ্ঘন করে; এবং
- (খ) যেই কার্যকলাপের ফলে লঙ্ঘন সংঘটিত হয় তাহা জাহাজের জন্য ঝুঁকিপূর্ণ কিনা বা ব্যক্তি নিরাপত্তা বা পরিবেশের জন্য ঝুঁকিপূর্ণ কিনা উহা সম্পর্কে হঠকারী হয়, এবং এইরূপ ব্যক্তি অনধিক এক লক্ষ ইউনিট অর্থদন্ডে অথবা অনধিক এক বছরের কারাদন্ডে বা উভয় দন্ডে দন্ডিত হইবে।

২৭০। জাহাজে অযথাযথভাবে লেবেলকৃত বিপজ্জনক পণ্য পরিবহন

(১) কোন ব্যক্তি এই উপধারা লংঘন করে যদি-

- (ক) সে বাংলাদেশে নিবন্ধিত কোন জাহাজে বা বিদেশী জাহাজে বিপজ্জনক পণ্য বহন করে বা বহন করিবার জন্য জাহাজে রাখে বা রাখিবার অনুমতি দেয়; এবং
- (খ) মালবাহী প্যাকেটের বাহিরে পণ্যের যথাযথ বিবরণ পরিষ্কারভাবে না সাঁটে; এবং
- (গ) যদি উহা বিদেশী জাহাজ হয়, পন্য পরিবহণের সময় বা জাহাজে রাখিবার সময়, জাহাজখানি-
  - অ. বাংলাদেশী কোন বন্দর থাকে; বা
  - আ. বাংলাদেশের কোন বন্দরে প্রবেশ করে বা ত্যাগ করে; বা
  - ই. বাংলাদেশের অভ্যন্তরীন জলসীমায় থাকে; বা
  - ঈ. নিরীহ যাতায়াত ব্যতীত অন্য কারনে বাংলাদেশের সমুদ্রসীমায় থাকে।

(২) উপধারা (১) লংঘন করিলে কোন ব্যক্তি একটি অপরাধ সংঘটন করিবে এবং সর্বোচ্চ এক লক্ষ ইউনিট অর্থদন্ডে বা সর্বোচ্চ এক বছরের কারাদন্ডে বা উভয়দন্ডে দন্ডিত হইবে।

২৭১। জাহাজের মাষ্টার বা মালিককে বিপজ্জনক পণ্যের বিবরণ দেওয়ার বাধ্যবাধকতা

(১) কোন ব্যক্তি এই উপধারা লংঘন করে যদি-
- (ক) সে জাহাজে বিপজ্জনক পণ্য রাখে বা রাখিবার অনুমতি দেয়; ও
- (খ) সে জাহাজের মালিক বা মাষ্টার না হয়; ও
- (গ) সাধারন নৌপরিবহন দলিলাদিতে বিদ্যমান পণ্যের বর্ণনার অতিরিক্ত কোন লিখিত বর্ণনা যদি জাহাজের মালিক বা মাষ্টারকে পণ্য বোঝাইয়ের সময় বা তাহার পূর্বে প্রদান না করে; ও
- (ঘ) যদি উহা বিদেশী জাহাজ হয়, উহাতে পণ্য বোঝাইয়ের সময় যদি উহা-
  - অ. বাংলাদেশী কোন বন্দরে থাকে; বা
  - আ. বাংলাদেশের কোন বন্দরে প্রবেশ করে বা ত্যাগ করে; বা
- ই. বাংলাদেশের অভ্যন্তরীন জলসীমায় থাকে; বা
- ঈ. নিরীহ যাতায়াত ব্যতীত অন্য কারনে বাংলাদেশের সমুদ্রসীমায় থাকে।

(২) উপধারা (১) লংঘন করিলে কোন ব্যক্তি একটি অপরাধ সংঘটন করিবে এবং অনধিক এক লক্ষ ইউনিট অর্থ দন্ডে বা অনধিক এক বছরের কারাদন্ডে বা উভয় দন্ডে দন্ডিত হইবে।

২৭২। মিথ্যা বর্ণনার অধীনে বিপজ্জনক পণ্য পরিবহন

(১) কোন ব্যক্তি এই উপধারা লংঘন করিবে যদি-
- (ক) সে বিপজ্জনক পণ্য মিথ্যা বর্ণনার অধীনে জাহাজে বহন করে অথবা বহন করিবার অনুমতি দেয়; ও
- (খ) যদি উহা বিদেশী জাহাজ হয়, যখন উক্ত পণ্য বহন করা হয় তখন উহা-
  - (অ) কোন বাংলাদেশ বন্দরে থাকে; বা
  - (আ) বাংলাদেশের কোন বন্দরে প্রবেশ করে বা উহা ত্যাগ করে, বা
  - (ই) বাংলাদেশের অভ্যন্তরীন জলসীমায় থাকে; বা
  - (ঈ) নিরীহ যাতায়াত ব্যতীত ও অন্য কারনে বাংলাদেশী জলসীমায় থাকে।

(২) কোন ব্যক্তি উপধারা (১) লংঘন করিলে একটি অপরাধ সংঘটন করিবে এবং অনধিক এক লক্ষ ইউনিট অর্থদন্ডে বা অনধিক এক বছরের কারাদন্ডে বা উভয় দন্ডে দন্ডিত হইবে।

২৭৩। বিপজ্জনক পণ্য প্রেরকের মিথ্যা বর্ণনা

(১) কোন ব্যক্তি এই উপধারা লংঘন করে যদি-
- (ক) বিপজ্জনক পণ্য কোন জাহাজে বহন করা হইতেছে বা হইবে; ও
- (খ) সে পণ্যের প্রেরকের বর্ণনা দেয়:
  - (অ) পণ্যবাহী প্যাকেটের উপরে; বা
  - (আ) পণ্য পরিবহন বিষয়ক কোন দলিলে, এবং
- (গ) উক্ত বর্ণনা কোন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে মিথা বা বিভ্রান্তিমূলক

(২) কোন ব্যক্তি উপধারা (১) লঙ্ঘন করিলে একটি অপরাধ সংঘটন করিবে এবং অনধিক এক লক্ষ ইউনিট অর্থদন্ডে বা অনধিক এক বছরের কারাদন্ডে বা উভয় দন্ডে দন্ডিত হইবে।

২৭৪। জাহাজের অভিপ্রায় নোটিশ

(১) বাংলাদেশে নিবন্ধিত সমুদ্রগামী জাহাজে বা বিদেশী জাহাজে বিপজ্জনক পণ্য বহন করিবার পূর্বে, পণ্যের প্রেরক প্রবিধান কর্তৃক নির্ধারিত পদ্ধতিতে ও উহাতে উল্লেখিত ব্যক্তিকে উক্তরূপ পণ্য প্রেরণের অভিপ্রায় এর নোটিশ প্রদান করিবে;

(২) কোন ব্যক্তি উপধারা (১) লঙ্ঘন করিলে একটি অপরাধ সংঘটন করিবে এবং অনধিক এক লক্ষ ইউনিট অর্থদন্ডে বা অনধিক এক বছরের কারাদন্ডে বা উভয় দন্ডে দন্ডিত হইবে।

৩৯তম অধ্যায়
অনুসন্ধান ও উদ্ধার

২৭৫। বিপদ্গ্রস্ত জাহাজকে সহায়তার বাধ্যবাধকতা ইত্যাদি

(১) কোন বাংলাদেশী জাহাজের মাষ্টার, সমুদ্রে কোন বিপদ্সংকেত পাইলে অথবা কোন উৎস হইতে এইরূপ তথ্য পাইলে যে কোন জাহাজ বা অন্যরূপ জলযান বা উড়োজাহাজ বা কোন ব্যক্তি সমুদ্রে বিপদ্গ্রস্ত অবস্থায় আছে, সে সর্বোচ্চ গতিবেগে উক্তরূপ বিপদ্গ্রস্ত ব্যক্তির সহায়তায় বাধিত হইবে, এবং যদি সম্ভব হয় উহাকে অবহিত করিবে, যদি না সে উহা করিতে অক্ষম হয় বা কোন বিশেষ অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে উহা অযৌক্তিক বা অনাবশ্যক বলিয়া বিবেচনা করে, অথবা যদি না সে এই ধারার উপধারা (৩) বা (৪)-এর বিধান অনুযায়ী অব্যাহতি প্রাপ্ত হয়।

(২) যখন কোন বিপদ্গ্রস্ত জাহাজের মাষ্টার তাহার আহবানে সাড়া দেওয়া কোন বাংলাদেশ জাহাজকে রিকুইজিশন করে, তাহা হইলে উক্তরূপে রিকুইজিশনকৃত জাহাজের মাষ্টারের দায়িত্ব হইবে সর্বোচ্চ গতিবেগে উক্তরূপ বিপদগ্রস্ত ব্যক্তির দিকে ধাবিত হওয়া অব্যাহত রাখিবার মাধ্যমে রিকুইজিশন পরিপালন করা।

(৩) কোন মাষ্টার উপধারা (১)-এর অধীনে আরোপিত বাধ্যবাধকতা হইতে মুক্তি পাইবে যদি সে এই মর্মে অবহিত হয় যে তাহার নিজের ব্যতীত অন্য এক বা একাধিক জাহাজ রিকুইজিশন করা হইয়াছে এবং উক্তরূপে রিকুইজিশনকৃত জাহাজ বা জাহাজ সমূহ উহা পরিপালন করিতেছে।

(৪) কোন মাষ্টার উপধারা (১)-এর অধীনে আরোপিত বাধ্যবাধকতা হইতে এবং যদি তাহার জাহাজ রিকুইজিশন করা হইয়া থাকে তাহা হইলে উপধারা (২)-এর অধীনে আরোপিত বাধ্যবাধকতা হইতে মুক্তি পাইবে যদি সে বিপদগ্রস্ত ব্যক্তির নিকট পৌঁছাইয়াছে এইরূপ জাহাজের মাষ্টার কর্তৃক অবহিত হয় যে তাহার সহায়তার প্রয়োজন নাই।

(৫) কোন জাহাজের মাষ্টার যে উপধারা (১) ও (২)-এর বিধান পরিপালনে ব্যর্থ হয় সে একটি অপরাধ সংঘটন করে এবং দোষী সাব্যস্ত হইলে অনধিক পাঁচ লক্ষ ইউনিট অর্থদন্ডে বা অনধিক দুই বছরের কারাদন্ডে অথবা উভয় দন্ডে দন্ডিত হইবে।

(৬) যখন কোন বাংলাদেশ জাহাজের মাষ্টার সমুদ্রে কোন বিপদ্সংকেত পায় অথবা কোন উৎস হইতে এইরূপ তথ্য পায় যে কোন জাহাজ বা অন্যরূপ জলযান বা উড়োজাহাজ বা কোন ব্যক্তি সমুদ্রে বিপদগ্রস্ত আছে, কিন্তু বিপদগ্রস্ত ব্যক্তির সহায়তায় যাইতে অক্ষম হয় অথবা বিশেষ অবস্থার প্রেক্ষিতে অযৌক্তিক বা অনাবশ্যক মনে করে, সে সঙ্গে সঙ্গে দাপ্তরিক লগ্‌বুকে উক্তরূপ ব্যক্তির সহায়তায় না যাওয়ার কারন উল্লেখ পূর্বক একটি বিবৃতি লিপিবদ্ধ করিবে, এবং যদি সে ইহাতে ব্যর্থ হয় তাহা হইলে সে একটি অপরাধ সংঘটন করে এবং দোষী সাব্যস্ত হইলে অনধিক পঞ্চাশ হাজার ইউনিট অর্থদন্ডে দন্ডিত হইবে।

(৭) প্রত্যেক বাংলাদেশ জাহাজের মাষ্টার কোন জাহাজ বা অন্যরূপ জলযান বা উড়োজাহাজ বা ব্যক্তি কর্তৃক প্রেরিত সকল বিপদ্সংকেত দাপ্তরিম লগ্‌বুকে লিপিবদ্ধ করিবে; এবং যদি সে উহা করিতে ব্যর্থ হয় তাহলে সে একটি অপরাধ সংঘটন করিবে এবং দোষী সাব্যস্ত হইলে অনধিক পঞ্চাশ হাজার ইউনিট অর্থ দন্ডে দন্ডিত হইবে।

(৮) এই ধারার কোন কিছুই এই আইনের ধারা ৪২৪ কে প্রভাবিত করিবে না এবং কোন জাহাজের মাষ্টার কর্তৃক এই ধারার পরিপালন তাহার বা অন্য কোন ব্যক্তির উদ্ধারের অধিকার খর্ব করিবেনা।

২৭৬। অনুসন্ধান ও উদ্ধারের দায়িত্বপ্রাপ্ত সত্ত্বা

(১) মহাপরিচালক সন্ধান ও উদ্ধার সেবার জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত হইবে।

(২) অনুসন্ধান ও উদ্ধার সেবার বিধানাবলী বাংলাদেশের নিম্নোক্ত কনভেনশন সমূহের প্রতি দায়িত্বের সহিত সংগতিপূর্ণ হইবে-
   (ক) শিকাগো কনভেনশন;
   (খ) নিরাপত্তা কনভেনশন;
   (গ) ১৯৭৯ সালের ২৭ এপ্রিল হামবুর্গে স্বাক্ষরিত International Convention on Meritime Search and Rescue 1979.

২৭৭। অনুসন্ধান ও উদ্ধার প্রবিধান

সরকার অনুসন্ধান ও উদ্ধার প্রক্রিয়া বিষয়ে এবং উদ্ধার সমন্বয় কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা বিষয়ে প্রবিধান প্রণয়ন করিতে পারিবে যাহা সকল বাংলাদেশ জাহাজ ও সংস্থা কর্তৃক অনুসৃত হইবে।

পঞ্চম অংশ
দূষণ প্রতিরোধ

৪০তম অধ্যায়
সাধারন

২৭৮। এই অংশের প্রয়োগ

এই অংশ প্রযোজ্য হয়-
(ক) বাংলাদেশ জাহাজের ক্ষেত্রে, উহা যেইখানেই থাকুক না কেন;
(খ) বাংলাদেশ জলসীমায় বিদেশী পতাকাধারী জাহাজের ক্ষেত্রে, স্বতন্ত্র অর্থনৈতিক এলাকাসহ (Exclusive Exonomic Zone EEZ).

২৭৯। ব্যাখ্যা

এই অংশে-
‘দূষণ সনদ’ অর্থ ধারা ২৮০-এ তালিকাভূক্ত আর্ন্তজাতিক কনভেনশন সমূহের অধীনে ইস্যুকৃত সনদসমূহ;
“ইস্যু সংস্থা” অর্থ নৌপরিবহন অধিদপ্তর বা উহা কর্তৃক ধারা ১৭ অনুযায়ী স্বীকৃত অন্য কোন সংস্থা;
“দূষণ প্রতিরোধ কনভেনশন” (Prevention of Pollution Convention) অর্থ MARPOL ৭৩/৭৮, সংশোধিত।
“জাহাজ” অর্থ জাহাজ চালনায় ব্যবহৃত সকল বর্ণনার জলযান, সমুদ্রের তলদেশের অনুসন্ধান ও শোষণ কর্মে ব্যবহৃত জলযানসহ, এবং সামুদ্রিক এলাকায় অন্য যে কোন স্থায়ী বা অস্থায়ী কাঠামো।
“জাহাজ” অর্থে জলযান অর্ন্তভূক্ত হইবে।

৪১তম অধ্যায়
দূষণ প্রতিরোধ বিষয়ক আর্ন্তজাতিক সামুদ্রিক কনভেনশন

২৮০। দূষণ প্রতিরোধ সংক্রান্ত আর্ন্তজাতিক সামুদ্রিক কনভেনশন সমূহ

(১) এই আইন সাপেক্ষে, নিম্নোক্ত আর্ন্তজাতিক সামুদ্রিক কনভেনশন সমূহ এই আইনের অধীনে প্রয়োগ ও বলবৎ হইবে এবং বাংলাদেশে আইনের মর্যাদা পাইবে-

(ক) সংশোধিত ১৯৭৮ সালের প্রটোকল দ্বারা পরিবর্তিত International Convetion for the Prevention of Pollution from Ships 1973;

(খ) সংশোধিত ১৯৭৮ সালের প্রটোকল দ্বারা পরিবর্তিত International Convetion for the Prevention of Pollution from Ships 1973 সংশোধনের জন্য ১৯৯৭ সালের প্রটোকল;

(গ) সংশোধিত Convention Relating to Intervention on the High Seas in Cases of Oil Pollution Casualties, 1969 (Intervention Convention);

(ঘ) International Convention on Oil Pollution Preparedness, Response and Cooperation 1990.

(ঙ) সংশোধিত International Convention on the Control of Harmful Anti-fouling Systems on Ships 2001;

(চ) সংশোধিত International Convention for the Control and Management of Ships' Ballast Water and Sediments 2004;

(২) সরকার কর্তৃক নির্ধারিত যেই তারিখে বাংলাদেশে বলবৎ হইবে সেই তারিখ হইতে নিম্নলিখিত আর্ন্তজাতিক সামুদ্রিক চুক্তি সমূহ বাংলাদেশে আইনের মর্যাদা পাইবে-

(ক) The Protocol Relating to Intervention on the High Seas in Cases of Marine Pollution by Substances Other than Oil, 1973;

(খ) The International Convention on the Prevention of Marine Pollution by Dumping of Wastes and Other Matter, (LDC) PPR;

(গ) The Protocol on Preparedness Response and Cooparation to Pollution Incidents by Hazardous and Noxious Substances, 2000 (HNS Protocol);

(৩) উপধারা (১) ও (২)-এ উল্লেখিত কোন কনভেনশন বা প্রটোকলের কোন সংশোধন বাংলাদেশে প্রযোজ্য হইবে না যদি বাংলাদেশ উক্তরূপ সংশোধনে সম্মতি না দেয়।

২৮১। জাহাজ কনভেনশনের বাধ্যবাধকতা ও শর্তাদি পরিপালন করিবে

(১) এই ধারা প্রযোজ্য হইবে-

(অ) সকল বাংলাদেশে নিবন্ধিত সমুদ্রগামী জাহাজের ক্ষেত্রে; এবং

(আ) বাংলাদেশ জলসীমায় সকল বিদেশী পাতাকাবাহী জাহাজের ক্ষেত্রে-

যাহা এই আইনে উল্লেখিত কোন আর্ন্তজাতিক সামুদ্রিক কনভেনশনের শর্তাদির আওতাভূক্ত অথবা অন্য কোন আইন বা প্রযোজ্য কনভেনশনের বিধানাবলীর আওতাভূক্ত (জাহাজের শ্রেণী, প্রকার, আকার, ব্যবহার বা সমুদ্রযাত্রা বা অন্য যে কোন কিছুর উপর ভিত্তি করিয়াই হউক না কেন)।

(২) এই আইন ও সংশ্লিষ্ট প্রবিধান সাপেক্ষে, কোন জাহাজ যাহার ক্ষেত্রে উপধারা (১)-এর অধীনে কোন আর্ন্তজাতিক সামুদ্রিক কনভেনশন প্রযোজ্য হয় উহা-

(ক) উহার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য সকল কনভেনশনের শর্তাদি পরিপালন করিয়া পরিচালিত হইবে;

(খ) উহার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য সকল কনভেনশনের অধীনে সকল রেকর্ড ও প্ল্যান সংরক্ষণ করিবে;

(গ) উহার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য সকল কনভেনশনের অধীনে সকল তথ্য ও প্রজ্ঞাপন প্রদান করিবে;

(ঘ) উহার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য সকল কনভেনশনের চলতি সনদ ধারণ করিবে;

(ঙ) উহার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য সকল কনভেনশনে উল্লেখিত নক্সার শর্ত পরিপালন করিবে;

(চ) উহার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য সকল কনভেনশনের শর্তানুযায়ী সরঞ্জামাদি বহন করিবে এবং নিশ্চিত করিবে যে তাহা উক্তমরূপে চলমান অবস্থায় রক্ষিত হইতেছে;

(ছ) উহার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য সকল কনভেনশনের শর্তানুযায়ী লোকবল, প্রশিক্ষণ ও যোগ্যতার স্তর ব্যবস্থা করিবে;

(জ) প্রযোজ্য কোন কনভেনশনে উল্লেখিত শর্তাবলী পরিপালন করিবে, উহাতে উল্লেখিত অব্যাহতি বা ব্যতিক্রম ব্যতিরেকে।

(৩) কোন জাহাজ উপধারা (২) লংঘন করিলে উহার মালিক বা মাষ্টার একটি অপরাধ সংঘটন করিবে এবং নিম্নরূপে দায়ী হইবে-

(ক) যদি জাহাজখানি ৫০০ গ্রস্ টনেজের অধিক হয়, অনধিক পাঁচ লক্ষ ইউনিট অর্থদন্ডে বা অনধিক ১২ মাসের কারাদন্ডে বা উভয় দন্ডে দন্ডিত হইবে; বা

(খ) যদি জাহাজখানি ৫০০ গ্রাস্ টনেজ বা তাহার নিম্নে হয়, অনধিক এক লক্ষ ইউনিট অর্থদন্ডে বা অনধিক ৬ মাসের কারাদন্ডে দন্ডিত হইবে।

(৪) কোন জাহাজ এই ধারার কোন শর্ত ভঙ্গ করিলে মহাপরিচালক, উপধারা (৩)-এর অধীনে আরোপিত কোন দন্ডের অতিরিক্ত, এবং আইন অনুযায়ী গ্রহণযোগ্য অন্য যেকোন ব্যবস্থার অতিরিক্ত, নিম্নোক্ত ব্যবস্থা গ্রহন করিতে পারিবে-

(ক) জাহাজ আটক হইতে পারিবে;

(খ) এই আইনের অধীনে নিবন্ধিত কোন জাহাজের নিবন্ধন স্থগিত বা বাতিল করিতে পারিবে;

(গ) এই আইনের অধীনে নিবন্ধিত নহে এইরূপ কোন জাহাজের শর্তভঙ্গের সংবাদ উহার নিয়ন্ত্রণকারী সামুদ্রিক প্রশাসনের নিকট জানাইতে পারিবে;

(ঘ) শর্তভঙ্গের জন্য দায়ী বা উহার সহিত জড়িত থাকিলে মাষ্টার বা যেকোন নাবিকের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহন করিতে পারিবে।

৪২তম অধ্যায়
দূষণ প্রতিরোধ সংক্রান্ত প্রবিধান

২৮২। প্রবিধান প্রণয়নের ক্ষমতা

(১) মহাপরিচালক, সরকারের অনুমোদনক্রমে, জাহাজ হইতে উদ্ভূত দূষণ হইতে সামুদ্রিক পরিবেশকে সুরক্ষা ও সংরক্ষণের জন্য প্রবিধান প্রণয়ন করিতে পারিবে।

(২) উপধারা (১)-এ প্রদত্ত ক্ষমতাকে ক্ষুন্ন না করিয়া, প্রবিধান নিম্নোক্ত আর্ন্তজাতিক সামুদ্রিক কনভেনশন ও চুক্তি সমূহেকে, প্রযোজ্য হইলে, কার্যকর করিতে পারিবে-
- (ক) United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS)1982;
- (খ) সংশোধিত ১৯৭৮ সালের প্রটোকল কর্তৃক পরিবর্তিত International Convention for the Prevention of Pollution from Ships (MARPOL);
- (গ) সংশোধিত International Convention Relating to Intervention on the High Seas in Cases of Oil Pollution Casualties, 1969 (Intervention Convention);
- (ঘ) Protocol Relating to Intervention at the High Seas in Cases of Marine Pollution by Substances Other than Oil, 1975;
- (ঙ) International Convention on Oil Pollution Preparedness, Response and Cooperation, 1990;
- (চ) International Convention on the Prevention of Marine Pollution by Dumping of Wastes and other Matter, (LDC), 1972;
- (ছ) Protocol on Preparedness Response and Coopartion to Pollution Incidents by Hazardous and Noxious Substances, 2000 (HNS Protocol);
- (জ) Internation Convention on the Control of Harmful Anti-Fouling Systems on Ships (AFS) 2001; এবং
- (ঝ) International Convention for the Control and Management of Ships Ballast Water and Sediments (BWM) 2004.

(৩) প্রবিধান বিশেষতঃ নিম্নোক্ত বিধান সমূহ অর্ন্তভূক্ত করিতে পারিবে-
- (ক) সমুদ্র বা অন্য কোন জলসীমার দূষণ সংক্রান্ত বিধান বা চুক্তি;
- (খ) দূষণ সনদ সংক্রান্ত সার্ভে বা পরিদর্শন পরিচালনা;
- (গ) উল্লেখিত শ্রেণীর জাহাজ সমূহের জন্য, সাধারনভাবে বা উল্লেখিত অবস্থায়, দূষণ সনদ ধারনের বাধ্যবাধকতা, নিম্নোক্ত বিষয়ক সনদসহ-
  - (অ) জাহাজ নির্মাণ বা সরঞ্জামাদি;
  - (আ) তৈল বা বিষাক্ত তরল পরিবহন;
  - (ই) প্যাকেটজাত ক্ষতিকর দ্রব্য পরিবহন;
  - (ঈ) নর্দমার নোংরা বা আবর্জনা;
  - (উ) বায়ু দূষণকারী বা ওজোন (ozone) ক্ষয়কারী পদার্থ;
  - (ঊ) এনার্জি দক্ষতা;
  - (ঋ) দূষণ প্রতিরোধ পদ্ধতি,
  - (এ) ব্যালাস্ট পানি ব্যবস্থাপনা।
- (ঘ) প্রবিধানের প্রয়োগ ও উহার বিধানাবলীর অতিরাষ্ট্রিক প্রযোজ্যতা;
- (ঙ) প্রবিধানের কোন বিধান লংঘন শাস্তিযোগ্য অপরাধ হইবে, এবং দোষী সাব্যস্থ হইলে অনধিক এক লক্ষ ইউনিট অর্থদন্ডে দন্ডিত হইবে।
- (চ) যেই জাহাজ বিষয়ে এইরূপ লংঘন ঘটিয়াছে বলিয়া প্রতীয়মান হয় সেই জাহাজের আটক বিষয়ে।

(৪) প্রবিধান-

(ক) ভিন্ন ভিন্ন পরিস্থিতির জন্য ভিন্ন ভিন্ন বিধান দিতে পারিবে;
(খ) মহাপরিচালকের নিকট সময় সময় প্রাসঙ্গিক বলিয়া বিবেচিত দলিল অনুযায়ী বিধান তৈরী করিতে পারিবে;
(গ) প্রবিধানের কোন বিধান হইতে অব্যাহতি দিতে পারিবে;
(ঘ) প্রবিধান অনুযায়ী অনুশীলনীয় কার্য্যবলীর দায়িত্ব অর্পণ;
(ঙ) প্রবিধানের উদ্দেশ্যে মহাপরিচালকের নিকট প্রয়োজনীয় বলিয়া বিবেচিত সকল আপতিক, সম্পূরক ও সাময়িক বিধান আওতাভূক্ত করিতে পারিবে।

২৮৩। আঞ্চলিক জলসীমায় জাহাজ হইতে জাহাজে স্থানান্তর সংক্রান্ত প্রবিধান

(১) মহাপরিচালক, সরকারের অনুমোদনক্রমে বাংলাদেশ জলসীমায় মালামাল, গুদাম, জ্বালানী তৈল বা বাংকার স্থানান্তর সংক্রান্ত প্রবিধান প্রণয়ন করিতে পারিবে, এবং দূষণ প্রতিরোধ, স্বাস্থ্য বা জাহাজ চালনার বিপদ প্রতিরোধ, বা পরিবেশ বা প্রাকৃতিক সম্পদের ঝুঁকি রোধে মহাপরিচালকের নিকট যথাযথ বলিয়া বিবেচিত হয় এইরূপ বিধানাবলী প্রণয়ন করিতে পারিবে।

(২) এই অধ্যায়ের অধীনে প্রণীত প্রবিধান বিশেষত নিম্নোক্ত যে কোন কিছু করিতে পারিবে-
(ক) কোন বিশেষ প্রকার হস্তান্তর নিষিদ্ধ করা, বা যেই সকল স্থানান্তর উল্লেখিত এলাকায়, পরিস্থিতিতে বা পদ্ধতিতে না হয় তাহা নিষিদ্ধ করা;
(খ) নিম্নোক্ত বিষয়ে বিধান তৈরী করা-
(অ) জাহাজ ও সরঞ্জামাদির নক্শা ও অনুসরণীয় মান;
(আ) জাহাজের লোকবল, জাহাজে নিযুক্ত কোন বিশেষ প্রকার ব্যক্তি কর্তৃক ধারনযোগ্য যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতাসহ;
(ই) স্থানান্তর বা আনুষঙ্গিক কার্যক্রম নিয়ন্ত্রণকারী ব্যক্তিগণ (মাষ্টার বা অন্যদের) কর্তৃক ধারনযোগ্য যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা;
(ঈ) মহাপরিচালক কর্তৃক নিযুক্ত ব্যক্তি বা অন্য কোন ব্যক্তিকে প্রস্তাবিত স্থানান্তর সম্পর্কে অবহিতকরণ করা বা তাহাদের দ্বারা উহা অনুমোদন করা এবং উক্তরূপে নিযুক্ত ব্যক্তি কর্তৃক স্থানান্তরের তত্ত্বাবধান এবং জাহাজ ও সরঞ্জামাদির পরিদর্শনের ব্যবস্থা করা;
(উ) বিধান দিতে পারিবে যে-
(কক) প্রবিধানে উল্লেখিত কোন দলিল দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে স্থানান্তরের অনুমোদন দেওয়া যাইবে; এবং
(কখ) প্রবিধানের এইরূপে উল্লেখিত কোন দলিলের প্রতি সূত্রনির্দেশ উক্ত দলিলের সময় সময় সংশোধিত বা পুনঃ ইস্যুকৃত রূপের প্রতি সূত্র নির্দেশ বলিয়া গণ্য হইবে।
(গ) জাহাজ ও সরঞ্জামাদি, সনদ ইস্যুকরণ ও তথ্য সরবরাহ সংক্রান্ত রেকর্ড তৈরী ও সংরক্ষণ;
(ঘ) প্রবিধানের কোন বিধান ক্ষেত্র বিশেষে বা প্রকার বিশেষে সীমাবদ্ধ করা।

(৩) এই অধ্যায়ের অধীনে প্রণীত প্রবিধান বিধান দিতে পারিবে যে উহার লংঘন একটি অপরাধ হইবে এবং সংক্ষিপ্ত বিচারে দোষী সাব্যস্থ হইলে অনধিক দুই লক্ষ ইউনিট অর্থদন্ডে দন্ডিত হইবে।

(৪) এই অধ্যায়ের অধীনে প্রণীত প্রবিধান-
(ক) বিভিন্ন শ্রেণীর বা বর্ণনার জাহাজের জন্য ও বিভিন্ন পরিস্থিতির জন্য ভিন্ন ভিন্ন বিধান দিতে পারিবে; ও
(খ) মহাপরিচালকের নিকট প্রয়োজনীয় বলিয়া বিবেচিত সকল আপতিক, সম্পূরক ও সাময়িক বিধান তৈরী করিতে পারিবে।

২৮৪। দূষণ সনদ ব্যতিরেকে চলাচলকারী জাহাজের অপরাধ ও দেওয়ানী দন্ড

(১) কোন জাহাজের মালিক বা মাষ্টার উহাকে সমুদ্রে লইয়া যাইবে না বা অন্য কাহাকেও উহা সমুদ্রে লাইয়া যাইতে দিবে না, যদি-
(ক) জাহাজখানির প্রবিধান কর্তৃক কোন বিশেষ প্রকারের দূষণ সনদ ধারণ করিবার বাধ্যবাধকতা থাকে, এবং
(খ) উক্ত প্রকার দূষণ সনদ উক্ত জাহাজের জন্য বলবৎ না থাকে।

(২) কোন ব্যক্তি উপধারা (১) লংঘন করিলে একটি অপরাধ সংঘটন করে এবং সংক্ষিপ্ত বিচারে দোষী সাব্যস্ত হইলে অনধিক দুই লক্ষ ইউনিট অর্থদন্ডে দন্ডিত হইবে।

৪৩তম অধ্যায়

বাংলাদেশ বন্দরে বর্জ্য গ্রহণের সুবিধা

২৮৫। বর্জ্য গ্রহণ সুবিধা সংক্রান্ত প্রবিধান

(১) মহাপরিচালক সরকারের অনুমোদনক্রমে নিম্লোক্ত বিষয়ে প্রবিধান প্রণয়ন করিতে পারিবে-

- (ক) বাংলাদেশের বন্দর সমূহে জাহাজ হইতে বর্জ্য গ্রহণের সুবিধা রাখিবার ব্যবস্থা (এই অধ্যায়ে "বর্জ্য গ্রহণ সুবিধা" বলিয়া উল্লেখিত);
- (খ) এইরূপ বন্দর সমূহে বর্জ্য গ্রহণ সুবিধার ব্যবহার;
- (গ) বর্জ্য ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা; ও
- (ঘ) বর্জ্য গ্রহণ সুবিধা ব্যবহারের ফি।

(২) প্রবিধান প্রণয়নে মহাপরিচালক নিম্লোক্ত বিধান সমূহ কার্যকর করিবার প্রয়োজনীয়তা বিবেচনায় লইবে-

- (ক) ধারা ২৮০-এ উল্লেখিত বাংলাদেশ কর্তৃক অনুসমর্থনকৃত (ratified) কোন আর্ন্তজাতিক চুক্তির বিধান; ও
- (খ) বর্জ্য গ্রহণ সুবিধা সংক্রান্ত বিধান।

৪৪তম অধ্যায়
তৈল দূষণ

দূষণ প্রতিরোধ সংক্রান্ত সাধারণ বিধানাবলী

২৮৬। বাংলাদেশ জলসীমায় জাহাজ হইতে তৈল নির্গমন

(১) যদি সমুদ্রগামী জাহাজ চলাচল করে এইরূপ বাংলাদেশের কোন জলসীমায় নিম্নোক্ত দফাসমূহে উল্লেখিত তৈল বা তৈলযুক্ত মিশ্রণ নির্গত হয়, তাহা হইলে, এই অধ্যায়ের নিম্নোক্ত বিধানাবলী সাপেক্ষে, নিম্নোক্ত ব্যক্তিগণ অপরাধ সংঘটন করিবে, যথা-

(ক) যদি জাহাজ হইতে নির্গমন হয়, উহার মালিক বা মাষ্টার, যদি না সে প্রমাণ করে যে নিম্নোক্ত দফা (খ) অনুযায়ী নির্গমন হইয়াছিল;

(খ) যদি জাহাজ হইতে নির্গমন হয় কিন্তু উহা এক জাহাজ হইতে অন্য জাহাজে বা জাহাজ হইতে জমীনের কোন স্থানে বা জমীন হইতে জাহাজে স্থানান্তরের সময় সংঘটিত হয়, এবং অন্য জাহাজ বা স্থানের কোন যন্ত্রের দায়িত্বে থাকা কোন ব্যক্তির দোষে বা অন্য জাহাজের মালিক বা মাষ্টারের দোষে বা উক্ত স্থানের দখলকারীর দোষে সংঘটিত হয়।

(২) উপধারা (১) এইরূপ কোন নির্গমনের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হয় না যাহা-

(ক) সমুদ্রে ঘটে; ও

(খ) এইরূপ প্রকৃতির বা এইরূপ পরিস্থিতির হয় যাহা সরকারের অনুমোদনক্রমে মহাপরিচালক কর্তৃক সাময়িকভাবে নির্ধারিত রূপে হয়।

(৩) এই ধারার অধীনে কোন ব্যক্তি অপরাধী হইলে এবং সংক্ষিপ্ত বিচারে দোষী সাব্যস্ত হইলে সে অনধিক পাঁচ লক্ষ ইউনিট অর্থদন্ডে দন্ডিত হইবে।

(৪) এই ধারায় “জমীনের স্থান” বলিতে সমুদ্রের তলদেশের কোন কিছু বা তীরে অবস্থিত কিছু, বা বাংলাদেশ জলসীমার আওতাভূক্ত কোন জলের নীচে বা তীরে অবস্থিত কিছুকে বুঝাইবে, ও ভাসমান কিছু (জাহাজ ব্যতীত) যাহা সমুদ্রের তলদেশ বা তীর বা উক্তরূপ জলের সহিত নোঙ্গরকৃত বা যুক্ত উহাই ইহার অর্ন্তভুক্ত হইবে।

২৮৭। ধারা ২৮৬-এর অধীনে কোন অপরাধে অভিযুক্ত মালিক বা মাষ্টারের কৈফিয়ত

(১) যখন কোন ব্যক্তি কোন জাহাজের মালিক বা মাষ্টার হিসাবে ধারা ২৮৬-এর অধীনে কোন অপরাধে অভিযুক্ত হয়, তৈল বা মিশ্রণ নিম্নোক্ত কারনে নির্গত হইয়াছিল প্রমানিত হইলে উহা তাহার জন্য একটি কৈফিয়ত হইবে-

(ক) জাহাজের নিরাপত্তার স্বার্থে;

(খ) কোন জাহাজ বা মালের ক্ষতি পরিহারে; বা

(গ) প্রাণরক্ষায়

যদি না আদালত সন্তুষ্ট হয় যে তৈল বা মিশ্রণের নির্গমন উক্ত উদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় ছিল না ও অবস্থার প্রেক্ষিতে তাহা যুক্তিসঙ্গত পদক্ষেপ ছিল না।

(২) যখন কোন ব্যক্তি কোন জাহাজের মালিক বা মাষ্টার হিসাবে ধারা ২৮৬-এর অধীনে কোন অপরাধে অভিযুক্ত হয়, নিম্নোক্ত বিষয় প্রমাণ করাও তাহার জন্য একটি কৈফিয়ত হইবে-

(ক) জাহাজের ক্ষতিসাধনের ফলশ্রুতিতে তৈল বা মিশ্রণ নির্গত হইয়াছে, এবং উক্তরূপ ক্ষতিসাধনের পরে যতদ্রুত সম্ভব নির্গমন প্রতিরোধ অথবা প্রতিরোধ সম্ভব না হইলে তৈল বা মিশ্রণ নির্গমন বন্ধ বা হ্রাস করিবার জন্য, সকল যুক্তিসঙ্গত পদক্ষেপ লওয়া হইয়াছে; বা

(খ) তৈল বা মিশ্রণ ছিদ্র হওয়ার কারনে নির্গত হইয়াছে, এবং উক্তরূপ ছিদ্র বা উহার আবিষ্কারে বিলম্ব যুক্তিসঙ্গত সর্তকতার অভাবের কারনে ঘটে নাই, এবং নির্গমন আবিষ্কারের পরে যতদ্রুত সম্ভব উহা বন্ধে বা হ্রাসকরণে সকল যুক্তিসঙ্গ পদক্ষেপ লওয়া হইয়াছে।

২৮৮। ধারা ২৮৬-এর অধীনে অপরাধে অভিযুক্ত দখলকারীর কৈফিয়ত

যখন কোন ব্যক্তি জমীনের কোন স্থানের দখলকারী হিসাবে ধারা ২৮৬- এর অধীনে তৈল বা তৈলযুক্ত মিশ্রণ নির্গমনের কোন অপরাধে অভিযুক্ত হয়, ইহা প্রমাণ করা তাহার জন্য একটি কৈফিয়ত হইবে যে উক্তরূপ নির্গমন বা উহা আবিষ্কারে বিলম্ব যুক্তিসঙ্গত সতর্কতার অভাবের কারণে ঘটে নাই, এবং নির্গমন আবিষ্কারের পরে যত দ্রুত সম্ভব উহা বন্ধে বা হ্রাসকরণে সকল যুক্তিসঙ্গত পদক্ষেপ লওয়া হইয়াছে।

২৮৯। পোতাশ্রয়ের জলে তৈল নির্গমন অবহিতকরণের দায়িত্ব

(১) যদি কোন তৈল বা তৈলযুক্ত মিশ্রণ-
  (ক) বাংলাদেশের কোন পোতাশ্রয়ের জলে কোন জাহাজ হইতে নির্গত হয়; বা
  (খ) এইরূপ জলে কোন জাহাজ হইতে নির্গত হইতে বা নির্গত হইয়াছে বলিয়া দেখা যায়;
  জাহাজের মালিক বা মাষ্টার সঙ্গে সঙ্গে উহা মহাপরিচালককে অবহিত করিবে।

(২) উপধারা (১)-এর অধীনে কোন প্রতিবেদন উহা উপধারা ১(ক) না (খ)- এ ঘটিয়াছে তাহা উল্লেখ করিবে।

(৩) যদি কোন ব্যক্তি এই ধারার অধীনে প্রতিবেদন তৈরীতে ব্যর্থ হয়, সে সংক্ষিপ্ত বিচারে দোষী সাব্যস্ত হইলে অনধিক এক লক্ষ ইউনিট অর্থদন্ডে দন্ডিত হইবে।

২৯০। নৌ দূর্ঘটনা

(১) এই ধারায় অর্পিত ক্ষমতা অনুশীলন করিতে হইবে যেখানে-
  (ক) জাহাজ দূর্ঘটনায় পতিত হয় বা জাহাজে কোন দূর্ঘটনা ঘটে; এবং
  (খ) মহাপরিচালকের মতে জাহাজ হইতে নির্গত তৈল বাংলাদেশ জলে সমূহ দূষণ ঘটাইবে বা ঘটাইতে পারে;
  (গ) মহাপরিচালকের মতে এই ধারায় অর্পিত ক্ষমতার অনুশীলন জরুরী প্রয়োজন, কিন্তু উক্তরূপ ক্ষমতা নিম্নের উপধারা (৭)-এ উল্লেখিত সীমাবদ্ধতা সাপেক্ষে হইবে।

(২) তৈল দূষণ বা তৈল দূষণের ঝুঁকি প্রতিরোধ বা হ্রাসকরণের জন্য মহাপরিচালক নিম্নোক্ত ব্যক্তিদের জাহাজ বা মাল সংক্রান্ত নির্দেশনা দিতে পারিবে-
  (ক) জাহাজের মালিক বা দখলকারী; বা
  (খ) জাহাজের কোন মাষ্টার; বা
  (গ) জাহাজের কোন পাইলট; বা
  (ঘ) জাহাজের দখলে থাকা কোন উদ্ধারকারী বা তাহার কর্মচারী বা এজেন্ট বা উদ্ধার কর্মের দায়িত্বে থাকা কোন ব্যক্তি; বা
  (ঙ) জাহাজের মাষ্টার, যদি জাহাজখানি কোন পোতাশ্রয়ের জলে থাকে।

(৩) উপধারা (২)-এর কোন নির্দেশনা যাহার প্রতি প্রযোজ্য হইবে তাহাকে কোন ধরনের কোন ব্যবস্থা নেওয়া বা না নেওয়ার নির্দেশ দিতে পারিবে, এবং এই উপধারার পূর্বোক্ত বিধানাবলীকে ক্ষুন্ন না করিয়া, উক্তরূপ নির্দেশনা নির্দেশ দিতে পারিবে যে-
  (ক) জাহাজখানা সরাইতে হইবে বা সরানো যাইবে না, বা কোন নির্ধারিত স্থানে সরাইতে হইবে, বা কোন নির্ধারিত এলাকা বা জায়গা হইতে অন্যত্র সরাইতে হইবে; বা
  (খ) জাহাজখানি কোন নির্ধারিত এলাকা বা জায়গা বা কোন নির্ধারিত পথে সরানো যাইবে না, বা
  (গ) কোন তৈল বা অন্য মালামাল খালাস করা যাইবে বা যাইবে না; বা
  (ঘ) নির্ধারিত উদ্ধার কার্যক্রম শুরু করা যাইবে বা যাইবে না; বা

(৪) যদি মহাপরিচালকের বিবেচনায় উপধারা (২) দ্বারা অর্পিত ক্ষমতা এতদুদ্দেশ্যে অপর্যাপ্ত বলিয়া প্রতীয়মান বা প্রমাণ হয়, তাহা হইলে মহাপরিচালক, তৈল দূষণ বা তৈল দূষনের ঝুঁকি রোধে বা হ্রাসকরণে, উক্ত জাহাজ বা মালামাল বিষয়ে যে কোন ব্যবস্থা গ্রহন করিতে পারিবে, এবং পূর্বোক্ত বিধানাবলীর সাধারনত্বকে ক্ষুন্ন না করিয়া, মহাপরিচালক-
  (ক) এই ধারার অধীনের কোন নির্দেশনা দ্বারা যেইরূপ ব্যবস্থা গ্রহন করিবার ক্ষমতা আছে সেইরূপ কোন ব্যবস্থা লইতে পারিবে;
  (খ) জাহাজ বা উহার কোন অংশ এইরূপে ডুবাইয়া দিতে বা ধ্বংস করিয়া ফেলিতে পারিবে, যাহা তাহার নির্দেশে অন্য কোন ব্যক্তির করিবার সাধ্য নাই;
  (গ) এইরূপ কোন কার্যক্রম করিতে পারিবে যাহা জাহাজের নিয়ন্ত্রণ গ্রহন করা সম্পৃক্ত করে।

(৫) উপধারা (৪)- এর অধীনে মহাপরিচালকের ক্ষমতা এতদুদ্দেশ্যে তাহার অনুমোদিত অন্য কোন ব্যক্তিও অনুশীলন করিতে পারিবে।

(৬) এই ধারায় প্রদত্ত নির্দেশনা পরিপালনের বা ব্যবস্থা গ্রহনের ক্ষেত্রে প্রত্যেক ব্যক্তি প্রাণহানির ঝুঁকি পরিহারে সর্বোচ্চ চেষ্টা নিয়োজিত করিবে।

(৭) এই ধারা আর্ন্তজাতিক আইন বা অন্য কিছুর অধীনে মহাপরিচালকের উপর অর্পিত অন্য কোন ক্ষমতা বা অধিকারকে খর্ব করিবে না।

(৮) এই ধারার অধীনে প্রদত্ত কোন নির্দেশনামূলে বা উপধারা (৪) বা (৫) অনুযায়ী গৃহীত কোন ব্যবস্থা গ্রেপ্তারকৃত কোন জাহাজ বা উহার মালামালের বিপরীতে গৃহীত হইলে তাহা-

- (ক) আদালত অবমাননা হইবে না; এবং
- (খ) মহাপরিচালককে কোন অবস্থাতেই কোন দেওয়ানী কার্য ধারায় দায়ী করিবে না।

(৯) এই ধারায়, বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থী কোন কিছু না থাকিলে -

- (ক) “দূর্ঘটনা” অর্থ জাহাজে জাহাজে সংঘর্ষ, আটকা পড়া বা জাহাজ চালনার অন্য কোন ঘটনা, বা জাহাজের অভ্যন্তরের বা বাহিরের অন্য কোন সংঘটন যাহা জাহাজ বা মালের সমূহ ক্ষতিসাধন করে বা সমূহ ক্ষতির আসন্ন হুমকি স্বরূপ হয়;
- (খ) “মালিক” অর্থ, যেই জাহাজে দূর্ঘটনা ঘটিয়াছে দূর্ঘটনা ঘটিবার সময় উহার মালিক;
- (গ) “পাইলট” অর্থ জাহাজের নহে এইরূপ কোন ব্যক্তি জাহাজখানি যাহার তত্ত্বাবধানে আছে।
- (ঘ) “নির্ধারিত” এই ধারার কোন নির্দেশনার ক্ষেত্রে বুঝাইবে উক্ত নির্দেশনা দ্বারা নির্ধারিত।

২৯১। বাংলাদেশের সামুদ্রিক পরিবেশ দূষিত বা ক্ষতিগ্রস্থ করে এইরূপে জাহাজ চালনা

(১) কোন জাহাজের মাষ্টার এইরূপে জাহাজ পরিচালনা করিবে না যাহা নিম্নের কোন কিছু ঘটায়-

- (ক) বাংলাদেশের উপকূলীয় সমুদ্রের বা একান্ত অর্থনৈতিক অঞ্চলের পরিবেশ দূষণ; বা
- (খ) বাংলাদেশের উপকূলীয় সমুদ্রের বা একান্ত অর্থনৈতিক অঞ্চলের পরিবেশের ক্ষতিসাধন।

(২) কোন ব্যক্তি উপধারা (১) লংঘন করিলে একটি অপরাধ সংঘটন করিবে এবং সংক্ষিপ্ত বিচারে দোষী সাব্যস্ত হইলে অনধিক এক লক্ষ ইউনিট অর্থদন্ডে বা অনধিক এক বছরের কারাদন্ডে বা উভয় দন্ডে দন্ডিত হইবে।

২৯২। বাংলাদেশের বাহিরের সামুদ্রিক পরিবেশ দূষিত বা ক্ষতিগ্রস্থ করে এইরূপে জাহাজ চালনা

(১) বাংলাদেশে নিবন্ধিত কোন জাহাজের মাষ্টার এইরূপে কোন জাহাজ চালনা করিবে না যাহা নিম্নের কিছু ঘটায়-

- (ক) বাংলাদেশের সামুদ্রিক জলসীমায় এবং একান্ত অর্থনৈতিক অঞ্চলের বাহিরের পরিবেশ দূষণ; বা
- (খ) বাংলাদেশের সামুদ্রিক জলসীমার এবং একান্ত অর্থনৈতিক অঞ্চলের বাহিরের পরিবেশের ক্ষতিসাধন।

(২) কোন ব্যক্তি উপধারা (১) লংঘন করিলে একটি অপরাধ সংঘটন করিবে এবং সংক্ষিপ্ত বিচারে দোষী হইলে অনধিক এক লক্ষ ইউনিট অর্থ দন্ডে বা অনধিক এক বছরের কারাদন্ডে বা উভয় দন্ডে দন্ডিত হইবে।

৪৫তম অধ্যায়
বিষাক্ত পদার্থ দ্বারা দূষণ প্রতিরোধ

২৯৩। ব্যাখ্যা

(১) এই অধ্যায়ে-
“Annex II” অর্থ এই আইনের ধারা ২৮২ উপধারা (২) দফা (খ)-তে উল্লেখিত MARPOL-এর Annex II;
“তরল পদার্থ” তৈল বুঝাইবে না;
“মিশ্রণ” ব্যালাস্ট জল, ট্যাংক ধোয়া তরল ও অন্যান্য অবশিষ্টাংশ অর্ন্তভূক্ত করিবে;

(২) অন্যরূপ উদ্দেশ্য প্রতীয়মান না হইলে, কোন অভিব্যক্তি যাহা এই অধ্যায়ে ও Annex II -তে ব্যবহৃত হয় (উক্ত এ্যানেক্স কর্তৃক উহার কোন নির্দিষ্ট সংজ্ঞা দেওয়া হউক বা না হউক) উহার, এই অধ্যায়ে, উক্ত এ্যানেক্সের অনুরূপ অর্থ থাকিবে।

২৯৪। তৈল ও তরল পদার্থের মিশ্রণে আইনের প্রয়োগ

যখন কোন মিশ্রণ তৈল ও তরল পদার্থযুক্ত হয়, ৪৪তম অধ্যায় ও এই অধ্যায় উক্তরূপ মিশ্রণের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে।

২৯৫। পদার্থের সাময়িক পরীক্ষণ

(১) যখন:
(ক) কোন তরল পদার্থ MARPOL-এর Annex II এর Appendix II -তে উল্লেখ নাই এবং উক্ত এ্যানেক্সের Appendix III -তেও উল্লেখ নাই; এবং
(খ) ধারা ২৯৬-এর অধীনে মহাপরিচালককে অবহিত করা হইয়াছে যে জাহাজে উক্তরূপ তরল পদার্থ উন্মুক্তভাবে বহন করা হইবে;

মহাপরিচালক, এই আইনের উদ্দেশ্যে লিখিতভাবে ঘোষণা করিতে পারিবে যে উক্ত জাহাজে উক্তরূপে বহনকৃত উক্ত তরল পদার্থ, Annex II -এর প্রবিধান ৩(৪) -এর বিধান অনুযায়ী সাময়িকভাবে উহাতে উল্লেখিত একটি শ্রেণী, শ্রেণী A, B, C বা D-এর অর্ন্তভূক্ত বলিয়া নির্ধারিত হইলে, উহা সেইরূপ পদার্থ বলিয়া গণ্য হইবে, এবং উক্ত ঘোষণা এইরূপে কার্যকর হইবে।

২৯৬। কতিপয় পদার্থ বহন করিবার প্রস্তাব অবহিতকরণ

যখন কোন ব্যক্তি ধারা ২৯৫(১)-এ উল্লেখিত কোন তরল পদার্থ কোন জাহাজে উন্মুক্তরূপে বহন করিবার মাধ্যমে আমদানী বা রপ্তানী করিবার প্রস্তাব দেয়, উক্ত ব্যক্তি বা উক্ত জাহাজের মাষ্টার, নির্ধারিত সময়ে ও নির্ধারিত পদ্ধতিতে নির্ধারিত ব্যক্তিকে উক্ত প্রস্তাব সম্পর্কে অবহিত করিবে, এবং যদি নির্ধারিত ব্যক্তি এইরূপে অবহিত না হয় ও তরল পদার্থ প্রস্তাব মতে বহন করা হয়, উক্ত ব্যক্তি ও মাষ্টার প্রত্যেকে একটি অপরাধ সংঘটন করে, ও দোষী সাব্যস্ত হইলে অনধিক এক লক্ষ ইউনিট অর্থ দন্ডে দন্ডিত হইবে।

২৯৭। সমুদ্রে পদার্থের নির্গমনের নিষেধাজ্ঞা

(১) উপধারা (২) সাপেক্ষে, যদি-
(ক) কোন ব্যক্তি বা মাষ্টার বা মালিক যদি এইরূপ কর্মে নিয়োজিত হয় যাহা কোন জাহাজে মালামাল হিসাবে উন্মুক্তভাবে পরিবাহিত কোন তরল পদার্থ বা তরল পদার্থযুক্ত মিশ্রণের সমুদ্রে নির্গমন ঘটায়; এবং
(খ) উক্ত ব্যক্তি বা মাষ্টার বা মালিক উক্তরূপ কর্ম দ্বারা হঠ্কারী বা অসতর্কভাবে উক্তরূপ নির্গমন ঘটায়; এবং
(গ) নিম্নরূপ উপদফাগুলির যে কোনটি প্রযোজ্য হয়-

(অ) নির্গমনটি অভ্যন্তরীন জলসীমায় ঘটে ও উক্ত জলসীমা বিষয়ে MARPOL-এর Annex II -এর প্রবিধান ৩, ৪, ৫ ও ৬ কার্যকর করিয়া অন্য কোন সরকারী সংস্থার কোন আইন নাই;

(আ) নির্গমনটি একান্ত অর্থনৈতিক অঞ্চলের সমুদ্রে ঘটে;

(ই) নির্গমনটি একান্ত অর্থনৈতিক অঞ্চলের বাহিরের সমুদ্রে ঘটে এবং জাহাজখানি বাংলাদেশে নিবন্ধিত;

উক্ত ব্যক্তি, মাষ্টার বা মালিক একটি অপরাধ সংঘটন করে ও দোষী সাব্যস্ত হইলে অনধিক দুই লক্ষ ইউনিট অর্থ দন্ডে দন্ডিত হইবে।

(২) উপধারা (১) প্রযোজ্য হইবে না যদি নির্গমনটি ঘটে MARPOL-এর Annex II অনুযায়ী।

৪৬তম অধ্যায়

প্যাকেটজাত ক্ষতিকর পদার্থ কর্তৃক দূষণ প্রতিরোধ

২৯৮। ব্যাখ্যা

(১) এই অধ্যায়ে-

“Annex III” অর্থ এই আইনের ধারা ২৮২ উপধারা (২) দফা (খ)-এ উল্লেখিত MARPOL এর “Annex III”;

“ক্ষতিকর পদার্থ” অর্থ International Maritime Dangerous Goods (IMDG) Code- কর্তৃক সমুদ্র-দূষক হিসাবে সনাক্ত কোন পদার্থ;

“প্যাকেটজাত আঙ্গিক” অর্থ International Maritime Dangerous Goods (IMDG) Code-এ ক্ষতিকর পদার্থের জন্য নির্দিষ্টকৃত পাত্রের আঙ্গিক;

(২) অন্যরূপ উদ্দেশ্য প্রতীয়মান না হইলে, কোন অভিব্যক্তি যাহা এই অধ্যায়ে ও MARPOL-এ Annex-III তে ব্যবহৃত হয় (উক্ত এ্যানেক্স কর্তৃক উহার বেস নির্দিষ্ট সংজ্ঞা দেওয়া হউক বা না হউক) উহার, এই অধ্যায়ে, উক্ত এ্যানেক্সের অনুরূপ অর্থ থাকিবে।

২৯৯। ক্ষতিকর পদার্থ সমুদ্রে ফেলিয়া দেওয়ার মাধ্যমে সংঘটিত নির্গমনে নিষেধাজ্ঞা

(১) উপধারা (২) সাপেক্ষে, যদি-

(ক) কোন ব্যক্তি বা মাষ্টার বা মালিক এইরূপ কর্মে নিয়োজিত হয় যাহা কোন জাহাজে মালামাল হিসাবে প্যাকেটজাত আঙ্গিকে পরিবাহিত কোন ক্ষতিকর জাহাজ হইতে সমুদ্রে নিক্ষিপ্ত হয়; এবং

(খ) উক্ত ব্যক্তি বা মাষ্টার বা মালিক উক্তরূপ কর্ম দ্বারা হঠ্‌কারী বা অসতর্কভাবে উক্তরূপ নির্গমন ঘটায়; এবং

(গ) নিম্নরূপ উপদফাগুলির যেকোনোটি প্রযোজ্য হয়-

(অ) নির্গমনটি অভ্যন্তরীন জলসীমায় ঘটে ও উক্ত জলসীমা বিষয়ে MARPOL-এর Annex-III এর প্রবিধান ৭ কার্যকর করিয়া অন্য কোন সরকারী সংস্থার কোন আইন নাই;

(আ) নির্গমনটি একান্ত অর্থনৈতিক অঞ্চলের সমুদ্রে ঘটে;

(ই) নির্গমনটি একান্ত অর্থনৈতিক অঞ্চলের বাহিরের সমুদ্রে ঘটে এবং জাহাজখানি বাংলাদেশে নিবন্ধিত

উক্ত ব্যক্তি বা মাষ্টার বা মালিক একটি অপরাধ সংঘটন করে ও দোষী সাব্যস্ত হইলে অনধিক দুই লক্ষ ইউনিট অর্থদন্ডে দন্ডিত হইবে।

৪৭তম অধ্যায়

পয়ঃ নিষ্কাষিত বর্জ্য কর্তৃক দূষণ প্রতিরোধ

৩০০। ব্যাখ্যা

(১) "Annex-V" অর্থ এই আইনের ধারা ২৮২ উপধারা (২) দফা (খ)-তে উল্লেখিত MARPOL-এর Annex-V.

(২) অন্যরূপ উদ্দেশ্য প্রতীয়মান না হইলে, কোন অভিব্যক্তি যাহা এই অধ্যায়ে ও MARPOL-এর Annex-IV-এ ব্যবহৃত হয় (উক্ত এ্যানেক্স কর্তৃক উহার কোন নির্দিষ্ট সংজ্ঞা দেওয়া হউক বা না হউক) উহার, এই অধ্যায়ে, উক্ত এ্যানেক্সের অনুরূপ অর্থ থাকিবে।

৩০১। পয়ঃ নিষ্কাশিত বর্জ্যের সমুদ্রে নির্গমনে নিষেধাজ্ঞা

(১) উপধারা (২) সাপেক্ষে, যদি

(ক) কোন ব্যক্তি বা মাষ্টার বা মালিক এইরূপ কর্মে নিয়োজিত হয় যাহা পয়ঃ নিষ্কাশিত বর্জ্য সমুদ্রে নির্গমন ঘটায়; এবং

(খ) উক্ত ব্যক্তি উক্ত কর্মের মাধ্যমে নির্গমন ঘটানোর ক্ষেত্রে হঠকারী বা অসতর্ক; এবং

(গ) নিম্নের যেকোন উপদফা প্রযোজ্য হয়-

(অ) নির্গমনটি অভ্যন্তরীন জলসীমায় ঘটে ও উক্ত জলসীমা বিষয়ে MARPOL-এর Annex-IV-এর প্রবিধান ৩ ও প্রবিধান ১১ এর দফা ১ কার্যকর করিয়া অন্য কোন সরকারী সংস্থার কোন আইন নাই;

(আ) নির্গমনটি একান্ত অর্থনৈতিক অঞ্চলের সমুদ্রে ঘটে;

(ই) নির্গমনটি একান্ত অর্থনৈতিক অঞ্চলের বাহিরের সমুদ্রে ঘটে এবং জাহাজখানি বাংলাদেশে নিবন্ধিত;

উক্ত ব্যক্তি বা মাষ্টার বা মালিক একটি অপরাধ সংঘটন করে ও দোষী সাব্যস্ত হইলে অনধিক দুই লক্ষ ইউনিট অর্থদন্ডে দন্ডিত হইবে।

(২) উপধারা (১) প্রযোজ্য হইবে না যদি MARPOL-এর Annex-IV অনুযায়ী নির্গমনটি সংঘটিত হয়।

৪৮তম অধ্যায়

বর্জ্য দূষণ প্রতিরোধ

৩০২। ব্যাখ্যা

এই অধ্যায়েঃ-

"Annex V অর্থ ধারা ২৮২ উপধারা (২) দফা (খ)-তে উল্লেখিত MARPOL এর Annex V.

৩০৩। সমুদ্রে বর্জ্য নির্গমনে নিষেধাজ্ঞা

(১) উপধারা (২) সাপেক্ষে, যদি-

(ক) কোন ব্যক্তি বা কোন জাহাজের মাষ্টার বা মালিক এইরূপ কর্মে নিয়োজিত হয় যাহা সমুদ্রে বর্জ্য নির্গমন ঘটায়; এবং

(খ) উক্তরূপ কর্মের মাধ্যমে নির্গমন ঘটানোর ক্ষেত্রে উক্ত ব্যক্তি হঠ্কারী বা অসতর্ক থাকে; এবং

(গ) নিম্নোক্ত উপদফাগুলির যেকোন একটি প্রযোজ্য হয়-

(অ) নির্গমনটি অভ্যন্তরীন জলসীমায় ঘটে ও উক্ত জলসীমা বিষয়ে MARPOL এর Annex V এর প্রবিধান ৩, ৫ ও ৬ কার্যকর করিয়া অন্য কোন সরকারী সংস্থার কোন আইন নাই;

(আ) নির্গমনটি একান্ত অর্থনৈতিক অঞ্চলের সমুদ্রে ঘটে;

(ই) নির্গমনটি একান্ত অর্থনৈতিক অঞ্চলের বাহিরের সমুদ্রে ঘটে এবং জাহাজখানি বাংলাদেশে নিবন্ধিত;

উক্ত ব্যক্তি বা মাষ্টার বা মালিক একটি অপরাধ সংঘটন করে ও দোষী সাব্যস্ত হইলে অনধিক দুই লক্ষ ইউনিট অর্থদন্ডে দন্ডিত হইবে।

(২) উপধারা (১) প্রযোজ্য হইবেনা যদি নির্গমনটি ঘটে MARPOL এর Annex V অনুযায়ী।

৪৯তম অধ্যায়

বায়ূ দূষণ প্রতিরোধ

৩০৪। ব্যাখ্যা

(১) এই অধ্যায়ে-

Annex VI অর্থ এই আইনের ধারা ২৮২ উপধারা (২) দফা (খ)-তে উল্লেখিত MARPOL-এর Annex VI;

‘জ্বালানী তৈল’ অর্থ দহনের উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত জ্বালানী তৈল এবং কঠিন রূপের কয়লা বা পারমানবিক জ্বালানী ইহার অর্ন্তভূক্ত হইবে না;

“জ্বালানী তৈল সরবরাহকারী” অর্থ জাহাজে সরবরাহের অব্যবহিত পূর্বে জ্বালানী তৈলের চূড়ান্ত মিশ্রণের দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি;

“নির্ধারিত” অর্থ প্রবিধান দ্বারা নির্ধারিত;

“জ্বালানী তৈলের নিবন্ধিত স্থানীয় সরবরাহকারী” অর্থ জ্বালানী তৈলের স্থানীয় সরবরাহকারী নিবন্ধন বহিতে (Register of Local Suppliers of Fuel Oil) নিবন্ধিত কোন স্থানীয় সরবরাহকারী;

“জ্বালানী তৈলের স্থানীয় সরবরাহকারী নিবন্ধন বহি” অর্থ ধারা XX অনুযায়ী প্রস্তুতকৃত নিবন্ধন বহি;

“Sox নির্গমন নিয়ন্ত্রণ অবস্থাদি” (Sox emission control conditions) অর্থ Sox নির্গমন নিয়ন্ত্রণ এলাকার কোন জাহাজের ক্ষেত্রে যখন জাহাজখানি উক্ত এলাকায় বিদ্যমান, উক্ত জাহাজ কর্তৃক ব্যবহৃত জ্বালানী তৈলের সালফারের পরিমান যাহা MARPOL এর Annex VI-এ উল্লেখিত হইয়াছে।

(২) কোন অভিব্যক্তি যাহা এই অধ্যায়ে ও MARPOL এর Annex VI-এ ব্যবহৃত হয়, উহার এই অধ্যায়ে উক্ত এ্যানেক্সের সমরূপ অর্থ থাকিবে (উক্ত এ্যানেক্স কর্তৃক উহার কোন নির্দিষ্ট সংজ্ঞা দেওয়া হউক বা না হউক)।

৩০৫। নির্ধারিত সীমার অতিরিক্ত সালফার বিশিষ্ট জ্বালানী তৈল ব্যবহার

কোন ব্যক্তি বা কোন জাহাজের মালিক বা মাষ্টার অপরাধী হইবে যদি-

(ক) উক্ত ব্যক্তি বা মালিক বা মাষ্টার কোন কর্মে নিয়োজিত হয়; এবং

(খ) উক্ত কর্মের ফলে নির্ধারিত সীমার অতিরিক্ত সালফার বিশিষ্ট জ্বালানী তৈল কোন জাহাজে ব্যবহৃত হয়; এবং

(গ) উক্ত ফল সংঘটনে উক্ত ব্যক্তি বা মালিক বা মাষ্টার হঠকারী বা অসতর্ক থাকে; এবং

(ঘ) নিম্নের কোন কিছু প্রযোজ্য হয়-

  (অ) উক্ত জ্বালানী তৈল বাংলাদেশ জলসীমায় থাকাকালীন কোন জাহাজে ব্যবহৃত হয় ও উক্ত জলসীমা বিষয়ে Annex VI এর প্রবিধান ১৪(১) কার্যকর করিয়া অন্য কোন সরকারী সংস্থার কোন আইন নাই;

  (আ) উক্ত জ্বালানী তৈল ব্যবহার হইয়াছে জাহাজখানি একান্ত অর্থনৈতিক অঞ্চলে থাকাকালীন সময়ে;

  (ই) উক্ত জ্বালানী তৈল বাংলাদেশে নিবন্ধিত কোন জাহাজে ব্যবহৃত হয় যখন জাহাজখানি একান্ত অর্থনৈতিক অঞ্চলের বাহিরে থাকে, কিন্তু Sox নির্গমন নিয়ন্ত্রণ এলাকার অভ্যন্তরে নহে,

এবং দোষী সাব্যস্ত হইলে অনধিক দুই লক্ষ ইউনিট অর্থদন্ডে দন্ডিত হইবে।

৫০তম অধ্যায়
ক্ষতিকর এ্যান্টি-ফাউলিং পদ্ধতি

৩০৬। প্রয়োগ

এই অধ্যায় কনভেনশন প্রযোজ্য হয় এইরূপ সকল জাহাজের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে।

৩০৭। ব্যাখ্যা

“কনভেনশন” অর্থ ২০০১ সালের ৫ই অক্টোবর লন্ডনে স্বাক্ষরিত International Convention on the Control of Harmful Anti-fouling Systems on Ships;

‘HAFC’ (harmful anti-fouling compound- এর সংক্ষিপ্ত রূপ) অর্থ এ্যান্টি-ফাউলিং পদ্ধতিতে বায়োসাইড (biocide) হিসাবে কাজ করা কোন অরগানোটিন যৌগ (Organotin Compound)। এতদুদ্দেশ্যে, অরগানোটিন যৌগ, বায়োসাইড ও দূষণ-প্রতিরোধ পদ্ধতির কনভেনশনে উল্লেখিত অর্থ থাকিবে।

“নৌপরিবহন পরিষেবা” (Shipping Facility) অর্থ-

(ক) বন্দর; বা
(খ) শিপইয়ার্ড; বা
(গ) তীরবর্তী টার্মিনাল;
কনভেনশনের অর্থ অনুযায়ী।

৩০৮। প্রবিধান প্রণয়নের ক্ষমতা

(১) মহাপরিচালক, সরকারের অনুমোদনক্রমে, কনভেনশন কার্যকর করিবার লক্ষ্যে প্রবিধান প্রণয়ন করিতে পারিবে, এবং বিশেষত নিম্নলিখিত বিষয়ে বিধান তৈরী করিতে পারিবে-

(ক) HAFC জাহাজে প্রয়োগ করা যাইবে না;
(খ) এ্যান্টি-ফাউলিং সনদ ইস্যু ও পৃষ্ঠাংকন;
(গ) এ্যান্টি-ফাউলিং সনদ বাতিলকরণ;
(ঘ) এ্যান্টি-ফাউলিং সনদ বহন করিবার বাধ্যবাধকতা;
(ঙ) জাহাজের ক্ষতি ইত্যাদি বিষয় অবহিতকরণের বাধ্যবাধকতা;
(চ) বাংলাদেশ জলসীমায় কার্যরত বিদেশে নিবন্ধিত জাহাজ সংক্রান্ত নির্দেশনা;
(ছ) নৌপরিবহন পরিষেবা।

৫১তম অধ্যায়
ব্যালাস্ট ওয়াটার কনভেনশন

৩০৯। ব্যালাস্টের নিয়ন্ত্রণ ও ব্যবস্থাপনা

(১) International Convention for the Control and Management of Ships' Ballast Water and Sediments (Ballast Water Convetion or BWM, 2004), উহা বলবৎ হইবার সঙ্গে সঙ্গে আর্ন্তজাতিক অভিযানে নিয়োজিত সকল বাংলাদেশ নিবন্ধিত জাহাজের ও বাংলাদেশ জলসীমায় থাকা অন্য সকল জাহাজের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে।

(২) ব্যালাস্ট ওয়াটার কনভেনশন প্রযোজ্য হয় এইরূপ সকল জাহাজে ব্যালাস্ট ওয়াটার ব্যবস্থাপনার শর্তাদি বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যে নিরাপত্তা পদ্ধতি ও ব্যবস্থা সংবলিত একটি অনুমোদিত ব্যালাস্ট ওয়াটার ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা (Ballast Water Management Plan) এবং উক্তরূপ ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত প্রত্যেক কার্যক্রম রেকর্ড করিবার জন্য একটি ব্যালাস্ট ওয়াটার রেকর্ড বহি (Ballast Water Record Book) থাকিবে।

(৩) ৪০০ বা ততোধিক গ্রস্ টনেজের সকল জাহাজ বরাবর (Floating Platforms, Floating Production Storage and Offloading Facilities (FPSOs)/Floating Storage Units (FSUS) ব্যতীত) আর্ন্তজাতিক দলিলাদির শর্তাদি অনুযায়ী একটি "আর্ন্তজাতিক ব্যালাস্ট ওয়াটার ব্যবস্থাপনা সনদ" (International Ballast Water Management Certificate) ইস্যু করা হইবে, যাহা বার্ষিক, মাধ্যমিক ও নবায়ন সার্ভে সাপেক্ষে পাঁচ বছর মেয়াদী হইবে।

(৪) বাংলাদেশ জলসীমায় কোন জাহাজ ব্যালাস্ট ওয়াটার কনভেনশন পরিপালন না করিলে, উক্তরূপ পরিপালন না করা পর্যন্ত মহাপরিচালক কর্তৃক আটক থাকিতে পারিবে; এবং কনভেনশন লংঘন করিয়া ব্যালাস্ট নির্গমন হইলে, মাষ্টার বা মালিক সংক্ষিপ্ত বিচারে দোষী সাব্যস্ত হইলে, অনধিক পাঁচ লক্ষ ইউনিট অর্থ দন্ডে দন্ডিত হইবে।

(৫) মহাপরিচালক, সরকারের অনুমোদক্রমে, এই অধ্যায়ের উদ্দেশ্যে ও BWM কনভেনশন ২০০৪ বাস্তবায়ন করিবার জন্য, প্রবিধান প্রণয়ন করিতে পারিবে।

ষষ্ঠ অংশ

৫২তম অধ্যায়
সামুদ্রিক নিরাপত্তা

৩১০। প্রয়োগ

ভিন্নরূপে ব্যক্ত না হইলে, ধারা ৩১১-এ সংজ্ঞায়িত কনভেনশন ও কোড অনুযায়ী এই অধ্যায় প্রযোজ্য হইবে।

৩১১। ব্যাখ্যা

(১) এই অংশে-

“সহিংস ক্রিয়া” অর্থ কোন ক্রিয়া যাহা কৃত হয়-

(ক) বাংলাদেশে, যাহা হত্যা, হত্যা চেষ্টা, নরহত্যা বা বেআইনী আঘাতের অপরাধ গঠন করে; বা

(খ) বাংলাদেশের বাহিরে, যাহা বাংলাদেশে হইলে দফা (ক)-তে উল্লেখিত কোন অপরাধ গঠন করিত;

“উপযুক্ত কর্মকর্তা” অর্থ-

(ক) বাংলাদেশে হইলে, কোন পুলিশ বা কোস্টগার্ড বা অভিবাসন কর্মকর্তা, ও

(খ) অন্য কোন কনভেনশন রাষ্ট্রে হইলে, বাংলাদেশে উক্তরূপ কার্যে নিয়োজিত ব্যক্তিদের অনুরূপ কার্যে নিয়োজিত কর্মকর্তা;

“জাহাজে সশস্ত্র ডাকাতি” অর্থ যেকোন বেআইনী সহিংস ক্রিয়া বা আটক বা যেকোন ধরনের লুণ্ঠন বা লুণ্ঠনের হুমকি, জলদস্যুতা ব্যতীত, যাহা বাংলাদেশের এক্তিয়ারভূক্ত আঞ্চলিক জলসীমার অভ্যন্তরে কোন জাহাজের ব্যক্তি বা সম্পদের বিরুদ্ধে পরিচালিত হয়;

“কোড” অর্থ Conference of Contracting Governments to the International Convention for the Safety of Life at Sea, 1974- এর ২নং সিদ্ধান্ত দ্বারা গৃহীত International Code for the Security of Ships and of Port Facilities;

“কনভেনশন” অর্থ ১৯৮৮ সালের ১০ই মার্চ রোমে স্বাক্ষরিত Convention for the Suppression of Unlawful Acts against the Safety of Maritime Navigation;

“কনভেনশন রাষ্ট্র” অর্থ কোন রাষ্ট্র যাহাতে Convention for the Suppression of Unlawful Acts against the Safety of Maritime Navigation আপাততঃ বলবৎ রহিয়াছে;

“নিরাপত্তা ঘোষণা” অর্থ কোন জাহাজের সহিত কোন বন্দর পরিষেবার বা অন্য কোন জাহাজের (যাহার সহিত উহা একত্রিত হয়) মধ্যকার কোন চুক্তি, যাহাতে প্রত্যেকে যেই নিরাপত্তা ব্যবস্থা বাস্তবায়ন করিবে তাহার উল্লেখ থাকিবে;

“জলদস্যুতা” অর্থ-

(ক) কোন সহিংসা ক্রিয়া বা আটক, বা কোন লুণ্ঠনকর্ম, যাহা ব্যক্তিগত স্বার্থে কোন ব্যক্তিগত জাহাজ বা উড়োজাহাজের নাবিক বা যাত্রী দ্বারা সংঘটিত হয়, এবং পরিচালিত হয়-

(অ) অন্য কোন জাহাজ বা উড়োজাহাজের বিরুদ্ধে, বা এইরূপ জাহাজ বা উড়োজাহাজের ব্যক্তি বা সম্পদের বিরুদ্ধে; বা

(আ) কোন রাষ্ট্রের এক্তিয়ার বহির্ভূত কোন স্থানে কোন জাহাজ, উড়োজাহাজ, ব্যক্তি বা সম্পদের বিরুদ্ধে;

(খ) কোন জাহাজ বা উড়োজাহাজ জলদস্যু জানা থাকা সত্ত্বেও উহার ক্রিয়াকলাপের সহিত ইচ্ছাকৃত অংশগ্রহন; বা

(গ) দফা (ক) বা (খ)-তে বর্ণিত কোন ক্রিয়ায় প্ররোচনা বা উহা সহজতর করিতে সাহায্য করা;

“বন্দর পরিষেবা” অর্থ মহাপরিচালক কর্তৃক নির্ধারিত কোন স্থানে যেইখানে জাহাজ-বন্দর সম্মিলন ঘটে, এবং নোঙ্গরস্থল, ওয়েটিং বার্থ ও সমুদ্র হইতে প্রবেশপথ, যাহা যথাযথ হয়, ইহার আওতাভূক্ত হইবে;

“বন্দর পরিষেবা নিরাপত্তা মূল্যায়ন” অর্থ কোড-এর Part A- এর ধারা ১৫ অনুসারে পরিচালিত কোন বন্দর পরিষেবার নিরাপত্তা মূল্যায়ন কার্যক্রম;

“বন্দর পরিষেবা নিরাপত্তা পরিকল্পনা” অর্থ বন্দর পরিষেবা ও উহার অভ্যন্তরে বিদ্যমান জাহাজ, ব্যক্তি, মাল, মাল পরিবহন ইউনিট ও জাহাজের গুদাম ইত্যাদিকে কোন নিরাপত্তা বিঘ্নকারী ঘটনা হইতে রক্ষার লক্ষ্যে গৃহীত পদক্ষেপ সমূহের প্রয়োগ নিশ্চিত করিবার উদ্দেশ্যে প্রস্তুতকৃত পরিকল্পনা;

“স্বীকৃত নিরাপত্তা সংস্থা” অর্থ নিরাপত্তা সংক্রান্ত বিষয়ে যথাযথ বিশেষজ্ঞতা বিশিষ্ট ও জাহাজ ও বন্দর কার্যক্রম বিষয়ে যথাযথ জ্ঞান সম্পন্ন কোন সংস্থা যাহা এই আইন বা কোড-এর Part-A অনুযায়ী কোন নিরীক্ষা, যাচাই, অনুমোদন বা প্রত্যয়ন কার্যক্রম পরিচালনার জন্য অনুমোদিত।

“নিরাপত্তা স্তর” অর্থ নিরাপত্তা বিঘ্নকারী ঘটনা ঘটিবে বা উহার প্রচেষ্টা হইবে এইরূপ ঝুঁকির মাত্রার সীমাবদ্ধতা;

“জাহাজ নিরাপত্তা পরিকল্পনা” অর্থ জাহাজের ব্যক্তি, মাল, মাল পরিবহন ইউনিট, জাহাজের গুদাম বা জাহাজের নিরাপত্তা বিঘ্নকারী ঘটনার ঝুঁকি হইতে রক্ষার জন্য গৃহীত পদক্ষেপ সমূহের প্রয়োগ নিশ্চিত করিবার উদ্দেশ্যে প্রস্তুতকৃত পরিকল্পনা।

৩১২। জাহাজের নিরাপত্তা সংক্রান্ত অপরাধ

(১) যদি কোন জাতীয়তার কোন ব্যক্তি-

(ক) বেআইনীভাবে, বল প্রয়োগের মাধ্যমে বা যেকোন ধরনের হুমকির মাধ্যমে, কোন জাহাজ দখল করে ও উহার নিয়ন্ত্রণ গ্রহন করে; বা

(খ) বেআইনীভাবে ও ইচ্ছাকৃত ভাবে কোন জাহাজ ধ্বংস করে বা উহা বা উহার মালামাল এইরূপে ক্ষতিগ্রস্থ করে যাহা উহার নিরাপদ চলাচল বিপন্ন করে বা বিপন্ন করিবার সম্ভাবনা তৈরী হয়; বা

(গ) জাহাজে কোন সহিংস ক্রিয়া সম্পাদন করে যাহা নিরাপদ জাহাজ চলাচলকে বিপন্ন করিবার সম্ভাবনা তৈরী করে; বা

(ঘ) জাহাজে কোন যন্ত্র বা পদার্থ স্থাপন করে যাহা উহাকে ধ্বংস করার সম্ভাবনা তৈরী করে বা উহা বা উহার মালামাল এইরূপে ক্ষতিগ্রস্থ করে যাহা উহার নিরাপদ চলাচল বিপন্ন করে; বা

(ঙ) উপরোক্ত দফা (ক), (খ) ও (ঘ)-তে উল্লেখিত কোন ক্রিয়া সম্পাদনের প্রচেষ্টা বা ষড়যন্ত্র করে, বা সহায়তা করে, মদত দেয়, পরামর্শ দেয়, ব্যবস্থা করে বা প্ররোচিত করে, বা উক্তরূপ ক্রিয়ায় অংশগ্রহন করে,

তাহা হইলে সে, জাহাজখানি বাংলাদেশে হউক বা যেইখানেই হউক না কেন, এই ধারার অধীনে একটি অপরাধ সংঘটন করে।

(২) কোন ব্যক্তি এই ধারার অধীনে কোন অপরাধ করিয়া দোষী সাব্যস্ত হইলে যাবজ্জীবন কারাদন্ডে দন্ডিত হইবে।

৩১৩। জলদস্যুতা ও সশস্ত্র ডাকাতির অপরাধ

কোন ব্যক্তি যে-

(ক) জলদস্যুতার কার্য সম্পাদন করে; বা

(খ) আঞ্চলিক জলসীমায় কোন জাহাজের বিরুদ্ধে সশস্ত্র ডাকাতি সংঘটন করে,

সে দোষী সাব্যস্ত হইলে যাবজ্জীবন কারাদন্ডে দন্ডিত হইবে।

৩১৪। জাহাজ চালনা ইত্যাদি বিপন্ন করিবার অপরাধ

(১) কোন ব্যক্তি বেআইনীভাবে ও ইচ্ছাকৃতভাবে নিম্নোক্ত কার্যাবলী করিলে তাহা অপরাধ বলিয়া গণ্য হইবে-

(ক) কোন সম্পত্তির ধ্বংস বা ক্ষতিসাধন করা বা উহার কার্যক্রমে হস্তক্ষেপ করা, যখন উক্তরূপ ধ্বংস, ক্ষতি বা হস্তক্ষেপ জাহাজ চালনাকে বিপন্ন করিবার সম্ভাবনা তৈরী করে; বা

(খ) এই অধ্যায়ের অধীনে অপরাধ হয় এইরূপ কোন কিছু করা বা না করার জন্য অন্য কোন ব্যক্তিকে বাধ্য করা, যাহা সে হুমকি দেয় যে সে বা অন্য কেহ কোন জাহাজ সম্পর্কে উহা করিবে, যখন উক্তরূপ হুমকি জাহাজ চালনাকে বিপন্ন করিবার সম্ভাবনা তৈরী করে; বা

(গ) এই ধারার অধীনে অপরাধ হয় এইরূপ কোন কিছু করা বা না করার জন্য অন্য কোন ব্যক্তিকে বাধ্য করা, যাহা সে হুমকি দেয় যে সে বা অন্য কেহ করিবে; এবং

(ঘ) কোন হুমকি দেওয়া যাহা জাহাজ চালনাকে বিপন্ন করিবার সম্ভাবনা তৈরী করে;

উপরোক্ত ক্রিয়া বাংলাদেশেই সম্পাদিত হউক বা বাহিরে, ও অপরাধীর জাতীয়তা যাহাই হউক না কেন, এবং সে দোষী সাব্যস্ত হইলে যাবজ্জীবন কারাদন্ডে দন্ডিত হইবে।

৩১৫। অপরাধের বিচার

(১) আদালতের কার্যধারার উদ্দেশ্যে এই ধারা কার্যকর হইবে।

(২) যখন কোন জাহাজের মাষ্টার, জাহাজখানি যেখানেই থাকুক না কেন, এবং যেই রাষ্ট্রেই উহা নিবন্ধিত হউক না কেন (যদি থাকে), যুক্তিসঙ্গতভাবে বিশ্বাস করে যে জাহাজের কোন ব্যক্তি-

(ক) এই অধ্যায়ের অধীনে কোন অপরাধ করিয়াছে, বা

(খ) এইরূপ অপরাধ করিবার চেষ্টা করিয়াছে, বা

(গ) এইরূপ অপরাধে সহায়তা, উৎসাহ, পরামর্শ, বা প্ররোচনা দিয়াছিল বা উহাতে কোনরূপে অংশ নিয়াছিল;

উক্ত ব্যক্তিকে বাংলাদেশে বা অন্য কোন কনভেনশন রাষ্ট্রে উপযুক্ত কর্মকর্তার নিকট সোপর্দ করা যাইবে।

(৩) যখন কোন জাহাজের মাষ্টার এই ধারা অনুযায়ী কোন ব্যক্তিকে বাংলাদেশে বা অন্য কোন কনভেনশন রাষ্ট্রে সোপর্দ করিতে ইচ্ছুক হয়, সে জাহাজখানি উক্ত আঞ্চলিক জলসীমায় প্রবেশের পরে যত দ্রুত সম্ভব উক্ত রাষ্ট্রের উপযুক্ত কর্মকর্তাকে অবহিত করিবে।

(৪) যখন কোন জাহাজের মাষ্টার কোন রাষ্ট্রের উপযুক্ত কর্মকর্তার নিকট কোন ব্যক্তিকে সোপর্দ করে, সে-

(ক) উক্ত উপযুক্ত কর্মকর্তা যেইরূপ তলব করিবে অভিযোগকৃত অপরাধ সম্পর্কে সেইরূপ মৌখিক বা লিখিত বিবৃতি প্রদান করিবে।

(খ) অভিযোগকৃত অপরাধ বিষয়ে মাষ্টারের দখলে থাকা কোন প্রমাণ উক্তরূপ উপযুক্ত কর্মকর্তার নিকট দাখিল করিবে।

৩১৬। জাহাজ ও বন্দর পরিষেবা নিরাপত্তার জন্য মনোনীত কর্তৃপক্ষ

(১) মহাপরিচালকের নেতৃত্বে গঠিত একটি কমিটি, যাহা নির্ধারিত হইতে পারে, বাংলাদেশের জন্য কোড-এর Part B ধারা ৪ অনুযায়ী "মনোনীত কর্তৃপক্ষ" হইবে।

(২) মনোনীত কর্তৃপক্ষের প্রধান দায়িত্ব সমূহ নিম্নরূপ-

(ক) কোডের কার্যকর বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহন করা, বিশেষতঃ-

(অ) বাংলাদেশের আঞ্চলিক জলসীমার অভ্যন্তরে বন্দর পরিষেবা সম্পর্কে নিশ্চিত করা যে-

(কক) বন্দর পরিষেবা নিরাপত্তা মূল্যায়ন সরকার কর্তৃক প্রণীত প্রবিধান অনুযায়ী পরিচালিত, নিরীক্ষাকৃত ও অনুমোদিত হয়;

(কখ) বন্দর পরিষেবা নিরাপত্তা পরিকল্পনা সমূহ এই অংশের অধীনে প্রণীত প্রবিধান অনুযায়ী বাস্তবায়িত, সংরক্ষিত ও অনুমোদিত হয়;

(আ) বাংলাদেশ জাহাজ সম্পর্কে নিশ্চিত করা যে-

(কক) জাহাজ নিরাপত্তা মূল্যায়ন এই অংশের অধীনে প্রণীত প্রবিধান অনুযায়ী পরিচালিত ও নিরীক্ষাকৃত হয়;

(কখ) জাহাজ নিরাপত্তা পরিকল্পনা সমূহ এই অংশের অধীনে প্রণীত প্রবিধান অনুযায়ী প্রস্তুতকৃত, বাস্তবায়িত, সংরক্ষিত ও অনুমোদিত হয়;

(খ) এই অংশের অধীনে প্রণীত প্রবিধান অনুযায়ী যথাযথ নিরাপত্তা স্তর উল্লেখ করিবে-

(অ) বাংলাদেশের অভ্যন্তরে বন্দর পরিষেবার জন্য; ও

(আ) জাহাজ সমূহের জন্য যাহা-

(কক) বাংলাদেশে নিবন্ধিত;

(কখ) বাংলাদেশের আঞ্চলিক জলসীমার অভ্যন্তরে বন্দর পরিষেবা ব্যবহারকারী;

(কগ) বাংলাদেশের মহীসোপান জলসীমার অভ্যন্তরে জাহাজ থেকে জাহাজ কার্যক্রম পরিচালনাকারী; ও

(কঘ) বাংলাদেশের মহী সোপানের অভ্যন্তরে অবস্থিত মোবাইল অফশোর ড্রিলিং ইউনিট সমূহ (Mobile offshore drilling units);

(গ) অনুমোদন করিবে-

(অ) এতদুদ্দেশ্যে প্রণীত প্রবিধান অনুযায়ী যে কোন জাহাজ নিরাপত্তা পরিকল্পনা; ও

(আ) মনোনীত কর্তৃপক্ষের অনুমোদন প্রয়োজন প্রবিধানে উল্লেখিত এইরূপ অনুমোদিত জাহাজ নিরাপত্তা পরিকল্পনায় সংশোধন;

(ঘ) যে সকল পদক্ষেপ সমূহের উল্লেখ বন্দর পরিষেবা পরিকল্পনা বা প্রত্যেক নিরাপত্তা স্তরের জাহাজ নিরাপত্তা পরিকল্পনায় অর্ন্তভূক্ত থাকা আবশ্যক তাহা উল্লেখ করা ও অবহিত করা;

(ঙ) নির্ধারিত করা-

(অ) কোন নিরাপত্তা ঘোষণা প্রয়োজন কিনা: ও

(আ) কোন নিরাপত্তা ঘোষণার শর্তাদি;

(চ) অনুমোদন করিবে-

(অ) প্রবিধান অনুযায়ী কোন স্বীকৃত নিরাপত্তা সংস্থা কর্তৃক পরিচালিত কোন বন্দর পরিষেবা নিরাপত্তা মূল্যায়ন;

(আ) প্রবিধান অনুযায়ী কোন বন্দর পরিষেবা নিরাপত্তা পরিকল্পনা; ও

(ই) মনোনীত কর্তৃপক্ষের অনুমোদন প্রয়োজন প্রবিধানে উল্লেখিত এইরূপ অনুমোদিত বন্দর পরিষেবা নিরাপত্তা পরিকল্পনা সংশোধন;

(ছ) প্রবিধানে উল্লেখিত সকল নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাদি অনুশীলন করা;

(জ) এই আইনের অধীনে প্রণীত প্রবিধান অনুযায়ী স্বীকৃত নিরাপত্তা সংস্থা অনুমোদন করা;

(ঝ) এই অংশের অধীনে প্রণীত প্রবিধানে উল্লেখিত কার্যাবলী ও দায়িত্ব পালন করা; ও

(ঞ) সরকার কর্তৃক প্রদত্ত যে কোন আইনসঙ্গত নির্দেশনা কার্যকর করা।

৩১৭। প্রবিধান

(১) মহাপরিচালক, সরকারের অনুমোদনক্রমে, নিম্নোক্ত সকল বা যেকোন উদ্দেশ্যে প্রবিধান প্রণয়ন করিতে পারিবে-

(ক) সরকারী সংস্থা কর্তৃক প্রদত্ত নিরাপত্তা সেবা বা উহা কর্তৃক পরিচালিত নিরাপত্তা কার্যক্রমের বিপরীত পরিশোধযোগ্য ফি ও মূল্য নির্ধারণ;

(খ) কোন জাহাজ বা বন্দর পরিষেবার জন্য নিরাপত্তা বিষয়ক প্রয়োজনীয়তা সমূহ নির্ধারন, যাহা নিম্নোক্ত বিষয় অর্ন্তভুক্ত করিবে কিন্তু উহাতে সীমাবদ্ধ হইবে না-

(অ) নিরাপত্তা ঘোষণা, জাহাজ নিরাপত্তা পরিকল্পনা;

(আ) বন্দর পরিষেবা নিরাপত্তা পরিকল্পনা;

(ই) জাহাজ নিরাপত্তা পরিকল্পনা বা বন্দর পরিষেবা নিরাপত্তা পরিকল্পনার মূল্যায়ন;

(ঈ) নির্দিষ্ট বন্দর নিরাপত্তা এলাকা বা নির্দিষ্ট বন্দর পরিষেবায় অভিগমনের জন্য কোন সনাক্তকরণ পদ্ধতি;

(গ) এই আইনের বিধানাবলীতে বিবেচনা করা হইয়াছে এমন বিষয় বা উক্ত বিধানাবলী সম্পূর্ণরূপে কার্যকর করিবার জন্য বা উহাদের যথাযথ প্রশাসনের জন্য প্রয়োজন এইরূপ কোন বিষয়।

(২) এই ধারার অধীনে প্রণীত কোন প্রবিধান উহার কোন বিধান লংঘন করা বা পরিপালন না করা সংক্রান্ত অপরাধ ও শাস্তি বিধান করিতে পারিবে।

৩১৮। অব্যাহতি

(১) মহাপরিচালক, প্রয়োজন মনে করিলে ও যথাযথ শর্ত সাপেক্ষে, এই অধ্যায়ের অধীনে প্রণীত প্রবিধানের কোন শর্ত হইতে কোন ব্যক্তি, জাহাজ বা বন্দর পরিষেবাকে অব্যাহতি প্রদান করিতে পারিবে।

(২) মহাপরিচালক উপধারা (১)-এর অধীনে কোন অব্যাহতি প্রদান নাও করিতে পারে যদি অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে সন্তুষ্ট না হয় যে-

- (ক) উক্তরূপ অব্যাহতি সংশ্লিষ্ট কোন সামুদ্রিক কনভেনশনের অধীনে বাংলাদেশের কোন আর্ন্তজাতিক দায় লংঘন করিবে না; ও
- (খ) নিম্নোক্ত এক বা একাধিক শর্ত প্রযোজ্য হয়-
  - (অ) নির্ধারিত শর্তাদি পর্যাপ্তভাবে পরিপালিত হইয়াছে ও ইহার অধিক পরিপালন অনাবশ্যক;
  - (আ) নির্ধারিত শর্তাদি সংক্রান্ত বিষয়ে গৃহীত পদক্ষেপ বা ব্যবস্থা উক্ত শর্তাদির বাস্তব পরিপালনের সমপরিমান বা উহা অপেক্ষা অধিকতর কার্যকর; ও
  - (ই) অব্যাহতি প্রদানের ফলে নিরাপত্তা ঝুঁকি লক্ষণীয়রূপে বৃদ্ধি পাইবে না।

৩১৯। প্রয়োগের সম্প্রসারণ

(১) যদি মহাপরিচালকের এইরূপ বিশ্বাস করিবার যুক্তিসঙ্গত কারন থাকে যে এমন কোন নিরাপত্তা ঝুঁকি বিদ্যমান যাহার ফলে, জাহাজ বা বন্দরের নিরাপত্তা জোরদার বা ভীতি প্রদর্শন প্রতিরোধ করিবার জন্য, কোন জাহাজ বা বন্দর পরিষেবার ক্ষেত্রে এই অধ্যায়ের প্রয়োগের সম্প্রসারণ আবশ্যক, তাহা হইলে মহাপরিচালক-

- (ক) ঐরূপ জাহাজের নিরাপত্তা মূল্যায়ন করিতে পারিবে; বা
- (খ) ঐরূপ জাহাজের নিরাপত্তা মূল্যায়ন করিবার আদেশ দিতে পারিবে।

(২) উপধারা (১)-এর উদ্দেশ্যে, নিরাপত্তা ঝুঁকি বিদ্যমান এইরূপ বিশ্বাস করিবার যুক্তিসঙ্গত কারণ থাকিতে পারে নিম্নোক্ত অবস্থায়-

- (ক) হুমকি বা নিরাপত্তা তথ্য প্রাপ্তিতে; বা
- (খ) এই ধারার অধীনে কোন জাহাজের নিরাপত্তা মূল্যায়নের ফলে।

(৩) উপধারা (১)-এর অধীনে কোন নিরাপত্তা মূল্যায়নের পরে যদি মহাপরিচালক মনে করে যে এই অধ্যায়ের প্রয়োগ কোন জাহাজ বা কোন শ্রেণীর জাহাজের ক্ষেত্রে সম্প্রসারিত হওয়া আবশ্যক, মহাপরিচালক মনোনীত কর্তৃপক্ষের নিকট উহা সুপারিশ করিবে।

(৪) উপধারা (৪)-এর অধীনে সুপারিশ প্রাপ্তির পর মনোনীত কর্তৃপক্ষ প্রজ্ঞাপন জারী করিয়া এই অধ্যায়ের প্রয়োগ কোন জাহাজ বা বন্দর পরিষেবার ক্ষেত্রে সম্প্রসারণ করিতে পারিবে।

(৫) উপধারা (৪)-এর অধীনে প্রজ্ঞাপন-

- (ক) যাহা করিবে-
  - (অ) সংশ্লিষ্ট জাহাজ বা বন্দর পরিষেবা সুস্পষ্টভাবে সনাক্ত করিবে;
  - (আ) এই অধ্যায়ের কোন্ কোন্ ধারা উক্ত জাহাজ বা বন্দর পরিষেবার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে তাহা উল্লেখ করিবে; ও
  - (ই) কোন্ মেয়াদে উক্ত সম্প্রসারণ বজায় থাকিবে তাহা উল্লেখ করিবে।
- (খ) যাহা আওতাভূক্ত করিতে পারিবে-
  - (অ) একাধিক জাহাজ বা বন্দর পরিষেবা; ও
  - (আ) জাহাজ ও বন্দর পরিষেবার যে কোন সমাহার ও নির্দিষ্ট ও ভাসমান পাটাতন ও মোবাইল অফশোর ড্রিলিং ইউনিট সমূহ।

৩২০। নাবিকের সনাক্তকরণ দলিল

(১) সরকার এই অধ্যায়ের অধীনে প্রণীত প্রবিধান দ্বারা বাংলাদেশ বন্দর সমূহে আগত জাহাজের নাবিকদের, নাবিকের পরিচয় সনদ কনভেনশন (Seafarers Identity Document Convention, C-185 of ILO)-এর দিকে লক্ষ্য রাখিয়া যেইরূপ প্রয়োজন মনে করিবে সেইরূপ সনাক্তকরণ দলিল বহন করা ও চাহিবামাত্র উপস্থাপন করার বিধান প্রণয়ন করিতে পারিবে।

(২) প্রবিধান কোন নাবিকের সনাক্তকরণ ও যাচাইয়ের উদ্দেশ্যে যথাযথ আঙ্গিক ও পদ্ধতি প্রতিষ্ঠা করিতে পারিবে।

৩২১। স্বয়ংক্রিয় সনাক্তকরণ পদ্ধতি

(১) উপধারা (২) সাপেক্ষে, আর্ন্তজাতিক অভিযানে নিয়োজিত বাংলাদেশের নাব্য জলসীমায় পরিচালিত সকল জাহাজ প্রবিধান মোতাবেক একটি স্বয়ংক্রিয় সনাক্তকরণ পদ্ধতি রাখিবে ও পরিচালনা করিবে, কিন্তু উপধারা (২)-এ উল্লেখিত জাহাজের ক্ষেত্রে এই ধারা প্রযোজ্য হইবে না।

(২) মহাপরিচালক-

(ক) উপধারা (১) হইতে অব্যাহতি দিতে পারিবে, যদি মনে করে যে স্বয়ংক্রিয় সনাক্তকরণ পদ্ধতি জাহাজখানি যেই জলসীমায় পরিচালিত হয় উহাতে নিরাপদ চালনায় আবশ্যক নহে; বা

(খ) সরকার কর্তৃক নির্দিষ্টকৃত বাংলাদেশের কোন নাব্য জলসীমায় পরিচালিত জাহাজের ক্ষেত্রে উপধারা (১)-এর প্রয়োগ মওকুফ করিতে পারিবে যদি সরকার মনে করে যে স্বয়ংক্রিয় সনাক্তকরণ পদ্ধতি উক্তরূপ জলসীমায় নিরাপদে চলাচলের জন্য আবশ্যক নহে।

(৩) মহাপরিচালক সরকারের অনুমোদনক্রমে নিম্নোক্ত যে কোন বিষয়ে প্রবিধান প্রণয়ন করিতে পারিবে-

(ক) এই ধারায় আবশ্যক স্বয়ংক্রিয় সনাক্তকরণ পদ্ধতির পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণের শর্তাদি।

(খ) এই অধ্যায় কার্যকর করিবার জন্য যেইরূপ বিষয়ে বিধান প্রণয়ন আবশ্যক;

(গ) নিরাপত্তা বিষয়ক সংশ্লিষ্ট কনভেনশ সমূহের পরিচালনা ও বলবৎকরণের জন্য আবশ্যক বা সুবিধাজনক অন্য কোন কিছু।

৩২২। দূর-পাল্লার জাহাজ ট্র্যাকিং পদ্ধতি

(১) Global Maritime Distress and Safety System বা সমরূপ কোন উপগ্রহ প্রযুক্তি দ্বারা সজ্জিত বাংলাদেশ জলসীমার সকল জাহাজের জন্য কর্তৃপক্ষ দূর পাল্লার স্বয়ংক্রিয় সনাক্তকরণ পদ্ধতি প্রস্তুত ও বাস্তবায়ন করিতে পারিবে।

(২) উক্ত পদ্ধতি এইরূপে তৈরী হইবে যাহা কর্তৃপক্ষকে পরিবহন নিরাপত্তা অনুঘটনা নিবারনের জন্য যথাযথ বিরতিতে জাহাজের অবস্থান সংক্রান্ত তথ্য প্রাপ্তির ক্ষমতা অর্পণ করে।

(৩) কর্তৃপক্ষ উক্ত পদ্ধতির অধীনে ট্র্যাকিং তথ্যাদি সংগ্রহ ও পর্যবেক্ষণের জন্য বিদ্যমান সামুদ্রিক সংস্থাগুলিকে ব্যবহার করিতে পারিবে।

সপ্তম অংশ

৫৩তম অধ্যায়

নৌ দুর্ঘটনা তদন্ত

৩২৩। নৌ দুর্ঘটনা ও উহা অবহিতকরণ

(১) এই অংশের অধীনে তদন্ত ও অনুসন্ধানের জন্য, কোন নৌ দুর্ঘটনা ঘটিয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে-

(ক) আঞ্চলিক জলসীমাসহ বাংলাদেশের উপকূলে বা উহার সন্নিকটে কোন জাহাজ হারাইয়া গেলে, পরিত্যক্ত হইলে, আটকা পড়িলে বা সমূহ ক্ষতিগ্রস্ত হইলে;

(খ) উক্তরূপ উপকূলে বা উহার সন্নিকটে বা উক্তরূপ জলসীমায় কোন জাহাজ সমূদ্র দূষণ ঘটাইলে বা অন্য কোন জাহাজের লোকসান বা সমূহ ক্ষতিসাধন করিলে;

(গ) ঐরূপ উপকূলে বা উহার সন্নিকটে বা উক্তরূপ জলসীমায় কোন জাহাজে দুর্ঘটনার কারনে সংঘটিত অগ্নি, বিস্ফোরণ বা প্রাণনাশ ঘটিলে;

(ঘ) কোন বাংলাদেশ জাহাজে বা উহার সন্নিকটে উপরোক্ত কোন সমুদ্র দূষণ, লোকসান, পরিত্যাক্ত হওয়া, আটকা পড়া, সমূহ ক্ষতিসাধন হওয়া বা দুর্ঘটনা ইত্যাদি ঘটিলে, এবং বাংলাদেশে উক্ত ঘটনার কোন যোগ্য সাক্ষী পাওয়া গেলে;

(ঙ) কোন বাংলাদেশ জাহাজ হারাইয়া গেলে বা হারাইয়া গিয়াছে বলিয়া প্রতীয়মান হইলে, উহা কোন অবস্থায় সমুদ্রে যাত্রা করিয়াছিল এবং কখন সর্বশেষ উহার খবর পাওয়া গিয়াছিল সেই সম্পর্কে বাংলাদেশে কোন প্রমাণ পাওয়া গেলে;

(চ) নৌ দুর্ঘটনা কোন ইচ্ছাকৃত ক্রিয়া বা ক্রিয়া হইতে বিরত থাকা অর্ন্তভূক্ত করিবেনা যাহা কোন জাহাজের, কোন ব্যক্তির বা পরিবেশের ইচ্ছাকৃতভাবে ক্ষতিসাধন করে।

(২) উপধারা (১)-এর দফা (ক), (খ) ও (গ)-তে উল্লেখিত ক্ষেত্রে মাষ্টার বা জাহাজের দায়িত্বে থাকা কোন ব্যক্তি, অথবা যেখানে দুই বা ততোধিক জাহাজ জড়িত দূর্ঘটনার সময় প্রত্যেক জাহাজের দায়িত্বে থাকা ব্যক্তি, মহাপরিচালক কর্তৃক এতদুদ্দেশ্যে নিযুক্ত, কোন কর্মকর্তাকে উক্তরূপ নৌ দূর্ঘটনা বিষয়ে সঙ্গে সঙ্গে নোটিশ প্রদান করিবে; এবং যদি এইরূপ কর্মকর্তা মূখ্য কর্মকর্তা স্বয়ং না হয়, যে উক্তরূপ নৌ দূর্ঘটনা সম্পর্কে নিকটবর্তী মূখ্য কর্মকর্তাকে অবহিত করিবে।

(৩) উপধারা (১) এর দফা (খ) তে উল্লেখিত ক্ষেত্রে, যখন সংশ্লিষ্ট জাহাজের মাষ্টার, অথবা হারাইয়া যাওয়া ব্যাতিরেকে উক্ত জাহাজ যেইখানে নৌ দূর্ঘটনা ঘটিয়াছে সেইরূপ স্থান হইতে বাংলাদেশের কোন স্থানের দিকে অগ্রসর হয়, বাংলাদেশে পৌঁছানোর সঙ্গে সঙ্গে উক্ত জাহাজের মাষ্টার নিকটস্থ মূখ্য কর্মকর্তাকে উক্ত নৌ দূর্ঘটনা সম্পর্কে অবহিত করিবে।

(৪) কোন ব্যক্তি যে এই ধারার অধীনে নোটিশ প্রদান করিতে বাধ্য কিন্তু; ইচ্ছাকৃতভাবে না দেয় সে অনধিক পঞ্চাশ হাজার ইউনিট অর্থদন্ডে দন্ডিত হইবে।

(৫) যখনই কোন মূখ্য কর্মকর্তা উক্তরূপ নোটিশের মাধ্যমে বা অন্য কোনভাবে কোন নৌ দুর্ঘটনা সম্পর্কে বিশ্বাসযোগ্য তথ্য প্রাপ্ত হয়, সে সঙ্গে সঙ্গে উক্ত তথ্য লিখিতভাবে মহাপরিচালক ও সরকারকে জানাইবে।

৩২৪। নৌ দুর্ঘটনার নিরাপত্তা-তদন্ত

(১) নৌ দুর্ঘটনা ঘটিয়াছে এইরূপ সংবাদ প্রাপ্ত হইলে, মহাপরিচালক দুইজন যোগ্য ও স্বাধীন ব্যক্তির সমন্বয়ে একটি কমিটি গঠন করিবে যাহা উক্ত দুর্ঘটনার সঙ্গে সঙ্গে উহার কারণ উদ্‌ঘাটন করিবার লক্ষ্যে একটি প্রাথমিক নিরাপত্তা-তদন্ত পরিচালনা করিবে এবং উক্তরূপে নিযুক্ত ব্যক্তিবর্গ এই আইনের অধীনে একজন পরিদর্শকের সমস্ত ক্ষমতা অনুশীলন করিবে; এইরূপ তদন্ত পরিচালিত হইবে-

(ক) যখন বাংলাদেশের আঞ্চলিক জলসীমায় বা উপকূলে বা উপকূলের সন্নিকটে কোন নৌ দুর্ঘটনা সংঘটিত হয়, তখন চট্টগ্রামের নৌ বাণিজ্য দপ্তরের মূখ্য কর্মকর্তা বা মূখ্য নটিক্যাল সার্ভেয়ার বা নৌ পরিবহন অধিদপ্তরের প্রধান প্রকৌশলী ও জাহাজ সার্ভেয়ার এর নেতৃত্বে কোন কমিটি দ্বারা; বা

(খ) যখন নৌ দুর্ঘটনা অন্যত্র সংঘটিত হয়, তখন যেই মূখ্য কর্মকর্তা বা সার্ভেয়ারকে দুর্ঘটনা সম্পর্কে অবহিত করা হইয়াছে তাহার নেতৃত্বে গঠিত কমিটি দ্বারা; বা

(গ) যখন বাংলাদেশের আঞ্চলিক জলসীমায় কোন নৌ দুর্ঘটনা ঘটে যাহাতে বিদেশী পতাকাবাহী জাহাজ জড়িত থাকে, মহাপরিচালক IMO- এর শর্তাদি অনুসারে একটি চুক্তিতে উপনীত হইবার চেষ্টা করিবে যাহার মাধ্যমে আগ্রহী কোন রাষ্ট্র বা রাষ্ট্র সমূহ নৌ নিরাপত্তা-তদন্তকারী রাষ্ট্র হইবে;

(ঘ) যখন উন্মুক্ত সমুদ্রে বা বাংলাদেশের একান্ত অর্থনৈতিক অঞ্চলে কোন নৌ দুর্ঘটনা ঘটে যাহাতে একাধিক পতাকা রাষ্ট্র জড়িত থাকে, মহাপরিচালক IMO- এর শর্তাদি অনুসারে একটি চুক্তিতে উপনীত হইবার চেষ্টা করিবে যাহার মাধ্যমে আগ্রহী কোন রাষ্ট্র বা রাষ্ট্র সমূহ নৌ নিরাপত্তা-তদন্তকারী রাষ্ট্র হইবে।

(২) উপধারা (১) সত্ত্বেও, সরকার যেকোন যোগ্য ব্যক্তিকে কোন নৌ দুর্ঘটনা সম্পর্কে নিরাপত্তা-তদন্তের দায়িত্বে নিযুক্ত করিতে পারিবে।

(৩) এই ধারায় তদন্তরত সকল ব্যক্তি-

(ক) কোন জাহাজে প্রবেশ এবং উহা পরিদর্শন করিতে পারিবে, এবং এই আইন প্রযোজ্য হয় এইরূপ কোন যন্ত্রাদি, জাহাজ, সরঞ্জাম বা উপকরণ পরিদর্শন করিতে পারিবে, উহাকে কোন অভিযানে অগ্রসর হইতে অনাবশ্যক বিলম্ব বা আটক না করিয়া;

(খ) অনুসন্ধানের উদ্দেশ্যে তাহার নিকট আবশ্যক মনে হয় এইরূপ যেকোন স্থানে প্রবেশ ও উহা পরিদর্শন করিতে পারিবে;

(গ) যেই সকল ব্যক্তির উপস্থিতি ও সাক্ষ্য তাহার নিকট এতদুদ্দেশ্যে আবশ্যক প্রতীয়মান হয় সেই সকল ব্যক্তির উপস্থিতি সমন দ্বারা দাবী করিতে পারিবে, এবং তাহার প্রশ্নের যেইরূপ উত্তর বা প্রতিদান প্রয়োজন মনে করিবে সেইরূপ দাবী করিতে পারিবে।

(ঘ) তাহার নিকট এতদুদ্দেশ্যে জরুরী মনে হয় এইরূপ সকল বহি, কাগজ বা দলিল বলবৎ বা উপস্থাপনের আদেশ দিতে পারিবে।

(ঙ) শপথ পরিচালনা করিতে পারিবে, অথবা শপথ পরিচালনার পরিবর্তে তাহার দ্বারা সাক্ষ্য গ্রহণকৃত কোন ব্যক্তিকে তাহার সাক্ষ্যে প্রদত্ত বিবৃতির সত্যতা সম্পর্কে একটি ঘোষণা প্রদান করিতে বাধ্য করিতে পারিবে;

(চ) আর্ন্তজাতিক নৌ সংস্থার সংশোধিত দুর্ঘটনা অনুসন্ধান কোড (Casuality Investigation Code) অনুসরণ করিবে।

(৪) মহাপরিচালক নিশ্চিত করিবে যে নিরাপত্তা-তদন্ত কমিটির সদস্যগণের পর্যাপ্ত উপাদান ও আর্থিক সংগতি রহিয়াছে এবং তাহারা নৌ দুর্ঘটনা ইত্যাদি বিষয়ে সামুদ্রিক নিরাপত্তা-তদন্তের জন্য যথাযথভাবে যোগ্য।

(৫) কোন প্রাথমিক নিরাপত্তা-তদন্ত দায় নির্ধারণ বা দোষ বিভাজন করিবে না, বরং সামুদ্রিক নিরাপত্তা তদন্তরত ব্যক্তিগণ দূর্ঘটনার কারণের নিয়ামক সমূহ সম্পর্ক পূর্ণ প্রতিবেদন প্রকাশ করা হইতে বিরত থাকিবে না, যেহেতু দোষ বা দায় বিষয়ে উহা হইতে উপসংহার টানা যাইবে।

(৬) এই ধারার অধীনে প্রাথমিক নিরাপত্তা-তদন্তরত কমিটি মহাপরিচালক এবং সরকারের নিকট দুর্ঘটনার কারণ এবং উহা হইতে প্রাপ্ত শিক্ষা সম্পর্কে প্রতিবেদন প্রেরণ করিবে।

(৭) মহাপরিচালক অতীব গুরুতর নৌ দূর্ঘটনা সম্পর্কে পরিচালিত প্রত্যেক সামুদ্রিক নিরাপত্তা-তদন্ত বিষয়ে IMO এর নিকট চূড়ান্ত প্রতিবেদন প্রেরণ করিবে, এবং অন্যান্য অনুসন্ধান প্রতিবেদন যাহার এইরূপ কোন নিরাপত্তা ইস্যু থাকে যাহা ভবিষ্যতে কোন নৌ দুর্ঘটনার ভয়াবহতা হ্রাস করিতে পারে তাহাও IMO বরাবর প্রেরণ করিতে পারিবে।

(৮) মহাপরিচালক সরকারের অনুমোদনক্রমে, তিনি আবশ্যক মনে করেন এইরূপ বিধান সম্বলিত প্রবিধান প্রণয়ন করিতে পারিবে, এবং এইরূপ প্রবিধান নিম্নোক্ত বিষয়ে বিধান দিতে পারিবে-

(ক) দুর্ঘটনা বিষয়ে অবহিতকরণ সম্পর্কে শর্তাদি আরোপ;

(খ) অনুসন্ধানকালীন সময়ে দুর্ঘটনায় জড়িত কোন জাহাজে প্রবেশ বা উহাতে হস্তক্ষেপ বিষয়ে নিষেধাজ্ঞা;

(গ) কোন অনুসন্ধান পরিচালনা আবশ্যক কিনা তাহা নির্ধারনের জন্য প্রয়োজন হইলে কোন ব্যক্তিকে জাহাজে প্রবেশ, সাক্ষ্য গ্রহণ, অপসারণ, পরীক্ষা ও জাহাজ সংরক্ষণের জন্য অন্য কোন পদক্ষেপ গ্রহনের অনুমোদন প্রদান;

(ঘ) সরাসরি মহাপরিচালকের অধীনে কাজ করিবার জন্য একটি নৌ দুর্ঘটনা তদন্ত সেল গঠন;

(ঙ) তদন্তকারীদের প্রশিক্ষণ, যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা উল্লেখকণ;

(চ) দুর্ঘটনার তদন্ত বিষয়ে প্রধান তদন্তকারীর কার্যাবলী উল্লেখকরণ (যাহা নির্দিষ্ট কোন দুর্ঘটনা অনুসন্ধান করা হইবে কিনা ও কাহার দ্বারা হইবে সেই কার্য্য উল্লেখ করিবে), নৌ দুর্ঘটনার অন্যান্য তদন্তকারীর কার্যাবলী, এবং এইরূপ কার্যাবলী সম্পাদনের পদ্ধতি;

(ছ) অনুসন্ধান বা পুনর্বিবেচনার ক্ষেত্রে অনুসরণীয় পদ্ধতি;

(জ) অনুসন্ধান বা পুনর্বিবেচনার প্রতিবেদন সরকার ও অন্যান্য সংস্থার নিকট প্রেরণ ও প্রকাশনা;

(ঝ) আর্ন্তজাতিক কনভেনশন হইতে উদ্ভূত দুর্ঘটনা অনুসন্ধান সংক্রান্ত অন্য কোন বাধ্যতামূলক বিষয়;

(ঞ) এই ধারার অধীনে বিধান রাখিতে পারিবে যে উহার লংঘন একটি শাস্তিযোগ্য অপরাধ হইবে এবং সংক্ষিপ্ত বিচারে দোষী সাব্যস্ত হইলে অনধিক এক লক্ষ ইউনিট অর্থদন্ডে দন্ডিত হইবে।

৩২৫। নৌ দুর্ঘটনার আনুষ্ঠানিক তদন্ত

(১) ধারা ৩২৪-এর অধীনে কোন নিরাপত্তা অনুসন্ধান পরিচালিত হউক বা না হউক, কোন জাহাজ বা ব্যক্তি বা পরিবেশের ক্ষতি করিবার উদ্দেশ্যে যদি কোন ইচ্ছাকৃত কার্য বা ছাড় থাকে, তাহা হইলে সরকার কোন কর্মকর্তাকে কোন নৌ দুর্ঘটনা বিষয়ে তদন্ত করিবার জন্য নৌ আদালতে আবেদন করিবার নির্দেশ দিতে পারিবে, অথবা সরকারের উক্তরূপ তদন্ত প্রয়োজন বলিয়া বিশ্বাস করিবার বৈধ কারন থাকিলেও সরকার উক্তরূপ নির্দেশ দিতে পারিবে, এবং এইরূপ আবেদনের পর নৌ আদালত এইরূপ তদন্ত করিবে।

(২) নৌ আদালতের সরকার কর্তৃক বিশেষভাবে ক্ষমতাপ্রাপ্ত ম্যাজিস্ট্রেটগণ এই অধ্যায়ের অধীনে নৌ দুর্ঘটনার তদন্ত করিবার এক্তিয়ার সম্পন্ন হইবে।

৩২৬। নাবিক ও পাইলটের বিরদ্ধে অভিযোগ তদন্তে আদালতের ক্ষমতা

(১) কোন আদালত ধারা ৩২৫-এর অধীনে তদন্ত করিবার সময় কোন নাবিক বা পাইলটের বিরুদ্ধে উত্থাপিত অযোগ্যতা বা অসদাচরণের অভিযোগ, এবং অন্যায় কার্য বা দোষের অভিযোগ যাহা নৌ দুর্ঘটনার কারন, তদন্ত করিতে পারিবে।

(২) কোন নাবিক বা পাইলটের বিরুদ্ধে তদন্তকালীন সময়ে উপরোক্তরূপে উত্থাপিত অযোগ্যতা বা অসদাচরণ বা অন্যায় কার্য বা দোষের অভিযোগ সংক্রান্ত প্রত্যেক ক্ষেত্রে, আদালত, তদন্তের প্রারম্ভে, একটি “মামলার বিবৃতি” (Statement of the case) দাখিল করিবার আদেশ দিবে যাহার ভিত্তিতে তদন্ত পরিচালনার আদেশ হইয়াছে।

৩২৭। সরকারের অযোগ্যতা ও অসদাচরণের অভিযোগ তদন্তের আদেশ প্রদানের ক্ষমতা

(১) সরকার, যদি বিশ্বাস করিবার কারন থাকে যে, ধারা ৩২৫-এর অধীনে কোন তদন্ত ব্যতিরেকে, কোন নাবিক বা পাইলটের বিরুদ্ধে অযোগ্যতা, অবহেলা বা অসদাচরণ, অথবা মাতলামি বা নিষ্ঠুরতা বিষয়ক অভিযোগের কারণ রহিয়াছে, তাহা হইলে-

  (ক) যদি কোন নাবিক বা পাইলট এই আইনের অধীনে কোন সনদ ধারণ করে, তাহা হইলে প্রত্যেক ক্ষেত্রে, এবং

  (খ) যদি কোন নাবিক বা পাইলট বাংলাদেশ ব্যতীত অন্য কোন রাষ্ট্রের আইনের অধীনে কোন সনদ ধারন করে, তাহা হইল যেই ক্ষেত্রে উক্তরূপ অযোগ্যতা, অবহেলা বা অসদাচরণ কোন বাংলাদেশ জাহাজে সংঘটিত হয় সেই ক্ষেত্রে ধারা ৪৪১- এর অধীনে এক্তিয়ার সম্পন্ন কোন আদালতে মামলার বিবৃতি প্রেরণ করিতে পারিবে এবং ঐ আদালতকে উক্ত অভিযোগ সম্পর্কে তদন্ত করিবার নির্দেশ দিতে পারিবে।

(২) উপধারা (১) এর বিধান সত্ত্বেও, সরকার প্রয়োজন মনে করিলে এবং এইরূপ বিশ্বাস করিবার কারন থাকিলে যে কোন নাবিক বা পাইলট অযোগ্যতা বা অসদাচরণের কারণে তাহার দায়িত্ব পালনে অক্ষম, অথবা কোন সংঘর্ষের ক্ষেত্রে সে ধারা ২৫৯ এর অধীনে সহায়তা বা সংবাদ দিতে ব্যর্থ হইয়াছে, তাহা হইলে কোন ব্যক্তিকে তদন্ত করিতে নির্দেশ দিতে পারিবে এবং উক্ত ব্যক্তির নিকট মামলার বিবৃতি প্রেরণ করিবে।

(৩) এই ধারার অধীনে তদন্তের প্রারম্ভে, আদালত বা উপধারা (২) এর অধীনে নিযুক্ত ব্যক্তি উক্তরূপে অভিযুক্ত মাষ্টার, মেট বা প্রকৌশলীকে মামলার বিবৃতি প্রেরণ করিবার জন্য সরকারকে নির্দেশ দিতে পারিবে।

(৪) যখন তদন্ত পরিচালনা হয় উপধারা (২)-এর অধীনে নিযুক্ত কোন ব্যক্তি কর্তৃক, উক্ত ব্যক্তি তদন্তের স্বার্থে ধারা ৩২৪ এর উপধারা (৩)-এ উল্লেখিত যাবতীয় ক্ষমতা অনুশীলন করিবে, এবং সরকারকে মামলার একটি প্রতিবেদন প্রদান করিবে, কিন্তু সংশ্লিষ্ট মাষ্টার, মেট বা প্রকৌশলীকে শুনানীর সুযোগ না দিয়া এইরূপ কোন তদন্ত পরিচালনা করা যাইবে না।

৩২৮। অভিযুক্ত ব্যক্তির শুনানি

এই অধ্যায়ের অধীনে কোন নাবিক বা পাইলটের বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ আদালত কর্তৃক তদন্তের স্বার্থে, আদালত তাহাকে উপস্থিত করিবার জন্য সমন দিতে পারিবে, এবং তাহাকে নিজে বা অন্য কোনভাবে আত্মপক্ষ সমর্থনের পূর্ণ সুযোগ প্রদান করিবে।

৩২৯। প্রমাণ এবং কার্যধারা পরিচালনা সংক্রান্ত আদালতের ক্ষমতা

এই অধ্যায়ের অধীনে কোন তদন্তের স্বার্থে, তদন্তকারী আদালত, সাক্ষী উপস্থাপন ও সাক্ষ্য প্রদানে বাধ্য করিবার ক্ষেত্রে এবং দলিল উপস্থাপন ও কার্যধারা পরিচালনার ক্ষেত্রে, উক্ত আদালত কর্তৃক উহার ফৌজদারী এখতিয়ারের আওতায় অনুশীলিত যাবতীয় ক্ষমতা অনুশীলন করিবে।

৩৩০। মূল্যায়ক

(১) উপধারা (২) সাপেক্ষে, এইরূপে তদন্তরত কোন আদালত সর্বনিম্ন ২ ও সর্ব্বোচ্চ ৪ জনের মূল্যায়ক গঠন করিবে, যাহাদের মধ্যে একজন সামুদ্রিক বিষয়ে বিশেষজ্ঞ হইবে এবং অন্যরা সামুদ্রিক বা বাণিজ্যিক বিষয়ে বিশেষজ্ঞ হইবে।

(২) যখন কোন তদন্তে কোন নাবিক বা পাইলটের সনদ বাতিলকরণ বা স্থগিতকরণের প্রশ্ন উত্থাপিত হয় বা উত্থাপিত হইবার সম্ভাবনা থাকে, মূল্যায়কদের ভিতর দুইজনের বাণিজ্য সেবায় অভিজ্ঞতা থাকিতে হইবে।

(৩) মূল্যায়কগণ তদন্তে হাজির থাকিবে এবং তাহাদের লিখিত মতামত দিবে যাহা কার্যধারায় রেকর্ডকৃত হইবে, কিন্তু এই অধ্যায় বা সাময়িকভাবে বলবৎ অন্য কোন আইন দ্বারা আদালতের উপর অর্পিত সকল ক্ষমতার অনুশীলন আদালতের উপরেই নির্ভর করিবে।

(৪) মূল্যায়কগণ সরকার কর্তৃক সময় সময় প্রস্তুতকৃত তালিকা হইতে নির্বাচিত হইবে।

৩৩১। সাক্ষী গ্রেফতার এবং জাহাজে প্রবেশ ইত্যাদির ক্ষমতা

(১) এই অধ্যায়ের অধীনে তদন্তরত আদালত যদি প্রমাণ সংগ্রহের জন্য কোন ব্যক্তিকে গ্রেফতার করা আবশ্যক মনে করে, তাহা হইলে গ্রেফতারী পরোয়ানা ইস্যু করিতে পারিবে, এবং গ্রেফতার কার্যকর করিবার জন্য কোন কর্মকর্তাকে সরকার কর্তৃক প্রদত্ত সাধারণ বা নিম্নের নির্দেশাবলী সাপেক্ষে কোন কর্মকর্তাকে কোন জাহাজে প্রবেশের অনুমোদন দিতে পারিবে, এবং এইরূপ অনুমোদিত কর্মকর্তা উক্তরূপ প্রবেশ কার্যকর করিবার জন্য কোন পুলিশ বা শুল্ক কর্মকর্তা বা অন্য যে কোন ব্যক্তিকে সহায়তার জন্য ডাকিতে পারিবে।

(২) যখন উপধারা (১) এর অধীনে কোন পুলিশ বা শুল্ক কর্মকর্তা বা অন্য কোন ব্যক্তি আহুত হয়, উক্তরূপ কর্মকর্তা বা ব্যক্তির দায়িত্ব হইবে আদালত কর্তৃক নির্ধারিত সকল সহায়তা প্রদান করা।

৩৩২। বিচারার্থে প্রেরণ ও সাক্ষীদের মুচলেকায় আবদ্ধ করিবার ক্ষমতা

যখনই এইরূপ কোন তদন্তকালীন সময়ে প্রতীয়মান হয় যে বাংলাদেশের কোন আদালতের এখতিয়ারের ভিতরে কোন ব্যক্তি বাংলাদেশে বলবৎ কোন আইনের অধীনে শাস্তিযোগ্য কোন অপরাধ করিয়াছে, তদন্তরত আদালত সুপ্রীম কোর্ট কর্তৃক সময় সময় প্রণীত এই আইনের সহিত সংগতিপূর্ণ বিধিমালা সাপেক্ষে তাহাকে গ্রেফতার করিবার আদেশ দিতে পারিবে বা উপযুক্ত আদালতে তাহাকে বিচারার্থে বা জামিনের জন্য প্রেরণ

করিতে পারিবে, এবং বিচারে সাক্ষী দেওয়ার জন্য কোন ব্যক্তিকে মুচলেকায় আবদ্ধ করিতে পারিবে, এবং এই ধারার উদ্দেশ্যে ফৌজদারী আদালত হিসাবে উহার যাবতীয় ক্ষমতা অনুশীলন করিতে পারিবে।

৩৩৩। সরকার বরাবর আদালতের রিপোর্ট

(১) আদালত এই অধ্যায়ের সকল তদন্তের ক্ষেত্রে উহার সিদ্ধান্ত ও সাক্ষ্য সম্বলিত একটি পূর্ণ প্রতিবেদন সরকারের নিকট প্রেরণ করিবে, এবং যে সমস্ত বিষয়ে তদন্ত হইয়াছে সেই সম্পর্কে যে কোন সুপারিশ, যোগ্যতা সনদ বাতিলকরণ বা স্থগিতকরণের সুপারিশসহ, করিতে পারিবে।

(২) যখন বাংলাদেশ জাহাজ ব্যতীত অন্য জাহাজের কোন নাবিক যে বাংলাদেশ ব্যতীত অন্য কোন রাষ্ট্রের আইনের অধীনে কোন সনদ ধারণ করে তাহাকে এইরূপ তদন্ত প্রভাবিত করে, সরকার প্রতিবেদনের কপি এবং প্রমাণাদি উক্ত রাষ্ট্রের উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের নিকট প্রেরণ করিতে পারিবে।

৩৩৪। পুনঃ শুনানী এবং আপীল

(১) যখন ধারা ৩২৫-এর অধীনে কোন আনুষ্ঠানিক তদন্ত অনুষ্ঠিত হয় সরকার সম্পূর্ণ মামলা বা উহার কেন অংশ পুনঃশুনানীর আদেশ দিতে পারিবে, এবং উহা করিবে-

(ক) যদি তদন্তে উপস্থাপিত হয় নাই এইরূপ নতুন ও গুরুত্বপূর্ণ প্রমাণ আবিষ্কৃত হয়, বা

(খ) যদি সরকারের সন্দেহ করিবার কারণ থাকে যে ন্যায় বিচার বিঘ্নিত হইয়াছে।

(২) উপধারা (১)-এর অধীনে যে কোন আদেশ নৌ আদালতকে পুনঃ শুনানীর নির্দেশ দিতে পারিবে।

(৩) যখন তদন্তরত নৌ আদালত কোন ব্যক্তির সনদ বাতিল বা স্থগিতের সিদ্ধান্ত গ্রহন করে বা কোন ব্যক্তির দোষ উদঘাটন করে, তাহা হইলে, যদি উপধারা (১)-এর অধীনে কোন আদেশের জন্য কোন আবেদন না করা হয় অথবা উক্তরূপ আবেদনে নাকচ হয়, উক্ত ব্যক্তি বা অন্য কোন ব্যক্তি যাহার উক্ত তদন্তে স্বার্থ আছে বা শুনানীতে হাজির হইয়াছে বা সিদ্ধান্ত দ্বারা প্রভাবিত হইয়াছে, সে হাইকোর্ট বিভাগের এ্যাডমিরালটি বেঞ্চে আপীল করিতে পারিবে।

৩৩৫। কতিপয় অন্য জাহাজের ক্ষেত্রে এই অধ্যায়ের প্রয়োগ

এই অধ্যায়, তদন্তের ক্ষেত্রে, যেইরূপে অন্যান্য জাহাজের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হয় সেইরূপে মৎস্য জাহাজের ক্ষেত্রে, প্রয়োজনীয় পরিবর্তন সাপেক্ষে, প্রযোজ্য হইবে।

অষ্টম অংশ

জাহাজ মালিক ও অন্যদের দায়

৫৪তম অধ্যায়

প্রারম্ভিক

৩৩৬। এই অংশের প্রয়োগ ও বলবৎকরণ

এই অংশ বাংলাদেশে প্রযোজ্য ও বলবৎযোগ্য হইবে শুধুমাত্র সরকার কর্তৃক প্রবর্তনের তারিখসহ সরকারী গেজেটে নির্দিষ্ট প্রজ্ঞাপন প্রকাশিত হইবার পরে।

৫৫তম অধ্যায়
তৈল দূষণের দায়

৩৩৭। ব্যাখ্যা

(এই অধ্যায়ে)

“বাংকার কনভেনশন” অর্থ International Convention on Civil Liability for Bunker Oil Pollution Damage 2001;

“দায় কনভেনশন” অর্থ International Convention on Civil Liability for Oil Pollution Damage 1992.

৩৩৮। ট্যাংকার দ্বারা তৈল দূষণের দায়

(১) যখন, কোন ঘটনার ফলে, এই ধারা প্রযোজ্য হয় এইরূপ কোন জাহাজ হইতে কোন তৈল নির্গত বা নিঃসৃত হয়, তাহা হইলে (এই অধ্যায়ে ব্যবস্থিত অন্যরূপ বিধান ব্যতিরেকে) জাহাজের নিবন্ধিত মালিক দায়ী হইবে-
- (ক) বাংলাদেশের সীমানার অভ্যন্তরে, আঞ্চলিক সমুদ্রসহ, এবং একান্ত অর্থনৈতিক অঞ্চলে, উক্তরূপ নির্গমণ বা নিঃসারণের ফলে উদ্ভূত দূষণ দ্বারা সংঘটিত ক্ষতির জন্য; এবং
- (খ) উক্তরূপ নির্গমণ বা নিঃসারণ হইতে উদ্ভূত ক্ষতি এড়ানো বা হ্রাসকরণের জন্য যুক্তিসঙ্গতভাবে গৃহীত পদক্ষেপের ব্যয়ের জন্য;
- (গ) উক্তরূপ গৃহীত পদক্ষেপের ফলে সংঘটিত ক্ষতির জন্য।

(২) যখন, কোন ঘটনার ফলে, এই ধারা প্রযোজ্য হয় এইরূপ কোন জাহাজের বাহিরে জাহাজ হইতে তৈল নির্গমণ বা নিঃসারণ সংঘটিত হওয়ার কারণে উহা হইতে উদ্ভূত দূষণ দ্বারা গুরুতর ও আসন্ন ক্ষতির হুমকির উদ্ভব হয়, তাহা হইলে (এই অধ্যায়ে ব্যবস্থিত অন্যরূপ বিধান ব্যতিরেকে), জাহাজের নিবন্ধিত মালিক দায়ী হইবে-
- (ক) বাংলাদেশের সীমানায়, আঞ্চলিক সমুদ্রসীমাসহ, এবং একান্ত অর্থনৈতিক অঞ্চলে এইরূপ ক্ষতি এড়ানো বা হ্রাসকরণের জন্য যুক্তিসঙ্গতভাবে পদক্ষেপের জন্য;
- (খ) বাংলাদেশের সীমানায়, আঞ্চলিক সমুদ্রসীমাসহ, এবং একান্ত অর্থনৈতিক অঞ্চলে উক্তরূপ গৃহীত পদক্ষেপ হইতে উদ্ভূত ক্ষতির জন্য।

(৩) এই অধ্যায়ে, কোন হুমকি উপধারা (২)-এ উল্লেখিত হুমকি হইবে, যাহা দূষণের একটি প্রাসঙ্গিক হুমকি।

(৪) উপ-ধারা (৫) সাপেক্ষে, এই ধারা উন্মুক্ত তৈল পণ্য হিসাবে বহন করিবার জন্য নির্মিত বা অভিযোজিত যেকোন জাহাজের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে।

(৫) যখন এইরূপ নির্মিত বা অভিযোজিত কোন জাহাজ তৈল ব্যতীত অন্যান্য পণ্য বহনে সক্ষম হয়, এই ধারা এইরূপ জাহাজের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে-
- (ক) যখন ইহা উন্মুক্ত তৈল পণ্য হিসাবে বহন করে; ও
- (খ) এইরূপ কোন তৈল বহন করিবার পর জাহাজে কোন অবশিষ্টাংশ থাকিয়া যায় নাই তাহা প্রমাণ না হইলে, যখন উক্তরূপ তৈল পরিবহনের পরে উহা কোন অভিযানে নিয়োজিত হয়; কিন্তু অন্য কোনরূপে নহে।

(৬) যখন কোন ব্যক্তি উপধারা (১) ও (২)-এর অধীনে দায়ী হয়, সে এইরূপ কোন ক্ষতি বা ব্যয়ের জন্যও দায়ী হইবে যাহার জন্য সে উক্ত উপধারার অধীনে দায়ী হইত যদি উহাতে বাংলাদেশের সীমানার প্রতি সূত্রনির্দেশ অন্য কোন দায় কনভেনশভূক্ত রাষ্ট্রের সীমানাও অর্ন্তভূক্ত করিত।

(৭) যখন-
- (ক) কোন ঘটনার প্রেক্ষিতে, দুই বা ততোধিক জাহাজের নিবন্ধিত মালিক এই ধারার অধীনে দায়ী হয়; কিন্তু
- (খ) প্রত্যেক নিবন্ধিত মালিক যেইরূপ ক্ষতি বা ব্যয়ের জন্য দায়ী হইবে তাহা অন্যের বা অন্যদের দায় হইতে যুক্তিসঙ্গতভাবে পৃথক করা না যায়;

প্রত্যেক নিবন্ধিত মালিক অন্যদের সহিত যৌথভাবে সম্পূর্ণ ক্ষতি বা ব্যয়ের জন্য দায়ী থাকিবে যাহার জন্য মালিকগণ সম্মিলিতভাবে এই ধারার অধীনে দায়ী হইত।

৩৩৯। বাংকার তৈল দ্বারা দূষণের দায়

(১) উপধারা (৩) সাপেক্ষে, যখন কোন ঘটনার প্রেক্ষিতে বাংলাদেশের আঞ্চলিক জলসীমায় ও ই.ই. জেড-এ কোন জাহাজ হইতে বাংকার তৈল নির্গত হয় বা নিঃসৃত হয়, তাহা হইলে (এই অধ্যায়ে ব্যবস্থিত অন্য কোন বিধান ব্যতিরেকে) জাহাজের মালিক দায়ী হইবে-

(ক) উক্তরূপ নির্গমণ বা নিঃসারণ হইতে উদ্ভূত দূষণ দ্বারা জাহাজের বাহিরে সংঘটিত সমুদ্রের পরিবেশের কোন ক্ষতির জন্য;

(খ) উক্তরূপ নির্গমণ বা নিঃসারণ হইতে উদ্ভূত দূষণ দ্বারা সামুদ্রিক পরিবেশের কোন ক্ষতি এড়ানো বা হ্রাসকরণের জন্য পরবর্তীতে গৃহীত যুক্তিসঙ্গত কোন পদক্ষেপের ব্যয়ের জন্য; ও

(গ) উক্তরূপে গৃহীত পদক্ষেপের ফলে সংঘটিত কোন ক্ষতির জন্য।

(২) উপধারা (৩) সাপেক্ষে, যখন কোন ঘটনার প্রেক্ষিতে কোন জাহাজের বাহিরে জাহাজ হইতে বাংকার তৈল নির্গমণ বা নিঃসারণ সংঘটিত হওয়ার কারণে উহা হইতে উদ্ভূত দূষণ দ্বারা গুরুত্বর ও আসন্ন ক্ষতির হুমকির উদ্ভব হয়, তাহা হইলে (এই অধ্যায়ে ব্যবস্থিত অন্যরূপ বিধান ব্যতিরেকে), জাহাজের নিবন্ধিত মালিক দায়ী হইবে-

(ক) এইরূপ কোন ক্ষতি এড়ানো বা হ্রাসকরণের জন্য গৃহীত যুক্তিসঙ্গত কোন পদক্ষেপের ব্যয়; ও

(খ) উক্তরূপে গৃহীত পদক্ষেপ হইতে বাংলাদেশে কোন জাহাজের বাহিরে সংঘটিত কোন ক্ষতির জন্য।

(৩) এই ধারার অধীনে নিম্নোক্ত ক্ষেত্রে কোন দায় থাকিবে না-

(ক) ধারা ৩৩৮ প্রযোজ্য হয় এইরূপ কোন জাহাজ হইতে বাংকার তৈল নির্গমণ বা নিঃসারণ, বা

(খ) উক্তরূপ জাহাজ হইতে সম্ভাব্য বাংকার তৈল নির্গমণ বা নিঃসারণ হইতে উপ-ধারা (২)-এ উল্লেখিত কোন হুমকি, যেখানে উক্ত বাংকার তৈল অটল (persistent) হাইড্রোকার্বন খনিজ তৈলও বটে।

(৪) এই অধ্যায়ের পরবর্তী বিধানসমূহে-

(ক) কোন জাহাজ হইতে বাংকার তৈল নির্গমণ বা নিঃসারণ, যাহা উপধারা (৩) দ্বারা বারিত নহে, তাহা উপধারা (১)-এর অধীনে বাংকার তৈল নির্গমণ বা নিঃসারণ বলিয়া অভিহিত হইবে; এবং

(খ) উপধারা (২)-এ উল্লেখিত হুমকি, যাহা উপধারা (৩) দ্বারা বারিত হয় নাই, তাহা উপধারা (২)-এর অধীনে সংশ্লিষ্ট দূষণের হুমকি বলিয়া অভিহিত হইবে।

(৫) যখন কোন ব্যক্তি উপধারা (১) বা (২)-এর অধীনে দায়ী হয়, সে এইরূপ কোন ক্ষতি বা ব্যয়ের জন্যও দায়ী হইবে যাহার জন্য সে উক্ত উপধারার অধীনে দায়ী হইত যদি উহাতে বাংলাদেশের সীমানার প্রতি সূত্রনির্দেশ অন্য কোন বাংকার কনভেনশভূক্ত রাষ্ট্রের সীমানাও অর্ন্তভূক্ত করিত।

(৬) যখন-

(ক) কোন ঘটনার প্রেক্ষিতে, দুই বা ততোধিক জাহাজের নিবন্ধিত মালিক এই ধারার অধীনে দায়ী হয়; কিন্তু

(খ) প্রত্যেক নিবন্ধিত মালিক যেইরূপ ক্ষতি বা ব্যয়ের জন্য দায়ী হইবে তাহা অন্যের বা অন্যদের দায় হইতে যুক্তিসঙ্গতভাবে পৃথক করা না যায়;

প্রত্যেক নিবন্ধিত মালিক অন্যদের সহিত যৌথভাবে সম্পূর্ণ ক্ষতি বা ব্যয়ের জন্য দায়ী থাকিবে যাহার জন্য মালিকগণ সম্মিলিতভাবে এই ধারার অধীনে দায়ী হইত।

(৭) এই অধ্যায়ে (ধারা ৩৫৮(১) ব্যতীত) “মালিক” বলিতে জাহাজের নিবন্ধিত মালিক, বেয়ারবোট ভাড়াকারী, ম্যানেজার বা অপারেটরকে বুঝাইবে, যেইক্ষেত্রে উহা “নিবন্ধিত মালিক” অর্থে ব্যবহৃত হয় সেই ক্ষেত্র ব্যতীত।

৩৪০। অন্যান্য ক্ষেত্রে তৈল দূষণের দায়

(১) উপধারা (৩) সাপেক্ষে, যখন কোন ঘটনার প্রেক্ষিতে বাংলাদেশের জলসীমায় ও ই.ই.জেড-এ কোন জাহাজ হইতে তৈল নির্গত বা নিঃসৃত হয়, তাহা হইলে (এই অধ্যায়ে ব্যবস্থিত অন্য বিধান ব্যতিরেকে), জাহাজের নিবন্ধিত মালিক দায়ী হইবে-

(ক) উক্তরূপ নির্গমণ বা নিঃসারণ হইতে উদ্ভূত দূষণ দ্বারা জাহাজের বাহিরে সংঘটিত কোন ক্ষতির জন্য; ও

(খ) উক্তরূপ নির্গমণ বা নিঃসারণ হইতে উদ্ভূত দূষণ দ্বারা কোন ক্ষতি এড়ানো বা হ্রাসরণের জন্য পরবর্তীতে গৃহীত যুক্তিসঙ্গত কোন পদক্ষেপের ব্যয়ের জন্য; ও

(গ) উক্তরূপে গৃহীত পদক্ষেপের ফলে সংঘটিত কোন ক্ষতির জন্য।

(২) উপধারা (৩) সাপেক্ষে, যখন কোন ঘটনার প্রেক্ষিতে বাংলাদেশের সীমানার ভিতরে বা ই.ই.ডেজ-এ, কোন জাহাজের বাহিরে জাহাজ হইতে তৈল নির্গমণ বা নিঃসারণ সংঘটনের কারণে উহা হইতে উদ্ভূত দূষণ দ্বারা গুরুতর ও আসন্ন ক্ষতির হুমকির উদ্ভব হয়, তাহা হইলে (এই অধ্যায়ে ব্যবস্থিত অন্যরূপ বিধান ব্যতিরেকে), জাহাজের নিবন্ধিত মালিক দায়ী হইবে-

(ক) উক্তরূপ ক্ষতি এড়ানো বা হ্রাসরণের জন্য গৃহীত যুক্তিসঙ্গত কোন পদক্ষেপের ব্যয়ের জন্য; ও

(খ) এইরূপ পদক্ষেপ গ্রহনের জন্য জাহাজের বাহিরে উদ্ভূত কোন ক্ষতির জন্য।

(৩) এই ধারার অধীনে নিম্নোক্ত ক্ষেত্রে কোন দায় থাকিবে না-

(ক) ধারা ৩৩৮ প্রযোজ্য হয় এইরূপ কোন জাহাজ হইতে নির্গমণ বা নিঃসারণ, বা উক্ত ধারার উপধারা (২)-এর অধীনে সংশ্লিষ্ট দূষণের হুমকি;

(খ) ধারা ৩৩৯(১)-এর অধীনে বাংকার তৈলের নির্গমণ বা নিঃসারণ বা ধারা ৩৩৯(২)-এর অধীনে সংশ্লিষ্ট দূষণের হুমকি।

(৪) এই অধ্যায়ের পরবর্তী বিধান সমূহে-

(ক) কোন জাহাজ হইতে তৈল নির্গমণ বা নিঃসারণ, যাহা উপধারা (৩) দ্বারা বারিত নহে, তাহা উপধারা (১)-এর অধীনে তৈল নির্গমণ বা নিঃসারণ বলিয়া অভিহিত হইবে; এবং

(খ) উপ-ধারা (২)-এ উল্লেখিত হুমকি, যাহা উপধারা (১) দ্বারা বারিত হয় নাই, তাহা উপধারা (২)-এর অধীনে সংশ্লিষ্ট দূষণের হুমকি বলিয়া অভিহিত হইবে।

(৫) যখন-

(ক) কোন ঘটনার প্রেক্ষিতে, দুই বা ততোধিক জাহাজের নিবন্ধিত মালিক এই ধারার অধীনে দায়ী হয়; কিন্তু

(খ) প্রত্যেক নিবন্ধিত মালিক যেইরূপ ক্ষতির ব্যয়ের জন্য দায়ী হইবে তাহা অন্যের বা অন্যদের দায় হইতে যুক্তিসঙ্গতভাবে পৃথক করা না যায়;

প্রত্যেক নিবন্ধিত মালিক অন্যদের সহিত যৌথভাবে সম্পূর্ণ ক্ষতি বা ব্যয়ের জন্য দায়ী থাকিবে যাহার জন্য মালিকগণ সম্মিলিতভাবে এই ধারার অধীনে দায়ী হইত।

(৬) কোন ক্ষতি বা ব্যয় যাহার জন্য কোন ব্যক্তি এই ধারার অধীনে দায়ী কিন্তু যাহা তাহার দোষে সংঘটিত হয় নাই সেই ক্ষেত্রে এই আইনের প্রযোজ্য বিধান সমূহ এমনভাবে প্রযোজ্য হইবে যেন উহা তাহার দোষেই সংঘটিত হইয়াছে।

(৭) এই ধারায়, উপধারা (৩) ব্যতীত, “জাহাজ” বলিতে সমুদ্রগামী নহে এইরূপ জলযানও বুঝাইবে।

৩৪১। ধারা ৩৩৮, ৩৩৯ ও ৩৪০-এর অধীনে দায় হইতে অব্যাহতি

(১) কোন জাহাজ হইতে তৈল বা বাংকার তৈল নির্গমণ বা নিঃসারণ বা কোন সংশ্লিষ্ট দূষণের হুমকির কারণে ধারা ৩৩৮, ৩৩৯ বা ৩৪০-এর অধীনে কোন ব্যক্তি (“বিবাদী”) দায়ী হইবে না, যদি বিবাদী প্রমাণ করে যে উপধারা (২) প্রযোজ্য হয়।

(২) এই উপধারা প্রযোজ্য হইবে যদি নির্গমণ বা নিঃসারণ বা সংশ্লিষ্ট দূষণের হুমকি (যাহা প্রযোজ্য হয়)-

(ক) উদ্ভব হয় কোন যুদ্ধ, শত্রুতা, গৃহযুদ্ধ, বিদ্রোহ বা কোন ব্যতিক্রমী, অপরিহার্য ও অপ্রতিরোধ্য কোন প্রাকৃতিক ঘটনা হইতে;

(খ) ঘটিয়াছে বিবাদীর কর্মচারী বা এজেন্ট ব্যতীত অন্য কোন ব্যক্তি কর্তৃক ক্ষতি সাধনের নিমিত্তে সংঘটিত বা ছাড়কৃত কোন কিছুর কারণে;

(গ) কোন সরকারের, যাহার আলোক ও অন্যান্য জাহাজ চালনায় সহায়ক বস্তু সংরক্ষণ করা দায়িত্ব, উক্ত কার্যে গাফিলতি বা অন্যায় হইতে উদ্ভূত কোন কিছুর কারণে।

৩৪২। তৈল বা বাংকার তৈল হইতে দূষণের দায়ের সীমাবদ্ধতা

(১) যখন, কোন ঘটনার ফলে-

(ক) ধারা ৩৩৮ প্রযোজ্য হয় এইরূপ কোন জাহাজ হইতে তৈল নির্গত বা নিঃসৃত হয় বা উক্ত ধারার উপধারা (২)-এর অধীনে কোন সংশ্লিষ্ট দূষণের হুমকি উদ্ভূত হয়; বা

(খ) ধারা ৩৪০(১)-এর অধীনে কোন তৈল নির্গত বা নিঃসৃত হয় বা ধারা ৩৪০(২)-এর অধীনে কোন সংশ্লিষ্ট দূষণের হুমকি উদ্ভূত হয়, তাহা হইলে উক্ত জাহাজের নিবন্ধিত মালিক ধারা ৩৩৮ বা ৩৩৯-এর অধীনে দায়ী হউক বা না হউক-

(অ) উক্ত ধারায় উল্লেখিত কোন ক্ষতি বা ব্যয়ের জন্য উহার অধীনে ব্যতীত অন্য কোনরূপে দায়ী হইবে না; এবং

(আ) এই দফা প্রযোজ্য হয় এইরূপ কোন ব্যক্তি উক্তরূপ কোন ক্ষতি বা ব্যয়ের জন্য দায়ী হইবে না যদি না উহা উক্তরূপ ক্ষতি বা ব্যয় করিবার উদ্দেশ্যে বা উক্তরূপ ক্ষতি বা ব্যয় হইতে পারে জানিয়াও হঠকারীভাবে তাহার দ্বারা কৃত বা ছাড়কৃত কিছু হইতে উদ্ভূত হয়।

(২) উপ-ধারা (১)(খ)(আ) প্রযোজ্য হয় নিম্নোক্ত ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে-

(ক) জাহাজের নিবন্ধিত মালিকের কোন কর্মচারী বা এজেন্ট;

(খ) কোন ব্যক্তি যে দফা (ক)-এর অধীনে পড়ে না কিন্তু কোন পদে বা কোন সেবা প্রদানের জন্য জাহাজে নিযুক্ত হয়;

(গ) জাহাজের কোন ভাড়াকারী (যেভাবেই বর্ণিত হউক না কেন এবং ডিমাইজ ভাড়াকারীও অর্ন্তভূক্ত হইবে) বা কোন ম্যানেজার বা অপারেটর;

(ঘ) কোন ব্যক্তি যে জাহাজের নিবন্ধিত মালিকের অনুমতিক্রমে বা কোন উপযুক্ত সরকারী কর্মকর্তার নির্দেশনা মতে উদ্ধার কার্য পরিচালনা করে;

(ঙ) কোন ব্যক্তি যে ধারা ৩৩৮-এর উপ-ধারা (১) বা (২)(ক) অথবা ধারা ৩৪০-এ উল্লেখিত কোন পদক্ষেপ গ্রহন করে;

(চ) কোন ব্যক্তির কর্মচারী বা এজেন্ট যে দফা (গ), (ঘ), বা (ঙ) এর অধীনে পড়ে।

(৩) যখন, কোন ঘটনার ফলে-

(ক) ধারা ৩৩৯(১)-এর অধীনে কোন বাংকার তৈলের নির্গমণ বা নিঃসারণ ঘটে; বা

(খ) ধারা ৩৩৯(২)-এর অধীনে কোন সংশ্লিষ্ট দূষণের হুমকির উদ্ভব হয়, জাহাজের নিবন্ধিত মালিক ধারা ৩৩৯-এর অধীনে দায়ী হউক বা না হউক-

(অ) উক্ত ধারায় উল্লেখিত কোন ক্ষতি বা ব্যয়ের জন্য উহার অধীনে ব্যতীত অন্য কোনরূপে দায়ী হইবে না; এবং

(আ) এই দফা প্রযোজ্য হয় এইরূপ কোন ব্যক্তি উক্তরূপ কোন ক্ষতি বা ব্যয়ের জন্য দায়ী হইবে না যদি উহা উক্তরূপ ক্ষতি বা ব্যয় করিবার উদ্দেশ্যে বা উক্তরূপ ক্ষতি বা ব্যয় হইতে পারে জানিয়াও হঠকারীভাবে তাহার দ্বারা কৃত বা ছাড়কৃত কিছু হইতে উদ্ভূত হয়।

(৪) উপধারা (৩)(আ) প্রযোজ্য হয়-

(ক) জাহাজের মালিকের কোন কর্মচারী বা এজেন্ট;

(খ) কোন ব্যক্তি যে দফা (ক)-এর অধীনে পড়ে না কিন্তু কোন পদে বা কোন সেবা প্রদানের জন্য জাহাজে নিযুক্ত হয়;

(গ) কোন ব্যক্তি যে জাহাজের মালিকের অনুমতিক্রমে বা কোন উপযুক্ত সরকারী কর্মকর্তার নির্দেশ মতে উদ্ধার কার্য পরিচালনা করে;

(ঘ) কোন ব্যক্তি যে ধারা ৩৩৯(১)(খ) বা (২)(ক)-এর অধীনে কোন পদক্ষেপ গ্রহন করে;

(ঙ) দফা (গ) বা (ঘ)-এর অধীনে পড়ে এইরূপ কোন ব্যক্তির কর্মচারী বা এজেন্ট।

(৫) পরিবেশের ক্ষতির জন্য কোন ব্যক্তির ধারা ৩৩৮, ৩৩৯ বা ৩৪০-এর অধীনের দায় শুধুমাত্র নিম্নোক্ত ক্ষেত্রে দায় বলিয়া গণ্য হইবে-

(ক) উদ্ভূত কোন লাভের ক্ষতি; ও

(খ) গৃহীত হইয়াছে বা গৃহীত হইতে পারে পুনর্বহালের এইরূপ কোন যুক্তিসঙ্গত পদক্ষেপের ব্যয়।

৩৪৩। ধারা ৩৩৮, ৩৩৯ বা ৩৪০-এর অধীনে দায়: সম্পূরক বিধানাবলী

(১) এই অধ্যায়ের উদ্দেশ্যে-

(ক) কোন জাহাজ হইতে তৈল বা বাংকার তৈল নির্গমণ বা নিঃসারণ বলিতে উক্তরূপ নির্গমণ বা নিঃসারণ যেই খানেই ঘটুক তাহা বুঝাইবে;

(খ) কোন জাহাজ হইতে তৈল নির্গমণ বা নিঃসারণ বলিতে উক্ত জাহাজের বাংকারে বহনকৃত তৈলের নির্গমণ বা নিঃসারণ বুঝাইবে।

(গ) যখন একই ঘটনা হইতে বা একই উৎস বিশিষ্ট ঘটনাক্রম হইতে তৈল বা বাংকার তৈলের একাধিক নির্গমণ বা নিঃসারণের ঘটনা ঘটে, উহারা একটি ঘটনা বলিয়া গণ্য হইবে, কিন্তু প্রথম ঘটনার পরে কোন পদক্ষেপ নেওয়া হইলে তাহা নির্গমণ বা নিঃসারণের পরে নেওয়া হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।

(ঘ) যখন কোন সংশ্লিষ্ট দূষণের হুমকি একই উৎস বিশিষ্ট ঘটনাক্রম হইতে উদ্ভূত হয়, তাহারা একটি ঘটনা বলিয়া গণ্য হইবে।

(২) কোন ক্ষতি বা ব্যয় যাহার জন্য কোন ব্যক্তি ধারা ৩৩৮, ৩৩৯ বা ৩৪০-এর অধীনে দায়ী কিন্তু যাহা তাহার দোষে সংঘটিত হয় নাই, সেই ক্ষেত্রে উপধারা (৩), (৪), (৫) ও (৬) এমনভাবে প্রযোজ্য হইবে যেন উহা তাহার দোষেই সংঘটিত হইয়াছে।

(৩) যখন কোন ব্যক্তি আংশিক তাহার দোষে ও আংশিক অন্য কাহারো দোষে ক্ষতির সম্মুখীন হয়, উক্ত ক্ষতির দাবী ক্ষতিগ্রস্থ ব্যক্তির দোষের কারণে বিফল হইবে না, কিন্তু আদায়যোগ্য ক্ষতিপূরণ ক্ষতি সংঘটনে বাদীর দায়ভার বিবেচনা করিয়া আদালত যেইরূপ যথার্থ মনে করিবে সেইরূপে হ্রাস করিতে পারিবে।

(৪) উপধারা (৩) কোন চুক্তি হইতে উদ্ভূত কোন আত্মপক্ষ সমর্থন ব্যাহত করিবে না; এবং যখন দায় সীমিতকরণের বিধান সংবলিত কোন চুক্তি বা আইন উক্ত দাবীর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হয়, উপধারা (৩)-এর অধীনে বাদী কর্তৃক আদায়যোগ্য ক্ষতিপূরণ উক্তরূপে প্রযোজ্য সর্বোচ্চ সীমা অতিক্রম করিবে না।

(৫) যখন উপধারা (৩)-এর অধীনে কোন ব্যক্তি কর্তৃক উহাতে উল্লেখিত হ্রাসকরণ সাপেক্ষে ক্ষতিপূরণ আদায়যোগ্য হয়, আদালত, বাদী নিজে দোষী না হইলে যেই পরিমান ক্ষতিপূরণ আদায়যোগ্য হইত তাহা গণনা ও লিপিবদ্ধ করিবে।

(৬) যখন, উপধারা (৩) প্রযোজ্য হয় এইরূপ কোন ক্ষেত্রে, একজন দোষী ব্যক্তি প্রযোজ্য কোন আইনের অধীনে সীমিতকরণের বা তামাদি সংক্রান্ত কোন আইনের দোহাই দিয়া অন্য একজন দোষী ব্যক্তি বা তাহার ব্যক্তিগত প্রতিনিধির প্রতি দায় এড়াইয়া যায়, সে উক্ত উপধারার বলে উক্তরূপ অন্য ব্যক্তি বা তাহার ব্যক্তিগত প্রতিনিধির নিকট হইতে কোন ক্ষতিপূরণ বা আর্থিক অবদান আদায় করিতে পারিবে না।

(৭) যখন উপধারা (৩) প্রযোজ্য হয় এইরূপ কোন মামলা জুরী কর্তৃক বিচার্য্য হয়, তাহা হইলে জুরী, বাদী দোষী না হইলে যেই পরিমাণ ক্ষতিপূরণ আদায়যোগ্য হইত তাহা এবং যেই পরিমাণ ক্ষতিপূরণ হ্রাস করা যাইবে তাহা নির্ধারিত করিবে।

দায় সীমিতকরণ

৩৪৪। ধারা ৩৩৮-এর অধীনে দায় সীমিতকরণ

(১) যখন, কোন ঘটনার ফলে, কোন জাহাজের নিবন্ধিত মালিক ধারা ৩৩৮-এর অধীনে নির্গমণ বা নিঃসরণের জন্য বা উক্ত ধারার উপধারা (২)-এর অধীনে কোন সংশ্লিষ্ট দূষণ হুমকির জন্য দায়ী হয়, তাহা হইলে, উপধারা (৩) সাপেক্ষে-

(ক) যে এই অধ্যায় অনুসারে উক্ত দায় সীমিত করিতে পারিবে; এবং

(খ) যদি সে উহা করে, তাহার দায় (ধারা ৩৩৮-এর অধীনে উক্তরূপ ঘটনা হইতে উদ্ভূত তাহার মোট দায়) সংশ্লিষ্ট অংক অতিক্রম করিবে না।

(২) উপধারা (২)-এ, “সংশ্লিষ্ট অংক” অর্থ-
  (ক) অনধিক ৫,০০০ গ্রস্ টনেজের জাহাজের ক্ষেত্রে, ৪.৫১ মিলিয়ন ‘বিশেষ উত্তোলন অধিকার’;
  (খ) ৫,০০০ গ্রস্ টনেজের অধিক ওজনের জাহাজের ক্ষেত্রে, ৪.৫১ মিলিয়ন বিশেষ উত্তোলন অধিকারসহ অতিরিক্ত প্রতি টনের জন্য ৬৩১ বিশেষ উত্তোলন অধিকার, সর্বোচ্চ ৮৯.৭৭৭ মিলিয়ন বিশেষ উত্তোলন অধিকার পর্যন্ত;

কিন্তু সরকার, দায় কনভেনশনের আর্টিকেল V-এর দফা I-এ উল্লেখিত দায় সীমিতকরণের কোন সংশোধন কার্যকর করিবার লক্ষ্যে, আদেশ দ্বারা, দফা (ক) ও (খ)-এর যেইরূপ সংশোধন যথাযথ মনে করিবে সেইরূপ সংশোধন করিতে পারিবে।

(৩) উপধারা (১) প্রযোজ্য হইবে না যদি ইহা প্রমাণিত হয় যে নির্গমণ বা নিঃসারণ বা সংশ্লিষ্ট দূষণের হুমকি (যাহা প্রযোজ্য হয়) নিবন্ধিত মালিক কর্তৃক ধারা ৩৩৮-এ উল্লেখিত কোন ক্ষতি বা ব্যয় ঘটাইবার উদ্দেশ্যে বা উক্তরূপ ক্ষতি বা ব্যয় হইতে পারে জানিয়াও হঠকারীভাবে কৃত বা ছাড়কৃত কিছু হইতে উদ্ভূত হয়।

(৪) এই ধারার উদ্দেশ্যে, জাহাজের টনেজ সরকার কর্তৃক আদেশ দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে গণনাকৃত গ্রস্ টনেজ হইবে।

(৫) এইরূপ কোন আদেশ, সরকারের নিকট যতদূর সম্ভব বলিয়া মনে হয়, International Convention on Tonnage Measurement of Ships 1969-এর Annex 1-এর প্রবিধান সমূহ কার্যকর করিবে।

৩৪৫। সীমিতকরণের আইনী পদক্ষেপ

(১) যখন কোন জাহাজের নিবন্ধিত মালিক ধারা ৩৩৮-এর অধীনে দায়ী হয় বা দায়ী হইয়াছে বলিয়া অভিযুক্ত হয়, সে ধারা ৩৪৪ অনুযায়ী নির্ধারিত কোন অংকে তাহার দায় সীমিতকরণের জন্য আদালতে আবেদন করিতে পারিবে।

(২) যদি, এইরূপ আবেদনের প্রেক্ষিতে, আদালত সিদ্ধান্তে উপনীত হয় যে আবেদনকারী দায়ী কিন্তু সে উহা সীমিত করিবার হক্‌দার নহে, আদালত, আবেদনকারী দায় সীমিত করিবার হক্‌দার হইলে তাহার দায় কিরূপে প্রযোজ্য হইবে তাহা নির্ধারণ করিয়া এবং উক্তরূপ সীমার অংক আদালতে জমা দিবার নির্দেশ প্রদান করিবার পর-
  (ক) কার্যধারায় দাবী পেশ করিয়াছে এইরূপ ব্যক্তিদের প্রতি তাহার দায়ের (সীমা ব্যতীত) পরিমাণ নির্ধারণ করিবে; এবং
  (খ) এই ধারার নিম্নরূপ বিধানাবলী সাপেক্ষে, আদালতে জমাকৃত অর্থ (বা, যাহা প্রযোজ্য হয়, দায়ের পরিমাণ অতিক্রম করে না এইরূপ অংশ) উক্তরূপ দাবীদারদিগকে তাহাদের দাবীর অনুপাতে বন্টনের আদেশ দিবে।

(৩) যখন-
  (ক) আবেদনকারী তাহার দায় সীমিতকরণের হক্‌দার আদালত এইরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত না হওয়া সত্ত্বেও উপধারা (২)(খ)-এর অধীনে বন্টন হয়, ও
  (খ) আদালত পরবর্তীতে দেখে যে আবেদনকারী উক্তরূপে হক্‌দার নহে;

উক্তরূপ বন্টন আবেদনকারীর বন্টনকৃত অর্থের অতিরিক্ত দায় প্রভাবিত করিবে না।

(৪) এই ধারার অধীনে নির্ধারিত এবং সীমিত অর্থের আদালতে পরিশোধ বাংলাদেশ জাহাজ হইলে টাকায় এবং অন্য কোন জাহাজের ক্ষেত্রে মার্কিন ডলারে হইবে; এবং
  (ক) উক্তরূপ অর্থ বিশেষ উত্তোলন অধিকার হইতে সংশ্লিষ্ট মুদ্রায় রূপান্তরিত করিবার উদ্দেশ্যে এক বিশেষ উত্তোলন অধিকার আর্ন্তজাতিক মুদ্রা তহবিল কর্তৃক নির্ধারিত সংশ্লিষ্ট মুদ্রার সমান হইবে-
    (অ) যেই দিন উক্তরূপ নির্ধারণ হয়; বা
    (আ) ঐদিন উক্তরূপ নির্ধারণ না হইলে, তাহার পূর্বে সর্বশেষ দিন যেই দিন উক্তরূপে নির্ধারণ হইয়াছিল;
  (খ) এই অধ্যায়ের উদ্দেশ্যে বাংলাদেশ ব্যাংক আইন ১৯৭২-এর ধারা ১৮ দ্বারা অর্পিত ক্ষমতা বলে SDR বিষয়ে বাংলাদেশ ব্যাংকের ঘোষণাই চূড়ান্ত প্রমাণ হইবে;

(গ) কোন কার্যধারায় কোন দলিল যাহা এইরূপ সনদ বলিয়া প্রতীয়মান হয়, তাহা প্রমাণ হিসেবে গৃহীত হইবে এবং বিপরীত কিছু প্রামাণিত না হইলে উহাই উক্তরূপ সনদ বলিয়া গণ্য হইবে।

(৫) এই ধারার অধীনে কোন কার্যধারায় কোন দাবী গৃহীত হইবে না যদি না উহা আদালতের নির্দেশিত সময়সীমার মধ্যে অথবা আদালত কর্তৃক অনুমিত অতিরিক্ত সময়ের মধ্যে দাখিল করা হয়।

(৬) যখন দায় রহিয়াছে এইরূপ কোন ক্ষতি বা ব্যয়ের দাবীর সন্তুষ্টিতে কোন অর্থ পরিশোধ করা হয়-

(ক) নিবন্ধিত মালিক বা ধারা ৩৫৩-তে “বীমাকারী” বলিয়া উল্লেখিত ব্যক্তি দ্বারা (উক্ত ধারার উপধারা (১)-এ উল্লেখিত বীমা বা অন্য জামানত প্রদান বিষয়ে); বা

(খ) ধারা ৩৩৮-এর অধীনে ব্যতীত অন্য কোনরূপে উক্ত ক্ষতি বা ব্যয়ের জন্য দায়ী বা দায়ী বলিয়া অভিযুক্ত কোন ব্যক্তি দ্বারা, যে ধারা ৩৭২ বা ৩৭৩-এর বলে জাহাজ বিষয়ে তাহার দায় সীমিতকরণের হক্‌দার;

যেই ব্যক্তি উক্ত অর্থ পরিশোধ করিয়াছে সে, সেই পরিমাণ পর্যন্ত, এই ধারার অধীনের কোন কার্যধারায় কোন বন্টন বিষয়ে, যাহাকে উক্ত অর্থ পরিশোধ করা হইয়াছে সে যেই অবস্থানে থাকিত তাহার সহিত একই অবস্থানে থাকিবে।

(৭) যখন কোন দায়ী ব্যক্তি স্বেচ্ছায় কোন যুক্তিসঙ্গত ত্যাগ স্বীকার করে বা ক্ষতি এড়ানো বা হ্রাসকরণের জন্য অন্য কোন যুক্তিসঙ্গত পদক্ষেপ গ্রহন করে, এই ধারার অধীনে কোন কার্যধারার কোন বন্টনের ক্ষেত্রে সে একই অবস্থানে থাকিবে যেন তাহার উক্তরূপ ত্যাগ বা অন্য পদক্ষেপের ব্যয়ের সমান কোন দায় ছিল।

(৮) আদালত, প্রয়োজন মনে করিলে পরবর্তীতে বাংলাদেশের বাহিরে অন্য কোন রাষ্ট্রের আদালতে কোন দাবী প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে ইহা বিবেচনা করিয়া বন্টনযোগ্য অর্থের যে কোন অংশের বন্টন স্থগিত রাখিতে পারিবে।

(৯) কোন জাহাজ বা অন্য সম্পত্তি বিষয়ে কোন পূর্বস্বত্ব বা অন্য অধিকার উপ-ধারা (২)(খ) অনুযায়ী বন্টনকৃত কোন অর্থের অনুপাতকে প্রভাবিত করিবেনা।

৩৪৬। সীমিতকরণ তহবিল স্থাপনের পর উহার কার্যকরণে বাধা নিষেধ

(১) যখন কোন আদালত সিদ্ধান্ত নেয় যে ধারা ৩৩৮-এর অধীনে দায়ী কোন ব্যক্তি তাহার দায় সীমিতকরণের হক্‌দার এবং সে আদালতে উক্ত অর্থ জমা দিয়াছে-

(ক) আদালত উক্ত দায় সম্পর্কিত দাবীর কারণে বা গ্রেপ্তার হইতে মুক্তি লাভের জন্য প্রদত্ত কোন জামানতের কারণে গ্রেপ্তারকৃত কোন জাহাজ বা অন্য কোন সম্পত্তি মুক্ত করিবার আদেশ দিবে; এবং

(খ) এইরূপ কোন দাবীর ক্ষেত্রে প্রদত্ত কোন রায় বা আদেশ কার্যকর হইবে না যদি না উহা ব্যয় সম্পর্কিত না হয়;

(গ) যদি আদালতে জমাকৃত অর্থ বা দাবী অনুসারে উহার কোন অংশ বাদীর নিকট সহজলভ্য হয় বা সহজলভ্য হইত যদি কার্যধারায় ধারা ৩৪৫ অনুসারে যথাযথ পদক্ষেপ নেওয়া হইত।

৩৪৭। মালিক এবং অন্যান্যের যুগপৎ দায়

যখন কোন জাহাজ হইতে তৈল নির্গমণ বা নিঃসারণের কারণে বা কোন সংশ্লিষ্ট দূষণ হুমকির কারণে কোন জাহাজের নিবন্ধিত মালিক ধারা ৩৩৮-এর অধীনে দায়ী হয় অথবা অন্য কোন ব্যক্তি উক্ত ধারা ব্যতীত অন্য কোনরূপে দায়ী হয় উক্ত ধারার উপধারা (১) বা (২)-এ উল্লেখিত কোন ক্ষতি বা ব্যয়ের জন্য, তাহা হইলে, যদি-

(ক) ধারা ৩৪৫-এর অধীনে কোন কার্যধারায় নিবন্ধিত মালিক তাহার দায় সীমিতকরণে হক্‌দার বলিয়া প্রমাণ হইয়াছে এবং উক্ত অর্থ আদালতে পরিশোধ করিয়াছে; এবং

(খ) অন্য ব্যক্তি দ্বারা ৩৭২ বা ৩৭৩-এর বলে জাহাজ বিষয়ে তাহার দায় সীমিতকরণে হক্‌দার;

অন্য ব্যক্তির বিরুদ্ধে তাহার দায় সম্পর্কে কোন কার্যধারা রুজু করা যইবেনা, এবং নিবন্ধিত মালিক আদালতে অর্থ জমা দেওয়ার পূর্বে যদি এইরূপ কোন কার্যধারা আরম্ভ হইয়া থাকে, তাহা হইলে মামলার খরচ ব্যতীত উক্ত কার্যধারায় পরবর্তী কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করা যাইবেনা।

৩৪৮। বাংলাদেশের বাহিরে সীমিতকরণ তহবিল প্রতিষ্ঠা

যখন ধারা ৩৩৮-এর অধীনে কোন ব্যক্তির দায় উদ্ভব হয় এইরূপ ঘটনা সমূহ অন্য কোন দায় কনভেনশন রাষ্ট্রের আইনের অধীনে সমরূপ দায় তৈরী করে, ধারা ৩৪৬ এবং ৩৪৭ প্রযোজ্য হইবে যেন ধারা ৩৩৮ ও ৩৪৫-এর উল্লেখ উক্ত আইনের সমরূপ বিধানের উল্লেখ বলিয়া গণ্য হইবে এবং অর্থ আদালতে জমা দেওয়ার উল্লেখ দায় সম্পর্কে উক্তরূপ বিধানের অধীনে কোন অর্থের উল্লেখ বলিয়া গণ্য হইবে।

এই অধ্যায়ের অধীনে দাবী উত্থাপনের সময়সীমা

৩৪৯। দাবীর তামাদি
ধারা ৩৩৮, ৩৩৯ বা ৩৪০-এর অধীনে উদ্ভূত কোন দায় সংক্রান্ত কোন দাবী বাংলাদেশের কোন আদালত আমলে লইবে না যদি দাবী উৎপত্তির তিন বছরের মধ্যে, বা যেই নির্গমণ বা নিঃসারণ বা সংশ্লিষ্ট দূষণের হুমকি হইতে দায় উদ্ভূত হইয়াছে তাহা ঘটিবার বা তাহার প্রথম ঘটনাটি ঘটিবার ছয় বছরের মধ্যে, মামলা দাখিল করা না হয়।

বাধ্যতামূলক বীমা

৩৫০। দূষণের দায়ের বিপরীতে বাধ্যতামূলক বীমা

(১) এই অধ্যায়ের সরকারী জাহাজ সংক্রান্ত বিধানবলী সাপেক্ষে, উপধারা (২) সরকার কর্তৃক প্রণীত প্রবিধানে উল্লেখিত বর্ণনার দুই হাজার টনের অধিক তৈলের পণ্য উন্মুক্তভাবে পরিবহনরত কোন জাহাজের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে।

(২) জাহাজখানি বাংলাদেশের কোন বন্দরে বা বাংলাদেশের আঞ্চলিক জলসীমার কোন টার্মিনালে প্রবেশ করিবে না বা উক্তরূপ বন্দর বা টার্মিনাল ত্যাগ করিবে না, এবং জাহাজখানি যদি বাংলাদেশী কোন জাহাজ হয়, অন্য কোন রাষ্ট্রের বন্দর বা উহার আঞ্চলিক জলসীমার কোন টার্মিনালে উক্তরূপ প্রবেশ বা ত্যাগ করিবেনা, যদি না উপধারা (৩)-এর বিধান পরিপালন করিয়া একটি বৈধ সনদ থাকে এবং দায় কনভেনশনের অনুচ্ছেদ VII-এর বিধানাবলী মান্য করিয়া জাহাজ বিষয়ে একটি বৈধ বীমা চুক্তি বা অন্য জামানত থাকে (মালিকের দায়ের বীমা)।

(৩) উক্তরূপ সনদ-

  (ক) যদি জাহাজখানি বাংলাদেশ জাহাজ হয়, উহা সরকার কর্তৃক বা সরকারী কর্তৃত্বে ইস্যুকৃত হইতে হইবে;

  (খ) যদি জাহাজখানি বাংলাদেশ ব্যতীত অন্য কোন দায় কনভেনশনভুক্ত রাষ্ট্রে নিবন্ধিত হয় উহা উক্ত দায় কনভেনশনভুক্ত রাষ্ট্রের সরকার কর্তৃক বা সরকারের কর্তৃত্বে ইস্যুকৃত হইতে হইবে; এবং

  (গ) যদি জাহাজখানি দায় কনভেনশনভুক্ত রাষ্ট্র ব্যতীত অন্য কোন রাষ্ট্রে নিবন্ধিত হয়, উহা সরকার কর্তৃক বা বাংলাদেশ ব্যতীত অন্য কোন দায় কনভেনশনভুক্ত রাষ্ট্রের সরকার কর্তৃক সরকারের কর্তৃত্বে ইস্যুকৃত হইতে হইবে।

(৪) কোন জাহাজ সংক্রান্ত সনদ যাহা এই ধারার অধীনে বলবৎ থাকিতে হইবে তাহা জাহাজে বহন করিতে হইবে এবং চাহিবা মাত্র সরকার কর্তৃক অনুমোদিত কোন কর্মকর্তার নিকট মাষ্টার তাহা উপস্থাপন করিবে।

(৫) যদি কোন জাহাজ উপধারা (২)-এর বিধান লঙ্ঘন করিয়া কোন বন্দরে প্রবেশ করে বা উহা ত্যাগ করে, অথবা উক্তরূপ প্রবেশের বা ত্যাগের চেষ্টা করে অথবা কোন টার্মিনালে প্রবেশ করে বা উহা ত্যাগ করে, মাষ্টার বা নিবন্ধিত মালিক সংক্ষিপ্ত বিচারে দোষী সাব্যস্ত হইলে অনধিক পাঁচ লক্ষ ইউনিট অর্থ দন্ডে দন্ডিত হইবে।

(৬) যদি কোন জাহাজ উপধারা (৪)-এর অধীনে কোন সনদ বহন করিতে ব্যর্থ হয়, বা জাহাজের মাষ্টার উক্তরূপ সনদ উপস্থাপন করিতে ব্যর্থ হয়, মাষ্টার একটি অপরাধ সংঘটন করিবে এবং সংক্ষিপ্ত বিচারে দোষী সাব্যস্ত হইলে এক লক্ষ ইউনিট অর্থ দন্ডে দন্ডিত হইবে।

(৭) যদি কোন জাহাজ এই ধারার বিধান লঙ্ঘন করিয়া বাংলাদেশের কোন বন্দর ত্যাগ করার চেষ্টা করে উহা আটক হইবে।

৩৫১। বাংকার তৈলের দূষণের দায়ের বিপরীতে বাধ্যতামূলক বীমা

(১) এই অধ্যায়ের সরকারী জাহাজ সংক্রান্ত বিধান সাপেক্ষে, উপ-ধারা (২) নির্ধারিত পদ্ধতিতে গণনাকৃত এক হাজার গ্রস্ টনেজের অধিক ওজন বিশিষ্ট যে কেন জাহাজের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে।

(২) জাহাজখানি বাংলাদেশের কোন বন্দরে বা বাংলাদেশের আঞ্চলিক জলসীমার কোন টার্মিনালে প্রবেশ করিবেনা বা উক্তরূপ বন্দর বা টার্মিনাল ত্যাগ করিবেনা, এবং জাহাজখানি যদি বাংলাদেশী কোন জাহাজ হয়, অন্য কোন রাষ্ট্রের বন্দর বা উহার আঞ্চলিক জলসীমার কোন টার্মিনালে উক্তরূপে প্রবেশ বা ত্যাগ করিবে না, যদি না-

(ক) বাংকার কনভেনশনের অনুচ্ছেদ (৭)-এর বিধান সন্তুষ্ট করিয়া কোন বীমা চুক্তি বা অন্য কোন জামানত বলবৎ থাকে, এবং

(খ) উপধারা (৩)-এর বিধান পরিপালন করিয়া উক্ত জাহাজ বিষয়ে উক্তরূপ বিধানাবলী সন্তুষ্ট করিয়া কোন বীমা চুক্তি বা অন্য জামানত বলবৎ আছে প্রদর্শন করিয়া কোন সনদ বলবৎ থাকে।

(৩) উক্তরূপ সনদ-

(ক) যদি জাহাজখানি বাংলাদেশ জাহাজ হয় সরকার কর্তৃক বা উহার কর্তৃত্বে ইস্যুকৃত হইতে হইবে;

(খ) যদি জাহাজখানি বাংলাদেশ ব্যতীত অন্য কোন বাংকার কনভেনশনভুক্ত রাষ্ট্রে নিবন্ধিত হয়, উহা উক্ত বাংকার কনভেনশনভুক্ত রাষ্ট্রের সরকার কর্তৃক বা সরকারের কর্তৃত্বে ইস্যুকৃত হইতে হইবে, এবং

(গ) যদি জাহাজখানি বাংকার কনভেনশনভুক্ত রাষ্ট্র ব্যতীত অন্য কোন রাষ্ট্রে নিবন্ধিত হয়, উহা সরকার কর্তৃক বা বাংলাদেশ ব্যতীত অন্য কোন বাংকার কনভেনশনভুক্ত রাষ্ট্রের সরকার কর্তৃক বা সরকারের কর্তৃত্বে ইস্যুকৃত হইতে হইবে।

(৪) কোন জাহাজ সংক্রান্ত সনদ যাহা এই ধারার অধীনে বলবৎ থাকিতে হইবে তাহা জাহাজে বহন করিতে হইবে এবং চাহিবা মাত্র সরকার কর্তৃক অনুমোদিত কোন কর্মকর্তার নিকট মাষ্টার তাহা উপস্থাপন করিবে।

(৫) যদি কোন জাহাজ উপধারা (২)-এর বিধান লঙ্ঘন করিয়া কোন বন্দরে প্রবেশ করে বা উহা ত্যাগ করে, অথবা উক্তরূপ প্রবেশের বা ত্যাগের চেষ্টা করে অথবা কোন টার্মিনালে প্রবেশ করে বা উহা ত্যাগ করে, মাষ্টার বা নিবন্ধিত মালিক সংক্ষিপ্ত বিচারে দোষী সাব্যস্ত হইলে অনধিক পাঁচ লক্ষ ইউনিট অর্থ দন্ডে দন্ডিত হইবে।

(৬) যদি কোন জাহাজ উপধারা (৪)-এর অধীনে কোন সনদ বহন করিতে ব্যর্থ হয়, বা জাহাজের মাষ্টার উক্তরূপ সনদ উপস্থাপন করিতে ব্যর্থ হয়, মাষ্টার একটি অপরাধ সংঘটন করিবে এবং সংক্ষিপ্ত বিচারে দোষী সাব্যস্ত হইলে এক লক্ষ ইউনিট অর্থ দন্ডে দন্ডিত হইবে।

(৭) যদি কোন জাহাজ এই ধারার বিধান লঙ্ঘন করিয়া বাংলাদেশের কোন বন্দর ত্যাগ করার চেষ্টা করে উহা আটক হইবে।

(৮) এই ধারার অধীনে কোন অপরাধের জন্য কার্যধারা রুজু করিবার উদ্দেশ্যে (বা কার্যধারা সংক্রান্ত বিষয়ে) কোন দলিল জারী করিবার জন্য অনুমোদিত কোন ব্যক্তির, উক্ত উদ্দেশ্যে, উক্ত জাহাজে প্রবেশাধিকার থাকিবে।

(৯) কোন জাহাজের টনেজ, সংশ্লিষ্ট সময়ে, উপ-ধারা (১)-এ উল্লেখিত পদ্ধতিতে নির্ধারিত না হইয়া থাকিলে বা নির্ধারণ করা সম্ভব না হইলে, উক্ত জাহাজের টনেজ নির্ণয়ে শ্রেষ্ঠ প্রমাণ যাহা থাকিবে তাহা ব্যবহৃত হইবে।

৩৫২। সরকার কর্তৃক সনদ ইস্যু

(১) (ক) উপধারা (২) সাপেক্ষে, কোন বাংলাদেশ জাহাজের জন্য বা দায় কনভেনশন বর্হিভূত কোন রাষ্ট্রে নিবন্ধিত কোন জাহাজের জন্য ধারা ৩৫০(২)-এ উল্লেখিত কোন সনদের জন্য কোন আবেদনের প্রেক্ষিতে সরকার যদি এই মর্মে সন্তুষ্ট হয় যে, যেই মেয়াদের জন্য সনদ ইস্যু

হইবে সম্পূর্ণ সেই মেয়াদে উক্ত জাহাজ বিষয়ে দায় কনভেনশনের অনুচ্ছেদ VII-এর বিধান সন্তুষ্ট করিয়া কোন বীমা চুক্তি বা অন্য জামানত বলবৎ থাকিবে, তাহা হইলে নিবন্ধিত মালিক বরাবর উক্তরূপ সনদ ইস্যু করিবে।

(খ) উপধারা (২) সাপেক্ষে, কোন বাংলাদেশ জাহাজের জন্য বা বাংকার কনভেনশন বহির্ভূত কোন রাষ্ট্রে নিবন্ধিত কোন জাহাজের জন্য ধারা ৩৫১(২)-এ উল্লেখিত কোন সনদের জন্য কোন আবেদনের প্রেক্ষিতে সরকার যদি এই মর্মে সন্তুষ্ট হয় যে, যেই মেয়াদের জন্য সনদ ইস্যু হইবে সম্পূর্ণ সেই মেয়াদে উক্ত জাহাজ বিষয়ে বাংকার কনভেনশনের অনুচ্ছেদ ৭-এর বিধান সন্তুষ্ট করিয়া কোন বীমা চুক্তি বা অন্য জামানত বলবৎ থাকিবে, তাহা হইলে নিবন্ধিত মালিক বরাবর উক্তরূপ সনদ ইস্যু করিবে।

(২) সরকার উক্তরূপ সনদ প্রদানে অস্বীকৃতি জানাইতে পারিবে যদি উহার মতে নিম্নোক্ত বিষয়ে কোন সন্দেহ থাকে-

(ক) বীমা বা অন্য জামানত প্রদানকারী ব্যক্তি উহার অধীনে তাহার দায়-দায়িত্ব বহন করিতে পারিবে কিনা; বা

(খ) বীমা বা অন্য জামানত ধারা ৩৩৮-এর অধীনে নিবন্ধিত মালিকের দায় বা ধারা ৩৩৯-এর অধীনে মালিকের দায় বহন করিবে কিনা।

(৩) সরকার এইরূপ প্রবিধান প্রণয়ন করিতে পারিবে যাহা উহাতে উল্লেখিত পরিস্থিতিতে এই ধারার অধীনে প্রদত্ত সনদ বাতিল বা সরবরাহ সংক্রান্ত বিধান রাখিবে।

(৪) যদি কোন ব্যক্তি উপ-ধারা (৩)-এর অধীনে প্রণীত প্রবিধান মতে কোন সনদ সরবরাহ করিতে ব্যর্থ হয়, সে একটি অপরাধ সংঘটন করিবে এবং সংক্ষিপ্ত বিচারে দোষী সাব্যস্থ হইলে অনধিক এক লক্ষ ইউনিট অর্থ দন্ডে দন্ডিত হইবে।

(৫) সরকার কোন বাংলাদেশ জাহাজ বরাবর ইস্যুকৃত কোন সনদের কপি নিবন্ধক বরাবর প্রেরণ করিবে, এবং নিবন্ধক উক্ত কপি সাধারণের পরিদর্শনের জন্য উন্মুক্ত রাখিবে।

৩৫৩। বীমাকারীর বিরুদ্ধে তৃতীয় পক্ষের অধিকার

(১) যখন এই মর্মে অভিযোগ উত্থাপিত হয় যে কোন জাহাজের নিবন্ধিত মালিক, ধারা ৩৫০(২)-এ উল্লেখিত কোন বীমা চুক্তি বা অন্যরূপ জামানত বলবৎ থাকা অবস্থায় ধারা ৩৩৮-এর অধীনে তৈল নির্গমণ বা নিঃসারণ বা কোন সংশ্লিষ্ট দূষণের হুমকির জন্য দায়ী, তাহা হইলে উক্তরূপ বীমাকারী বা অন্যরূপ জামানতকারীর বিরুদ্ধে উক্ত দায়ের বিপরীতে উত্থাপিত দাবী আদায়ের জন্য কার্যধারা রুজু করা যাইবে।

(২) যথা এই মর্মে অভিযোগ উত্থাপিত হয় যে কোন জাহাজের মালিক ধারা ৩৫১(২)-এ উল্লেখিত কোন বীমা চুক্তি বা অন্যরূপ জামানত বলবৎ থাকা অবস্থায় ধারা ৩৩৯-এর অধীনে বাংকার তৈল নির্গমণ বা নিঃসারণ বা কোন সংশ্লিষ্ট দূষণের হুমকির জন্য দায়ী, তাহা হইলে উক্তরূপ বীমাকারী বা জামানত প্রদানকারীর বিরুদ্ধে উক্ত দায়ের বিপরীতে উত্থাপিত দাবী আদায়ের জন্য কার্যধারা রুজু করা যাইবে।

(৩) এই ধারার পরবর্তী বিধানাবলীতে, “বীমাকারী” অর্থ উপধারা (১)(ক) বা (১)(খ)-তে উল্লেখিত, যাহা প্রযোজ্য হয়, বীমা বা অন্যরূপ জামানত প্রদানকারী ব্যক্তি।

(৪) ধারা ৩৩৮-এর অধীনের দায় সম্পর্কে এই ধারার বলে বীমাকারীর বিরুদ্ধে আনীত কার্যধারায় ইহা প্রমাণ করা বীমাকারীর জন্য একটি আত্মপক্ষ সমর্থন হইবে (নিবন্ধিত মালিকের দায় প্রভাবিত করে এইরূপ আত্মপক্ষ সমর্থনের অতিরিক্ত) যে উক্তরূপ নির্গমণ বা নিঃসারণ বা দূষণের হুমকি (যাহা প্রযোজ্য হয়) নিবন্ধিত মালিকের নিজের ইচ্ছাকৃত অসদাচরণের ফলে সংঘটিত হইয়াছে।

(৫) কোন নিবন্ধিত মালিক যেইরূপে ধারা ৩৪৪-এর অধীনে তাহার দায় সীমিত করিতে পারে ঠিক সেইরূপে এবং ততদূর পর্যন্ত একজন বীমাকারীও ধারা ৩৩৮-এর অধীনে তাহার দায়ের বিপরীতে এই ধারার বলে উত্থাপিত দাবী সম্পর্কে তাহার দায় সীমিত করিতে পারিবে, কিন্তু বীমাকারী নির্গমণ বা নিঃসারণ বা দূষণের হুমকি (যাহা প্রযোজ্য হয়) নিবন্ধিত মালিক কর্তৃক ধারা ৩৪৪(৩)-এ উল্লেখিত কোন কিছু করা বা না করা হইতে উদ্ভূত হউক বা না হউক উক্তরূপে তাহার দায় সীমিত করিতে পারিবে।

(৬) যখন নিবন্ধিত মালিক এবং বীমাকারী প্রত্যেকেই তাহার দায় সীমিত করিবার জন্য আদালতে আবেদন করে (ধারা ৩৩৮-এর অধীনে দায় বিষয়ে), যে কোন একটি আবেদনের প্রেক্ষিতে যেই অর্থ আদালতে জমা হয় উহা অন্য আবেদনের প্রেক্ষিতেও জমা হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।

(৭) ধারা ৩৩৯-এর অধীনের দায় সম্পর্কে এই ধারা বলে বীমাকারীর বিরুদ্ধে আনীত কার্যধারায় ইহা প্রমাণ করা বীমাকারীর জন্য একটি কৈফিয়ত হইবে (মালিকের দায় প্রভাবিত করে এইরূপ কৈফিয়তের অতিরিক্ত) যে উক্তরূপ নির্গমণ বা নিঃসারণ বা দূষণের হুমকি (যাহা প্রযোজ্য হয়) মালিকের নিজের ইচ্ছাকৃত অসদাচরণের ফলে সংঘটিত হইয়াছে।

(৮) কোন নিবন্ধিত মালিক যেইরূপে ধারা ৩৭২-এর অধীনে তাহার দায় সীমিত করিতে পারে ঠিক সেইরূপে এবং ততদূর পর্যন্ত একজন বীমাকারীও ধারা ৩৩৯-এর অধীনে তাহার দায়ের বিপরীতে এই ধারার বলে উত্থাপিত দাবী সম্পর্কে তাহার দায় সীমিত করিতে পারিবে, কিন্তু বীমাকারী নির্গমণ বা নিঃসারণ বা দূষণের হুমকি (যাহা প্রযোজ্য হয়) মালিক কর্তৃক Convention on Limitation of Liability For Maritime Claims 1976-এর অনুচ্ছেদ ৪-এ উল্লেখিত কোন কিছু করা বা না করা হইতে উদ্ভূত হউক বা না হউক উক্তরূপে তাহার দায় সীমিত করিতে পারিবে।

(৯) যখন মালিক এবং বীমাকারী প্রত্যেকেই তাহার দায় সীমিত করিবার জন্য আদালতে আবেদন করে (ধারা ৩৩৯-এর অধীনে দায় বিষয়ে), যে কোন একটি আবেদনের প্রেক্ষিতে যেই অর্থ আদালতে জমা হয় উহা অন্য আবেদনের প্রেক্ষিতেও জমা হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।

(১০) Third Parties (Rights against Insurers) Convention ধারা ৩৫০ বা ৩৫১-তে উল্লেখিত সনদ সম্পর্কিত বীমা চুক্তির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে না।

৩৫৪। বাংলাদেশী আদালতের এক্তিয়ার এবং বিদেশী রায়ের নিবন্ধন

(১) বাংলাদেশে প্রযোজ্য এ্যাডমিরালটি কোর্ট আইন ২০০০ এই অধ্যায়ের অধীনে কোন দায় সম্পর্কে দাবীর ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হইবে।

(২) যখন-

(ক) ধারা ৩৩৮ প্রযোজ্য হয় এইরূপ কোন জাহাজ হইতে নির্গমণ বা নিঃসারণ ঘটে, অথবা ধারা ৩৪০(১)-এর অধীনে কোন নির্গমণ বা নিঃসারণ ঘটে যাহা বাংলাদেশে দূষণগত কোন ক্ষতি সংঘটিত করে না এবং এইরূপ ক্ষতি এড়ানো বা হ্রাসকরণের যুক্তিসঙ্গত কোন পদক্ষেপ নেওয়া হয় না; বা

(খ) ধারা ৩৩৮(২) বা ৩৪০(২)-এর অধীনে কোন সংশ্লিষ্ট দূষণের হুমকি উদ্ভূত হয় কিন্তু উক্তরূপ ক্ষতি এড়ানো বা হ্রাসকরণের জন্য বাংলাদেশে যুক্তিসঙ্গত কোন পদক্ষেপ নেওয়া হয়না;

বাংলাদেশের কোন আদালত কোন সংশ্লিষ্ট ক্ষতি বা ব্যয় হইতে উদ্ভূত কোন দাবী কার্যকর করিবার জন্য কোন মামলা গ্রহণ করিবে না (In Rem বা In Personam)-

(অ) নিবন্ধিত জাহাজের মালিকের বিরুদ্ধে; বা

(আ) ধারা ৩৪২(১)(আ) প্রযোজ্য হয় এইরূপ কোন ব্যক্তির বিরুদ্ধে, যদি না এইরূপ কোন ক্ষতি বা ব্যয় উক্ত বিধানে উল্লেখিত কোন কিছু করা বা না করা হইতে উদ্ভূত হয়।

(৩) উপধারা (২)-এ, “সংশ্লিষ্ট ক্ষতি বা ব্যয়” অর্থ-

(ক) উক্ত উপধারার দফা (ক)-তে উল্লেখিত কোনরূপ নির্গমণ বা নিঃসারণের ক্ষেত্রে, অন্য কোন দায় কনভেনশনভূক্ত রাষ্ট্রে এইরূপ নির্গমণ বা নিঃসারণ হইতে উদ্ভূত দূষণ দ্বারা সংঘটিত কোন ক্ষতি, বা উক্তরূপ রাষ্ট্রে এইরূপ ক্ষতি এড়ানো বা হ্রাসকরণের জন্য গৃহীত পদক্ষেপের ব্যয়;

(খ) উক্ত উপধারার দফা (খ)-তে উল্লেখিত কোন দূষণের হুমকির ক্ষেত্রে, অন্য কোন দায় কনভেনশনভূক্ত রাষ্ট্রে এইরূপ ক্ষতি এড়ানো বা হ্রাসকরণের জন্য গৃহীত পদক্ষেপের ব্যয়; বা

(গ) দফা (ক) বা (খ)-তে উল্লেখিত কোন পদক্ষেপের ফলে সংঘটিত ক্ষতি; এবং ধারা ৩৪২(২)(ঙ) উপধারা (২)(আ)-এর ক্ষেত্রে এমনভাবে প্রযোজ্য হইবে যেন উহা দফা (ক) বা (খ)-তে উল্লেখিত কোন পদক্ষেপ গ্রহন করিতেছে এইরূপ কোন ব্যক্তির প্রতি সূত্রনির্দেশ করিয়াছে।

(৪) যখন-

(ক) ধারা ৩৩৯(১)-এর অধীনে কোন বাংকার তৈল নির্গমণ বা নিঃসারণ হয় যাহা বাংলাদেশে দূষণগত কোন ক্ষতি করে না এবং এইরূপ ক্ষতি এড়ানো বা হ্রাসকরণের যুক্তিসঙ্গত কোন পদক্ষেপ নেওয়া হয় না, বা

(খ) ধারা ৩৩৯ (২)-এর অধীনে কোন সংশ্লিষ্ট দূষণের হুমকি উদ্ভব হয় কিন্তু উক্তরূপ ক্ষতি এড়ানো হ্রাসকরণের জন্য বাংলাদেশে যুক্তি সঙ্গত কোন পদক্ষেপ নেওয়া হয় না;

বাংলাদেশের কোন আদালত কোন সংশ্লিষ্ট ক্ষতি বা ব্যয় হইতে উদ্ভূত কোন দাবী কার্যকর করিবার জন্য কোন মামলা গ্রহন করিবে না (In Rem বা In Personam)-

(অ) জাহাজের মালিকের বিরুদ্ধে; বা

(আ) ধারা ৩৪২(৩)(আ) প্রযোজ্য হয় এইরূপ কোন ব্যক্তির বিরুদ্ধে, যদি না এইরূপ কোন ক্ষতি বা ব্যয় উক্ত বিধানে উল্লেখিত কোন কিছু করা বা না করা হইতে উদ্ভূত হয়।

(৫) উপ-ধারা (৪)-এ "সংশ্লিষ্ট ক্ষতি বা ব্যয়" অর্থ-

(ক) উক্ত উপ-ধারার দফা (ক)-তে উল্লেখিত কোনরূপ নির্গমণ বা নিঃসারণের ক্ষেত্রে, অন্য কোন বাংকার কনভেনশনভূক্ত রাষ্ট্রে এইরূপ নির্গমণ বা নিঃসারণ হইতে উদ্ভূত দূষণ দ্বারা সংঘটিত কোন ক্ষতি, বা উক্তরূপ রাষ্ট্রে এইরূপ ক্ষতি এড়ানো বা হ্রাসকরণের জন্য গৃহীত পদক্ষেপের ব্যয়;

(খ) উক্ত উপ-ধারার দফা (খ)-তে উল্লেখিত কোন দূষণের হুমকির ক্ষেত্রে অন্য কোন বাংকার কনভেনশনভূক্ত কোন রাষ্ট্রে এইরূপ ক্ষতি এড়ানো বা হ্রাসকরণের জন্য গৃহীত পদক্ষেপের ব্যয়; বা

(গ) দফা (ক) বা (খ)-তে উল্লেখিত কোন পদক্ষেপের ফলে সংঘটিত ক্ষতি; এবং ধারা ৩৪২(৪)(খ) উপধারা 8(আ)-তে উল্লেখিত কোন পদক্ষেপ গ্রহন করিতেছে এইরূপ কোন ব্যক্তির প্রতি সূত্রনির্দেশ করিয়াছে।

(৬) এ্যাডমিরালটি আদালতের রায়, ধারা ৩৩৮ বা ৩৩৯ বা উহাদের সমরূপ কোন বিধানের অধীনের দায় সম্পর্কে, এমন আদালত বলিয়া গণ্য হইবে যাহার ক্ষেত্রে উক্ত আইন প্রযোজ্য হয়।

(৭) ধারা ৩৩৮ বা ৩৩৯-এর অধীনে, অথবা উহাদের সমরূপ কোন বিধানের অধীনে (যাহা উৎস রাষ্ট্রে বলবৎযোগ্য ও সাধারণ আঙ্গিকের পুনর্বিবেচনা সাপেক্ষে নহে) কোন দায় কনভেনশন বা বাংকার কনভেনশনভূক্ত রাষ্ট্রের দায় সম্পর্কে বাংলাদেশ ব্যতীত উক্ত রাষ্ট্রসমূহে আদালত কর্তৃক প্রদত্ত কোন রায় বাংলাদেশে স্বীকৃত হইবে, যদি না-

(ক) রায়টি প্রতারণার মাধ্যমে হাসিল করা হয়; বা

(খ) বিবাদীকে যথাযথ নোটিশ দেওয়া না হয় বা তাহার মামলা উপস্থাপনের পর্যাপ্ত সুযোগ দেওয়া না হয়।

(৮) উপধারা (৫)-এর অধীনে বাংলাদেশে স্বীকৃত কোন রায় উক্ত রাষ্ট্রের আনুষ্ঠানিকতা (যাহা মামলার বিষয় পুনরুন্মুক্তকরণের অনুমতি দিবে না) সম্পন্ন হওয়া মাত্র বাংলাদেশে কার্যকর হইবে।

৩৫৫। সরকারী জাহাজ

(১) এই অধ্যায়ের পূর্ববর্তী কোন বিধান যুদ্ধ জাহাজ বা কোন রাষ্ট্রের সরকার কর্তৃক বাণিজ্যিক ভিত্তিতে ব্যতীত অন্য কোন উদ্দেশ্যে সাময়িকভাবে ব্যবহৃত কোন জাহাজের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে না।

(২) রাষ্ট্রীয় মালিকানাভূক্ত কোন জাহাজের ক্ষেত্রে যাহা সাময়িকভাবে বাণিজ্যিক ভিত্তিতে ব্যবহৃত হয়-

(ক) ধারা ৩৫০-এর পর্যাপ্ত পরিপালন হইবে যদি উক্ত রাষ্ট্রের সরকার কর্তৃক কোন সনদ ইস্যু হয় যাহা প্রমাণ করে যে জাহাজখানি উক্ত রাষ্ট্রের মালিকানাভূক্ত এবং দায় কনভেনশনের অনুচ্ছেদ I-এ সংজ্ঞায়িত কোন দূষণগত ক্ষতির দায় উক্ত কনভেনশনের অনুচ্ছেদ V-এ নির্ধারিত সীমা পর্যন্ত স্বীকার করা হইবে; এবং

(খ) ধারা ৩৫১(২)-এর পর্যাপ্ত পরিপালন হইবে যদি উক্ত রাষ্ট্রের সরকার কর্তৃক কোন সনদ ইস্যু হয় যাহা প্রমাণ করে যে জাহাজখানি উক্ত রাষ্ট্রের মালিকানাভূক্ত এবং বাংকার কনভেনশনের অনুচ্ছেদ I- এ সংজ্ঞায়িত কোন দূষণগত ক্ষতির দায় Convention on Limitation of Liability for Maritime Claim 1974- এর অধ্যায় II-এ নির্ধারিত সীমা পর্যন্ত স্বীকার করা হইবে।

(৩) প্রত্যেক দায় কনভেনশন রাষ্ট্র ধারা ৩৩৮-এর অধীনে কোন দায়ের বিপরীতে কোন দাবী আদায়ের জন্য বাংলাদেশের কোন আদালতে কোন কার্যধারার উদ্দেশ্যে উক্ত আদালতের এক্তিয়ার স্বীকার করিয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে, এবং সেই অনুসারে আদালতের বিধি-বিধান এইরূপ কার্যধারা কিরূপে আরম্ভ হইবে এবং পরিচালিত হইবে তাহার পদ্ধতি নির্ধারণ করিবে; কিন্তু এই উপ-ধারার কোন কিছুই কোন রাষ্ট্রের সম্পত্তির বিরুদ্ধে জারী ইস্যু করিবার অনুমোদন প্রদান করেনা।

(৪) প্রত্যেক বাংকার কনভেনশন রাষ্ট্র ধারা ৩৩৯-এর অধীনে কোন দায়ের বিপরীতে কোন দাবী আদায়ের জন্য বাংলাদেশের কোন আদালতে কোন কার্যধারার উদ্দেশ্যে, উক্ত আদালতের এক্তিয়ার স্বীকার করিয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে, এবং সেই অনুসারে আদালতের বিধি-বিধান এইরূপ কার্যধারা কিরূপে আরম্ভ হইবে এবং পরিচালিত হইবে তাহার পদ্ধতি নির্ধারণ করিবে; কিন্তু এই উপ-ধারার কোন কিছুই কোন রাষ্ট্রের সম্পত্তির বিরুদ্ধে জারী ইস্যু করিবার অনুমোদন প্রদান করে না।

৩৫৬। ধারা ৩৩৯ ও ৩৪০-এর অধীনে দায় সীমিতকরণ

ধারা ৩৭২-এর উদ্দেশ্যে ধারা ৩৩৯ বা ৩৪০-এর অধীনে উদ্ভূত কোন দায় Athens Convention Relating to the Carriage of Passengers and their Luggage by Sea (PAL), 1974 (২০০২ সালের প্রটোকল দ্বারা সংশোধিত)-এর অনুচ্ছেদ ২-এর দফা ১(ক)-এ উল্লেখিত কোন সম্পদহানি বিষয়ে ক্ষতির দায় হিসেবে গণ্য হইবে।

৩৫৭। আইনী পদক্ষেপের হেফাজত

এই অধ্যায়ের কোন কিছুই এই অধ্যায়ের অধীনে দায়ী কোন ব্যক্তির অন্য কোন ব্যক্তির বিরুদ্ধে উক্ত দায় সম্পর্কে উত্থাপিত কোন দাবী অথবা দাবীর কার্যকরকরণ ক্ষুন্ন করিবেনা।

৩৫৮। ব্যাখ্যা

(১) এই অধ্যায়ে-

"বাংকার তৈল" অর্থ কোন হাইড্রোকার্বন খনিজ তৈল (লুব্রিকেটিং তৈলসহ) যাহা কোন জাহাজ কর্তৃক পরিবাহিত হয় এবং উক্ত জাহাজের চালনায় ব্যবহৃত হয় এবং উক্ত তৈলের কোন অবশিষ্টাংশ;

"আদালত" অর্থ নৌ আদালত;

"ক্ষতি" বলিতে লোকসান অর্ন্তভূক্ত করিবে;

"তৈল", "বাংকার তৈল"-এ ব্যতীত, অর্থ অটল (persistent) হাইড্রোকার্বন খনিজ তৈল;

"মালিক" বলিতে ধারা ৩৯৮(৭)-এর অধীনে উহার যে অর্থ আছে তাহাই বুঝাইবে;

"নিবন্ধিত মালিক" অর্থ যে ব্যক্তি জাহাজের মালিক হিসেবে নিবন্ধিত হইয়াছে অথবা নিবন্ধন না থাকিলে যে ব্যক্তি উক্ত জাহাজের মালিক, কিন্তু রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন কোন জাহাজের ক্ষেত্রে যাহা জাহাজের অপারেটর হিসেবে নিবন্ধিত কোন ব্যক্তি কর্তৃক পরিচালিত হয়, অপারেটর হিসেবে উক্তরূপ নিবন্ধিত ব্যক্তিকে বুঝাইবে;

"সংশ্লিষ্ট দূষণের হুমকি" বলিতে-

(ক) ধারা ৩৩৮(২)-এর অধীনের কোন সংশ্লিষ্ট দূষণের হুমকি (ধারা ৩৩৮(৩)-এ সংজ্ঞায়িত);

(খ) ধারা ৩৩৯(২)-এ উল্লেখিত কোন সংশ্লিষ্ট দূষণের হুমকি (ধারা ৩৩৯(৪)-এ সংজ্ঞায়িত); এবং

(গ) ধারা ৩৪০(২)-এ উল্লেখিত কোন সংশ্লিষ্ট দূষণের হুমকি (ধারা ৩৪০(৪)-এ সংজ্ঞায়িত);

"জাহাজ" (ধারা ৩৪০(৭) সাপেক্ষে) অর্থ যেকোন সমুদ্রগামী জলযান বা যেকোন প্রকারের সমুদ্র-পরিবাহিত যান।

(২) কোন জাহাজ হইতে তৈল বা বাংকার তৈল নির্গমণ বা নিঃসারণ বা কোন সংশ্লিষ্ট দূষণের হুমকি হইতে উদ্ভূত কোন ক্ষতি বা ব্যয়ের ক্ষেত্রে, উক্ত জাহাজের মালিক বা নিবন্ধিত মালিকের প্রতি এই অধ্যায়ে সূত্রনির্দেশ উক্তরূপ নির্গমণ বা নিঃসারণ বা দূষণ হুমকির (যাহা প্রযোজ্য হয়) ঘটনার সময় বা উক্তরূপ প্রথম ঘটনার সময় যে জাহাজের মালিক বা নিবন্ধিত মালিক (যাহা প্রযোজ্য) ছিল তাহার প্রতি ইঙ্গিত বুঝাইবে।

(৩) এই অধ্যায়ে কোন রাষ্ট্রের সীমানা বলিতে উক্ত রাষ্ট্রের আঞ্চলিক সমুদ্রকেও বুঝাইবে, এবং নিম্নোক্ত এলাকাও বুঝাইবে-

(ক) বাংলাদেশের ক্ষেত্রে, সামুদ্রিক অঞ্চল আইন ২০১৮ দ্বারা স্থাপিত একান্ত অর্থনৈতিক অঞ্চলের অভ্যন্তরের যেকোন এলাকা; ও

(খ) অন্যান্য দায় কনভেনশন ও বাংকার কনভেনশনভুক্ত রাষ্ট্রের ক্ষেত্রে, আর্ন্তজাতিক আইন অনুসারে স্থাপিত উক্ত রাষ্ট্রের একান্ত অর্থনৈতিক অঞ্চল, বা, যদি এইরূপ অঞ্চল স্থাপিত না হইয়া থাকে, আর্ন্তজাতিক আইন অনুসারে নির্ধারিত উক্ত রাষ্ট্রের আঞ্চলিক সমুদ্র-সংলগ্ন এলাকা যাহা, যেই তটরেখা হইতে সমুদ্রের প্রস্থের পরিমাপ হয় তাহা হইতে অনধিক ২০০ নটিক্যাল মাইল পর্যন্ত বিস্তৃত।

৫৬তম অধ্যায়

আর্ন্তজাতিক তৈল দূষণ ক্ষতিপূরণ তহবিল

৩৫৯। “দায় কনভেনশন”, “তহবিল কনভেনশন” ও তৎসংক্রান্ত অভিব্যক্তির অর্থ

(১) এই অধ্যায়ে-

- (ক) “তহবিল কনভেনশন” অর্থ International Convention on the Establishment of an International Fund for Compensation for Oil Pollution Damage 1992;
- (খ) “তহবিল” অর্থ তহবিল কনভেনশন দ্বারা স্থাপিত আর্ন্তজাতিক তহবিল।

৩৬০। তৈল আমদানীকারক ও অন্যান্যের অবদান

(১) বাংলাদেশের বন্দর বা টার্মিনালে পরিবাহিত তৈল (অভ্যন্তরীণ অভিযানে পরিবাহিত তৈল ব্যতীত) বিষয়ে গঠিত তহবিলে আর্থিক অবদান পরিশোধ করিতে হইবে।

(২) উপধারা (১) তৈল আমদানী করা হউক বা না হউক প্রযোজ্য হইবে, এবং পূর্ববর্তী কোন অভিযানে একই তৈলের পরিবহন বিষয়ে আর্থিক অবদান পরিশোধের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হইবে।

(৩) সমুদ্রে পরিবাহিত হইবার পরে তহবিল কনভেনশন বর্হিভূত কোন রাষ্ট্রের কোন বন্দরে বা টার্মিনালে খালাস হওয়ার পরে প্রথম যখন বাংলাদেশের কোন স্থাপনায় গৃহীত হয় উক্ত তৈল বিষয়ক তহবিলের আর্থিক অবদান পরিশোধযোগ্য হইবে।

(৪) যেই ব্যক্তি আর্থিক অবদান পরিশোধ করিবে-

- (ক) বাংলাদেশে আমদানীকৃত তৈলের ক্ষেত্রে, আমদানীকারক, এবং
- (খ) তাহা না হইলে যেই ব্যক্তি উক্ত তৈল গ্রহণ করিবে।

(৫) কোন বৎসরে ১,৫০,০০০ টনের অতিরিক্ত তৈল আমদানী বা গৃহীত না হইলে উক্ত বৎসরে কোন ব্যক্তি কর্তৃক যেই তৈল আমদানীকৃত বা গৃহীত হইবে সেই সম্পর্কে তাহাকে কোন আর্থিক অবদান পরিশোধ করিতে হইবে না।

(৬) উপধারা (৫)-এর উদ্দেশ্যে-

- (ক) কোন কোম্পানীগুচ্ছের সকল সদস্য একক ব্যক্তি বলিয়া গণ্য হইবে; এবং
- (খ) কোন দুই বা ততোধিক কোম্পানী যাহারা পরস্পরের সহিত একীভূত হইয়া একক কোম্পানীতে রূপান্তরিত হয় তাহারা একক কোম্পানী বলিয়া বিবেচিত হইবে।

(৭) কোন বৎসরে কোন ব্যক্তি কর্তৃক পরিশোধযোগ্য আর্থিক অবদান-

- (ক) তহবিল কনভেনশনের অনুচ্ছেদ ১২-এর অধীনে তহবিলের পরিচালক কর্তৃক নির্ধারিত অর্থ হইবে এবং উক্ত ব্যক্তিকে তাহা অবহিত করা হইবে;
- (খ) তাহাকে যেইরূপে অবহিত করা হইবে সেইরূপ কিস্তিতে উহা পরিশোধযোগ্য হইবে; এবং উক্ত অর্থ যেই তারিখে পরিশোধযোগ্য হয় সেই তারিখের পরে অপরিশোধিত থাকিলে সেই তারিখ হইতে উহার উপর সুদ প্রযোজ্য হইবে, তহবিলের পরিষদ (Assembly) যেই হার নির্ধারণ করিবে সেই হারে, যতক্ষণ পর্যন্ত উহা পরিশোধিত না হয়।

(৮) সরকার প্রবিধান দ্বারা, যাহারা এই ধারায় আর্থিক অবদানের জন্য দায়ী তাহাদের উপর অর্থ পরিশোধের জন্য সরকার বা তহবিল বরাবর জামানত দেওয়ার বাধ্যবাধকতা আরোপ করিতে পারিবে।

(৯) উপ-ধারা (৮)-এর অধীনে প্রবিধান-

- (ক) সরকারের নিকট আবশ্যক প্রতীয়মান হয় এইরূপ সম্পূরক ও আনুষঙ্গিক বিধানাবলী ধারণ করিতে পারিবে;
- (খ) প্রবিধান লংঘনের জন্য শাস্তির বিধান রাখিতে পারিবে, সংক্ষিপ্ত বিচারে দোষী সাব্যস্ত হইলে যাহা হইবে অনধিক দুই লক্ষ ইউনিট অর্থদন্ড বা প্রবিধানে উল্লেখিত অন্য কোন লঘু দন্ড।

(১০) এই ধারায় এবং ধারা ৩৬১-এ, প্রেক্ষিত ভিন্ন কিছু দাবী না করিলে,
“কোম্পানী” অর্থ বাংলাদেশে বা অন্য কোন রাষ্ট্রে নিবন্ধিত কোন সত্ত্বা;

"গুচ্ছ", কোম্পানীর ক্ষেত্রে, অর্থ কোন নিয়ন্ত্রণকারী (Holding) কোম্পানী ও উহার অধীনস্থ কোম্পানী (Subsidiaries), এবং বাংলাদেশের বাহিরে নিবন্ধিত কোন কোম্পানীর ক্ষেত্রে উক্ত সংজ্ঞা সমূহের প্রয়োজনীয় সংশোধনও বুঝাইবে।

"আমদানীকারক" অর্থ আমদানীর পর যেই ব্যক্তি দ্বারা বা যাহার পক্ষে উক্ত তৈল আবগারী ও শুল্কের উদ্দেশ্যে এন্ট্রি করা হইয়াছে, এবং "আমদানী" এইরূপে সংজ্ঞায়িত হইবে।

"তৈল" অর্থ অশোধিত তৈল ও জ্বালানী তৈল;

(ক) "অশোধিত তৈল" পৃথিবীতে প্রাকৃতিক ভাবে প্রাপ্ত যে কোন তরল হাইড্রোকার্বন মিশ্রণ, শোধনের মাধ্যমে পরিবহনের জন্য উপযোগী করা হউক বা না হউক, এবং অর্ন্তভূক্ত করিবে-
  (অ) যেই অশোধিত তৈল হইতে পাতন দ্বারা পৃথকীকৃত অংশ অপসারিত হইয়াছে; এবং
  (আ) অশোধিত তৈল যাহাতে পাতন দ্বারা পৃথকীকৃত অংশ সংযোজন করা হইয়াছে।

(খ) "জ্বালানী তৈল" অর্থ অশোধিত তৈল বা এইরূপ উপাদানের মিশ্রণ হইতে প্রাপ্ত ভারী পাতিত তরল বা অবশিষ্টাংশ যাহা "American Society for Testing and Materials' Specification for Number Four Fuel Oil (Designation D 39669)" (বা ইহার চাইতে ভারী)-এর তুল্য মানের তাপ বা বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য ব্যবহৃত হওয়ার অভিলাষী;

"টার্মিনাল স্থাপনা" অর্থ উন্মুক্ত তৈল গুদামজাতকরণের কোন স্থান, যাহা জলযান পরিবাহিত তৈল গ্রহনে সক্ষম, তীরে অবস্থিত কোন পরিষেবা ও উহার সহিত সংযুক্ত কোন স্থানসহ।

৩৬১। তথ্য সংগ্রহের ক্ষমতা

(১) ধারা ৩৬০-এর অধীনে কোন বছরে তহবিলে আর্থিক অবদান রাখার জন্য দায়ী ব্যক্তিদের নাম-ঠিকানা এবং উক্ত দায় যেই পরিমান তৈলের জন্য তাহার পরিমাণ তহবিলকে অবহিত করিবার উদ্দেশ্যে সরকার, নোটিশ দ্বারা, তৈল উৎপাদন, শোধন, বন্টন ও পরিবহনের দায়িত্বে থাকা ব্যক্তিদেরকে নোটিশে উল্লেখিত যে কোন তথ্য প্রদান করিবার আদেশ দিতে পারিবে।

(২) এই ধারার অধীনে কোন নোটিশ কোন কোম্পানীকে উহার দায় ধারা ৩৬৬(৬) দ্বারা প্রভাবিত কিনা তাহা নির্ধারণের জন্য প্রয়োজনীয় তথ্য সরবরাহ করিতে আদেশ দিতে পারিবে।

(৩) এই ধারার অধীনে কোন নোটিশ উহার পরিপালনের সময়সীমা ও পদ্ধতি উল্লেখ করিতে পারিবে।

(৪) ধারা ৩৬০ এর অধীনে কোন ব্যক্তির নিকট হইতে পাওনা টাকা উদ্ধারের জন্য তহবিল কর্তৃক আনীত কোন কার্যধারায়, সরকার কর্তৃক তহবিলের নিকট প্রেরিত কোন তালিকায় উল্লেখিত বিবরণাদি (যতদূর পর্যন্ত উক্ত বিবরণাদি এই ধারার অধীনে প্রাপ্ত তথ্য ভিত্তিক), উক্ত তালিকার তথ্যের প্রমাণ হিসাবে গৃহীত হইবে; এবং উক্তরূপে গ্রহণীয় বিবরণাদি যেই ব্যক্তির বিরুদ্ধে কার্যধারা আনীত হইয়াছে তাহার প্রদত্ত তথ্যের উপর নির্ভরশীল হইলে উক্ত বিবরণাদি সঠিক বলিয়া গণ্য হইবে যতক্ষণ বিপরীত কিছু প্রমাণিত না হয়।

(৫) যদি কোন ব্যক্তি এই ধারার অধীনে প্রাপ্ত কোন তথ্য বা এমন কোন তথ্য যাহা তাহাকে দেওয়া হইয়াছ অথবা এই ধারার জারী হইতে প্রাপ্ত কোন তথ্য প্রকাশ করে, তাহা হইলে, যদি না উক্তরূপ প্রকাশ হয়-
  (ক) যেই ব্যক্তির নিকট হইতে তথ্য পাওয়া গিয়াছে তাহার অনুমতিসহ;
  (খ) এই ধারার জারী হইতে প্রাপ্ত; বা
  (গ) এই ধারার অধীনে উদ্ভূত কোন আইনী কার্যধারার উদ্দেশ্যে অথবা উক্তরূপ কার্যধারার কোন প্রতিবেদন হইতে;

সে অপরাধ সংঘটন করিবে এবং সংক্ষিপ্ত বিচারে দোষী সাব্যস্ত হইলে অনধিক এক লক্ষ ইউনিট অর্থ দন্ডে দন্ডিত হইবে।

(৬) যে ব্যক্তি-
  (ক) এই ধারার অধীনে প্রদত্ত কোন নোটিশ পরিপালনে অস্বীকার করে বা ইচ্ছাকৃতভাবে অবহেলা করে; বা
  (খ) এই ধারার অধীনে কোন নোটিশ পরিপালনে তথ্য প্রদান করিতে গিয়া যদি এমন কোন বিবৃতি দেয় যাহা কোন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সে মিথ্যা বলিয়া জানে, বা হঠকারীভাবে কোন মিথ্যা তথ্য প্রদান করে;

সে একটি অপরাধ সংঘটন করিবে এবং সংক্ষিপ্ত বিচারে দোষী সাব্যস্ত হইলে অনধিক এক লক্ষ ইউনিট অর্থ দন্ডে দন্ডিত হইবে দফা (ক)-এর অধীনের কোন অপরাধের জন্য, এবং অনধিক বিশ হাজার ইউনিট অর্থ দন্ডে দন্ডিত হইবে দফা (খ)-এ বর্ণিত কোন অপরাধের জন্য।

৩৬২। তহবিলের দায়

(১) তহবিল বাংলাদেশের সীমানায় দূষণ ক্ষতির জন্য দায়ী হইবে যদি ক্ষতি হইতে ভুক্তভোগী ব্যক্তি ধারা ৩৮-এর অধীনে পূর্ণ ক্ষতিপূরণ পাইতে অসমর্থ হয়-

(ক) কারণ নির্গমণ বা নিঃসারণ বা সংশ্লিষ্ট দূষণের হুমকি যাহা হইতে উক্ত ক্ষতির উদ্ভব হইয়াছে-

(অ) উহা উদ্ভব হইয়াছে কোন ব্যতিক্রমী, অপরিহার্য অপ্রতিরোধ্য কোন প্রাকৃতিক ঘটনা হইতে;

(আ) ঘটিয়াছে মালিকের কর্মচারী বা এজেন্ট ব্যতীত অন্য কোন ব্যক্তি কর্তৃক ক্ষতি সাধনের নিমিত্তে সংঘটিত বা ছাড়কৃত কোন কিছুর কারণে;

(ই) কোন সরকারের, যাহার আলোক ও অন্যান্য জাহাজ চালনায় সহায়ক বস্তু সংরক্ষণ করার দায়িত্ব, উক্ত কার্যে গাফিলতি বা অন্যায় হইতে উদ্ভূত কোন কিছুর কারণে;

এবং যেহেতু দায় তদনুসারে ধারা ৩৪১ কর্তৃক সম্পূর্ণরূপে স্থানান্তরিত হয়; বা

(খ) যেহেতু ক্ষতির জন্য দায়ী মালিক বা জামিনদার তাহার দায় সম্পূর্ণরূপে মিটাইতে অক্ষম, বা

(গ) যেহেতু ক্ষতি ধারা ৩৪৪ কর্তৃক সীমিত ধারা ৩৩৮-এর অধীনের দায় অপেক্ষা অধিক হয়।

(২) উপধারা (১)-এ “বাংলাদেশ” শব্দটি “একটি তহবিল কনভেনশন রাষ্ট্র” কর্তৃক প্রতিস্থাপিত হইয়া প্রযোজ্য হইবে যেখানে-

(ক) তহবিলের প্রধান কার্যালয় সাময়িকভাবে বাংলাদেশে থাকে, এবং দায় কনভেনশনের অধীনে দূষণগত ক্ষতির ক্ষতিপূরণের মামলা তহবিল কনভেনশন বহির্ভূত কোন রাষ্ট্রে আনীত হয়;

(খ) উক্ত ঘটনা বাংলাদেশের সীমানায় এবং অন্য একটি তহবিল কনভেনশনভুক্ত রাষ্ট্রে দূষণগত ক্ষতিসাধন করিয়াছে এবং দায় কনভেনশনের অধীনে উক্ত ক্ষতির ক্ষতিপূরণের মামলা তহবিল কনভেনশন বহির্ভূত কোন রাষ্ট্রে বা বাংলাদেশে আনয়ন করা হইয়াছে।

(৩) যখন ঘটনাখানি বাংলাদেশের সীমানায় ও অন্য একটি রাষ্ট্রে (যাহার সম্পর্কে দায় কনভেনশন বলবৎ আছে) দূষণগত ক্ষতি সাধন করে, এই ধারায় এই অংশের অধ্যায় IV-এর বিধানের প্রতি সূত্রনির্দেশ দায় কনভেনশন কার্যকর করা কোন রাষ্ট্রের সমরূপ আইনী বিধানের প্রতি ইঙ্গিত অর্ন্তভূক্ত করিবে।

(৪) যখন দায় কনভেনশনের অধীনে দূষণগত ক্ষতির জন্য ক্ষতিপূরণের কোন মামলা তহবিল কনভেনশন বহির্ভূত কোন রাষ্ট্রে আনয়ন করা হইয়াছে এবং তহবিল উপধারা (২)(ক)-এর বলে উক্ত দূষণগত ক্ষতির জন্য দায়ী হয়, এই ধারায় এই অংশের অধ্যায় IV-এর বিধানের প্রতি সূত্রনির্দেশ যেই রাষ্ট্রে উক্ত মামলা আনয়ন করা হইয়াছে সেই রাষ্ট্রের সমরূপ আইনী বিধানের প্রতি ইঙ্গিত বলিয়া গণ্য হইবে।

(৫) এই ধারার উদ্দেশ্যে কোন মালিক বা জামিনদার তাহার দায় মিটাইতে অক্ষম বলিয়া গণ্য হইবে যদি আইনী প্রতিকারের জন্য যুক্তিসঙ্গত সকল পদক্ষেপ লওয়া সত্ত্বেও উক্ত দায় মিটানো না হয়।

(৬) দূষণগত ক্ষতি এড়ানো বা হ্রাসকরণের জন্য মালিক কর্তৃক স্বেচ্ছায় যেই ব্যয় বহন করা হয় ও ত্যাগ স্বীকার করা হয় তাহা এই ধারার উদ্দেশ্যে একটি দূষণগত ক্ষতি বলিয়া ধরা হইবে, এবং তদনুসারে সে এই ধারার অধীনে তহবিলের বিরুদ্ধে কোন দাবীর ক্ষেত্রে এইরূপ অবস্থানে থাকিবে যেন তাহার ধারা ৩৩৮-এর অধীনের দায় সম্পর্কে কোন দাবী ছিলো।

(৭) এই ধারার অধীনে তহবিলের কোন দায় থাকিবে না যদি তহবিল-

(ক) ইহা প্রমাণ করে যে দূষণগত ক্ষতি-

(অ) উদ্ভব হইয়াছে কোন যুদ্ধ, শত্রুতা, গৃহযুদ্ধ বা বিদ্রোহ হইতে; বা

(আ) ঘটিয়াছে কোন রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন বা পরিচালনাধীন কোন যুদ্ধ জাহাজ বা অন্যরূপ জাহাজ হইতে নিঃসারিত বা নির্গত তৈল হইতে, যেই জাহাজ ঘটনার সময় শুধুমাত্র সরকারী অবাণিজ্যিক সেবায় ব্যবহৃত হইয়াছে; বা

(খ) বাদী প্রমাণ করিতে পারে না যে উক্তরূপ ক্ষতি তাহার সনাক্তকৃত কোন জাহাজ দ্বারা বা দুই বা ততোধিক জাহাজের মধ্যে তাহার সনাক্তকৃত একটি জাহাজ দ্বারা সংঘটিত হইয়াছে।

(৮) যদি তহবিল প্রমাণ করে যে দূষণগত ক্ষতি সম্পূর্ণরূপে বা আংশিকভাবে হইয়াছে-

(ক) ক্ষতির শিকার হওয়া ব্যক্তির ক্ষতিসাধনের উদ্দেশ্যে কৃত বা ছাড়কৃত কোন কিছু হইতে; বা

(খ) উক্ত ব্যক্তির গাফিলতি হইতে;

তহবিল (উপধারা (১০) সাপেক্ষে) উক্ত ব্যক্তিকে ক্ষতিপূরণ প্রদানের দায় হইতে সম্পূর্ণরূপে বা আংশিকভাবে অব্যাহতি পাইবে।

(৯) যখন ধারা ৩৩৮-এর অধীনের দূষণগত ক্ষতির দায় উক্ত ধারার কোন পরিসর পর্যন্ত সীমিত, তহবিল (উপ-ধারা (১০) সাপেক্ষে) উক্ত পরিসর পর্যন্ত অব্যাহতি পাইবে।

(১০) উপধারা (৮) ও (৯) প্রযোজ্য হইবে না যেখানে দূষণগত ক্ষতি কোন প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থার খরচ বা উক্ত ব্যবস্থা দ্বারা সংঘটিত কোন ক্ষতির সমন্বয়ে গঠিত হয়।

৩৬৩। ধারা ৩৬২-এর অধীনে তহবিলের দায়ের সীমা

(১) ধারা ৩৬২-এর অধীনে তহবিলের দায় তহবিল কনভেনশনের অনুচ্ছেদ ৪-এর দফা ৪ ও ৫ কর্তৃক আরোপিত সীমা সাপেক্ষে হইবে যাহা তহবিলের দায়ের উপর একটি সার্বিক সীমা আরোপ করে; এবং উক্ত বিধানাবলীতে দায় কনভেনশনের প্রতি সূত্রনির্দেশ এই অধ্যায়ের অধীনে দায় কনভেনশনের প্রতি ইঙ্গিত হইবে।

(২) তহবিল কনভেনশনের অনুচ্ছেদ ৪-এর দফা ৪-এর উপদফা (গ), ধারা ৩৬২-এর কোন দাবীর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য এইরূপ উল্লেখ করিয়া তহবিলের পরিচালক কর্তৃক প্রদত্ত কোন সনদ এই অধ্যায়ের অধীনে চূড়ান্ত প্রমাণ হইবে যে উহা উক্তরূপে প্রযোজ্য।

(৩) তহবিল কনভেনশনের অনুচ্ছেদ ৪-এর দফা ৪ ও ৫ কার্যকর করিবার উদ্দেশ্যে কোন আদালত ধারা ৩৬২-এর অধীনে কোন কার্যধারায় তহবিলের বিরুদ্ধে রায় প্রদান করিবার ক্ষেত্রে তহবিলকে অবহিত করিবে, এবং

(ক) আদালত অনুমতি দেওয়া না পর্যন্ত উক্ত রায় কার্যকর করিবার জন্য কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করা যাইবে না;

(খ) উক্ত দফাগুলির অধীনে দাবীর অর্থ হ্রাস করা যাইবে না বা একটি নির্দিষ্ট পরিমান হ্রাস করা যাইবে এইরূপে তহবিল আদালতকে অবহিত না করা পর্যন্ত উক্তরূপ অনুমতি দেওয়া যাইবে না।

(গ) শেষোক্ত ক্ষেত্রে শুধুমাত্র হ্রাসকৃত পরিমাণের জন্য রায় বাস্তবায়ন করা যাইবে।

(৪) উপধারা (৩)-এ উল্লেখিত রায়ের আলোকে কোন অর্থ বা হ্রাসকৃত অর্থ আদায়ের জন্য কোন পদক্ষেপ উক্ত অর্থ টাকায় আদায় করার পদক্ষেপ হইবে; এবং

(ক) উক্তরূপ অর্থ বিশেষ উত্তোলন অধিকার হইতে টাকায় রূপান্তরের উদ্দেশ্যে আর্ন্তজাতিক মুদ্রা তহবিল কর্তৃক নির্ধারিত রূপান্তর মূল্য ব্যবহার করিতে হইবে ও উহা-

(অ) সংশ্লিষ্ট দিনের রূপান্তর মূল্য হইবে, অর্থাৎ যেই দিন তহবিলের পরিষদ ঘটনার বিষয়ে ক্ষতিপূরণের প্রথম পরিশোধের দিন হিসাবে নির্ধারণ করে; বা

(আ) সংশ্লিষ্ট দিনের জন্য কোন অর্থ নির্দিষ্ট না হইলে, উক্ত দিনের অব্যাবহিত পূর্বের কোন দিন যাহার জন্য উক্তরূপ কোন অর্থ নির্দিষ্ট হইয়াছে।

(খ) বাংলাদেশ ব্যাংক অর্ডার ১৯৭২-এর অনুচ্ছেদ ১৮-এর অধীনে অর্পিত ক্ষমতাবলে (SDR) বিষয়ে বাংলাদেশ ব্যাংকের কোন ঘোষণা এই অধ্যায়ের উদ্দেশ্যে উক্ত বিষয়ে চূড়ান্ত প্রমাণ হইবে।

(৫) কোন দলিল যাহা উপ-ধারা (৪)(খ)-তে উল্লেখিত কোন সনদ বলিয়া প্রতীয়মান হয়, তাহা কোন আইনগত কার্যধারায় প্রমাণ হিসাবে গৃহীত হইবে এবং উক্তরূপ সনদ বলিয়া গণ্য হইবে, যদি না বিপরীত কিছু প্রমাণিত হয়।

৩৬৪। রায়ের অধিক্ষেত্র এবং প্রভাব

(১) জাহাজ কর্তৃক সংঘটিত ক্ষতি সংক্রান্ত দাবীর এক্তিয়ার বাংলাদেশে এ্যাডমিরালটি আদালত দ্বারা অনুশীলিত হইবে এবং এই অধ্যায়ের অধীনে তহবিলের দায় সংক্রান্ত কোন দাবীর ক্ষেত্রেও উহা বিস্তৃত হইবে।

(২) যখন এই উপধারার উদ্দেশ্যে প্রণীত আদালতের বিধি-বিধান অনুযায়ী, ধারা ৩৩৮-এর অধীনের কোন দায়ের জন্য কোন মালিক বা জামিনদারের বিরুদ্ধে আনীত কার্যধারার নোটিশ তহবিলকে দেওয়া হয়, উক্ত কার্যধারায় প্রদত্ত রায় চূড়ান্ত ও বলবৎযোগ্য হইবার পর তহবিলের উপর বাধ্যকর হয়, এই অর্থে যে, তহবিল উক্ত কর্যাধারায় অংশগ্রহন না করিয়া থাকিলেও রায়ের তথ্য ও প্রমাণ অস্বীকার করিতে পারিবে না।

(৩) যখন কোন তহবিল কনভেশনভূক্ত রাষ্ট্রের এই অংশের ৫৫তম অধ্যায়ের সমরূপ কোন আইনের অধীনে কোন ব্যক্তি আংশিকভাবে বাংলাদেশের সীমানায় সাধিত কোন ক্ষতির জন্য দায়ী হয়, উপধারা (২) এই অধ্যায়ের অধীনে কোন কার্যধারার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে, উক্ত রাষ্ট্রের উক্ত আইনের অধীনের কার্যধারায় প্রদত্ত কোন রায়ের প্রয়োজনীয় সংশোধনসহ।

(৪) উপধারা (৫) সাপেক্ষে, ধারা ৩৬২-এর সমরূপ কোন বিধানের অধীনে দায়ের বিপরীতে কোন তহবিল কনভেনশভূক্ত রাষ্ট্রে কোন দাবী কার্যকর করিবার জন্য প্রদত্ত কোন রায়ের উপর রায় (পারস্পরিক বলবৎ) আইন (Judgment (Reciprocal Enforcement) Act) প্রযোজ্য হইবে, উহা এই উপধারা ব্যতিরেকেও প্রযোজ্য হউক বা না হউক।

(৫) এইরূপ রায় বলবৎকরণে কোন পদক্ষেপ লওয়া যাইবে না, যতক্ষণ পর্য্যন্ত এ্যাডমিরালটি আদালত উহা বলবৎকরণের অনুমতি না দেয়; এবং

(ক) তহবিল কনভেনশনের অনুচ্ছেদ ৪-এর দফা ৪-এর অধীনে দাবীর অর্থ হ্রাস করা যাইবে না বা একটি নির্দিষ্ট পরিমান হ্রাস করা যাইবে-এইরূপে তহবিল আদালতকে অবহিত না করা পর্যন্ত উক্তরূপ অনুমতি দেওয়া যাইবে না; এবং

(খ) শেষোক্ত ক্ষেত্রে শুধুমাত্র হ্রাসকৃত পরিমানের জন্য রায় বাস্তবায়ন করা যাইবে।

৩৬৫। দাবীর তামাদি

(১) এই অধ্যায়ের অধীনে তহবিলের বিরুদ্ধে দাবী আদায়ের কোন মামলা বাংলাদেশের কোন আদালত গ্রহণ করিবে না, যদি না-

(ক) মামলা শুরু হয়, বা

(খ) মালিকের বা তাহার জামিনদারের বিরুদ্ধে একই ক্ষতি বিষয়ে দাবী কার্যকর করিবার কোন মামলায় একটি তৃতীয় পক্ষ নোটিশ তহবিলকে দেওয়া না হয়;

তহবিলের বিরুদ্ধে দাবী উদ্ভব হওয়ার তিন বছরের মধ্যে।

(২) এই অধ্যায়ের অধীনে তহবিলের বিরুদ্ধে কোন দাবী আদায়ের মামলা বাংলাদেশের কোন আদালত গ্রহণ করিবে না যদি, যেই নির্গমণ বা নিঃসারণ বা (যাহা প্রযোজ্য হয়) সংশ্লিষ্ট দূষণের হুমকি হইতে তহবিলের বিরুদ্ধে দাবীর উদ্ভব হইয়াছে তাহা ঘটিবার বা তাহার প্রথম ঘটনাটি ঘটিবার ছয় বছরের মধ্যে মামলা দাখিল না করা হয়।

৩৬৬। প্রতিকল্পন (Subrogation)

(১) দূষণগত ক্ষতির ক্ষতিপূরণ হিসাবে তহবিল কর্তৃক পরিশোধিত কোন অর্থের ক্ষেত্রে, ক্ষতিপূরণ প্রাপকের উক্ত বিষয়ে অন্য কোন ব্যক্তির বিরুদ্ধে কোন অধিকার থাকিলে, বা উক্তরূপ ক্ষতিপূরণ না পাইলে যদি এইরূপ কোন অধিকার থাকিত, উক্তরূপ অধিকার প্রতিকল্পনের মাধ্যমে তহবিলের উপর বর্তাইবে।

(২) দূষণগত ক্ষতির ক্ষতিপূরণের জন্য বাংলাদেশের কোন সরকারী কর্তৃপক্ষ কর্তৃক পরিশোধিত কোন অর্থের ক্ষেত্রে, এই অধ্যায়ের অধীনে তহবিলের বিরুদ্ধে ক্ষতিপূরণ প্রাপকের কোন অধিকার থাকিলে তাহা প্রতিকল্পনের মাধ্যমে উক্ত কর্তৃপক্ষের উপর বর্তাইবে।

৩৬৭। তহবিল সংক্রান্ত কার্যধারা বিষয়ে সম্পূরক বিধানাবলী

(১) তহবিল কর্তৃক বা তহবিলের বিরুদ্ধে কোন কার্যধারা উহার নিজ নামে অথবা উহার প্রতিনিধি হিসাবে উহার পরিচালকের নামে রুজু করা যাইবে।

(২) তহবিলের কোন অঙ্গ কর্তৃক ইস্যুকৃত কোন দলিল বা তহবিলের হেফাজতে থাকা কোন দলিল বা উক্তরূপ দলিলের কোন এন্ট্রি বা অংশের সাক্ষ্য কোন আইনগত কার্যধারায় দেওয়া যাইবে তহবিলের কোন কর্মকর্তা কর্তৃক সত্যায়িত একটি কপি উপস্থাপনের মাধ্যমে; এবং এইরূপ কপি বলিয়া প্রতীয়মান হয় এমন কোন দলিল এইরূপ কার্যধারায় উক্ত সনদ স্বাক্ষরকারী ব্যক্তির আনুষ্ঠানিক অবস্থান বা হস্তান্তরের প্রমাণ ব্যতিরেকেই প্রমাণ হিসেবে গ্রহণ করা যাইবে।

৩৬৮. ব্যাখ্যা

(১) এই অধ্যায়ে, প্রেক্ষিত ভিন্নরূপ কিছু দাবী না করিলে-

“ক্ষতি” অর্থে লোকসান অর্ন্তভূক্ত হইবে;

“নির্গমণ বা নিঃসারণ”, দূষণগত ক্ষতির ক্ষেত্রে, কোন জাহাজ হইতে তৈল নির্গমণ বা নিঃসারণ বুঝাইবে;

“জামিনদার” অর্থ ধারা ৩৫০-এ বর্ণিত মালিকের দায়ের ক্ষেত্রে বীমা বা অন্য কোন আর্থিক জামানত প্রদানকারী ব্যক্তি;

“ঘটনা” অর্থ এমন কোন ঘটনা বা একই উৎস বিশিষ্ট ঘটনাক্রম যাহা কোন জাহাজ হইতে তৈল নির্গমণ বা নিঃসারণ ঘটায় বা কোন সংশ্লিষ্ট দূষণের হুমকির উদ্ভব ঘটায়;

“তৈল”, ধারা ৩৬০ ও ৩৬১-এ ব্যতীত, অর্থ অটল (persistent) হাইড্রোকার্বন খনিজ তৈল;

“মালিক” অর্থ জাহাজের মালিক হিসাবে নিবন্ধিত কোন ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গ বা এইরূপ নিবন্ধনের অনুপস্থিতিতে, জাহাজের মালিক, কিন্তু রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন কোন জাহাজ যাহা জাহাজের অপারেটর হিসেবে নিবন্ধিত কোন ব্যক্তি দ্বারা পরিচালিত হয়, মালিক বলিতে অপারেটর হিসেবে নিবন্ধিত উক্ত ব্যক্তিকে বুঝাইবে;

“দূষণগত ক্ষতি” অর্থ-

(ক) জাহাজ হইতে তৈল নির্গমণ বা নিঃসারণের ফলে উদ্ভুত দূষণ দ্বারা জাহাজের বাহিরে সংঘটিত কোন ক্ষতি;

(খ) প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থার ব্যয়, এবং

(গ) প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা দ্বারা সংঘটিত ক্ষতি;

কিন্তু পরিবেশের বিপর্যয় হইতে সংঘটিত কোন ক্ষতি ইহার অর্ন্তভূক্ত হইবে না যদি না এইরূপ কোন ক্ষতি নিম্নোক্ত বিষয় অর্ন্তভূক্ত করে-

(অ) লাভের ক্ষতি, বা

(আ) পূণর্বহাল সংক্রান্ত কোন যুক্তি সঙ্গত পদক্ষেপের ব্যায়;

“প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা” অর্থ দূষণগত ক্ষতি এড়ানো বা হ্রাসকরণের জন্য কোন ব্যক্তি কর্তৃক গৃহীত যে কোন যুক্তিসঙ্গত ব্যবস্থা, যাহা নেওয়া হয়-

(ক) ঘটনা ঘটিকার পরে বা

(খ) কতিপয় ঘটনার সমন্বয়ে গঠিত কোন ঘটনার ক্ষেত্রে, প্রথম যে ঘটনাটি ঘটিয়াছিল তাহার পরে;

“সংশ্লিষ্ট” দূষণের হুমকি অর্থ একটি গুরুতর ও আসন্ন ক্ষতির হুমকি যাহা কোন জাহাজ হইতে তৈল নির্গমণ বা নিঃসারণের ফলে উদ্ভূত কোন দূষণ দ্বারা জাহাজের বাহিরে ঘটে; এবং

“জাহাজ” অর্থ এমন কোন জাহাজ (এই অংশের ৫৫তম অধ্যায়ের অর্থ অনুযায়ী) যাহার ক্ষেত্রে ধারা ৩৩৮ প্রযোজ্য হয়।

(২) এই অধ্যায়ের উদ্দেশ্যে-

(ক) কোন জাহাজ হইতে তৈল নির্গমণ বা নিঃসারণের প্রতি সূত্রনির্দেশ উক্ত নির্গমন বা নিঃসারণ যেখানেই ঘটুক না কেন তাহাই বুঝাইবে এবং উক্ত তৈল মালের ট্যাংক দ্বারাই পরিবাহিত হউক বা বাংকার জ্বালানী ট্যাংক দ্বারাই পরিবাহিত হউক না কেন; এবং

(খ) যখন একাধিক নির্গমণ বা নিঃসারণ একই ঘটনা বা একই উৎস বিশিষ্ট ঘটনাক্রম হইতে উদ্ভূত হয়, উহারা এক বলিয়া গণ্য হইবে।

(৩) এই অধ্যায়ে কোন রাষ্ট্রের ভূ-খন্ডের প্রতি সূত্রনির্দেশ ধারা ৩৫৮(৩) অনুযায়ী অনূদিত হইবে, দায় কনভেনশভূক্ত রাষ্ট্রের প্রতি সূত্রনির্দেশ তহবিল কনভেনশভূক্ত রাষ্ট্রের প্রতি প্রযোজ্য ধরিয়া।

৫৭তম অধ্যায়

ঝুঁকিপূর্ণ ও ক্ষতিকর পদার্থ পরিবহন

৩৬৯। কনভেনশনের অর্থ

(১) এই অধ্যায়ে, প্রেক্ষিত ভিন্নরূপ দাবী না করিলে, “কনভেনশন” অর্থ International Convention on Liability and Compensation for Damage in Connection with the Carriage of Hazardous and Noxious Substances by Sea 1996.

(২) কনভেনশনের অনুচ্ছেদ ১, দফা ৫-এর “ঝুঁকিপূর্ণ ও ক্ষতিকর পদার্থ” এর সংজ্ঞা ব্যাখ্যা করিতে গিয়া, উক্ত দফায় কোন নির্দিষ্ট কনভেনশন বা কোড (সংশোধিত)-এর প্রতি সূত্রনির্দেশ উক্ত কনভেনশন বা কোডের সময় সময় সংশোধিত রূপকেও বুঝাইবে (এই অধ্যায় কার্যকরকরণের আগে হউক বা পরে হউক)।

৩৭০। কনভেনশন বলবৎকরণের ক্ষমতা

(১) সরকার, আদেশ দ্বারা প্রয়োজন মনে করিলে, নিম্নলিখিত বিষয় বলবৎ করিবার জন্য যে কোন বিধান প্রণয়ন করিতে পারিবে-

- (ক) কনভেনশন, বাংলাদেশ কর্তৃক স্বাক্ষর বা অনুসমর্থনের (ratification) পরে; বা
- (খ) কনভেনশনের কোন সংশোধন, যাহা মহাপরিচালকের নিকট বাংলাদেশ কর্তৃক সমর্থিত হইয়াছে বলিয়া প্রতীয়মান হয়।

(২) কনভেনশন বা উহা সংশোধনকারী কোন চুক্তি কার্যকর করিবার জন্য উপধারা (১) কর্তৃক প্রদত্ত বিধান প্রণয়নের ক্ষমতা উক্ত বিধান কার্যকর করিবার ক্ষমতাও অর্ন্তভূক্ত করিবে, যদিও কনভেনশন বা উক্তরূপ চুক্তি তখনও কার্যকর হয় নাই।

(৩) উপধারা (১) ক্ষুন্ন না করিয়া, উক্ত উপধারার অধীনে প্রদত্ত কোন আদেশ নিম্নোক্ত বিধান অর্ন্তভূক্ত করিতে পারিবে-

- (ক) কনভেনশনের অধীনে স্থাপিত “আর্ন্তজাতিক ঝুঁকিপূর্ণ ও ক্ষতিকর পদার্থ তহবিল” (International Hazardous and Noxious Substances Fund)-এ কনভেনশন অনুযায়ী আর্থিক অবদান পরিশোধের বিধান;
- (খ) উপধারা (১)-এর উদ্দেশ্যে, সমুদ্র বা অন্যান্য জলদূষণ সংক্রান্ত কোন আইন বা চুক্তি (অপরাধ সৃষ্টিকারী বিধানসহ) আদেশ দ্বারা নির্ধারিত সংশোধনসহ প্রয়োগ করিবার বিধান;
- (গ) আদেশের কোন বিধান লঙ্ঘন করিয়াছে বলিয়া প্রতীয়মান হয় এইরূপ কোন জাহাজ আটকের বিধান, এবং এইরূপ জাহাজের ক্ষেত্রে, ধারা ৩৪৪ প্রয়োগ করিবার বিধান, আদেশ দ্বারা, নির্ধারিত সংশোধনসহ;
- (ঘ) কনভেনশনের উদ্দেশ্যে কোন নির্দিষ্ট পদার্থ কোন নির্দিষ্ট সময়ে ঝুঁকিপূর্ণ বা ক্ষতিকর কিনা উহা উল্লেখ করিয়া মহাপরিচালক কর্তৃক বা তাহার পক্ষ হইতে ইস্যুকৃত কোন সনদ উক্ত বিষয়ে চূড়ান্ত প্রমাণ হইবে এইরূপ বিধান।

(৪) উপধারা (১)-এর অধীনে কোন আদেশ-

- (ক) ভিন্ন ভিন্ন পরিস্থিতির জন্য ভিন্ন ভিন্ন বিধান তৈরী করিতে পারিবে।
- (খ) কোন নির্দিষ্ট রূপ ও বুঝাইবে এইরূপ বিধান দিতে পারিবে;
- (গ) আদেশের বলে ক্ষমতা অর্পণের বিধান;
- (ঘ) এই অধ্যায়ের উদ্দেশ্যে সরকারের নিকট প্রয়োজন মনে হয় এইরূপ আনুষঙ্গিক, সম্পূরক ও অস্থায়ী বিধান।

(৫) এই ধারার উদ্দেশ্যে সরকার প্রবিধান প্রণয়ন করিতে পারিবে।

৫৮তম অধ্যায়

জাহাজ মালিক ও অন্যান্যদের দায়

৩৭১। যাত্রীবহন সংক্রান্ত কনভেনশনের আইনের মর্যাদা।

(১) তফসিল ৩-এ অর্ন্তভূক্ত Convention Relating to the Carriage of Passengers and their Luggage by Sea এবং সংশ্লিষ্ট প্রটোকল ও সংশোধনের বিধান সমূহ বাংলাদেশে আইনের মর্যাদা পাইবে এবং বাংলাদেশে নিবন্ধিত ও আর্ন্তজাতিক অভিযানে নিয়োজিত যাত্রীবাহী জাহাজ সমূহের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে।

(২) ভূমি, সমুদ্র বা আকাশে পণের বিনিময়ে যাত্রী বা মাল বহন সংক্রান্ত বিধানাবলীর মধ্যে নিম্নলিখিত আইনের মধ্যে দ্বন্দ্ব থাকিলে-

(ক) কোন কনভেনশন যাহা বাংলাদেশ কর্তৃক স্বাক্ষরিত বা অনুসমর্থিত হইয়াছে বা

(খ) এইরূপ কনভেনশন বলবৎ করণে বাংলাদেশের আইন সভার কোন আইন মহাপরিচালক, সরকারের অনুমোদনক্রমে উক্ত দ্বন্দ্ব দূরীভূত করিবার জন্য আবশ্যক যে কোন প্রবিধান প্রণয়ন করিতে পারিবে।

(৩) যদি সরকার যাত্রী বহন সংক্রান্ত কনভেনশনের কোন সংশোধনে সম্মত হয়, মহাপরিচালক উক্ত সংশোধনের ফলে যথাযথ বিজ্ঞপ্তি প্রচার করিবে।

(৪) উপধারা (১) বা (২) বা উপধারা (৩)-এর বলে কোন সংশোধন উক্ত উপধারা (১) বা (২) উক্তরূপ সংশোধন যেই দিন কার্যকর হইয়াছে সেই দিনের পূর্বে সংঘটিত কোন ঘটনা হইতে উদ্ভূত অধিকার বা দায়কে প্রভাবিত করিবেনা।

সামুদ্রিক দাবীর জন্য জাহাজ মালিক ইত্যাদি এবং উদ্ধারকারীর দায় সীমিতকরণ

৩৭২। সামুদ্রিক দাবীর জন্য দায় সীমিতকরণ

(১) The Convention on Limitation of Liability For Maritime Claims 1976, যাহা তফসিল ৩-এ অর্ন্তভূক্ত হইয়াছে, বাংলাদেশে আইনের মর্যাদা পাইবে।

(২) এই ধারার অধীনে আইনের মর্যাদা পাওয়া বিধানাবলী জাহাজের কোন ব্যক্তির বা জাহাজে নিযুক্ত বা উদ্ধারকর্মে নিয়োজিত কোন ব্যক্তির প্রাণনাশ বা শারীরিক জখম বা সম্পত্তির ক্ষতি হইতে উদ্ভূত দায়ের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে না যদি-

(ক) বাংলাদেশের আইন দ্বারা পরিচালিত কোন নিয়োগ চুক্তির অধীনে উক্ত ব্যক্তি জাহাজে নিযুক্ত হয়; এবং

(খ) উক্ত দায় উদ্ভূত হয় এইরূপ কোন ঘটনা হইতে যাহা এই আইন কার্যকর হইবার পরে সংঘটিত হইয়াছে।

৩৭৩। দায় হইতে অব্যাহতি

(১) উপধারা (৩) সাপেক্ষে, বাংলাদেশ জাহাজের মালিক নিম্নোক্ত ক্ষেত্র সমূহে কোন ক্ষতি বা লোকসানের জন্য দায়ী হইবে না; যথা-

(ক) যখন জাহাজে থাকা কোন সম্পদ অগ্নি দূর্ঘটনায় হারাইয়া যায় বা ক্ষতিগ্রস্থ হয়; বা

(খ) যখন জাহাজের কোন সোনা, রূপা, ঘড়ি, অলংকার বা দামী পাথর চুরি, ডাকাতি বা অন্য কোন অসদাচরণের কারণে হারাইয়া যায় বা ক্ষতিগ্রস্থ হয়, এবং তাহাদের প্রকৃতি ও মূল্য জাহাজে উত্তোলনের সময় তাহাদের মালিক বা সরবরাহকারী জাহাজের মালিক বা মাষ্টারকে বিল অব লেডিং বা অন্য কোন লিখিত মাধ্যমে না জানায়।

(২) উপধারা (৩) সাপেক্ষে, যখন উক্তরূপ হানি বা ক্ষতি জাহাজের মাষ্টার বা নাবিক হিসাবে কোন ব্যক্তির, বা (উক্তরূপ হিসাবে ব্যতীত) জাহাজের মালিকের কর্মচারী হিসাবে নিযুক্ত কোন ব্যক্তির কৃত বা ছাড়কৃত কোন কিছু হইতে উদ্ভূত হয়;
উপধারা (১) নিম্নোক্ত ব্যক্তিদের দায়ও বর্জন করিবে-

(ক) মাষ্টার, নাবিক বা কর্মচারী; ও

(খ) যেইক্ষেত্রে মাষ্টার বা নাবিক এইরূপ ব্যক্তির কর্মচারী যাহার দায় উক্ত উপধারা কর্তৃক (এই দফা ব্যতীত) বাদ যায় না, সে যেই ব্যক্তির কর্মচারী।

(৩) এই ধারা Convention on Limitation of Liability for Maritime Claims 1976-এ উল্লেখিত কোন ব্যক্তিগত কাজ করা বা না করা হইতে উদ্ভূত কোন হানি বা ক্ষতির দায় মওকুফ করিবে না।

(৪) এই ধারায় "মালিক" বলিতে, কোন জাহাজের ক্ষেত্রে, কোন আংশিক মালিক ও ভাড়াকারী, ম্যানেজার বা অপারেটরকেও বুঝাইবে।

৩৭৪। ক্ষতি বা হানির দায় বন্টন

(১) যখন, দুই বা ততোধিক জাহাজের দোষে, উহাদের এক বা একাধিক জাহাজের বা তাহাদের পণ্যের বা ফ্রেইটের বা কোন সম্পত্তির হানি বা ক্ষতি হয়, উহার হানি বা ক্ষতিপূরণের দায় প্রত্যেকে যেই অনুপাতে দায়ী সেই অনুপাতে তাহাদের উপর বর্তাইবে।

(২) যদি, এইরূপ কোন ক্ষেত্রে, সকল অবস্থা বিবেচনা করিয়া, বিভিন্ন মাত্রায় দোষ নির্ধারণ করা সম্ভব না হয়, দায় সমভাবে বন্টিত হইবে।

(৩) এই ধারা জাহাজ মালিক এবং জাহাজের দোষের জন্য দায়ী অন্য কোন ব্যক্তির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে, এবং যেখানে ভাড়া বা ডিমাইজ ভাড়া বা অন্য কোন কারণে জাহাজের চালনা বা ব্যবস্থাপনায় মালিকের অংশগ্রহন থাকে না, এই ধারা উক্তরূপ ভাড়াকারী বা অন্য ব্যক্তির ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হইবে।

(৪) এই ধারার কোন কিছু যেই জাহাজের দোষের কারণে ক্ষতি বা হানি ঘটে নাই সেই জাহাজকে দায়ী করিবে না।

(৫) এই ধারার কোন কিছু কোন পরিবহন চুক্তি বা অন্য কোন চুক্তির অধীনে কোন ব্যক্তির দায়কে প্রভাবিত করিবে না, অথবা এমনভাবে ব্যাখ্যা করা হইবে না যাহাতে কোন চুক্তি বা আইন দ্বারা অব্যাহতি প্রাপ্ত কোন ব্যক্তির উপর কোন দায় আরোপিত হয়, অথবা আইন অনুসারে কোন ব্যক্তির দায় সীমিতরণের অধিকার খর্ব করিবে না।

(৬) এই ধারায় "ফ্রেইট" বলিতে ভাড়াও বুঝাইবে।

(৭) এই ধারায় জাহাজের দোষে ক্ষতি বা হানি বলিতে উক্ত দোষের কারণে উদ্ধার বা অন্যান্য খরচ, যাহা আইনে ক্ষতিপূরণ হিসাবে আদায়যোগ্য, তাহাও বুঝাইবে।

৩৭৫। প্রাণহানি বা শারীরিক জখমঃ যৌথ ও পৃথক দায়

(১) যখন জাহাজে কোন প্রাণহানি বা শারীরিক জখম উক্ত জাহাজের বা অন্য কোন জাহাজ বা জাহাজ সমূহের কোন দোষ ত্রুটির কারণে সংঘটিত হয়, জাহাজ মালিকদের দায় যৌথ ও পৃথক হইবে।

(২) ধারা ৩৭৪(৩) এই ধারার ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হইবে।

(৩) এই ধারার কোন কিছুই ক্ষতিগ্রস্থ ব্যক্তি বা প্রাণহানির কারণে মামলা করিবার হক্দার কোন ব্যক্তির আনীত কার্যধারায় কোন ব্যক্তির আত্মপক্ষ সমর্থনের অধিকার খর্ব করিবে না, যাহার উপর, এই ধারা ব্যতিরেকে, সে নির্ভর করিতে পারিত, বা আইন অনুযায়ী কোন ব্যক্তির দায় সীমিতরণের অধিকারকেও খর্ব করিবে না।

(৪) ধারা ৩৭৪(৩) এই ধারার ব্যাখ্যার ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হইবে।

৩৭৬। প্রাণহানি বা শারীরিক জখমঃ আর্থিক অবদানের অধিকার

(১) যখন জাহাজে কোন প্রাণহানি বা শারীরিক জখম উক্ত জাহাজের বা অন্য কোন জাহাজের কোন দোষ-ত্রুটির কারণে সংঘটিত হয়, এবং, উক্ত জাহাজ সমূহের একটির মালিকের নিকট হইতে এইরূপ অনুপাতে কোন ক্ষতিপূরণ আদায় হয় যাহা উহার দোষের অনুপাতের অধিক হয়, উক্ত জাহাজ মালিক অন্য জাহাজ সমূহের মালিকদের নিকট হইতে উহারা যেই অনুপাতে দায়ী সেই অনুপাতে আর্থিক অবদান আদায় করিতে পারিবে।

(২) ধারা ৩৭৪(৩) এই ধারার ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হইবে।

(৩) এই ধারার কোন কিছুই এমন কোন অর্থ যাহ আইনগত বা চুক্তির অধীন দায় সীমিতকরণের বা অব্যাহতির কারণে বা অন্য কোন কারণে মামলা করিবার হক্‌দার কোন ব্যক্তি কর্তৃক প্রথম আদালতে আদায় করা সম্ভব হয় নাই তাহা আদায়ের অনুমোদন প্রদান করে না।

(৪) আইনে অন্য কোন প্রতিকারের অতিরিক্ত, যেই ব্যক্তি এই ধারার অধীনে আদায়যোগ্য কোন আর্থিক অবদান পাইতে হক্‌দার সে, উক্তরূপ আদায়ের জন্য, প্রথম আদালতে ক্ষতিপূরণের জন্য মামলা করিবার হক্‌দার কোন ব্যক্তির একই অধিকার ও ক্ষমতা উপভোগ করিবে।

৩৭৭। জাহাজ মালিকের বিরুদ্ধে কার্যধারার সময়সীমা

(১) এই ধারা কোন জাহাজ বা উহার মালিকের বিরুদ্ধে কোন দাবী বা পূর্বস্বত্ব আদায়ের কার্যধারার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে-

(ক) উক্ত জাহাজের দোষের কারণে অন্য জাহাজ বা উহার মাল বা পণ্য বা যে কোন সম্পদের হানি বা ক্ষতি বিষয়ে; বা

(খ) উক্ত জাহাজের দোষের কারণে অন্য জাহাজের কোন ব্যক্তির প্রাণহানি বা শারীরিক জখমের ক্ষতিপূরণের জন্য।

(২) এই ধারার উদ্দেশ্যে দোষের মাত্রা গুরুত্বহীন।

(৩) উপধারা (৫) ও (৬) সাপেক্ষে, এই ধারা প্রযোজ্য হয় এইরূপ কোন কার্যধারা নিম্নোক্ত তারিখ হইতে দুই বছর পরে রুজু করা যাইবে না-

(ক) ক্ষতি বা হানি সংঘটিত হওয়ার তারিখ; বা

(খ) প্রাণহানি বা জখম হওয়ার তারিখ।

(৪) উপধারা (৫) ও (৬) সাপেক্ষে, পরিশোধের তারিখ হইতে এক বছর সময় পরে, ধারা ৩৭৪ থেকে ৩৭৬-এর কোন ধারার অধীনে প্রাণহানি বা শারীরিক জখমের ক্ষতিপূরণের জন্য অতিরিক্ত অর্থ পরিশোধের বিষয়ে কোন আর্থিক অবদান কার্যকরের মামলা রুজু করা যাইবে না।

(৫) এইরূপ কার্যধারার এক্তিয়ার সম্পন্ন আদালত, আদালতের বিধি অনুযায়ী, কার্যধারা রুজু করিবার সময়সীমা এইরূপ পরিমান ও এইরূপ শর্ত সাপেক্ষে বৃদ্ধি করিতে পারিবে যেইরূপ উপযুক্ত মনে করে।

(৬) এইরূপ আদালত, যদি সন্তুষ্ট হয় যে এইরূপ কার্যধারা রুজুর সময়সীমার মধ্যে বিবাদী-জাহাজ গ্রেপ্তারের যুক্তিসঙ্গত সুযোগ পাওয়া যায় নাই-

(ক) আদালতের অধিক্ষেত্রের অভ্যন্তরে; বা

(খ) বাদীর জাহাজ যেই রাষ্ট্রে বা যেই রাষ্ট্রে সে বাস করে বা যেখানে তাহার প্রধান ব্যবসা কেন্দ্র অবস্থিত সেই রাষ্ট্রের আঞ্চলিক জলসীমার অভ্যন্তরে;

কার্যধারা আনয়নের সময়সীমা এইরূপ বৃদ্ধি করিতে পারিবে যাহাতে উক্ত জাহাজ গ্রেপ্তারের যুক্তিসঙ্গত সুযোগ প্রদানের জন্য পর্যাপ্ত সময় পাওয়া যায়।

পোতাশ্রয় ও জাহাজঘাটা কর্তৃপক্ষের দায় সীমিতকরণ

৩৭৮। দায় সীমিতকরণ

(১) এই ধারা নিম্নোক্ত কর্তৃপক্ষ ও ব্যক্তির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে- পোতাশ্রয় কর্তৃপক্ষ ও কোন জাহাজঘাটার মালিক।

(২) এই ধারা প্রযোজ্য হয় এইরূপ কোন কর্তৃপক্ষ বা ব্যক্তির কোন জাহাজের বা উহার পণ্য, মালামাল বা অন্যান্য বস্তুর হানি বা ক্ষতির জন্য দায় উপধারা (৫) অনুযায়ী সীমিত হইবে, সর্ববৃহৎ বাংলাদেশ জাহাজের টনেজ অনুযায়ী যাহা উক্তরূপ হানি বা ক্ষতির সময় বা বিগত পাঁচ বছরে উক্ত কর্তৃপক্ষ বা ব্যক্তি যেই এলাকায় দায়িত্বরত সেই এলাকায় ছিল।

(৩) এই ধারার অধীনে দায় সীমিতকরণ একটি নির্দিষ্ট পৃথক ঘটনা হইতে উদ্ভূত কোন হানি বা ক্ষতির সম্পূর্ণ অংশের জন্য হইবে, যদিও এইরূপ হানি বা ক্ষতি দ্বারা একাধিক ব্যক্তি ক্ষতিগ্রস্থ হইতে পারে, এবং দায় সাধারন আইন হইতে বা সাধারন বা স্থানীয় বা বেসরকারী আইন হইতেই উদ্ভূত হউক না কেন সীমিতকরণ প্রযোজ্য হইবে, উক্তরূপ আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন।

(৪) এই ধারা প্রযোজ্য হয় এইরূপ কর্তৃপক্ষ বা ব্যক্তির Convention on Limitation of Liability for Maritime Claims 1976-এর অনুচ্ছেদ ৪-এ উল্লেখিত ব্যক্তিগত কিছু করা বা না করা হইতে উদ্ভূত কোন হানি বা ক্ষতির দায় এই ধারা মওকুফ করিবে না।

(৫) উপধারা (২)-এর উদ্দেশ্যে, কোন জাহাজ কোন পোতাশ্রয় কর্তৃপক্ষ যেই এলাকায় দায়িত্বরত সেই এলাকায় ছিল বলিয়া গণ্য হইবে না শুধুমাত্র এই কারণে যে জাহাজখানি উক্ত এলাকায় নির্মিত বা সজ্জিত হইয়াছিল বা উক্ত এলাকার বাহিরে অবস্থিত দুইটি স্থানের মধ্যে যাতায়াতের সময় উক্ত এলাকায় আশ্রয় নিয়াছিল বা উহা অতিক্রম করিয়াছিল, বা উক্ত এলাকায় চিঠি বা যাত্রী বোঝাই বা খালাস করিয়াছিল।

(৬) এই ধারার কোন কিছুই এই ধারা হইতে উদ্ভূত কোন দায় ব্যতীত কোন হানি বা ক্ষতির জন্য অন্য কোন দায় না থাকিলে উক্তরূপ দায় আরোপ করিবে না।

(৭) এই ধারায়-

"জাহাজঘাটা" অর্থে আর্দ্র জাহাজঘাটা ও খাঁড়ি, জোয়ার-ভাটা বিশিষ্ট জাহাজঘাটা ও খাঁড়ি, তালা, কাটা অংশ, প্রবেশপথ, শুষ্ক জাহাজঘাটা, গ্রেভিং জাহাজঘাটা, ঝাঁজরি, উপপথ, কী, হোয়ার্ফ, পীয়ার, মঞ্চ, অবতরণ স্থান ও জেটি বুঝাইবে।

নবম অংশ

৫৯তম অধ্যায়
উপকূলীয় ও উপকূল-নিকটবর্তী জাহাজ

৩৭৯। এই অধ্যায়ের প্রয়োগ

এই অধ্যায় প্রযোজ্য হইবে-
(ক) উপকূলীয় জাহাজ, ও
(খ) উপকূল-নিকটবর্তী জাহাজের ক্ষেত্রে

৩৮০। ব্যাখ্যা-এই অধ্যায়ে-

(ক) "উপকূলীয় জাহাজ" অর্থ এইরূপ জাহাজ যাহা অনধিক এক হাজার পাঁচশত গ্রাস্ টনেজের হয় ও সম্পূর্ণরূপে বাংলাদেশের অভ্যন্তরের বন্দর বা স্থানে উপকূলীয় বাণিজ্যে নিয়োজিত।
(খ) "উপকূল-নিকটবর্তী জাহাজ" অর্থ এইরূপ জাহাজ যাহা অনধিক তিন হাজার গ্রস্ টনেজের হয় ও সম্পূর্ণরূপে বাংলাদেশের অভ্যন্তরের বন্দর বা স্থানে এবং কোন চুক্তি অনুসারে বঙ্গোপসাগরে উপকূলবর্তী কোন রাষ্ট্রের বন্দর বা স্থানে উপকূলীয় বাণিজ্যে নিয়োজিত হয়।
(গ) "উপকূলীয় সমুদ্রযাত্রা" অর্থ বাংলাদেশের বিভিন্ন বন্দর বা স্থানে সম্পূর্ণরূপে বা আংশিকভাবে সমুদ্র পথে সমুদ্রযাত্রা।
(ঘ) "উপকূল-নিকটবর্তী সমুদ্রযাত্রা" অর্থ-
    (অ) সম্পূর্ণরূপে বাংলাদেশের অধিক্ষেত্রের জলসীমায় পরিচালিত কোন সমুদ্রযাত্রা; ও
    (আ) কোন জাহাজ উহার সম্পূর্ণ অভিযানে বাংলাদেশের কোন নিরাপদ স্থল হইতে পঞ্চাশ মাইলের মধ্যে থাকে; বা
    (ই) বাংলাদেশ ও অন্য রাষ্ট্রের মধ্যে সম্পাদিত কোন চুক্তি অনুসারে কোন সমুদ্রযাত্রা উপকূল-নিকটবর্তী হিসাবে গণ্য হইলে।

৩৮১। প্রবিধান প্রণয়নের ক্ষমতা

(১) মহাপরিচালক, সরকারের অনুমোদনক্রমে, উপকূলীয় ও উপকূল-নিকটবর্তী জাহাজের জন্য ও এই অধ্যায়ের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে প্রবিধান প্রণয়ন করিতে পারিবে।
(২) পূর্বোক্ত বিধানকে ক্ষুন্ন না করিয়া, উপধারা (১)-এর অধীনে প্রণীত প্রবিধান নিম্নোক্ত বিষয় সমূহ বিবেচনা করিবে-
    (ক) উপকূলীয় ও উপকূল-নিকটবর্তী জাহাজের শ্রেণীভেদ;
    (খ) জাহাজ চালনার নিরাপত্তা;
    (গ) নিরাপত্তা ও নিরাপত্তা;
    (ঘ) যাত্রী তালিকা;
    (ঙ) পরিবহনযোগ্য মালামাল ও উহা গুদামজাতকরণের পদ্ধতি;
    (চ) নিরাপত্তা সরঞ্জামাদি যাহা পরিবাহিত হইতে হইবে;
    (ছ) বেতার সরঞ্জামাদি যাহা পরিবাহিত হইতে হইবে;
    (জ) লোড লাইন নির্দিষ্টকরণ;
    (ঝ) স্বাস্থ্যবিধান শর্তাদি, বায়ু চলাচল, আলোর পর্যাপ্ততা, আশ্রয়, পর্দা, ডেক ও বার্থহীন যাত্রীদের জন্য পাচন ও প্রক্ষালন পরিষেবা;
    (ঞ) কোন ছাড়পত্রের জন্য ফি;
    (ট) উপকূলীয় ও উপকূল-নিকটবর্তী জাহাজের নাবিকদের প্রশিক্ষণ, পরীক্ষণ ও প্রত্যয়ন;
    (ঠ) জাহাজে শৃঙ্খলা বজায় রাখা;
    (ড) নৌ-দূষণ প্রতিরোধ;
    (ঢ) জাহাজ চালনা সহায়ক বস্তু ও বন্দর পরিষেবার ক্ষতির জন্য দন্ড;

(ণ) মাষ্টার কর্তৃক নৌ পরিবহন কর্তৃপক্ষকে কোন নিমজ্জিত জাহাজ সম্পর্কে অবহিতকরণ;

(ত) বহন ও প্রদর্শণের জন্য আলোক এবং পালনযোগ্য ষ্টিয়ারিং ও সেইলিং বিধি-বিধান;

(থ) বিস্ফোরক ও বিপজ্জনক মালবাহী জাহাজের মাস্টারের দায়িত্ব;

(দ) মালবাহী নৌকার ছাড়পত্র প্রদান, তত্ত্বাবধান ও নিয়ন্ত্রণ এবং জাহাজের নাবিকের শৃঙ্খলাপূর্ণ আচরণ বিধান;

(ধ) উপকূলীয় এবং উপকূল-নিকটবর্তী জাহাজের সার্ভে ও পরিদর্শন;

(ন) সনদ ইস্যু;

(প) তৃতীয় পক্ষের ক্ষতির ঝুঁকির বিপরীতে আর্থিক দায়িত্ব ও জামানতের প্রমাণ সংক্রান্ত বিধান;

(ফ) যাত্রীবাহী জাহাজে বহনযোগ্য যাত্রীর তালিকা;

(ব) নিরাপদ লোকবল স্তর;

(ভ) নাবিকের তালিকা;

(ম) অন্য যে কোন বিষয় যাহা মহাপরিচালক উপকূলীয় সমুদ্রযাত্রা এবং উপকূল-নিকটবর্তী অভিযানে নিয়োজিত জাহাজে নিরাপত্তা বর্ধনে এবং সমুদ্রের পরিবেশ সংরক্ষণে উপযুক্ত মনে করে।

(৩) এই ধারার অধীনে প্রবিধান প্রণয়নের ক্ষেত্রে মহাপরিচালক বাংলাদেশ কর্তৃক সম্পাদিত বা গৃহীত কোন উপকূল চুক্তি ও/বা প্রটোকল এবং সংশ্লিষ্ট আর্ন্তজাতিক সামুদ্রিক কনভেনশন সমূহ বিবেচনা করিবে।

দশম অংশ

রেক্ ও উদ্ধার

৬০তম অধ্যায়

রেক্ (Wreck)

৩৮২। রেক্ রিসিভার নিয়োগ ও কার্যাবলী

(১) সরকার, সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, রেকের দখল লইবার জন্য ও উহার সহিত সম্পৃক্ত নিম্নে উল্লেখিত দায়িত্ব সমূহ পালনের জন্য যে কোন ব্যক্তিকে, প্রজ্ঞাপনে উল্লেখিত স্থানীয় সীমানার অভ্যন্তরে, "রেক্ রিসিভার" হিসাবে নিয়োগ করিতে পারিবে।

(২) কোন রেক্ রিসিভার, লিখিত আদেশ দ্বারা, এই অংশের অধীনে তাহার যেকোন বা যাবতীয় কার্যাবলী, উক্ত আদেশে উল্লেখিত পরিস্থিতিতে ও শর্তাদি সাপেক্ষে, কোস্টগার্ডের নির্ধারিত কর্মকর্তাগণও করিতে পারিবে বলিয়া নির্দেশ দিতে পারিবে, এবং কোন ব্যক্তি যখন এইরূপ কার্যাবলী সম্পন্ন করিবে তখন এই আইনের উদ্দেশ্যে রেক্ রিসিভার বলিয়া বিবেচিত হইবে।

(৩) রিসিভারের এইরূপ কার্যাবলী সম্পন্ন করিতেছে এমন কর্মকর্তা, কোন জাহাজের পণ্য বা উপকরণ রিসিভারের নিকট যাহাদের বিতরণ এই অধ্যায়ের বিধান দ্বারা আবশ্যক, উহাদের বিষয়ে রিসিভারের এজেন্ট বলিয়া বিবেচিত হইবে।

৩৮৩। জাহাজ বিপদগ্রস্থ হইলে রিসিভারের দায়িত্ব

(১) যখন বাংলাদেশের কোন স্থান বা উপকূলে বা জলসীমায় কোন জাহাজ ধ্বংস প্রাপ্ত হয়, আটকা পড়ে বা বিপদগ্রস্থ হয়, যেই রেক্ রিসিভারের অধিক্ষেত্রের ভিতর উক্ত স্থান অবস্থিত সেই রিসিভার উক্তরূপ সংবাদ অবগত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে উক্ত স্থানে গমন করিবে এবং উপস্থিত সকলের উপর তাহার কর্তৃত্ব স্থাপন করিবে এবং উক্ত জাহাজ, উহাতে অবস্থানরত ব্যক্তিবর্গ ও মালামাল ও সরঞ্জামাদি সংরক্ষণের জন্য প্রত্যেককে আবশ্যকীয় নির্দেশনা প্রদান করিবে; কিন্তু রিসিভার জাহাজের মাষ্টার ও নাবিকদের জাহাজের ব্যবস্থাপনা বিষয়ক কাজে হস্তক্ষেপ করিবে না যদি না মাষ্টার কর্তৃক অনুরুদ্ধ হয়।

(২) যদি কোন ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে রিসিভারের আদেশ অমান্য করে সে, প্রত্যেক অপরাধের জন্য, অনধিক পঞ্চাশ হাজার ইউনিট অর্থদন্ডে দন্ডিত হইবে।

৩৮৪। বিপদগ্রস্থ জাহাজের ক্ষেত্রে রিসিভারের ক্ষমতা

(১) রেক্ রিসিভার, ধ্বংসপ্রাপ্ত জাহাজের ব্যক্তি, মালামাল ও সরঞ্জামাদি সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে-
  (ক) তাহাকে সহযোগিতা করিবার জন্য যাহাকে প্রয়োজন তাহাকে ডাকিবে;
  (খ) নিকটবর্তী কোন জাহাজের মাষ্টার বা জাহাজের দায়িত্বপ্রাপ্ত অন্য কোন ব্যক্তিকে তাহার অধীনে থাকা জাহাজ বা উহার লোকবল দ্বারা কোন সহায়তা প্রদানের নির্দেশ দিতে পারিবে;
  (গ) নিকটবর্তী কোন যানবাহন বা পশুর ব্যবহার দাবী করিতে পারিবে।

(২) যদি কোন ব্যক্তি যুক্তিসঙ্গত কারণ ব্যতিরেকে এইরূপ কোন নির্দেশ বা দাবী পরিপালনে ব্যর্থ হয়, সে, প্রত্যেক অপরাধের জন্য, অনধিক পঞ্চাশ হাজার ইউনিট অর্থদন্ডে দন্ডিত হইবে।

৩৮৫। সংলগ্ন ভূমিতে যাতায়াতের ক্ষমতা

(১) যখনি উক্তরূপে কোন জাহাজ ধ্বংস হয়, আটকা পড়ে বা বিপদগ্রস্থ হয়, উক্ত জাহাজকে সহায়তা করিবার জন্য বা জাহাজের কোন ব্যক্তির প্রাণরক্ষার জন্য বা মালামাল বা সরঞ্জামাদি রক্ষা করিবার জন্য সকল ব্যক্তি, সমরূপ সুবিধাজনক কোন সরকারী রাস্তা না থাকিলে, সংলগ্ন কোন ব্যক্তিগত রাস্তার উপর দিয়া কোন বাহন বা পশু সহ বা ব্যতীত যতবার প্রয়োজন যাতায়াত করিতে পারিবে, মালিক বা দখলকারীর কোনরূপ হস্তক্ষেপ ব্যতিরেকে, যাহাতে তাহারা যথাসম্ভব কম ক্ষতি করিতে

পারে, এবং এইরূপ পরিস্থিতিতে উক্তরূপ ভূমিতে জাহাজ হইতে উদ্ধারকৃত কোন মালামাল বা সরঞ্জামাদি জমা করিতে পারিবে।

(২) এই ধারায় প্রদত্ত অধিকার চর্চার ফলে ভূমির মালিক বা দখলকারী কোন ক্ষতির সম্মুখীন হইলে, উহা যেই জাহাজ, মালামাল বা সরঞ্জামাদির কারণে উক্ত ক্ষতি সাধিত হইয়াছে উহাদের উপর একটি পাওনা হিসাবে ধার্য হইবে, এবং যেই অর্থ ক্ষতিপূরণ হিসাবে পরিশোধযোগ্য তাহা সম্পর্কে মতভেদ থাকিলেও পরিশোধ না হইলে উক্ত অর্থের পরিমান নির্ধারন ও আদায় হইবে ধারা ৪৬৮-এর বিধান অনুসারে, উদ্ধারের ক্ষেত্রে যেইরূপ হয়।

(৩) যদি কোন ভূমির মালিক বা দখলকারী-

(ক) এই ধারায় প্রদত্ত অধিকার চর্চায় কোন ব্যক্তিকে দরজায় তালা লাগাইয়া বা অনুরোধ সত্ত্বেও দরজা খুলিতে অস্বীকার করিয়া বা অন্য কোন ভাবে বাধাগ্রস্থ করে; বা

(খ) জাহাজ হইতে উদ্ধারকৃত মালামাল বা সরঞ্জামাদি উক্তরূপে উক্ত ভূমিতে জমা করিতে বাধা দেয়; বা

(গ) উক্তরূপে জমাকৃত মালামাল বা সরঞ্জামাদি উক্ত ভূমিতে কোন নিরাপদ স্থানে সরাইয়া নিয়া যাওয়ার পূর্ব পর্যন্ত যুক্তিসঙ্গত সময়ের জন্য রাখিতে বাধা দেয় বা বাধা দেওয়ার চেষ্টা করে;

সে, প্রত্যেক অপরাধের জন্য, অনধিক পঞ্চাশ হাজার ইউনিট অর্থদন্ডে দন্ডিত হইবে।

৩৮৬। শক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে লুন্ঠন ও বিশৃঙ্খলা দমনে রিসিভারের ক্ষমতা

(১) যখনি কোন জাহাজ উক্তরূপে ধ্বংস প্রাপ্ত হয় বা আটকা পড়ে বা বিপদগ্রস্থ হয়, এবং কোন ব্যক্তি লুট করে, বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে বা জাহাজ, কোন ব্যক্তি, মালামাল বা সরঞ্জামাদি সংরক্ষণে বাধা দেয়, রেক্ রিসিভার উক্তরূপ লুট, বিশৃঙ্খলা বা বাধা দমন করিবার জন্য যে কোন প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ লইতে পারিবে ও শক্তি প্রয়োগ করিতে পারিবে, এবং এতদুদ্দেশ্যে যে কোন ব্যক্তিকে তাহাকে সহায়তা করিবার নির্দেশ দিতে পারিবে।

(২) যদি কোন ব্যক্তি রিসিভারকে বা রিসিভারের অধীনে তাহার আদেশে কর্মরত কোন ব্যক্তিকে এই অধ্যায়ের অধীনে দায়িত্ব পালনে বাধা দিতে গিয়া নিহত, আহত বা আঘাতপ্রাপ্ত হয়, রিসিভার বা তাহার আদেশে কর্মরত ব্যক্তি কেহই কোন অপরাধের জন্য বা ক্ষতিপূরণ প্রদানের জন্য দায়ী হইবে না।

৩৮৭। রেক্ আবিষ্কারকারী ব্যক্তি কর্তৃক পালনীয় বিধি বিধান

(১) কোন ব্যক্তি কোন রেক্ রিসিভরের স্থানীয় সীমানার ভিতরে কোন রেক্ পাইলে বা দখলে নিলে, বা অন্যত্র পাওয়া ও দখলে নেওয়া কোন রেক্ এইরূপ সীমানার ভিতরে আনয়ন করিলে, যত দ্রুত সম্ভব-

(ক) যদি সে উহার মালিক হয়, রেক্ রিসিভারকে উহা প্রাপ্তির একটি লিখিত নোটিশ দিবে এবং উহা সনাক্তকরণের লক্ষণও জানাইবে;

(খ) উক্ত রেকের মালিক না হইলে উহা রেক্ রিসিভরের নিকট অর্পণ করিবে।

(২) কোন ব্যক্তি উপধারা (১) অনুযায়ী রেক্ রিসিভারকে রেক্ আবিষ্কারের নোটিশ দিতে বা রেক্ অর্পণ করিতে ব্যর্থ হইলে সে অনধিক পঞ্চাশ হাজার ইউনিট অর্থ দন্ডে দন্ডিত হইবে এবং, রেক্ অর্পণ করিবার ব্যর্থতার ক্ষেত্রে, উক্তরূপ অর্থ দন্ডের অতিরিক্ত, উদ্ধার-ব্যয়ের সকল দাবী ত্যাগ করিবে, এবং রেকের মালিক দাবীকারী ব্যক্তিকে বা এইরূপ দাবী না থাকিলে সরকারকে রেকের মূল্যের অনধিক দ্বিগুন পরিমান অর্থ পরিশোধ করিবে।

৩৮৮। মালামাল ইত্যাদি সংক্রান্ত বিধান

(১) যখন বাংলাদেশের উপকূলে বা উপকূলের সন্নিকটে কোন স্থানে বা বাংলাদেশ জলসীমায় কোন জোয়ার ভাটা বিশিষ্ট স্থানে কোন জাহাজ ধ্বংস প্রাপ্ত হয় বা আটকা পড়ে বা বিপদগ্রস্থ হয়, উক্ত জাহাজের কোন মালামাল বা অন্যান্য উপকরণাদি বা উহা হইতে পৃথকীকৃত এইরূপ বস্তু সমূহ যাহা তীরে ভাসিয়া আসে বা হারাইয়া যায় বা জাহাজ হইতে লইয়া যাওয়া হয় তাহা রিসিভারের নিকট অর্পণ করিতে হইবে।

(২) যদি কোন ব্যক্তি এইরূপ কোন মাল বা উপকরণ গোপন করে বা তাহার দখলে রাখে, অথবা উহা রিসিভার বা তাহার অনুমোদিত কোন ব্যক্তির নিকট অর্পণ করিতে অস্বীকার করে, সে সংক্ষিপ্ত বিচারে দোষী সাব্যস্ত হইলে এক লক্ষ ইউনিট অর্থ দন্ডে দন্ডিত হইবে।

৩৮৯। রিসিভার কর্তৃক নোটিশ প্রদান

রিসিভার উক্তরূপ রেক্ দখলে লইবার পর যথাশীঘ্র সম্ভব সরকার কর্তৃক সাধারণ বা বিশেষ আদেশ দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে বা স্থানে রেকের বর্ণনা এবং উহা কখন এবং কোথায় পাওয়া গিয়াছে এইরূপ তথ্য সম্বলিত একটি প্রজ্ঞাপন প্রকাশ করিবে।

৩৯০। রেকের উপর মালিকের দাবী-

(১) রিসিভারের দখলে থাকা কোন রেকের মালিক যে উক্তরূপ দখলে আসিবার এক বছরের মধ্যে রিসিভারের সন্তুষ্টিক্রমে রেকের উপর তাহার স্বত্ব প্রতিষ্ঠা করে সে, উদ্ধার ব্যয়, ফি ও অন্যান্য খরচ পরিশোধ সাপেক্ষে উক্ত রেক্ ফেরত পাইবার বা উহার বিক্রয়লব্ধ অর্থ পাইবার অধিকারী হইবে।

(২) কোন বিদেশী জাহাজ বাংলাদেশের উপকূলে বা উপকূলের নিকটস্থ কোন জায়গায় বিধ্বস্ত হইলে এবং উহার মালামাল বা উপকরণাদি উক্তরূপ উপকূল বা উপকূলের নিকটস্থ স্থানে পাওয়া গেলে বা বন্দরে আনীত হইল, যথাযথ কনসুলার কর্মকর্তা, মালিকের বা মাষ্টারের বা মালিকের অন্য কোন এজেন্টের অবর্তমানে উক্তরূপ উপকরণাদির এবং রেকের হেফাজাত এবং হস্তান্তরের উদ্দেশ্যে মালিকের এজেন্ট বলিয়া বিবেচিত হইবে।

(৩) যখন রেকের মালিক হাজির হয়না বা বিক্রয়ের ছয় মাসের মধ্যে বিক্রয়লব্ধ অর্থ দাবী করে না, উক্ত অর্থ সরকারে ন্যাস্ত হইবে।

৩৯১। কতিপয় ক্ষেত্রে তৎক্ষনাৎ রেক্ বিক্রয়

রেক্ রিসিভার তাহার হেফাজতে থাকা কোন রেক্ যে কোন সময়ে বিক্রয় করিতে পারিবে যদি তাহার মতে-

(ক) উহা এক হাজার টাকার কম মূল্যের, বা

(খ) উহা এইরূপ ক্ষতিগ্রস্থ হইয়াছে এবং এইরূপ পচনশীল প্রকৃতির যে উহা রাখিয়া কোন ফায়দা হইবে না, বা উহা গুদামজাতকরণের জন্য পর্যাপ্ত মুল্যের নহে, এবং বিক্রয়লব্ধ অর্থ, খরচ কর্তনের পরে, রিসিভার এইরূপে তাহার নিকট গচ্ছিত রাখিবে যেন উক্ত রেক্ অবিকৃত রহিয়া গিয়াছে।

৩৯২। পোতাশ্রয় বা সংরক্ষণ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক রেক্ অপসারণ

যখন কোন জাহাজ কোন পোতাশ্রয় কর্তৃপক্ষ বা সংরক্ষণ কর্তৃপক্ষের নিয়ন্ত্রণাধীন কোন পোতাশ্রয় বা জোয়ার ভাটা বিশিষ্ট জলসীমায়, বা উহাদের প্রবেশ মুখে, এইরূপে ডুবিয়া যায় বা আটকা পড়ে বা পরিত্যক্ত হয় যে, কর্তৃপক্ষের মতে উহা জাহাজ চালনার ক্ষেত্রে একটি বাধা বা বিপদ হিসাবে পরিগণিত হইয়াছে বা হইবার সম্ভাবনা দেখা দিয়াছে, উক্ত কর্তৃপক্ষ-

(ক) উক্ত জাহাজ দখলে লইতে এবং উহার সম্পূর্ণ বা অংশবিশেষ উত্তোলন, অপসারণ বা ধ্বংস করিতে পরিবে।

(খ) উত্তোলন, অপসারণ বা ধ্বংস সম্পন্ন না হওয়া পর্যন্ত উহা বা উহার অংশ আলোক বা বয়া দ্বারা চিহ্নিতকরণ করিতে পারিবে;

(গ) দফা (ঘ) ও (ঙ) সাপেক্ষে, এই ধারার ক্ষমতা অনুশীলন করিয়া উক্তরূপে উত্তোলিত বা অপসারিত জাহাজ বা উহার অংশ বিশেষ বা অন্য কোন উদ্ধারকৃত সম্পদ যেই পদ্ধতিতে উপযুক্ত মনে করিবে সেই পদ্ধতিতে বিক্রয় করিতে পারিবে, এবং বিক্রয়লব্ধ অর্থ হইতে এই ধারা অনুসারে ব্যয়িত অর্থ রাখিয়া দিতে পারিবে, এবং বাকী অর্থ, যদি থাকে, হক্‌দার ব্যক্তিদের জন্য ট্রাষ্ট হিসাবে রক্ষণ করিবে; এবং যদি বিক্রয়লব্ধ অর্থের পরিমাণ উক্তরূপ খরচ অপেক্ষা কম হইয়া থাকে, উক্তরূপ দুর্ঘটনার সময় বা পরিত্যক্ত হইবার অব্যবহিত পূর্বে যেই ব্যক্তি জাহাজের মালিক ছিলো সে পোতাশ্রয় বা সংরক্ষণ কর্মকর্তাকে উক্ত খরচের অর্থ যাহা কম হইয়াছিল তাহা পরিশোধ করিতে বাধ্য থাকিবে;

(ঘ) এই ধারার অধীনে, উক্তরূপ সম্পদ পচনশীল না হইলে বা বিলম্বের কারণে মূল্য হ্রাস না হইলে, উহা বিক্রয় হইবে না, যদি না উক্ত কর্তৃপক্ষের নিয়ন্ত্রণাধীন এলাকায় প্রকাশিত কোন পত্রিকায় অন্যূন সাত দিনের উক্তরূপ বিক্রয়ের নোটিশ প্রদান না করা হয়;

(ঙ) এই ধারার অধীনে কোন সম্পত্তি বিক্রয়ের পূর্বে যে কোন সময়ে, উহার মালিক কর্তৃপক্ষকে খরচ পরিশোধ করিয়া উহা লইয়া যাইতে পারিবে, এবং উক্ত খরচের অংক নির্ধারণ হইবে মালিক ও কর্তৃপক্ষের মধ্যে সম্পাদিত চুক্তির মাধ্যমে, বা এইরূপ চুক্তি না থাকিলে, উহা নির্ধারিত হইবে সরকার কর্তৃক এতদুদ্দেশ্যে প্রেরিত কোন ব্যক্তি কর্তৃক।

৩৯৩। অ-দাবীকৃত রেকে সরকারের অধিকার

বাংলাদেশে আবিষ্কৃত সকল অ-দাবীকৃত রেক্ সরকারে ন্যস্ত হইবে, যদি না সরকার উক্ত অধিকার অন্য কাহাকেও প্রদান করিয়া থাকে।

৩৯৪। হক্দার ব্যক্তিকে অ-দাবীকৃত রেকের নোটিশ প্রদান

(১) যখন কোন ব্যক্তি কোন রেক্ রিসিভারের এক্তিয়ারাভূক্ত এলাকায় প্রাপ্ত অ-দাবীকৃত রেকের নিজ ব্যবহারের জন্য হক্দার হয়, সে তাহার স্বত্বের বিবরণ সংবলিত একটি বিবৃতি ও নোটিশ প্রেরণের ঠিকানা রেক্ রিসিভারকে পাঠাইবে।

(২) যখন এইরূপ কোন বিবৃত পাঠানো হয় ও রিসিভারের সন্তুষ্টিতে স্বত্ত্ব প্রমাণ হয়, রিসিভার, বিবৃতিতে উল্লেখিত স্থানে প্রাপ্ত রেকের দখল লইবার পর, আটচল্লিশ ঘন্টার মধ্যে, প্রেরিত ঠিকানায় রেকের বর্ণনা ও উহার সনাক্তকরণ চিহ্ন পাঠাইবে।

৩৯৫। অ-দাবীকৃত রেকের হস্তান্তর

যখন বাংলাদেশে প্রাপ্ত কোন রেক্, রেক্ রিসিভরের দখলে আসিবার ছয় মাসের মধ্যে রেকের মালিক দাবী না করে, উহা নিম্নোক্ত উপায়ে হস্তান্তর হইবে-

(ক) ধারা ৩৯৪-এর অধীনে বিবৃতি প্রেরণকারী ব্যক্তি কর্তৃক কোন রেক্ দাবী করা হইলে, এবং রেক্ রিসিভারের সন্তুষ্টিতে উক্ত অ-দাবীকৃত রেকে তাহার স্বত্ব প্রমাণ হইলে, উহার জন্য ব্যয়িত সকল খরচ, ফি ও উদ্ধার ব্যয় কর্তন পূর্বক উহা উক্ত ব্যক্তিকে প্রেরণ করা হইবে।

(খ) যদি কোন রেক্ উপরোক্তভাবে কোন ব্যক্তি দাবী না করে, রিসিভার উহা বিক্রয় করিবে এবং, বিক্রয় ব্যয় ও অন্যান্য খরচ ও তাহার ফি কর্তন পূর্বক, এবং সরকার কর্তৃক বিশেষ বা সাধারণ নিয়ম অনুযায়ী নির্ধারিত পদ্ধতিতে উদ্ধারকারীকে তাহার পারিশ্রমিক পরিশোধের পর, বাকী অর্থ সরকারকে পরিশোধ করিবে।

৩৯৬। অ-দাবীকৃত রেকে স্বত্বের বিরোধ

(১) যখন ধারা ১৯৪-এর অধীনে বিবৃতি প্রেরণকারী ব্যক্তি ও রেক্ রিসিভারের মধ্যে রেকের স্বত্ব লইয়া কোন বিরোধ উৎপত্তি হয়, বা যখন একাধিক ব্যক্তি রেকের স্বত্ব দাবী করে, তাহা হইলে, উহা এইরূপে প্রেরিত ও নির্ধারিত হইবে যেন উহা একটি উদ্ধার সংক্রান্ত বিরোধ এবং উহা এই অধ্যায়র অধীনে উক্তরূপে সংক্ষিপ্ত আকারে নিষ্পত্তি হইবে।

(২) বিরোধের কোন পক্ষ যদি উক্তরূপে প্রেরণে অনিচ্ছুক হয়, বা প্রেরিত হইবার পর উক্তরূপ সিদ্ধান্তে অসন্তুষ্ট হয়, সে, উক্ত রেক্ রিসিভারের দখলে আসিবার ছয় মাস অতিবাহিত হওয়ার পরবর্তী তিন মাসের মধ্যে, বা উক্তরূপ সিদ্ধান্তের তিন মাসের মধ্যে, যাহা প্রযোজ্য হয়, তাহার স্বত্ব প্রতিষ্ঠার জন্য উক্ত বিষয়ে এক্তিয়ার সম্পন্ন কোন আদালতে কার্যধারা রুজু করিতে পারিবে।

৩৯৭। বৈদেশিক বন্দরে রেক্ বহন

যদি কোন ব্যক্তি বাংলাদেশের উপকূলে বা উহার সন্নিকটে বাংলাদেশের আঞ্চলিক জলসীমায় প্রাপ্ত কোন আটকা পড়া, বিধ্বস্ত বা বিপদগ্রস্থ কোন জাহাজ বা উহার মালামাল বা সরঞ্জামাদি বা অন্য কিছু অথবা উক্ত এলাকায় প্রাপ্ত কোন রেক্, সরকারের লিখিত অনুমতি ব্যতিরেকে কোন বৈদেশিক বন্দরে লইয়া যায়, সে অনধিক পাঁচ বছরের ও অন্যূন তিন বছরের কারাদন্ডে দন্ডিত হইবে, এবং উক্ত জাহাজ, মাল, সরঞ্জাম বা রেকের (যাহা প্রযোজ্য হয়) মূল্যের অনধিক দ্বিগুন পরিমান অর্থদন্ডে দন্ডিত হইবে।

৩৯৮। বিধ্বস্ত জাহাজ বা রেকে হস্তক্ষেপ

(১) কোন ব্যক্তি মাষ্টারের অনুমতি ব্যতীত কোন বিধ্বস্ত, আটকা পড়া বা বিপদগ্রস্থ জাহাজে প্রবেশ করিবে না বা প্রবেশ করিবার চেষ্টা করিবে না, যদি না সে রেক্ রিসিভার বা তাহার অধীনে কোন ব্যক্তি বা আইন সম্মত কোন ব্যক্তি হয়, এবং যদি সে তাহা করে, তাহাকে জাহাজের মাষ্টার জোর পূর্বক অপসারিত করিতে পারিবে।

(২) কোন ব্যক্তি-

(ক) বাংলাদেশের উপকূলে বা উহার সন্নিকটে বাংলাদেশের আঞ্চলিক জলসীমায় কোন আটকাপড়া বা আটকা পড়িতে পারে এইরূপ জাহাজ বা অন্য কোন ভাবে বিপদগ্রস্থ জাহাজ বা উহার মাল বা সরঞ্জাম বা কোন রেক্ উদ্ধারে বাধা দিবে না বা অন্তরায় সৃষ্টি করিবে না বা উক্তরূপ কোন প্রকার চেষ্টা করিবে না; বা

(খ) কোন রেক্ গোপন করিবে না বা বিকৃত করিবে না বা উহার কোন চিহ্ন মুছিয়া ফেলিবে না; বা

(গ) উক্তরূপ উপকূলে বা জলসীমায় আটকা পড়া বা বিপদগ্রস্থ কোন জাহাজ বা উহার মাল বা সরঞ্জাম বা কোন রেক্ অন্যায়ভাবে অন্যত্র বহন করিয়া লইয়া যাইবে না বা অপসারণ করিবে না।

(৩) যদি কোন ব্যক্তি এই ধারার বিধান লংঘন করিয়া কোন কাজ করে, সে, প্রত্যেক অপরাধের জন্য, অনধিক পঞ্চাশ হাজার ইউনিট অর্থদন্ডে দন্ডিত হইবে, যাহা তাহার জন্য অন্যকোন শাস্তির অতিরিক্ত হইবে।

৩৯৯। রেক্ গোপন করিবার ক্ষেত্রে তল্লাশী পরোয়ানা

যখন কোন রেক্ রিসিভার সন্দেহ করে বা সংবাদ পায় যে কোন রেক্ গোপন করা হইয়াছে বা মালিক নহে এইরূপ ব্যক্তির দখলে আছে বা অন্য কোনভাবে অযথাযথ উপায়ে উহার বিহিত করা হইয়াছে, সে নিকটবর্তী কোন ম্যাজিষ্ট্রেট বরাবর তল্লাশী পরোয়ানার জন্য আবেদন করিতে পারিবে, এবং ম্যাজিষ্ট্রেটের উক্তরূপ ক্ষমতা থাকিবে, এবং রেক্ রিসিভার উক্তরূপ পরোয়ানার বলে যে কোন স্থানে অবস্থিত কোন বাড়ী বা স্থানে বা জাহাজে প্রবেশ করিতে পারিবে এবং তল্লাশী করিতে পারিবে এবং কোন রেক্ পাওয়া গেলে উহা আটক করিতে পারিবে।

৪০০। রেক্ বিষয়ে মহাপরিচালকের কার্যাবলী

(১) বাংলাদেশে রেক্ সংক্রান্ত যাবতীয় বিষয়ে মহাপরিচালকের সাধারণ তত্ত্বাবধান থাকিবে।

(২) মহাপরিচালক, সরকারের অনুমোদনক্রমে, এই অধ্যায়ের উদ্দেশ্যে এক বা একাধিক ব্যক্তিকে রেক্ রিসিভার হিসাবে নিয়োগ করিতে পারিবে এবং উক্তরূপে নিযুক্ত রিসিভার মহাপরিচালক কর্তৃক নির্দিষ্টকৃত কার্যাবলী সম্পাদন করিবে।

৪০১। রিসিভারের ব্যয় ও ফি

(১) রিসিভারের কার্যাবলী সম্পাদনে ব্যয়িত খরচ তাহাকে যথাযথভাবে পরিশোধ করিতে হইবে এবং মহাপরিচালক কর্তৃক প্রবিধান দ্বারা নির্ধারিত অন্যান্য ফি-ও তাহাকে পরিশোধ করিতে হইবে।

(২) রিসিভার অন্য কোন প্রকার পারিশ্রমিক প্রাপ্তির হকদার হইবে না।

(৩) উদ্ধার ব্যয় আদায়ে উদ্ধারকারীর যেইরূপ অধিকার ও প্রতিকার রহিয়াছে, রিসিভারেরও উক্তরূপ ব্যয় ও ফি আদায়ে অনুরূপ অধিকার ও প্রতিকার থাকিবে, যাহা তাহার উক্তরূপ ব্যয় ও ফি আদায়ে অন্যান্য অধিকার ও প্রতিকারের অতিরিক্ত হইবে।

কোষ্টগার্ড সেবা

৪০২। কোষ্টগার্ড সেবার পারিশ্রমিক

(১) নিম্নের উপধারা (২) সাপেক্ষে যখন বাংলাদেশ কোস্টগার্ডের কোন কর্মকর্তা বা ব্যক্তি কর্তৃক কোন জাহাজের সম্পত্তি পাহারা বা সুরক্ষার সেবা প্রদান করা হইয়া থাকে, উক্ত সম্পত্তির মালিক উক্ত সেবার বিপরীতে মহাপরিচালক কর্তৃক নির্ধারিত স্কেল অনুযায়ী পারিশ্রমিক প্রদেয় হইবে।

(২) মহাপরিচালক কর্তৃক নির্ধারিত স্কেল, যেই স্কেল অনুযায়ী কোস্টগার্ডে কর্মকর্তা বা ব্যক্তি সাধারণভাবে তাহাদের চাকুরীর অতিরিক্ত দায়িত্ব পালনের জন্য পারিশ্রমিক প্রাপ্ত হয়, উহার অধিক হইবে না।

শুল্ক ও আব্গারী নিয়ন্ত্রণ হইতে ছাড়

৪০৩। শুদ্ধ ও আব্গারী নিয়ন্ত্রণ হইতে পণ্য ছাড়

(১) শুল্ক কমিশনার, পণ্যের বিপরীতে শুল্ক নিশ্চিত করিবার জন্য জামানত সাপেক্ষে, স্বগৃহমুখী সমুদ্রযাত্রারত কোন আটকা পড়া বা বিধ্বস্ত জাহাজ হইতে উদ্ধারকৃত সকল পণ্য মূল গন্তব্যের বন্দরে প্রেরণ করিবার অনুমতি দিবে।

(২) শুল্ক কমিশনার, উক্তরূপ জামানত সাপেক্ষে, বর্হিমূখী সমুদ্রযাত্রারত কোন আটকাপড়া বা বিধ্বস্ত জাহাজ হইতে উদ্ধারকৃত সকল পণ্য যেই বন্দর হইতে উহা জাহাজীকরণ করা হইয়াছিল সেই বন্দরে প্রত্যাবর্তনের অনুমতি দিবে।

(৩) এই ধারায় "পণ্য" বলিতে পণ্য (wares) ও পণ্য (merchandise) অর্ন্তভূক্ত হইবে।

৪০৪। বিভিন্ন কর্তৃপক্ষের মধ্যে ক্ষমতার প্রশ্নে সুপারিশ

নৌ-বাণিজ্যিক দপ্তর বা বন্দর কর্তৃপক্ষ এবং কোস্টগার্ডের মধ্যে আঞ্চলিক জলসীমায় কোন পোতাশ্রয় বা জোয়ার-ভাটা বিশিষ্ট জলের প্রবেশ মুখে বা তাহার নিকটের কোন স্থান বিষয়ে তাহাদের স্ব স্ব ক্ষমতা সংক্রান্ত কোন প্রশ্ন উত্থাপিত হইলে, তাহা যে কোন কর্তৃপক্ষের আবেদনের প্রেক্ষিতে মহাপরিচালকের নিকট প্রেরিত হইবে, এবং এই ধারায় মহাপরিচালকের কোন সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত হইবে।

৪০৫। ব্যাখা

(১) এই অংশে-

"রিসিভার" অর্থ এই অংশের অধীনে নিযুক্ত কোন রেক্ রিসিভার;

"উদ্ধার ব্যয়" বলিতে, Salvage Convention সাপেক্ষে, উদ্ধার সেবায় উদ্ধারকারীর যথাযথভাবে ব্যয়িত সকল খরচ অর্ন্তভূক্ত হইবে;

"উদ্ধারকারী" অর্থ, কোন জাহাজের কর্মকর্তা বা নাবিক কর্তৃক প্রদত্ত উদ্ধার সেবার ক্ষেত্রে, উক্ত জাহাজের দায়িত্বে থাকা ব্যক্তি;

"জোয়ার-ভাটা বিশিষ্ট জল" অর্থ সাধারণ ভরা কটালে জোয়ার-ভাটার উত্থান-পতনের সময় সমুদ্র বা নদীর যে কোন অংশ;

"জলযান" অর্থ কোন জাহাজ বা জাহাজ, অথবা নৌ চলাচলে ব্যবহৃত যে কোন বর্ণনার জলযান; এবং

"রেক্" (wreck) অর্থ জাহাজ ডুবি বা বিধ্বস্থ হওয়ার পরে উহার অংশ ইত্যাদি যাহা সমুদ্র তীরে বা কোন জোয়ার-ভাটা বিশিষ্ট জলে ভাসমান অবস্থায় পাওয়া যায়।

(২) মৎস্য জাহাজ বা মৎস্য গীয়ার সমুদ্রে হারাইয়া গেলে বা পরিত্যক্ত হইলে, এবং
  (ক) বাংলাদেশ জলসীমায় পাওয়া গেলে ও দখলে লইলে, বা
  (খ) উক্ত জলসীমার বাহিরে পাইয়া উক্ত জলসীমার মধ্যে আনয়ন করিলে,
  তাহা এই অংশের উদ্দেশ্যে রেক্ বলিয়া বিবেচিত হইবে।

৬১তম অধ্যায়

রেক্ অপসারণ কনভেনশন

৪০৬। রেক্ অপসারণ কনভেনশনের অর্থ

(১) এই অধ্যায়ে-

(ক) "রেক্ অপসারণ কনভেনশন" অর্থ Nairobi International Convention on the Removal of Wrecks 2007, যাহা ১৮ মে ২০০৭-এ নাইরোবীতে স্বাক্ষর হয়;

(খ) "রেক্ অপসারণ কনভেনশন রাষ্ট্র" অর্থ কোন রাষ্ট্র যাহা রেক্ অপসারণ কনভেনশনের একটি পক্ষ;

(গ) "রেক্ অপসারণ বীমা" অর্থ বীমা বা অন্যরকম জামানতের চুক্তি যাহা রেক্ অপসারন কনভেনশনের অনুচেছদ ১২-এর শর্ত পূরণ করে;

(ঘ) "বীমাকারী" অর্থ যেই ব্যক্তি বীমা বা অন্যরূপ জামানত সেবা প্রদান করে;

(ঙ) "রেক্ অপসারণ বীমা সনদ" অর্থ ধারা ২৪০-এর উপ-ধারা (২)(খ) বা (৩)(খ)-এর অধীনে কোন সনদ;

(চ) "বাংলাদেশ কনভেনশন অঞ্চল" অর্থ বাংলাদেশ সামুদ্রিক অঞ্চল আইন ২০১৮-এর ধারা ৫ ও ৯-এ সংজ্ঞায়িত "অভ্যন্তরীণ জলসীমা ও "আঞ্চলিক সমুদ্র" দ্বারা গঠিত সমুদ্র এলাকা;

(ছ) "জাহাজ" অর্থ যে কোন প্রকার জলযান যাহা নৌ পরিবেশে পরিচালিত হয়, এবং উড়ো জাহাজ, বায়ুপূর্ণ গদী-বিশিষ্ট যান, ডুবোজাহাজ, ভাসমান যান ও নির্দিষ্ট ভাসমান পাটাতন ও মোবাইল অফ-শোর ড্রিলিং ইউনিট যখন উক্তরূপ পাটাতন বা ইউনিট সমুদ্র-তলদেশের খনিজ পদার্থ অনুসন্ধান, উত্তোলন, গুদামজাতকরণ বা উৎপাদনের কোন স্থানে অবস্থিত না হয়।

৪০৭। রেকের বিষয়ে অবহিতকরণ

(১) যখন কোন বাংলাদেশ জাহাজ বাংলাদেশ কনভেনশন অঞ্চল ব্যতীত অন্য কোন কনভেনশন অঞ্চলে নৌ দুর্ঘটনায় পতিত হইয়া রেকের জন্ম দেয়, উক্ত জাহাজের মাষ্টার বা অপারেটর অনতিবিলম্বে উহা সংশ্লিষ্ট রাষ্ট্রকে অবহিত করিবে।

(২) যখন কোন বাংলাদেশ জাহাজ বাংলাদেশ কনভেনশন অঞ্চলে নৌ দুর্ঘটনায় পতিত হইয়া রেকের জন্ম দেয়, উক্ত জাহাজের মাষ্টার বা অপারেটর অনতিবিলম্বে উহা সরকারকে অবহিত করিবে।

(৩) উপধারা (১) ও (২)-এর অধীনের কোন প্রতিবেদন রেক অপসারণ কনভেনশনের অনুচ্ছেদ ৫-এর দফা (২)-এ উল্লেখিত তথ্যাদি উল্লেখ করিবে (যতদূর জানা যায়)।

(৪) কোন জাহাজের দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের মধ্যে একজন উপধারা (১)-এর অধীনে কোন প্রতিবেদন প্রদান করিলে অন্যরা উক্তরূপ দায়িত্ব হইতে অব্যাহতি পাইবে।

(৫) প্রতিবেদনের শর্ত পূরণে ব্যর্থ হইলে উহা একটি অপরাধ হইবে।

(৬) কোন জাহাজের মাষ্টার বা অপারেটর যে এই ধারার অধীনে একটি অপরাধ সংঘটন করে সে দোষী সাব্যস্ত হইলে দশ হাজার ইউনিট অর্থ দন্ডে দন্ডিত হইবে।

৪০৮। রেকের অবস্থান নির্ণয় ও চিহ্নিতকরণ

কোন রেকের বিষয়ে অবগত হওয়ার পর মহাপরিচালক রেক্ অপসারণ কনভেনশনের অনুচ্ছেদ ৭ ও ৮-এর অধীনে জাতীয় বাধ্যবাধকতা সমূহ পরিপালন নিশ্চিত করিবার জন্য সকল যুক্তিসঙ্গত পদক্ষেপ গ্রহণ করিবে।

৪০৯। নিবন্ধিত মালিক কর্তৃক অপসারণ

(১) এই ধারা প্রযোজ্য হয় যখন-

(ক) কোন জাহাজ দুর্ঘটনায় পতিত হয় এবং ফলশ্রুতিতে বাংলাদেশ কনভেনশন অঞ্চলে উহা বা উহার কোন কিছু রেকে পরিণত হয়; এবং

(খ) সরকার সিদ্ধান্ত নেয় যে উক্ত রেক্ ঝুঁকিপূর্ণ।

(২) সরকার নিবন্ধিত মালিককে তাহাদের উপর রেক্ অপসারণের কনভেনশনের অনুচ্ছেদ ৯-এর দফা ২ ও ৩ দ্বারা আরোপিত বাধ্যবাধকতা সমূহ (রেক্ অপসারণ এবং বীমার প্রমাণ উপস্থাপন) পরিপালন করিবার জন্য একটি নোটিশ ("রেক্ অপসারণ নোটিশ") প্রদান করিবার জন্য সকল যুক্তিসঙ্গত পদক্ষেপ গ্রহণ করিবে।

(৩) নোটিশ লিখিত হইতে হইবে এবং-

- (ক) উক্ত রেক্ অপসারণের জন্য উক্ত অনুচ্ছেদের দফা ৬(ক)-এর অধীনে সময়সীমা উল্লেখ করিবে; এবং
- (খ) নিবন্ধিত মালিককে উক্ত অনুচ্ছেদের দফা ৬(ক) ও (খ) তে উল্লেখিত অন্যান্য বিষয়াবলী অবহিত করিবে।

৪১০। অপসারণ সংক্রান্ত শর্ত আরোপ

(১) এই ধারা প্রযোজ্য হয় যদি সরকার নিবন্ধিত মালিককে কোন রেক অপসারণ নোটিশ প্রদান করে।

(২) সরকার রেক্ অপসারণ বিষয়ে রেক্ অপসারণ কনভেনশনের অনুচ্ছেদ ৯-এর দফা ৪ অনুসারে শর্ত আরোপ করিতে পারিবে।

(৩) নিবন্ধিত মালিককে নোটিশ প্রদানের মাধ্যমে শর্ত আরোপিত হইবে।

৪১১। ব্যর্থতায় অপসারণ

(১) সরকার রেক্ অপসারণ কনভেনশনের অনুচ্ছেদ ৯-এর দফা ৮-এ উল্লেখিত পরিস্থিতিতে বাংলাদেশ কনভেনশন অঞ্চল হইতে রেক্ অপসারণ করিতে পারিবে।

(২) সরকার, উপধারা ১-এর ক্ষমতা অনুশীলন করিবার পরিবর্তে উক্ত ক্ষমতা নিম্নের কাহাকেও অনুশীলন করিতে নির্দেশ দিতে পারিবে-

- (ক) নৌ বাণিজ্যিক দপ্তর; বা
- (খ) বন্দর কর্তৃপক্ষ।

(৩) যে কোন বন্দর কর্তৃপক্ষকে উহার আওতাভূক্ত এলাকায় কোন রেকের বিষয়ে নির্দেশনা প্রদান করা যাইবে।

(৪) নৌ বাণিজ্যিক দপ্তরকে বন্দরের সীমানার বাহিরে বাংলাদেশ কনভেনশন অঞ্চলের অভ্যন্তরে কোন রেকের বিষয়ে নির্দেশনা প্রদান করা যাইবে।

(৫) কোন নির্দেশনা-

- (ক) লিখিত হইতে হইবে; বা
- (খ) যখন এইরূপে লিখিত দেওয়া যুক্তিসঙ্গতভাবে সম্ভব না হয়, উহা পরবর্তীতে যথাশীঘ্র সম্ভব লিখিতভাবে করিতে হইবে।

(৬) যেই কর্তৃপক্ষকে নির্দেশনা দেওয়া হইবে উহা অবশ্যই তাহা মান্য করিবে।

৪১২। খরচের দায়

(১) এই ধারা প্রযোজ্য হয় যখন-

- (ক) কোন জাহাজ দূর্ঘটনায় পতিত হয় এবং ফলশ্রুতিতে উহা বা উহার কোন অংশ বাংলাদেশ কনভেনশন অঞ্চলে রেকে পরিণত হয়; এবং
- (খ) রেকের স্থান নির্ণয় এবং চিহ্নিতকরণ এবং অপসারণে অর্থ ব্যয় হয়।

(২) যেই ব্যক্তির খরচ হইয়াছে সে জাহাজের নিবন্ধিত মালিকের নিকট হইতে উহা আদায় করিতে পারিবে যদি না মালিক প্রমাণ করে যে রেক্ অপসারণ কনভেনশনের অনুচ্ছেদ ১০-এর দফা ১ (ক), (খ) বা (গ)-তে উল্লেখিত কোন ব্যতিক্রম প্রযোজ্য হয়।

(৩) মালিক এই ধারার অধীনে খরচ দিতে বাধ্য নহে যদি উক্ত দায় সাংঘর্ষিক হয়-

- (ক) রেক্ অপসারণ কনভেনশনের অনুচ্ছেদ ১১-এর দফা (১)-এ তালিকাভূক্ত কনভেনশনের সহিত; বা
- (খ) এইরূপ কনভেনশন বাস্তবায়নকারী কোন আইনের সহিত; বা
- (গ) সরকার কর্তৃক কোন আদেশে উল্লেখিত অন্য কোন বিধানের সহিত।

(৪) যখন দুই বা ততোধিক জাহাজের প্রত্যেকের নিবন্ধিত মালিক এই ধারার অধীনে খরচের জন্য দায়ী হয় কিন্তু উক্ত খরচ প্রত্যেকর জন্য যুক্তিসঙ্গতভাবে পৃথক করা না যায়, নিবন্ধিত মালিকগণ সর্বমোট খরচের জন্য যৌথভাবে দায়ী হইবে।

(৫) এই ধারা এই আইনের দায় সীমিতকরণ বা সামুদ্রিক দাবী সংক্রান্ত ধারা অনুযায়ী দায় সীমিতকরণের অধিকার চর্চা বাধাগ্রস্থ করিবেনা।

(৬) কোন আদেশ আনুষঙ্গিক, সম্পূরক বা অন্তবর্তীকালীন বিধান অর্ন্তভুক্ত করিতে পারিবে।

৪১৩। তামাদি

ধারা ৪১২-এর অধীনে খরচ আদায়ের মামলা নিম্নোক্ত সময়ের যেইখানা আগে শেষ হইবে তাহার পরে রুজু করা যাইবে না-

(ক) যেই তারিখে কোন রেক্ সংক্রান্ত রেক্ অপসারণ নোটিশ দেওয়া হইয়াছিল উহা হইতে ৩ বছর; ও

(খ) যেই দূর্ঘটনা হইতে রেক্ তৈরী হইয়াছিল উহার ৬ বছর।

৪১৪। কর্তৃপক্ষের ব্যয়

রেক্-এর স্থান নির্ণয় বা চিহ্নিতকরণ বা অপসারণ সংক্রান্ত নির্দেশনা পরিচালনায় নৌ বাণিজ্যিক দপ্তর বা বন্দর কর্তৃপক্ষের ব্যয় ধারা ৪১২-এর অধীনে আদায় না হইলে, “লঘু পাওনা সংগ্রহ তহবিল” বা ”বন্দর পাওনা সংগ্রহ তহবিল” হইতে পরিশোধিত হইবে।

৪১৫। রেক্ অপসারণের দায়ের বিপরীতে বাধ্যতামূলক বীমা

(১) এই ধারা ৩০০ গ্রস্ টনেজ বা ততোধিক টনেজের জাহাজের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে।

(২) কোন বাংলাদেশ জাহাজ বাংলাদেশে বা অন্যত্র কোন বন্দরে প্রবেশ বা বন্দর ত্যাগ করিতে পারিবে না যদি না-

  (ক) জাহাজখানা রেক্ অপসারণ বীমার আওতাভূক্ত হয়; ও

  (খ) সরকার প্রত্যয়ন করে যে উহার রেক্ অপসারণ বীমা রহিয়াছে।

(৩) কোন বিদেশী জাহাজ বাংলাদেশের কোন বন্দরে প্রবেশ বা বন্দর ত্যাগ করিতে পারিবে না যদিনা-

  (ক) জাহাজখানা রেক্ অপসারণ বীমার আওতাভূক্ত হয়; ও

  (খ) এইরূপ সনদ রহিয়াছে যাহা প্রত্যয়ন করে যে উহার রেক্ অপসারণ বীমা রহিয়াছে।

(৪) বিদেশী রেক্ অপসারণ কনভেনশভূক্ত রাষ্ট্রের নিবন্ধিত কোন জাহাজের ক্ষেত্রে উক্তরূপ সনদ উক্ত রাষ্ট্রের সরকার কর্তৃক বা সরকারের কর্তৃত্বাধীনে ইস্যু হইতে হইবে।

(৫) অন্য যে কোন রাষ্ট্রের কোন নিবন্ধিত জাহাজের ক্ষেত্রে উক্তরূপ সনদ ইস্যু হইতে হইবে-

  (ক) সরকার কর্তৃক, বা

  (খ) কোন রেক্ অপসারণ কনভেনশভূক্ত রাষ্ট্রের সরকার কর্তৃক বা সরকারের কর্তৃত্বাধীনে।

(৬) উপধারা (১)-এর উদ্দেশ্যে কোন জাহাজের গ্রস্ টনেজ টনেজ কনভেনশন অনুযায়ী গণনা করিতে হইবে।

(৭) কোন জাহাজের মাষ্টার ও অপারেটর উভয়েই দোষী হইবে যদি এই ধারা লংঘন করিয়া-

  (ক) জাহাজ বন্দর প্রবেশ বা ত্যাগ করে; বা

  (খ) কেহ জাহাজখানি বন্দর অভিমুখে বা বন্দর হইতে বাহিরে চালনার চেষ্টা করে।

(৮) মাষ্টার ও অপারেটর উক্ত অপরাধে দোষী সাব্যস্ত হইলে উভয়েই অনধিক এক লক্ষ ইউনিট অর্থদন্ডে দন্ডিত হইবে।

৪১৬। জাহাজ আটক

কেহ ধারা ৪১৫ লঙ্ঘন করিয়া কোন জাহাজকে কোন বন্দর হইতে বাহিরে লইয়া যাওয়ার উপক্রম করিলে জাহাজখানি আটক করা যাইবে।

৪১৭। সনদ উপস্থাপন

(১) এই ধারা বন্দর প্রবেশ বা ত্যাগের পূর্বে রেক্ অপসারণ বীমা সনদ থাকা আবশ্যক এইরূপ জাহাজের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে।

(২) জাহাজের মাষ্টার নিশ্চিত করিবে যে উক্ত সনদ জাহাজে বহন করা হইতেছে।

(৩) জাহাজের মাষ্টার অনুরোধ সাপেক্ষে উক্ত সনদ উপস্থাপন করিবে-
  (ক) বন্দরে প্রবেশের পূর্বে কোন অনুমোদিত পাইলটের নিকট; ও
  (খ) যদি জাহাজখানি কোন বন্দরে অবস্থান করে, মূখ্য কর্মকর্তার নিকট।

(৪) উপধারা (২) ও (৩) পরিপালনে ব্যর্থ হওয়া একটি অপরাধ হইবে।

(৫) কোন অপরাধী ব্যক্তি সংক্ষিপ্ত বিচারে দোষী সাব্যস্ত হইলে অনধিক পাঁচ লক্ষ ইউনিট অর্থদন্ডে দন্ডিত হইবে।

৪১৮। সনদ ইস্যুকরণ

(১) এই ধারা প্রযোজ্য হইবে যখন নিবন্ধিত মালিক সরকারের নিকট রেক্ অপসারণ বীমা সনদের জন্য আবেদন করে-
  (ক) কোন বাংলাদেশ জাহাজ সম্পর্কে, বা
  (খ) কোন বিদেশী জাহাজ সম্পর্কে যাহা রেক অপসারন কনভেনশন বহির্ভূত কোন রাষ্ট্রে নিবন্ধিত।

(২) বাংলাদেশ জাহাজ বিষয়ে, সরকার বা সরকার কর্তৃক অনুমোদিত কোন সংস্থা সনদ ইস্যু করিবে, যদি সন্তুষ্ট হয় যে-
  (ক) জাহাজখানির ঐরূপ সময়ের জন্য রেক্ অপসারণ বীমা করা আছে যেই সময়ের জন্য সনদ দেওয়া হইবে; ও
  (খ) রেক্ অপসারণ বীমাকারীর দায়-দায়িত্ব পালিত হইবে।

(৩) রেক্ অপসারণ কনভেনশন বহির্ভূত রাষ্ট্রে নিবন্ধিত কোন জাহাজের ক্ষেত্রে, সরকার বা সরকার কর্তৃক অনুমোদিত কোন সংস্থা সনদ ইস্যু করিতে পারিবে যদি উপধারা (২)-এর দফা (ক) ও (খ)-এ উল্লেখিত বিষয়ে সন্তুষ্ট হয়।

(৪) সরকার বা অনুমোদিত সংস্থা, যাহা প্রযোজ্য হয়, বাংলাদেশ জাহাজ বরাবর ইস্যুকৃত কোন সনদের কপি নৌ-পরিবহন ও নাবিক মহানিবন্ধকের নিকট প্রেরণ করিবে।

(৫) নিবন্ধক উক্তরূপ সনদ জনপরিদর্শনের জন্য উন্মুক্ত রাখিবে।

৪১৯। সনদ বাতিলকরণ

(১) সরকার ধারা ৪১৮-এর অধীনে ইস্যুকৃত রেক্ অপসারণ বীমা সনদ বাতিলকরণ ও সরবরাহ বিষয়ে বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবে।

(২) কোন ব্যক্তি বিধি অনুসারে কোন সনদ সরবরাহ করিতে ব্যর্থ হইলে একটি অপরাধ সংঘটন করিবে এবং সংক্ষিপ্ত বিচারে দোষী সাব্যস্ত হইলে এক লক্ষ ইউনিট অর্থদন্ডে দন্ডিত হইবে।

৪২০। বীমাকারীর বিরুদ্ধে তৃতীয় পক্ষের অধিকার

(১) এই ধারা প্রযোজ্য হয় যখন-
  (ক) কোন জাহাজ দুর্ঘটনায় পতিত হয় এবং ফলশ্রুতিতে উহা বা উহার কোন অংশ বাংলাদেশ কনভেনশন অঞ্চলে রেকে পরিণত হয়;
  (খ) দূর্ঘটনার সময় জাহাজখানির রেক্ অপসারণ বীমা করা ছিল; ও
  (গ) উক্ত বীমা সম্পর্কে একটি রেক্ অপসারণ বীমা সনদ ছিল।

(২) কোন ব্যক্তি ধারা ৪১২-এর অধীনে জাহাজের নিবন্ধিত মালিকের নিকট হইতে খরচ আদায়ের হক্দার হইলে সে উহা বীমাকারীর নিকট হইতে আদায় করিতে পারিবে।

(৩) ইহা প্রমাণ করা বীমাকারীর জন্য একটি কৈফিয়ত হইবে যে দুর্ঘটনা সংঘটিত হইয়াছিল জাহাজের নিবন্ধিত মালিকের ইচ্ছাকৃত অসদাচরণের ফলে।

(৪) বীমাকারী নিবন্ধিত মালিকের অন্যান্য আত্মপক্ষ সমর্থনমূলক যুক্তির উপরও নির্ভর করিতে পারিবে (ধারা ৪১৩ সহ)।

(৫) নিবন্ধিত মালিক যতদূর পর্যন্ত তাহার দায় সীমিত করিতে পারে বীমাকারীও এই ধারার অধীনে উত্থাপিত দাবীর বিষয়ে ততদূর পর্যন্ত তাহার দায় সীমিত করিতে পারিবে।

(৬) কিন্তু উক্ত দূর্ঘটনা LLMC-এর অনুচ্ছেদ ৪-এ উল্লেখিত কোন ক্রিয়া বা ছাড় দ্বারা সংঘটিত হউক বা না হউক বীমাকারী তাহার দায় সীমিত করিতে পারিবে।

৪২১। সরকারি জাহাজ

(১) এই অধ্যায় যুদ্ধ জাহাজ বা সরকারী সংস্থা কর্তৃক সাময়িকভাবে অ-বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত জাহাজের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে না।

(২) সরকার, রেক্ অপসারণ কনভেনশনের অনুচ্ছেদ ৪-এর দফা ৩-এর অধীনে IMO-এর মহাসচিবকে নোটিশ প্রদান পূর্বক যুদ্ধ জাহাজ বা সরকারী মালিকানাধীন শুধুমাত্র সরকারী অ-বাণিজ্যিক সেবায় ব্যবহৃত জাহাজের ক্ষেত্রে এই অধ্যায় প্রয়োগ করিতে পারিবে।

(৩) কোন অব্যাহতি প্রাপ্ত জাহাজ সংশ্লিষ্ট রাষ্ট্রের সরকার কর্তৃক ইস্যুকৃত সনদ বাধ্যতামূলকভাবে ধারণ করিবে, যাহাতে উল্লেখ থাকিবে যে-

(ক) জাহাজখানি উক্ত রাষ্ট্রের মালিকানাধীন; ও

(খ) ধারা ৪১২-এর অধীনস্থ দায় রেক্ অপসারণ কনভেনশনের অনুচ্ছেদ ১২-এর দফা ১-এ বর্ণিত (বাধ্যতামূলক বীমা) সীমা পর্যন্ত বহন করা হইবে।

(৪) ধারা ৪১৭(২)-(৫) এইরূপ সনদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে।

(৫) যখন কোন জাহাজ কোন রাষ্ট্রের মালিকানাধীন হয় এবং উক্ত রাষ্ট্রে অপারেটর হিসাবে নিবন্ধিত কোম্পানী দ্বারা পরিচালিত হয়, এই অংশে নিবন্ধিত মালিক বলিতে উক্ত কোম্পানীকেও বুঝাইবে।

(৬) কোন রেক্ অপসারণ কনভেনশভুক্ত রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে ধারা ৪১২-এর অধীনে ব্যয় আদায়ের কার্যধারায় উক্ত রাষ্ট্র যেই আদালতে কার্যধারা রুজু হইয়াছে সেই আদালতের এক্তিয়ারে সমর্পণ করিয়াছে বলিয়া বিবেচিত হইবে।

৪২২। প্রবিধান প্রণয়নের ক্ষমতা

(১) মহাপরিচালক, সরকারের অনুমোদনক্রমে, এই অধ্যায়ের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে প্রবিধান প্রণয়ন করিতে পারিবে, এবং এইরূপ প্রবিধান প্রণয়নে সংশোধিত রেক্ অপসারণ কনভেনশনের বিধানাবলী বিবেচনায় রাখিবে।

(২) উপধারা (১)-এর বিধান ক্ষুন্ন না করিয়া, মহাপরিচালক, সরকারের অনুমতিক্রমে, নিম্নের যেকোন বা সকল বিষয়ে প্রবিধান প্রণয়ন করিতে পারিবে-

(ক) এই অধ্যায়ের উদ্দেশ্যে পরিশোধিতব্য ফি-এর পরিমান নির্ধারণ;

(খ) এই ধারার অধীনে ইস্যুকৃত কোন সনদ বাতিলকরণ ও ইস্যুকারী সংস্থার নিকট অর্পণের বিধান;

(গ) এই অধ্যায়ের অধীনের অপরাধ সমূহ নির্ধারণ;

(ঘ) প্রবিধানের কোন বিধান লংঘন করিলে অনধিক পাঁচ লক্ষ ইউনিট অর্থদন্ড বা অনধিক বারো মাসের কারাদন্ড বা উভয় দন্ড প্রযোজ্য হইবে এইরূপ বিধান।

(ঙ) অন্য যে কোন বিষয় যাহা রেক্ অপসারণ কনভেনশনের কোন বিধান দ্বারা প্রবিধানে অর্ন্তভূক্ত হওয়া বাধ্যতামূলক।

৬২তম অধ্যায়

উদ্ধার (Salvage)

৪২৩। উদ্ধার কনভেনশন ১৯৮৯ আইনের মর্যাদা পাইবে

(১) আর্ন্তজাতিক উদ্ধার কনভেনশন ১৯৮৯ (International Convention on Salvage 1989) বাংলাদেশে আইনের মর্যাদা পাইবে।

(২) যদি সরকার উদ্ধার কনভেনশনের কোন সংশোধনে সম্মত হয়, তাহা হইলে উক্ত সংশোধনের ফলে যেইরূপ পরিবর্তন যথাযথ মনে করিবে সেইরূপ পরিবর্তন করিতে পারিবে।

(৩) উপধারা (১) বা (২)-এর কোন কিছুই এই আইন কার্যকর হইবার পূর্বে শুরু হওয়া কোন উদ্ধারকার্য বা অন্য কোন কার্য হইতে উদ্ভূত কোন অধিকার বা দায়কে প্রভাবিত করিবে না।

(৪) উপধারা (৩)-এর অধীনে সাধিত কোন পরিবর্তন, যেই তারিখে উহা কার্যকর হইয়াছিল তাহার পূর্বে শুরু হওয়া কোন উদ্ধারকার্য বা অন্য কোন কার্য হইতে উদ্ভূত কোন অধিকার বা দায় সম্পর্কে প্রযোজ্য হইবে না।

৪২৪। জাহাজ ও মালামাল উদ্ধার

(১) জাহাজ বা উহার মালামাল উদ্ধার একটি উদ্ধারকার্য বলিয়া বিবেচিত হইবে এবং আর্ন্তজাতিক রীতি ও পদ্ধতি অনুযায়ী পারিশ্রমিক প্রাপ্য হইবে।

(২) মহাপরিচালক কোন ব্যক্তি, সংস্থা বা সরকারী সংস্থা কর্তৃক কোন জাহাজ বা উহার মালামাল রক্ষা বা উদ্ধার (কোন জলযানকে নিরাপদ স্থানে টানিয়া লইয়া যাওয়া সহ) সেবার বিপরীতে পারিশ্রমিক সংক্রান্ত বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা লইবে।

৪২৫। উদ্ধার চুক্তি

কোন বাংলাদেশ জাহাজের মাষ্টার মালিকের পক্ষে উদ্ধার কার্যের জন্য চুক্তি করিতে পারিবে যখন তাহার মতে জাহাজ বা উহার মালামাল রক্ষা বা উদ্ধারের তাহাই একমাত্র উপায়।

৪২৬। সহায়তা প্রদানের দায়িত্ব

(১) বাংলাদেশ জাহাজের মাষ্টার কোন উদ্ধারকার্যে অংশগ্রহণ করিতে বাধ্য হইবে যদি তাহার মতে কোন জাহাজের এইরূপ জরুরী সহায়তা প্রয়োজন এবং তাহার জাহাজ এইরূপ সেবা প্রদানের জন্য শ্রেষ্ঠ অবস্থানে রহিয়াছে।

(২) কোন বাংলাদেশ জাহাজের মাষ্টার, সমর্থ হওয়া সত্ত্বেও যদি সমুদ্রে বিপদগ্রস্থ কোন জাহাজকে সহায়তা প্রদান করিতে ব্যর্থ হয়, সে একটি অপরাধ সংঘটন করে এবং সংক্ষিপ্ত বিচারে দোষী সাব্যস্ত হইলে অনধিক ছয় মাসের কারাদন্ডে বা অনধিক দুই লক্ষ ইউনিট অর্থদন্ডে উভয় দন্ডে দন্ডিত হইবে।

৪২৭। চুক্তি বাতিল বা সংশোধন

উদ্ধার সংক্রান্ত কোন চুক্তি বা উহার শর্তাবলী কোন উপযুক্ত আদালত বাতিল বা সংশোধন করিতে পারিবে, যদি আদালতের নিকট ইহা প্রতীয়মান হয় যে চুক্তিখানা অবৈধ প্রভাব বা বিপদের প্রভাব খাটাইয়া হইয়াছে এবং উহার শর্তাবলী অন্যায্য বা চুক্তির অধীনে পরিশোধিতব্য অর্থের পরিমাণ মাত্রাতিরিক্ত - প্রকৃতপক্ষে প্রদত্ত সেবার তুলনায় অত্যধিক বা অত্যল্প।

৪২৮। উদ্ধারকারীর এবং মালিক ও মাষ্টারের দায়িত্ব ও কর্তব্য

(১) যখন বাংলাদেশের উপকূলে বা বাংলাদেশ অধিক্ষেত্রাধীন জলসীমায় কোন জাহাজ বা উড়োজাহাজ বিধ্বস্ত হয়, আটকা পড়ে বা বিপদ্গ্রস্থ হয়, এবং কোন ব্যক্তি উক্ত জাহাজ বা উড়োজাহাজ বা

উহাদের মালামাল বা জিনিসপত্র বা রেক্ রক্ষায় সহায়তা প্রদান করে, উক্তরূপ জাহাজ, উড়োজাহাজ, মালামাল, জিনিসপত্র বা রেকের মালিক এই আইনে বর্ণিত পদ্ধতিতে নির্ধারিত একটি যুক্তিসঙ্গত পারিশ্রমিক উদ্ধারকারীকে পরিশোধ করিবে।

(২) উদ্ধারকারীর জাহাজের বা উহার অন্য সম্পদের মালিকের প্রতি দায়িত্ব থাকিবে-
  (ক) যথাযথ সতর্কতার সহিত উদ্ধারকার্য পরিচালনা করিবার;
  (খ) উদ্ধারকার্য পরিচালনায় পরিবেশের ক্ষতিরোধে যথাযথ সতর্কতা অবলম্বন করিবার;
  (গ) প্রয়োজনমত অন্য উদ্ধারকারীর সাহায্য চাহিবার; এবং
  (ঘ) বিপদগ্রস্থ জাহাজের মাষ্টার বা অন্যান্য সম্পদের মালিক কর্তৃক অনুরুদ্ধ হইয়া অন্য কোন উদ্ধারকারী আসিলে তাহার হস্তক্ষেপ মানিয়া লইবার, তবে শর্ত থাকে যে তাহার পারিশ্রমিকের পরিমাণের কোন হেরফের হইবে না যদি সে প্রমাণ করে যে উক্তরূপ হস্তক্ষেপের অনুরোধ অযৌক্তিক ছিল।

(৩) বিপদগ্রস্থ জাহাজের মালিক ও মাষ্টার বা অন্যান্য সম্পদের মালিকের উদ্ধারকার্য চলাকালীন সময় উদ্ধারকারীর সহিত সম্পূর্ণরূপে সহযোগিতার এবং পরিবেশের ক্ষতিরোধে যথাযথ সতর্কতা অবলম্বন করিবার, এবং যখন জাহাজ বা অন্য সম্পত্তি নিরাপদ স্থানে আনা হয় তখন উদ্ধারকারীর যৌক্তিক অনুরোধে উহার প্রত্যর্পণ গ্রহণ করিবার দায়িত্ব থাকিবে।

৪২৯। পারিশ্রমিক নির্ধারণের মানদন্ড

(১) উদ্ধারকার্য উৎসাহিত করিবার জন্য উহার পারিশ্রমিক নির্ধারিত হইবে, এবং নিম্নলিখিত মানদন্ড সমূহ, উক্তরূপ ক্রমানুসারে নহে, বিবেচনায় লইতে হইবে-
  (ক) জাহাজ ও/বা সম্পত্তির উদ্ধারকৃত মূল্য;
  (খ) পরিবেশের ক্ষতিরোধ বা হ্রাসকরণে উদ্ধারকারীদের নৈপুণ্য ও চেষ্টা;
  (গ) উদ্ধারকারী কর্তৃক অর্জিত সাফল্যের মাত্রা;
  (ঘ) ঝুঁকির প্রকৃতি ও মাত্রা;
  (ঙ) জাহাজ ও পণ্য সম্পত্তি উদ্ধারে উদ্ধারকারীদের নৈপুণ্য ও চেষ্টা;
  (চ) উদ্ধারকারী কর্তৃক ব্যবহৃত সময় ও ব্যয়িত খরচ ও লোকসান;
  (ছ) উদ্ধারকারী বা তাহাদের সরঞ্জামাদির দায়ের ঝুঁকি ও অন্যান্য ঝুঁকি;
  (জ) সেবা প্রদানে দ্রুততা;
  (ঝ) উদ্ধার কার্যের জন্য জাহাজ বা অন্যান্য সরঞ্জামাদির প্রাপ্যতা ও ব্যবহার; ও
  (ঞ) উদ্ধারকারর সরঞ্জামাদির তৈয়ার থাকার অবস্থা ও পটুতা।

(২) উদ্ধার পারিশ্রমিক, উহার উপর প্রযোজ্য সুদ এবং আদায়যোগ্য আইনী ব্যয় ব্যতীত, উদ্ধারকৃত জাহাজের এবং অন্যান্য সম্পত্তির মূল্য অতিক্রম করিবে না।

৪৩০। বিশেষ ক্ষতিপূরণ

(১) যখন উদ্ধারকারী তাহার সর্বোচ্চ প্রচেষ্টা সত্ত্বেও উদ্ধার পারিশ্রমিক পাইতে ব্যর্থ হয়, সে তৎসত্ত্বেও পরিবেশের ক্ষতিরোধ ও হ্রাসকরণে ব্যয়িত তাহার সকল খরচের জন্য মালিক কর্তৃক বিশেষ ক্ষতিপূরণ প্রাপ্য হইবে। কোন উপযুক্ত আদালত পরিবেশ রক্ষায় উদ্ধারকারীর প্রচেষ্টা বিবেচনা করিয়া বিশেষ ক্ষতিপূরণের অঙ্ক বৃদ্ধি করিতে পারবে, কিন্তু এইরূপ বৃদ্ধি উদ্ধারকারী কর্তৃক ব্যয়িত খরচের একশত ভাগের অধিক হইবেনা।

(২) এই আইনের অধীনে কোন অর্থ পরিশোধিতব্য হইবে না যদি না প্রদত্ত সেবা বিপদের পূর্বে সম্পাদিত চুক্তির পরিপালন হিসেবে যুক্তিসঙ্গতভাবে বিবেচিত হওয়া কোন ক্রিয়ার অধিক হয়।

৪৩১। পারিশ্রমিকের বন্টন

উদ্ধারকারী জাহাজের (পেশাগত উদ্ধারকারী জাহাজ ব্যতীত) মালিক, মাষ্টার এবং নাবিকদের ভিতরে পারিশ্রমিকের বন্টন উক্ত জাহাজ যেই রাষ্ট্রে নিবন্ধিত সেই রাষ্ট্রের আইন দ্বারা নির্ধারিত হইবে - এবং ইহা যদি কোন বাংলাদেশ জাহাজ হয় মাষ্টার এবং নাবিকদের ভিতরে পারিশ্রমিকের বন্টন তাহাদের মূল বেতনের সমানুপাতে হইবে।

৪৩২। দাবী ও মামলা

(১) উদ্ধারকৃত জাহাজ এবং সম্পদ উদ্ধারকারীর অনুমতি ব্যতীত উদ্ধার কার্য সম্পন্ন হওয়ার পরে উহা যেই বন্দরে প্রথম আনা হয় সেই বন্দর হইতে অপসারণ করা যাইবে না।

(২) এই আইনের কোন কিছুই উদ্ধারকারীর সামুদ্রিক পূর্বস্বত্বকে প্রভাবিত করিবে না, তবে শর্ত থাকে যে উদ্ধারকারী তাহার সামুদ্রিক পূর্বস্বত্ব বলবৎ করিতে পারিবে না যখন তাহার দাবীর বিপরীতে যুক্তিসঙ্গত জামানত, সুদ ও খরচসহ, দেওয়া হয়।

(৩) এই আইনের অধীনে যেই ব্যক্তি অর্থ পরিশোধের জন্য দায়ী, সে উদ্ধারকারীর অনুরোধে, উদ্ধারকারীর দাবীর বিপরীতে তাহার সন্তুষ্টি মতে জামানত প্রদান করিবে, সুদ এবং উদ্ধারকারীর খরচসহ।

(৪) উপধারা (৮)-এর অধীনে নির্ধারিত পারিশ্রমিক জাহাজ এবং অন্য সম্পত্তির সকল মালিক তাহাদের স্ব স্ব উদ্ধারকৃত মূল্যের সমানুপাতে পরিশোধ করিবে।

(৫) জাহাজ মালিক সকলের পক্ষ হইতে পারিশ্রমিক পরিশোধ করিয়া দিবে কিন্তু প্রত্যেকের দ্বারা পরবর্তীতে ব্যয়পূরণের (reimbursement) অধিকারী হইবে।

(৬) যেই জাহাজ মালিক এইরূপে অর্থ পরিশোধ করে সে অন্য মালিকদেরকে তাহার ব্যয়পূরণ না হওয়া পর্যন্ত তাহাদের স্ব স্ব উদ্ধারকৃত পণ্যের মূল্যের পরিমান জামানত চাইতে পারিবে।

৪৩৩। জামানত প্রদানের দায়িত্ব

(১) উদ্ধারকৃত জাহাজের মালিক ইহা নিশ্চিত করিবার জন্য সকল যুক্তিসঙ্গত পদক্ষেপ গহণ করিবে যে মালামালের মালিকগণ উহা ছাড়কৃত হইবার পূর্বে জাহাজ মালিক বা উদ্ধারকারীর সন্তুষ্টিতে তাহাদের বিরুদ্ধে দাবীর বিপরীতে জামানত প্রদান করে, সুদ এবং খরচ সহ।

(২) উদ্ধারকারীর দাবী বিচাররত আদালত বা ব্যক্তি, উদ্ধারকারীর আবেদনের প্রেক্ষিতে, উহার নিকট যেইরূপ সঠিক এবং ন্যায্য মনে হয় সেইরূপ অর্থ উদ্ধারকারীকে পরিশোধ করিবার অন্তবর্তীকালীন আদেশ দিতে পারিবে, এবং এইরূপ আদেশের ক্ষেত্রে প্রদত্ত জামানত তদনুসারে হ্রাসকৃত হইবে।

৪৩৪। মানবকল্যাণ মূলক মালামাল উদ্ধার

কোন রাষ্ট্রের মালিকানাধীন অ-বাণিজ্যিক মালামাল বা কোন রাষ্ট্র কর্তৃক দানকৃত মানবকল্যাণ মূলক মালামাল গ্রেপ্তার বা আটক করা যাইবে না যখন উক্ত রাষ্ট্র উক্তরূপ মালামালের উদ্ধার সেবার বিপরীতে পারিশ্রমিক প্রদান করিতে সম্মত হয়।

একাদশ অংশ

৬৩তম অধ্যায়

আন্তর্জাতিক কনভেনশন, প্রটোকল এবং চুক্তি

৪৩৫। বাংলাদেশ কর্তৃক বলবৎযোগ্য কনভেনশন, প্রটোকল ও চুক্তি

(১) তফসিল ২-এ আর্ন্তজাতিক কনভেনশন, প্রটোকল ও চুক্তির একটি তালিকা রহিয়াছে যাহা এই আইন কার্যকর হইবার পূর্বে বাংলাদেশ স্বাক্ষর করিয়াছে, এবং যাহা এই আইনে উল্লেখিত বিষয় সমূহের সহিত সম্পৃক্ত এবং সরকার সিদ্ধান্ত নিয়াছে যে উহা এই আইনের বিধানাবলীর মাধ্যমে অথবা এই আইনের অধীনে প্রণীত বিধি বা প্রবিধানের মাধ্যমে, আংশিক বা সম্পূর্ণরূপে, বলবৎ করা হইবে।

(২) কোন কনভেনশন বা প্রটোকল উহার সহিত সংযুক্ত বাধ্যতামূলক কোড অর্ন্তভূক্ত করিবে।

(৩) সরকার, সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, তফসিল ২-এর সহিত যেই সমস্ত আর্ন্তজাতিক কনভেনশন, প্রটোকল ও চুক্তিতে বাংলাদেশ পক্ষ হয় তাহা যোগ করিতে পারিবে।

(৪) সরকার, সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, তফসিল-২ হইতে কোন আর্ন্তজাতিক কনভেনশন, প্রটোকল বা চুক্তি বাদ দিতে পারিবে বা তফসিল-২ সংশোধন করিতে পারিবে।

(৫) তফসিল ৩-এ আর্ন্তজাতিক কনভেনশন, প্রটোকল বা চুক্তির একটি তালিকা রহিয়াছে যাহা এই আইন কার্যকর হওয়া অবধি বাংলাদেশ স্বাক্ষর করে নাই কিন্তু যাহা এই আইনের পরিধির মধ্যে থাকা বিষয়সমূহের সহিত সম্পর্কিত হয়, এবং সরকার সিদ্ধান্ত নিয়াছে যে উহা এই আইনের বিধানাবলীর মাধ্যমে অথবা এই আইনের অধীনে প্রণীত বিধি বা প্রবিধানের মাধ্যমে, আংশিক বা সম্পূর্ণরূপে, বলবৎ করা হইবে, এবং এই আইনের বিধানাবলী সরকার, সরকারী গেজেট প্রজ্ঞাপন দ্বারা যেই দিন নির্ধারণ করিবে সেই দিন হইতে বলবৎ হইবে।

(৬) সরকার, তফসিল ৩-এ উল্লেখিত কোন কনভেনশন, প্রটোকল বা চুক্তির পক্ষ হইবার পর, সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা উহা তফসিল ৩ হইতে বাদ দিয়া তফসিল ২-এর সহিত যোগ করিতে পারিবে বা তফসিল ২ ও ৩ সংশোধন করিতে পারিবে।

৪৩৬। সূত্রনির্দেশের (reference) মাধ্যমে অন্তর্ভূক্তি

(১) এই অইনের অধীনে প্রণীত প্রবিধান নিম্নোক্ত সংস্থাসমূহ কর্তৃক উপস্থাপিত বিষয়সমূহ সূত্রনির্দেশের মাধ্যমে অর্ন্তভূক্ত করিতে পারিবে-

(ক) আর্ন্তজাতিক নৌ সংস্থা (IMO);

(খ) আর্ন্তজাতিক শ্রম সংস্থা (ILO);

(গ) অন্য যে কোন আর্ন্তজাতিক সংস্থা;

(ঘ) কোন সরকারী অঙ্গ বা সংস্থা, বিদেশী সরকারের কোন অঙ্গ বা সংস্থাসহ;

(ঙ) মানদন্ড লিখিবার উদ্দেশ্যে প্রতিষ্ঠিত কোন সংস্থা, বাংলাদেশ মান ব্যুরো কর্তৃক স্বীকৃত কোন সংস্থাসহ; বা

(চ) কোন বাণিজ্যিক বা ব্যবসায়িক সংগঠন।

(২) এই আইনের অধীনে প্রণীত কোন প্রবিধান কোন ব্যক্তি বা সংস্থা কর্তৃক উপস্থাপিত বিষয় হইতে পুনঃউপস্থাপিত বা অনূদিত হয় এইরূপ বিষয় সূত্রনির্দেশের মাধ্যমে অর্ন্তভূক্ত করিতে পারিবে-

(ক) আঙ্গিক বা সূত্রনির্দেশের অভিযোজন সহকারে যাহা সংশ্লিষ্ট বিধি বা প্রবিধানে উহার অর্ন্তভূক্তি সহজতর করিবে; বা

(খ) উক্ত বিষয়ের অংশ বিশেষ যাহা সংশ্লিষ্ট বিধি বা প্রবিধানের উদ্দেশ্যে প্রযোজ্য হয় তাহা সম্বলিত কোন আঙ্গিকে।

(৩) কোন প্রবিধান যাহা সূত্রনির্দেশের মাধ্যমে কোন বিষয় অর্ন্তভূক্ত করে তাহা বিধান দিতে পারিবে যে উক্ত বিষয় বাংলাদেশে আইনের মর্যাদা পাইবে, তবে শর্ত থাকে যে তাহা যেই ব্যক্তি বা জাহাজের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য তাহাদের নিকট যুক্তিসঙ্গত ভাবে সহজলভ্য হইবে, এবং অধিদপ্তরের ওয়েবসাইটে উক্ত বিষয় প্রকাশনার মাধ্যমে যৌক্তিক সহজলভ্যতার শর্ত পূরণ হইবে।

(৪) বিষয় সমূহ এইরূপ সূত্রনির্দেশের মাধ্যমে অর্ন্তভূক্ত হইতে পারিবে যাহাতে উপধারা (১) ও (২)-এ উল্লেখিত সংস্থা, অঙ্গ, এজেন্সী বা ব্যক্তিগণ দ্বারা সময় সময় সংশোধিত বিষয়ও অর্ন্তভূক্ত হয়।

(৫) উপধারা (৩) সাপেক্ষে যেই সমস্ত বিষয় কোন বিধি বা প্রবিধানে সূত্রনির্দেশের মাধ্যমে অর্ন্তভূক্ত হয় এবং পরবর্তীতে সংশোধিত হয় তাহারা সূত্রনির্দেশের মাধ্যমে অর্ন্তভূক্ত মূল বিষয়ের মত একই বৈধতা উপভোগ করিবে।

দ্বাদশ অংশ

৬৪তম অধ্যায়
প্রয়োগকারী কর্মকর্তা ও ক্ষমতা

৪৩৭। প্রয়োগকারী কর্মকর্তা নিয়োগ

(১) এই আইনের ধারা ৬-এর অধীনে প্রতিষ্ঠিত নৌপরিবহন অধিদপ্তর, নৌ-বাণিজ্যিক দপ্তর, নৌপরিবহন দপ্তর ও নাবিক কল্যাণ পরিদপ্তর এই আইন, এই আইনের অধীনে প্রণীত বিধি, প্রবিধান ও আদেশ ও সংশ্লিষ্ট কনভেনশন সমূহের বিভিন্ন শর্তাবলী কার্যকর করিবার দায়িত্বে নিয়োজিত থাকিবে।

(২) উপধারা (১)-এ উল্লেখিত দপ্তর সমূহে মূখ্য কর্মকর্তা, সার্ভেয়ার ও পরিচালক হিসাবে নিয়োজিত ব্যক্তিগণ এই আইনের শর্তাদি কার্যকর করিবার উদ্দেশ্যে "প্রয়োগ কর্মকর্তা" নামে অভিহিত হইবে।

(৩) উপধারা (১) ও (২)-তে যাহা কিছুই থাকুক না কেন মহাপরিচালক, আদেশ দ্বারা, নৌপরিবহন অধিদপ্তর বা উপধারা (১)-এ উল্লেখিত অন্যান্য দপ্তর হইতে, তাহার বিবেচনায় উপযুক্ত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা রহিয়াছে এইরূপ সার্ভেয়ার, পরীক্ষক, পরিদর্শক বা পরিচালককে, আদেশে উল্লেখিত শর্ত সাপেক্ষে, প্রয়োগ কর্মকর্তা হিসাবে নিয়োগ দিতে পারিবে।

(৪) প্রত্যেক প্রয়োগ কর্মকর্তা উপধারা (২)-এর সাধারণভাবে নিযুক্ত একজন সার্ভেয়ার হিসাবে গণ্য হইবে যাহার দায়িত্বের ভিতর পড়ে এইরূপ প্রত্যেক বিষয় মহাপরিচালককে অবহিত করিবার দায়িত্ব থাকিবে।

(৫) প্রত্যেক প্রয়োগ কর্মকর্তাকে নির্দিষ্ট দায়িত্ব ভাগ করিয়া দেওয়া হইবে এবং অনুমোদিত আঙ্গিকে মহাপরিচালক কর্তৃক স্বাক্ষরিত একটি বৈধ পরিচয়ত্র দেওয়া হইবে।

৪৩৮। প্রয়োগকারী কর্মকর্তার ক্ষমতা

(১) এই আইন ও উহার অধীনে প্রণীত প্রবিধান বা প্রবিধানের অধীনে প্রদত্ত কোন অনুমোদন, ছাড়পত্র, সম্মতি, নির্দেশনা বা অব্যাহতির শর্তাবলীর যথাযথ পরিপালন নিশ্চিত করিবার উদ্দেশ্যে কোন প্রয়োগ কর্মকর্তা সকল যুক্তিসঙ্গত সময়ে বাংলাদেশ জলসীমায় কোন জাহাজে আরোহন করিতে পারিবে এবং জাহাজ ও উহার সরঞ্জামাদি বা উহার যে কোন অংশ, বা যে কোন উপকরণাদি, বা এই আইন বা উহার অধীনে প্রণীত প্রবিধান বা প্রযোজ্য কনভেনশন অনুসারে জাহাজে বহনকৃত দলিলাদি ইত্যাদি পরিদর্শন করিতে পারিবে।

(২) প্রয়োগ কর্মকর্তা এই উপধারার অধীনে প্রয়োজন না হইলে জাহাজের মাল বোঝাই বা খালাসে বাধা দিবে না বা উহা আটক করিবে না বা অভিযানে অগ্রসর হইতে বিলম্বিত করিবে না।

(৩) জাহাজের মালিক, মাষ্টার ও কর্মকর্তারা প্রয়োগ কর্মকর্তার জাহাজ সার্ভে সংক্রান্ত সকল যুক্তিসঙ্গত সুবিধাদি প্রদান করিবে এবং জাহাজ ও উহার যন্ত্রাদি ও সরঞ্জামাদি বিষয়ে প্রয়োগ কর্মকর্তা কর্তৃক চাহিত সকল তথ্যাদি প্রদান করিবে।

(৪) এই আইনের অধীনে কোন সনদ ইস্যু করিবার পূর্বে প্রত্যেক বাংলাদেশ জাহাজের এই আইন, বিধি, প্রবিধান ও কনভেনশন উক্ত সনদ সংক্রান্ত শর্তাদি পরিপালন নিশ্চিত করিবার লক্ষ্যে কোন নির্দিষ্ট প্রয়োগ কর্মকর্তা উহা সার্ভে করিতে পারিবে এবং উক্তরূপ পরিপালনে ব্যর্থতার ক্ষেত্রে পরিপালন না করা পর্যন্ত সনদ প্রদান স্থগিত থাকিবে এবং কোন সম্পূরক সার্ভের ক্ষেত্রে পরিপালনে ব্যর্থতার জন্য জাহাজ আটক করা যাইবে।

(৫) বাংলাদেশ জলসীমায় কোন বিদেশী পতাকাবাহী জাহাজ আসিলে কোন নির্দিষ্ট প্রয়োগ কর্মকর্তা এই আইন, বিধি, প্রবিধান ও কনভেনশনের প্রযোজ্য শর্তাদির পরিপালন নিশ্চিত করিবার লক্ষ্যে উহা পরিদর্শন করিতে পারিবে এবং পরিপালনে ব্যর্থতার ক্ষেত্রে পরিপালন না করা পর্যন্ত জাহাজ আটক রাখা যাইবে।

(৬) এই ধারার অধীনে ক্ষমতা অনুশীলনরত কোন ব্যক্তি কোন জাহাজ অনাবশ্যক আটক বা বিলম্বিত করিবে না, কিন্তু কোন দূর্ঘটনার ফলে বা অন্য কোন কারণে আবশ্যক মনে করিলে সে জাহাজের হাল ও যন্ত্রাদি সার্ভে করিতে পারিবে।

(৭) যখন এইরূপ কোন ব্যক্তির বিশ্বাস করিবার যুক্তিসঙ্গত কারণ থাকে যে কোন স্থানে জাহাজে সরবরাহ করিবার উদ্দেশ্যে এইরূপ রসদ বা পানি রাখা আছে যাহা জাহাজে সরবরাহ করা হইলে সংশ্লিষ্ট নিরাপত্তা প্রবিধানের ব্যত্যয় হইবে, সে উক্ত স্থানে প্রবেশ করিতে পারিবে এবং উক্ত রসদ ও পানির সরবরাহ প্রবিধান অনুসারে হইবে কিনা তাহা নির্ণয় করিবার জন্য উহা পরিদর্শন করিতে পারিবে।

(৮) যদি কোন ব্যক্তি কাহাকেও এই ধারায় প্রদত্ত ক্ষমতা অনুশীলনে বাধা দেয়, সে, সংক্ষিপ্ত বিচারে দোষী সাব্যস্থ হইলে, অনধিক এক লক্ষ ইউনিট অর্থদন্ডে দন্ডিত হইবে।

৪৩৯। জাহাজের আটক কার্যকরকরণ

(১) যখন এই আইনের অধীনে কোন জাহাজ আটক করিবার অনুমোদন বা আদেশ হয়, বাংলাদেশ নৌবাহিনীর যে কোন কমিশনপ্রাপ্ত কর্মকর্তা বা কোন মূখ্য কর্মকর্তা, পাইলট বা শুল্ক কর্মকর্তা উক্ত জাহাজ আটক করিতে পারিবে।

(২) আটকাদেশের পরে বা আটকের নোটিশ বা আদেশ মাষ্টারের নিকট জারী হইবার পর এবং উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ কর্তৃক ছাড়কৃত হইবার পূর্বে যদি কোন জাহাজ সমুদ্রে গমন করে, জাহাজের মাষ্টার অনধিক এক লক্ষ ইউনিট অর্থ দন্ডে দন্ডিত হইবে।

(৩) উক্তরূপে অগ্রসরমান কোন জাহাজ, এই আইনের অধীনে জাহাজখানি আটক বা সার্ভে করিবার জন্য অনুমোদিত কোন ব্যক্তি তাহার দায়িত্ব পালনের উদ্দেশ্যে জাহাজে থাকাকালীন সময়ে সমুদ্রে গমন করিলে, উহার মালিক, মাষ্টার বা এজেন্ট উক্ত ব্যক্তির সমুদ্রে গমনের আনুষঙ্গিক খরচ বহন করিবে, এবং উপরন্তু অনধিক ছয় মাসের কারাদন্ডে বা অনধিক বিশ হাজার ইউনিট অর্থ দন্ডে বা উভয় দন্ডে দন্ডিত হইবে।

(৪) যখন কোন মালিক, মাষ্টার বা এজেন্ট উপধারা (৩)-এর অধীনের অপরাধের জন্য দোষী সাব্যস্ত হয়, আদালত উক্ত মালিক, মাষ্টার বা এজেন্ট কর্তৃক উক্ত উপধারার অধীনে ব্যয় হিসাবে পরিশোধিতব্য অর্থের বিষয়ে তদন্ত করিবে ও উহার পরিমান নির্ধারন করিবে এবং অর্থদন্ডের অর্থ উদ্ধারের পদ্ধতিতে তাহার নিকট হইতে উহা আদায়ের নির্দেশ দিতে পারিবে।

৪৪০। প্রয়োগকারী কর্মকর্তার কার্যাবলী ও ক্ষমতা সংক্রান্ত প্রবিধান

(১) মহাপরিচালক, সরকারের অনুমোদনক্রমে, প্রয়োগ কর্মকর্তার কার্যাবলী ও ক্ষমতা সংক্রান্ত প্রবিধান প্রণয়ন করিতে পারিবে।

(২) উপধারা (১) কে ক্ষুন্ন না করিয়া, প্রবিধান নিম্নোক্ত বিষয়ে বিধান প্রণয়ন করিতে পারিবে-
- (ক) জাহাজের সার্ভে ও পরিদর্শন;
- (খ) প্রয়োগ কর্মকর্তার জাহাজ আটকের ক্ষমতা;
- (গ) প্রয়োগ কর্মকর্তার নির্দেশনা, উন্নয়ন ও নিষেধাজ্ঞা নোটিশ প্রদানের ক্ষমতা;
- (ঘ) প্রয়োগ কর্মকর্তার তল্লাশী ও জব্দকরণের ক্ষমতা;
- (ঙ) প্রয়োগ কর্মকর্তার নজরদারী ও কার্যকরকরণের ক্ষমতা;
- (চ) বিস্তারিত পরিদর্শন ও আটকের ক্ষেত্রে অনুসরণীয় পদ্ধতি;
- (ছ) অবৈধ আটকের ক্ষতিপূরন;
- (জ) প্রয়োগ কর্মকর্তার উর্দি;
- (ঝ) এই অধ্যায়ের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে অন্য যেকোন বিষয়।

ত্রয়োদশ অংশ

৬৫তম অধ্যায়

সার্ভে আদালত ও বৈজ্ঞানিক রেফারী

৪৪১। সার্ভে আদালত

(১) জাহাজ সার্ভে বা পরিদর্শনের জন্য অনুমোদিত কোন সার্ভেয়ার-

(ক) তাহার সার্ভে বা পরিদর্শন প্রতিবেদনে এইরূপ কোন বিবৃতি প্রদান করে যাহাতে জাহাজের মালিক বা তাহার এজেন্ট বা মাষ্টার অসন্তুষ্ট হয়, বা

(খ) এই ধারার অধীনে জাহাজের কোন ত্রুটির নোটিশ প্রদান করে, বা

(গ) এই আইনের অধীনে কোন সনদ প্রদান করিতে অস্বীকার করে, মালিক, মাষ্টার বা এজেন্ট, যাহা প্রয়োজ্য হয়, ধারা ৪৪৭-এর উপধারা (২)-এর বিধান সাপেক্ষে, সার্ভে আদালতে আপীল করিতে পারিবে।

(২) যখনই কোন সার্ভেয়ার কোন জাহাজ সার্ভে বা পরিদর্শন করে, সে, জাহাজের মালিক, মাষ্টার বা এজেন্ট দাবী করিলে, তাহাদের মনোনীত কোন ব্যক্তিকে উক্তরূপ সার্ভে বা পরিদর্শনকালে সঙ্গে রাখিবে, এবং উক্তরূপে মনোনীত ব্যক্তি যদি সার্ভেয়ার প্রদত্ত বিবৃতি বা নোটিশ অথবা সার্ভেয়ারের সনদ প্রদানে অস্বীকৃতির সহিত একমত পোষন করে, তাহা হইলে উক্তরূপ বিবৃতি, নোটিশ বা অস্বীকৃতির বিরুদ্ধে সার্ভে আদালতে কোন আপীল করা যাইবে না।

৪৪২। সার্ভে আদালতের গঠন

(১) কোন বন্দরের জন্য সার্ভে আদালত একজন বিচারক এবং দুইজন মূল্যায়কের সমম্বয়ে গঠিত হইবে। এই অধ্যায়ে “বিচারক” অর্থ যুগ্ম জেলা জজ, স্মল কজেজ আদালতের বিচারক, অথবা সরকার কর্তৃক সাধারণ বা বিশেষভাবে নিয়ুক্ত অন্য কোন উপযুক্ত ব্যক্তি।

(২) মূল্যায়কগণ নটিক্যাল প্রটোকল বা অন্য কোন বিশেষ নৈপূণ্য বা অভিজ্ঞতা সম্পন্ন ব্যক্তি হইবে।

(৩) বাংলাদেশ জাহাজ ব্যতীত অন্য জাহাজ বিষয়ে তৃতীয় অংশের বিধানাবলীর সাপেক্ষে, মূল্যায়কগণের মধ্যে একজন সরকার কর্তৃক সাধারণভাবে বা বিশেষ মামলার জন্য নিয়ুক্ত হইবেন, এবং অন্যজনকে ততোদুদ্দেশ্যে সরকার কর্তৃক সময় সময় প্রস্তুতকৃত কোন তালিকা হইতে বিচারক নির্ধারিত পদ্ধতিতে সমন দ্বারা ডাকিবে, বা, যদি এইরূপ কোন তালিকা না থাকে বা এইরূপ তালিকা হইতে কোন ব্যক্তিকে আদালতে উপস্থিত করা বাস্তবসম্মত না হয়, আদালত কর্তৃক নিয়ুক্ত হইবে।

৪৪৩। সার্ভে আদালতের ক্ষমতা ও পদ্ধতি

(১) আদালত, কোন আপীলের নোটিশ বা সরকারে রেফারেন্স প্রাপ্ত হওয়ায় পর, নির্ধারিত পদ্ধতিতে সভা করিবার জন্য মূল্যায়কদিগকে সমন দিবে।

(২) সার্ভে আদালত প্রত্যেক মামলা উম্মুক্ত আদালতে শুনানী করিবে;

(৩) বিচারক এবং প্রত্যেক মূল্যায়ক এই আইনের উদ্দেশ্যে, আটককারী কর্মকর্তার উপর এই আইন যেইরূপ পরিদর্শনের, সাক্ষীর উপস্থিতি বলবৎকরণের এবং প্রমাণ উপস্থাপনের ক্ষমতা অর্পণ করে সেইরূপ ক্ষমতাপ্রাপ্ত হইবে।

(৪) আদালত যেকোন উপযুক্ত ব্যক্তিকে জাহাজ সার্ভে করিবার এবং উহার উপর প্রতিবেদন পেশ করিবার জন্য নিয়ুক্ত করিতে পারিবে।

(৫) জাহাজ আটকের বা মুক্তকরণের আদেশ দিবার সরকারের যেইরূপ ক্ষমতা রহিয়াছে আদালতেরও সেই ক্ষমতা থাকিবে; কিন্তু যদি মূল্যায়কগণের মধ্যে একজন জাহাজের আটকাদেশের সহিত সম্মত না হয়, জাহাজ মুক্ত হইবে।

(৬) কোন জাহাজের মালিক বা মাষ্টার বা তাহাদের নিয়ুক্ত যেকোন ব্যক্তি বা সরকার কর্তৃক নিয়ুক্ত কোন ব্যক্তি এই ধারার অধীনে পরিচালিত যেকোন পরিদর্শন বা সার্ভেতে যোগ দিতে পারিবে।

(৭) আদালত নির্ধারিত পদ্ধতিতে উহার প্রত্যেক মামলার কার্যধারা সম্পর্কে সরকারকে প্রতিবেদন প্রেরণ করিবে, এবং প্রত্যেক মূল্যায়ক হয় উক্ত প্রতিবেদন স্বাক্ষর করিবে নতুবা তাহার ভিন্ন মতের কারণ সরকারকে জানাইবে।

৪৪৪। সার্ভে আদালত সম্পর্কে সরকারের বিধি প্রণয়নের ক্ষমতা

(১) এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে সরকার বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবে।

(২) নির্দিষ্টভাবে, এবং উপরোক্ত ক্ষমতাকে ক্ষুন্ন না করিয়া, এইরূপ বিধি নিম্নের সকল বা যেকোন বিষয়ে বিধান প্রণয়ন করিতে পারিবে, যথা-

(ক) সার্ভে আদালতের কার্যপ্রক্রিয়া;
(খ) আপীলের প্রেক্ষিতে খরচের জামানত এবং ক্ষতিপূরণের বিধান;
(গ) ফি-এর পরিমাণ এবং প্রয়োগ; এবং
(ঘ) বিরোধের ক্ষেত্রে খরচের যথাযথ পরিমাণ নির্ণয়।

৪৪৫। দূরূহ মামলায় বৈজ্ঞানিক ব্যক্তির নিকট রেফারেন্স

(১) যদি সরকার মনে করে যে সার্ভে আদালতের কোন আপীলের সহিত কোন ব্যাখ্যা বা নক্‌শা বা বৈজ্ঞানিক সমস্যা বা গুরুত্বপূর্ণ নীতির প্রশ্ন জড়িত, তাহা হইলে সরকার কর্তৃক সময় সময় প্রস্তুতকৃত বৈজ্ঞানিক রেফারীর তালিকা হইতে উক্ত মামলার জন্য বিশেষ যোগ্যতা রহিয়াছে বলিয়া প্রতীয়মান হয় এইরূপ এক বা একাধিক ব্যক্তির নিকট উক্ত প্রশ্ন প্রেরণ করিতে পারিবে, এবং উক্তরূপ ব্যক্তি এতদুদ্দেশ্যে সরকার কর্তৃক যথাযথভাবে নিযুক্ত কোন ব্যক্তি ও আপীলকারীর মধ্যে চুক্তির মাধ্যমে বাছাই হইতে পারিবে, বা এইরূপ কোন চুক্তির অবর্তমানে সরকার কর্তৃক বাছাই হইতে পারিবে; এবং অতঃপর আপীলখানি সার্ভে আদালতের পরিবর্তে উক্তরূপ রেফারী কর্তৃক নিষ্পত্তি হইবে।

(২) সরকার, আপীলকারী চাহিলে এবং রেফারীর খরচ ও আনুষঙ্গিক খরচের সন্তোষজনক জামানত প্রদান করিলে, এইরূপ আপীল উপরোক্ত নিয়মে বাছাইকৃত এক বা একাধিক রেফারীর নিকট প্রেরণ করিতে পারিবে।

(৩) রেফারীর সার্ভে আদালতের বিচারকের সমরূপ ক্ষমতা থাকিবে।

চতুর্দশ অংশ
আইনগত কার্যধারা ও বিবিধ

অধ্যায় ৬৬
আইনগত কার্যধারা

৪৪৬। ম্যাজিস্ট্রেটের এক্তিয়ার

(১) যুগ্ম জেলা জজের অধঃস্তন কোন আদালত এই আইনের বা তদধীনে প্রণীত বিধি বা প্রবিধানের অধীনে কোন অপরাধের বিচার করিবে না।

(২) সরকার কর্তৃক এতদুদ্দেশ্যে অনুমোদিত কোন কর্মকর্তার প্রতিবেদন ব্যতীত কোন আদালত এই আইন বা তদধীনে প্রণীত বিধি বা প্রবিধানের অধীনে কোন অপরাধ আমলে লইবে না।

৪৪৭। অপরাধের ক্ষেত্রে এক্তিয়ার

(১) এক্তিয়ার অর্পণের উদ্দেশ্যে, এই আইনের অধীনে যেকোন অপরাধ অপরাধী সাময়িকভাবে অবস্থান করিতেছে এইরূপ বাংলাদেশের যেকোন স্থানে সংঘটিত হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।

(২) একই উদ্দেশ্যে, এই আইনের অধীনে যেকোন অভিযোগের বিষয় অভিযুক্ত ব্যক্তি সাময়িকভাবে অবস্থান করিতেছে এইরূপ বাংলাদেশের যেকোন স্থানে উত্থাপিত হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।

(৩) উপধারা (১) ও (২)-এর অধীনের এক্তিয়ার অন্য কোন আইনের অধীনে আদালতের এক্তিয়ার বা ক্ষমতার হানিকর হইবে না, অতিরিক্ত হইবে।

৪৪৮। উপকূলের নিকটবর্তী জাহাজের উপর এক্তিয়ার

যখন কোন এলাকা, যেখানে এই আইনের অধীনে বা অন্য কোন আইনের অধীনে যেকোন উদ্দেশ্যে কোন আদালতের এক্তিয়ার থাকে, সমুদ্রের উপকূলে বা কোন উপসাগর, প্রণালী, হ্রদ, নদী বা অন্য কোন নাব্যজাল বর্ধিত হইয়া থাকা অংশে অবস্থিত হয়, উক্তরূপ প্রত্যেক আদালত বা ম্যাজিস্ট্রেটের উক্ত উপকূলে থাকা বা উহা অতিক্রম করিতে থাকা কোন জাহাজ, বা উক্তরূপ উপসাগর, প্রণালী, হ্রদ, নদী বা নাব্যজাল বা উহার নিকটে অবস্থানরত কোন জাহাজ এবং উহার সকল ব্যক্তি বা উহাতে সাময়িকভাবে থাকা ব্যক্তিদের উপর এইরূপে এক্তিয়ার থাকিবে যেন উক্ত জাহাজ বা ব্যক্তিগণ উক্ত আদালত বা ম্যাজিস্ট্রেটের মূল অধিক্ষেত্রের সীমার অভ্যন্তরে রহিয়াছে।

৪৪৯। জাহাজে সংঘটিত অপরাধের ক্ষেত্রে এক্তিয়ার

যখন কোন ব্যক্তি, বাংলাদেশের নাগরিক হইয়া, গভীর সমুদ্রে বা কোন বিদেশী বন্দর বা পোতাশ্রয়ে কোন বাংলাদেশ জাহাজে, অথবা বাংলাদেশ জাহাজ ব্যতীত অন্য কোন জাহাজে যাহা তাহার জাহাজ নহে, কোন অপরাধ সংঘটন করিয়াছে বলিয়া অভিযুক্ত হয়, অথবা বাংলাদেশের নাগরিক না হইয়া গভীর সমুদ্রে কোন বাংলাদেশ জাহাজে কোন অপরাধ করিয়াছে বলিয়া অভিযুক্ত হয়, এবং উক্ত ব্যক্তি এইরূপ কোন আদালতের এক্তিয়ারের ভিতরে থাকে যাহার উক্তরূপ অপরাধ আমলে লইবার এক্তিয়ার থাকিত যদি উক্ত অপরাধ উহার সাধারণ এক্তিয়ারের ভিতরে কোন বাংলাদেশ জাহাজে সংঘটিত হইত, তাহা হইলে উক্ত আদালতের উক্ত অপরাধ বিচার করিবার এক্তিয়ার থাকিবে যেন উহা এইরূপেই সংঘটিত হইয়াছে।

৪৫০। অপরাধীর বিচারের স্থান

এই আইন বা তদধীন কোন বিধি বা প্রবিধানের অধীনে কোন ব্যক্তি অপরাধ সংঘটন করিলে তাহাকে যেই স্থানে পাওয়া যাইবে সেই স্থানেই তাহার বিচার হইবে, বা সরকার সরকারী গেজেটে বিজ্ঞাপন দ্বারা যেই স্থান নির্ধারণ করিবে, বা সাময়িকভাবে বলবৎ অন্য কোন আইনের অধীনে যেইখানে বিচার হইতে পারে সেইখানে বিচার হইবে।

৪৫১। কতিপয় ক্ষেত্রে দন্ড কার্যকর

৩৩তম অধ্যায়ের অধীনে বিশেষ-বাণিজ্য-যাত্রী বহনকারী জাহাজের মাষ্টার এবং মালিক যেই সকল দন্ডে দন্ডিত হয় তাহা শুধুমাত্র প্রত্যয়ণ কর্মকর্তার তথ্যের ভিত্তিতে, বা যেই স্থানে বা বন্দরে এইরূপ কোন কর্মকর্তা নাই সেইখানে সরকার কর্তৃক এতদুদ্দেশ্যে নির্দিষ্টকৃত অন্যকোন কর্মকর্তা কর্তৃক, কার্যকর করা হইবে।

৪৫২। শাস্তি সংক্রান্ত বিশেষ বিধান

ফৌজদারী কার্যবিধির ধারা ৩২-এ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, যথাযথভাবে অনুমোদিত কোন ম্যাজিষ্ট্রেট এই আইন বা ইহার অধীনে প্রণীত কোন বিধি বা প্রবিধানের অধীনে কোন অপরাধে দোষী সাব্যস্ত হওয়া কোন ব্যক্তির ক্ষেত্রে এই আইন দ্বারা অনুমোদিত যে কোন শাস্তি প্রদান করিতে পারিবে।

৪৫৩। কোম্পানী ইত্যাদি কর্তৃক অপরাধ সংঘটন

(১) উপধারা (২) সাপেক্ষে, এই আইনের অধীনে অপরাধ সংঘটনকারী ব্যক্তি যদি কোন কোম্পানী হয় তাহা হইলে অপরাধ সংঘটনকালীন সময়ে যেই ব্যক্তিগণ কোম্পানীর দায়িত্বে ছিল বা কোম্পানীর ব্যবসা পরিচালনের জন্য দায়ী, তাহাদের প্রত্যেকে, এবং সেই সাথে কোম্পানী, উক্ত অপরাধে দোষী বলিয়া বিবেচিত হইবে এবং তদনুযায়ী দন্ডিত হইবে।

(২) উপধারা (১) এর কোন কিছুই কোন ব্যক্তিকে এই আইনের অধীনে দন্ডযোগ্য করিবে না যদি সে প্রমাণ করে যে উক্ত অপরাধ তাহার অগোচরে সংঘটিত হইয়াছিল বা সে উক্ত অপরাধ সংঘটন রোধকল্পে সে সর্বপ্রকার প্রচেষ্টা চালাইয়াছিল।

(৩) উপরাধা (১)-এ যাহা কিছুই থাকুক না কেন যেই ক্ষেত্রে অত্র আইন মতে কোন অপরাধ কোন কোম্পানী কর্তৃক সংঘটিত হইয়া থাকে এবং ইহা প্রমাণিত হয় যে অপরাধটি কোম্পানীর কোন পারিচালক, অংশীদার, ব্যবস্থাপক, সচিব বা অন্য কর্মকর্তার সম্মতিতে বা পরোক্ষ সম্মতিতে বা তাহাদের অবহেলা জনিত কারণে সংঘটিত হইয়াছে সেই ক্ষেত্রে এইরূপ পরিচালক, অংশীদার, ব্যবস্থাপক, সচিব বা অন্য কর্মকর্তা উক্ত অপরাধে দোষী বলিয়া বিবেচিত হইবে এবং তাহার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ পূর্বক দন্ড প্রদান করা যাইবে।

৪৫৪। সাক্ষী উপস্থাপন না হইলে সাক্ষ্য হিসাবে জবানবন্দীর গ্রহনযোগ্যতা

(১) যখনি, এই আইনের অধীনে বাংলাদেশের কোন স্থানে কোন আদালত বা ম্যাজিষ্ট্রেটের সম্মুখে, অথবা সাক্ষ্য গ্রহণ করার জন্য আইন দ্বারা বা পক্ষগণের সম্মতি দ্বারা অনুমোদিত কোন ব্যক্তির সম্মুখে, রুজুকৃত কোন আইনগত কার্যধারায়, কোন সাক্ষীর সাক্ষ্য আবশ্যক হয়, এবং বিবাদী বা অভিযুক্ত ব্যক্তি, যাহা প্রযোজ্য হয়, যুক্তিসঙ্গত সুযোগ প্রদান করা সত্ত্বেও উক্তরূপ আদালত, ম্যাজিষ্ট্রেট বা অনুমোদিত ব্যক্তির সম্মুখে উক্তরূপ সাক্ষী উপস্থাপনে ব্যর্থ হয়, তাহা হইলে উক্ত সাক্ষী কর্তৃক বাংলাদেশের কোন আদালত, বিচারক বা ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট বা কোন বাংলাদেশ কনসুলার কর্মকর্তার নিকট একই বিষয়ে পেশকৃত পূর্বেকার কোন জবানবন্দী সাক্ষ্য হিসাবে গ্রহণযোগ্য হইবে-

  (ক) যদি উক্ত জবানবন্দী যেই আদালত বা বিচারক বা ম্যাজিষ্ট্রেট বা কনসুলার কর্মকর্তার সম্মুখে করা হইয়াছে তাহার স্বাক্ষর দ্বারা সত্যায়িত হয়;

  (খ) যদি বিবাদী বা অভিযুক্ত ব্যক্তি উক্ত সাক্ষীকে নিজে বা এজেন্ট দ্বারা জেরা করিবার সুযোগ পায়; ও

  (গ) কার্যধারা ফৌজদারী হইলে, যদি ইহা প্রমাণিত হয় যে উক্ত জবানবন্দী অভিযুক্ত ব্যক্তির সম্মুখে করা হইয়াছিল।

(২) উক্তরূপ জবানবন্দী স্বাক্ষর করিয়াছে বলিয়া প্রতীয়মান হয় এমন কোন ব্যক্তির স্বাক্ষর বা তাহার সরকারী চরিত্র প্রমাণ করা আবশ্যক হইবে না; এবং এমন কোন ব্যক্তি কর্তৃক প্রদত্ত কোন প্রত্যয়নপত্র যে বিবাদী বা অভিযুক্ত ব্যক্তি সাক্ষীকে জেরা করিবার সুযোগ পাইয়াছিল এবং ফৌজদারী কার্যধারায় পেশকৃত কোন জবানবন্দী অভিযুক্ত ব্যক্তির সম্মুখে করা হইয়াছিল, বিপরীত কিছু প্রমাণিত না হইলে, চূড়ান্ত প্রমাণ বলিয়া বিবেচিত হইবে যে সে উক্তরূপ সুযোগ পাইয়াছিল ও জবানবন্দী উক্তরূপে করা হইয়াছিল।

৪৫৫। কতিপয় জাহাজত্যাগের অভিযোগের ক্ষেত্রে কার্যধারা

(১) যখন, কোন জাহাজের কোন নাবিক বা শিক্ষানবিশের বিরুদ্ধে জাহাজত্যাগ বা অনুমতিবিহীন ছুটির অপরাধের কার্যধারায়, এক চতুর্থাংশ, অথবা উক্ত জাহাজের নাবিকের সংখ্যা যদি বিশোর্ধ হয় তাহা হইলে অন্যূন পাঁচজন, নাবিক অভিযোগ করে যে, জাহাজখানি সমুদ্রযাত্রার পক্ষে অনুপযোগিতা, অতিরিক্ত বা অযথাযথভাবে মাল বোঝাইকরণ, ত্রুটিপূর্ন যন্ত্রপাতি অথবা অন্য কোন কারনে সমুদ্রযাত্রার উপযুক্ত নহে, অথবা জাহাজখানিতে থাকিবার জায়গা অপ্রতুল, তাহা হইলে, জাহাজত্যাগের অপরাধ আমলে লইবার ক্ষমতাসম্পন্ন আদালত উক্ত অভিযোগের সত্যতা সম্পর্কে সন্তুষ্টির লক্ষ্যে যাহা কিছু করিবার প্রয়োজন তাহাই করিবে এবং এতদুদ্দ্যেশ্যে অভিযোগকারী নাবিকগণের সাক্ষ্য গ্রহন করিবে ও অন্য কাহারো সাক্ষ্য প্রয়োজনীয় বলিয়া মনে করিলে তাহার উপরও সমন জারী করাইবে, এবং যদি এই মর্মে সন্তুষ্ট হয় যে অভিযোগখানি ভিত্তিহীন, তাহা হইলে মামলাটি বিচারার্থে গ্রহন করিবে, কিন্তু যদি উক্তরুপে সন্তুষ্ট না হয় তাহা হইলে বিচারের পূর্বে জাহাজখানি সার্ভে করিবার আদেশ দিবে।

(২) যে নাবিক বা শিক্ষানবিশ জাহাজত্যাগ বা অনুমতিবিহীন ছুটির অপরাধে অভিযুক্ত তাহার এই ধারার অধীনে সার্ভের জন্য আবেদন করিবার অধিকার থাকিবে না, যদি না সে জাহাজত্যাগের বা অনুমতিবিহীন ছুটির পূর্বে আত্নপক্ষ সমর্থনে অভিযোগকৃত অবস্থাসমূহ সম্পর্কে মাস্টারকে অবহিত করিয়া থাকে।

(৩) এই ধারার উদ্দেশ্য পূরণকল্পে আদালত যেকোন সার্ভেয়ারকে, অথবা অযৌক্তিক বিলম্ব বা খরচ ব্যতিরেকে সার্ভেয়ার পাওয়া সম্ভব না হইলে আদালত কর্তৃক নিযুক্ত যেকোন উপযুক্ত ব্যক্তি যাহার জাহাজ বা উহার মালামাল বা ভাড়ায় কোন স্বার্থ নাই তাহাকে, জাহাজখানি সার্ভে করিবার এবং আদালতের কোন প্রশ্ন থাকিলে তাহার উত্তর দিবার আদেশ দিতে পারিবে।

(৪) এইরুপ সার্ভেয়ার বা অন্য ব্যক্তি জাহাজখানি সার্ভে করিবে এবং তাহার লিখিত প্রতিবেদন আদালতের প্রত্যেক প্রশ্নের উত্তরসহ দাখিল করিবে, এবং আদালত পক্ষগণকে প্রতিবেদনখানা পাঠাইবে, এবং প্রতিবেদনে প্রকাশিত মতামত সমূহ যদি আদালতের সন্তুষ্টি অনুযায়ী ভুল প্রমানিত না হয় তাহা হইলে আদালত মামলাটি উক্ত মতামত অনুসারে মীমাংসা করিবে।

(৫) এই ধারা অনুসারে যে ব্যক্তি সার্ভে করিবে সে ধারা ৩২৪-এর উপধারা (৩)-এ উল্লেখিত সমস্ত ক্ষমতা অনুশীলন করিবে।

(৬) সার্ভের খরচ, যদি থাকে, নির্ধারিত হইবে সরকার কর্তৃক নির্ধারিত এবং এতদুদ্দেশ্যে সরকারী গেজেটে প্রকাশিত মূল্য তালিকা অনুযায়ী।

(৭) যদি ইহা প্রমাণিত হয় যে, জাহাজখানা সমুদ্রযাত্রার উপযোগী ছিলো এবং উহাতে থাকিবার স্থান পর্যাপ্ত ছিলো, তাহা হইলে যেই ব্যক্তির আবেদনের বা অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে সার্ভেখানা করা হইয়াছিল উক্ত ব্যক্তি সার্ভের ব্যয় বহন করিবে, এবং মাষ্টার বা জাহাজ মালিক উক্ত ব্যক্তির বকেয়া অথবা আগাম বেতন হইতে উহা কর্তন করিতে পারিবে, এবং উহা সরকারকে পরিশোধযোগ্য হইবে।

(৮) যদি ইহা প্রমাণিত হয় যে, জাহাজখানা সমুদ্রযাত্রার উপযোগী ছিলো না বা উহাতে থাকিবার স্থান অপর্যাপ্ত ছিলো, তাহা হইলে মাষ্টার বা জাহাজমালিক সার্ভের ব্যয় সরকারকে পরিশোধ করিবে, এবং যেই নাবিক বা শিক্ষানবিশ উক্ত কার্যধারার ফলস্বরূপ আটক রহিয়াছে তাহাকেও আদালত কর্তৃক নির্ধারিত ক্ষতিপূরন প্রদান করিতে বাধ্য থাকিবে।

৪৫৬। ক্ষতিসাধন করা বা দায়ী বিদেশী জাহাজ আটকের ক্ষমতা

(১) যখনি পৃথিবীর যে কোন প্রান্তে সরকার বা কোন বাংলাদেশী নাগরিক বা কোম্পানীর কোন সম্পত্তির ক্ষতি সাধন হয়, অথবা বাংলাদেশ জাহাজ ব্যতীত অন্য কোন জাহাজ এই আইনের কোন লংঘনের জন্য দায়ী থাকে, এবং অতঃপর যে কোন সময় উক্ত জাহাজ বাংলাদেশের কোন বন্দর বা স্থানে বা আঞ্চলিক জলসীমায় আবিষ্কৃত হয়, এ্যাডমিরালটি আদালত, উক্ত ক্ষতি বা দায় জাহাজের মাষ্টার বা কোন নাবিকের অসদাচরণ বা নৈপূণ্যের অভাব বা কোন লংঘনের কারণে উদ্ভব হইয়াছে এইরূপ অভিযোগকারী কোন ব্যক্তির আবেদনের প্রেক্ষিতে মূখ্য কর্মকর্তা, শুল্ক কমিশনার বা আদেশে উল্লেখিত কোন ব্যক্তি বরাবর জাহাজখানি আটকের নির্দেশ দিয়া একটি আদেশ ইস্যু করিতে পারিবে, এবং এইরূপ আদেশ বলবৎ থাকিবে যতক্ষণ পর্যন্ত না উক্ত জাহাজের মালিক, মাষ্টার বা

এজেন্ট উক্তরূপ ক্ষতি বা দায়ের দাবী পূরণ করে, অথবা উক্ত ক্ষতি বা দায় সংক্রান্ত কোন আইনগত কার্যধারা রুজু হইলে উহাতে ক্ষতিপূরণের সম্ভাব্য রায়ের ব্যয় সংক্রান্ত জামানত এ্যাডমিরালটি আদালতের সন্তুষ্টি সাপেক্ষে প্রদান না করা পর্যন্ত, এবং যেই কর্মকর্তা বা ব্যক্তি বরাবর উক্তরূপ আদেশ হয় সে তদনুসারে জাহাজ আটক করিবে।

(২) যখনি এই ধারার অধীনে কোন আবেদন করিবার পূর্বে ইহা প্রতীয়মান হয় যে যেই জাহাজ বিষয়ে আবেদন করা হইবে উহা বাংলাদেশ বা উহার আঞ্চলিক জলসীমা ত্যাগ করিতে পারে, যেকোন মূখ্য কর্মকর্তা বা শুল্ক কমিশনার উক্ত জাহাজ আটক করিতে পারিবে, যতক্ষণ পর্যন্ত না আবেদনখানা রুজু হয় ও উহার ফলাফল আটককারী কর্মকর্তার নিকট পৌঁছায়, এবং উক্ত কর্মকর্তা উক্তরূপ আটকের কারণে কোন ব্যয় বা ক্ষতিপূরণের জন্য দায়ী হইবে না যদিনা ইহা প্রমাণিত হয় যে যুক্তিসঙ্গত কারণ ব্যতিরেকেই উক্তরূপ আটক করা হইয়াছিল।

(৩) উক্তরূপ ক্ষতি বা দায় সংক্রান্ত কোন আইনগত কার্যধারায় জামানত প্রদানকারী ব্যক্তিকে বিবাদী করা হইবে, এবং এইরূপ কার্যধারার উদ্দেশ্যে সে ক্ষতিসাধনকারী জাহাজের মালিক বলিয়া বিবেচিত হইবে।

৪৫৭। অস্থাবর সম্পত্তি ক্রোকের মাধ্যমে বেতন ইত্যাদি সংগ্রহ

যখন এই আইনের অধীনে কোন শিপিং মাষ্টার বা ম্যাজিস্ট্রেট বা অন্য কর্মকর্তার বা কর্তৃপক্ষ কর্তৃক কোন মজুরী বা অন্য অর্থ পরিশোধের আদেশ হয়, এবং উক্ত অর্থ নির্দেশিত সময় বা পদ্ধতিতে পরিশোধিত না হয়, আদেশে উল্লেখিত অর্থ এবং খরচ হিসাবে রোয়েদাদকৃত অতিরিক্ত কোন অর্থ, ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক এতদুদ্দেশ্যে ইস্যুকৃত কোন পরোয়ানা দ্বারা যেই ব্যক্তিকে অর্থ পরিশোধের আদেশ দেওয়া হইয়াছিল তাহার সম্পত্তি ক্রোক ও বিক্রয়ের মাধ্যমে আদায় করা হইবে।

৪৫৮। জাহাজ ক্রোকের মাধ্যমে মজুরী, অর্থদন্ড ইত্যাদি সংগ্রহ

যখন কোন আদালত বা ম্যাজিস্ট্রেট বা অন্য কর্মকর্তা বা কর্তৃপক্ষের এই আইনের অধীনে কোন নাবিকের মজুরী, অর্থদন্ড বা অন্য কোন অর্থ পরিশোধ করিবার আদেশ দানের ক্ষমতা থাকে, উক্তরূপ আদিষ্ট ব্যক্তি যদি কোন জাহাজের মাষ্টার, মালিক বা এজেন্ট হয় এবং নির্দেশিত সময়ে ও পদ্ধতিতে উক্ত অর্থ পরিশোধ না করে, উক্ত আদালত বা ম্যাজিস্ট্রেট বা কর্মকর্তা বা কর্তৃপক্ষ, যাহা প্রয়োজ্য হয়, অর্থ পরিশোধ বাধ্যকরণে তাহার অন্য কোন ক্ষমতার অতিরিক্ত, পরোয়ানা দ্বারা অপরিশোধিত অর্থ জাহাজ ও উহার সরঞ্জামাদি ক্রোক ও বিক্রয়ের মাধ্যমে আদায় করিবার আদেশ দিতে পারিবে।

৪৫৯। বিদেশী জাহাজের বিরুদ্ধে কার্যধারা সম্পর্কে কনসুলার প্রতিনিধিকে প্রেরণীয় নোটিশ

যদি বাংলাদেশ জাহাজ ব্যতীত অন্য কোন জাহাজ এই আইনের অধীনে আটক হয় বা উক্ত জাহাজের মাষ্টার, মালিক বা এজেন্টের বিরুদ্ধে এই আইনের অধীনে কোন কার্যধারা রুজু হয়, তাহা হইলে জাহাজখানি যেই রাষ্ট্রে নিবন্ধিত সেই রাষ্ট্রে জাহাজখানি সাময়িকভাবে যেই বন্দরে অবস্থানরত সেই বন্দরের বা উহার নিকটবর্তী বন্দরের কোন কনসুলার কর্মকর্তাকে অনতিবিলম্বে একটি নোটিশ প্রেরণ করিতে হইবে, এবং উক্তরূপ নোটিশ জাহাজখানি কি কারণে আটক হইয়াছে বা কেন কার্যধারা রুজু হইয়াছে তাহা ব্যাখ্যা করিবে।

৪৬০। দলিলাদি জারী

যখন এই আইনের উদ্দেশ্যে কোন ব্যক্তির উপর কোন দলিল জারী করিতে হয়, উক্ত দলিল জারী হইবে-

(ক) যেকোন ক্ষেত্রে, যেই ব্যক্তির উপর জারী হইবে তাহার নিকট ব্যক্তিগতভাবে কপি পৌঁছানোর মাধ্যমে, বা তাহার সর্বশেষ বাসস্থানে কপি রাখিয়া যাওয়ার মাধ্যমে;

(খ) যদি দলিলখানা কোন জাহাজের মাষ্টারের উদ্দেশ্যে হয়, বা জাহাজের কোন ব্যক্তির উপর জারী করিতে হয়, তাহা হইলে, উহা জাহাজের দায়িত্বে থাকা বা দায়িত্বে রহিয়াছে বলিয়া প্রতীয়মান হয় এমন কোন ব্যক্তির কাছে রাখিয়া যাওয়ার মাধ্যমে; এবং

(গ) যদি দলিলখানা কোন জাহাজের মাষ্টারের উপর জারী করিতে হয় কিন্তু মাষ্টার না থাকে ও জাহাজখানা বাংলাদেশে থাকে, তাহা হইলে জাহাজের ব্যবস্থাপনা মালিকের উপর, বা যদি কোন ব্যবস্থাপনা

মালিক না থাকে, বাংলাদেশ বসবাসরত জাহাজের কোন এজেন্টের উপর, বা যেখানে এইরূপ কোন এজেন্ট না থাকে বা পাওয়া না যায়, জাহাজের মাস্তুলে একটি কপি সাঁটিয়া দেওয়ার মাধ্যমে;

(ঘ) যদি উক্ত ব্যক্তির ই-মেইল ঠিকানা জানা থাকে, দলিলের একটি স্ক্যানকৃত কপি উক্ত ই-মেইল ঠিকানায় প্রেরণের মাধ্যমে।

৪৬১। সত্যায়নের প্রমাণ আবশ্যক

যদি কোন দলিল এই আইনের অধীনে সাক্ষীর উপস্থিতিতে সম্পাদিত হইতে হয় বা সাক্ষী দ্বারা সত্যায়িত হইতে হয়, উক্ত দলিল যেই ব্যক্তি আবশ্যক ঘটনাদির সাক্ষ্য দিতে সক্ষম তাহার সাক্ষ্য দ্বারা প্রমাণ করা যাইবে, এবং সত্যায়নকারী সাক্ষীদিগকে ডাকিবার প্রয়োজন হইবে না।

৪৬২। অর্থদন্ডের প্রয়োগ

এই আইনের অধীনে অর্থদন্ড আরোপকারী কোন ম্যাজিস্ট্রেট, দরকার মনে করিলে, যেই কার্য বা দোষের কারণে উক্তরূপ অর্থদন্ড আরোপ করা হইয়াছিল উহার ফলে ক্ষতিগ্রস্থ ব্যক্তির ক্ষতিপূরণের জন্য বা রাষ্ট্রপক্ষের মামলার খরচ পরিশোধের জন্য দন্ডের সম্পূর্ণ বা অংশবিশেষ প্রয়োগ করিতে পারিবে।

৬৭তম অধ্যায়
বিবিধ

৪৬৩। কতিপয় ব্যক্তি সরকারি কর্মচারী হিসাবে বিবেচিত

নিম্নরূপ ব্যক্তিবর্গ দন্ডবিধির (১৮৬০ সালের ৪৫ নং আইন) ধারা ২১-এর অর্থ অনুযায়ী সরকারি কর্মচারী বলিয়া বিবেচিত হইবে-

(ক) এই আইনের অধীনে প্রত্যেক নৌপরিবহন মহাপরিচালক, নৌপরিবহন অতিরিক্ত মহাপরিচালক, নৌপরিবহন পরিচালক, মূখ্য কর্মকর্তা, সার্ভেয়ার, নৌপরিবহন মাষ্টার, জাহাজ ও নাবিক নিবন্ধক ও নৌপরিবহন কর্তৃপক্ষ।

(খ) এই আইনের অধীনে যোগ্যতা সনদ পাইতে ইচ্ছুক ব্যক্তিদের যোগ্যতা পরীক্ষার জন্য নিযুক্ত প্রত্যেক ব্যক্তি;

(গ) নাবিক ও অভিবাসন কল্যাণ পরিদপ্তরের প্রত্যেক পরিচালক;

(ঘ) ত্রয়োদশ অংশের অধীনে কর্মরত প্রত্যেক বিচারক, মূল্যায়ক, বৈজ্ঞানিক রেফারী ও অন্য ব্যক্তি;

(ঙ) সপ্তম অংশের অধীনে তদন্ত বা অনুসন্ধান পরিচালনার জন্য এই আইনে অধীনে অনুমোদিত প্রত্যেক ব্যক্তি;

(চ) এই আইনের অধীনে প্রত্যায়িত প্রত্যেক স্বতন্ত্র সার্ভেয়ার;

(ছ) বাংলাদেশের বিদেশগামী জাহাজের কর্তৃত্বে থাকা প্রত্যেক ব্যক্তি;

(জ) প্রত্যেক রেক রিসিভার, এবং তাহাকে সহযোগিতা করিবার জন্য আহুত সকল ব্যক্তি;

(ঝ) এই আইনের অধীনে কোন কার্যাবলী সম্পাদনের জন্য এই আইনের অধীনে নিয়োজিত প্রত্যেক অন্য কর্মকর্তা বা ব্যক্তি।

৪৬৪। বাংলাদেশ জাহাজে সংঘটিত মৃত্যুর কারণ অনুসন্ধান

(১) যদি বাংলাদেশী বিদেশগামী জাহাজে কোন ব্যক্তি মৃত্যুবরণ করে, জাহাজের নাবিক যেই বন্দরে খালাস হয় সেই বন্দরের নৌপরিবহন মাষ্টার, বা বাংলাদেশের পূর্বেকার কোন বন্দরের নৌপরিবহন মাষ্টার, উক্ত বন্দরে জাহাজ পৌঁছানোর পর, মৃত্যুর কারণ অনুসন্ধান করিবে, এবং দাপ্তরিক লগ্‌বুকে উহাতে লিপিবদ্ধ মৃত্যুর কারণ সংক্রান্ত বিবৃতি তাহার অনুসন্ধান অনুযায়ী সঠিক কি ভুল সেই বিষয়ে একটি পৃষ্ঠাংকন লিপিবদ্ধ করিবে।

(২) যদি, এইরূপ অনুসন্ধানের সময়, নৌপরিবহন মাষ্টারের নিকট প্রতীয়মান হয় যে সহিংসতা বা বেআইনী কার্যের মাধ্যমে জাহাজে মৃত্যু ঘটিয়াছে, সে হয় বিষয়টি সরকারের নিকট রিপোর্ট করিবে নতুবা, ঘটনার গুরুত্ব বুঝিয়া, অপরাধীকে সোপর্দ করিবার নিমিত্তে তাৎক্ষণিক পদক্ষেপ গ্রহণ করিবে।

(৩) এই ধারার অধীনে অনুসন্ধানের উদ্দেশ্যে, নৌপরিবহন মাষ্টার ধারা ৩২৪-এর উপধারা (২)-এ বর্ণিত সকল ক্ষমতা উপভোগ করিবে।

৪৬৫। স্বতন্ত্র জাহাজ সার্ভেয়ারের যোগ্যতা ও প্রত্যয়ন

(১) এই ধারার অধীনে প্রদত্ত কোন বৈধ সনদ ব্যতীত বাংলাদেশের কোন বন্দরে বা আঞ্চলিক জলসীমায় কোন ব্যক্তি স্বতন্ত্র জাহাজ সার্ভেয়ারের পেশা চর্চা করিবে না।

(২) উপধারা (১)-এ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, কোন কিছুই সরকার কর্তৃক এতদুদ্দেশ্যে সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা উল্লেখিত কোন ক্লাসিফিকেশন সোসাইটি কর্তৃক নিযুক্ত কোন ব্যক্তিকে তাহার চাকুরীর কোন দায়িত্ব পালনে হস্তক্ষেপ করিবে না।

(৩) মহাপরিচালক বাংলাদেশের কোন বন্দর বা আঞ্চলিক জলসীমায় স্বতন্ত্র জাহাজ সার্ভেয়ারের পেশা চর্চা করিতে ইচ্ছুক ব্যক্তিদের যোগ্যতা মূল্যায়নের জন্য যোগ্য ব্যক্তি নিযুক্ত করিতে পারিবে, এবং সরকারের অনুমোদনক্রমে প্রবিধান প্রণয়ন করিতে পারিবে-

    (ক) আবশ্যক যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা বা প্রশিক্ষণ নির্ধারণ করিয়া;
    (খ) আবশ্যক যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা বা প্রশিক্ষণের মূল্যায়ন পরিচালনা করিবার জন্য;
    (গ) স্বাস্থ্যগত যোগ্যতা ও বয়সসীমা নির্ধারণের জন্য;

(ঘ) যোগ্য ব্যক্তিদের সনদ ইস্যু ও নবায়নের জন্য ও উহার মেয়াদকালের জন্য;
(ঙ) কতিপয় সার্ভে যাহা এইরূপ সনদের মাধ্যমে পরিচালনা করা যাইবে তাহা নির্ধারণ করিয়া;
(চ) সনদের মূল্যায়ন, ইস্যু ও নবায়নের জন্য পরিশোধিতব্য ফির জন্য;
(ছ) এইরূপ সনদের ধারকদের অযোগ্যতা ও অসদাচরণের অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্ত পরিচালনার জন্য;
(জ) এইরূপ সনদের স্থগিতকরণ ও বাতিলকরণের জন্য।

(৪) কোন ব্যক্তি এই ধারার বিধানাবলী লংঘন করিয়া স্বতন্ত্র জাহাজ সার্ভেয়ারের পেশায় নিয়োজিত হইলে সে অনধিক এক লক্ষ ইউনিট অর্থদন্ডে দন্ডিত হইবে, এবং তাহার সম্পাদিত কোন কর্মের জন্য ফি বা পারিশ্রমিক দাবী করিয়া কোন মামলা করিতে পারিবে না।

৪৬৬। দায়িত্ব ইত্যাদি পালনে বাধাদান বা অন্তরায় সৃষ্টির দন্ড

যদি কোন ব্যক্তি কোন তদন্ত বা অনুসন্ধান করিবার বা কোন জাহাজে উঠিবার, সার্ভে বা পরিদর্শণ করিবার বা জাহাজখানিকে আটক করিবার জন্য এই আইনের অধীনে ক্ষমতা প্রাপ্ত কোন বিচারক, মূল্যায়ক, কর্মকর্তা বা অন্য ব্যক্তিকে বাধা প্রদান করে বা কোনরূপ অন্তরায় সৃষ্টি করে, অথবা এই আইনের অধীনে উক্তরূপ দায়িত্ব পালন বা ক্ষমতা অনুশীলনে অন্য কোনরূপে বাধা প্রদান করে, তাহা হইলে, উক্ত অপরাধের জন্য এই আইনে অন্য কোন শাস্তি বিধান না করা হইলে, এই ব্যক্তি এইরূপ প্রত্যেক অপরাধের জন্য অনধিক পঞ্চাশ হাজার ইউনিট অর্থদন্ডে দন্ডিত হইবে।

৪৬৭। প্রবিধান প্রণয়নের সাধারণ ক্ষমতা

এই আইনের অন্যত্র অর্পিত বিধি বা প্রবিধান প্রণয়নের ক্ষমতাকে ক্ষুন্ন না করিয়া সরকার, সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে এবং আর্ন্তজাতিক সমুদ্র সংগঠন বা আর্ন্তজাতিক শ্রম সংগঠন বা অন্য কোন সংগঠন কর্তৃক প্রণীত এবং বাংলাদেশ কর্তৃক গৃহীত সমুদ্র-বিষয়ক আর্ন্তজাতিক কনভেনশন-সমূহের বিধানাবলী কার্যকর করিবার উদ্দেশ্যে যে কোন প্রয়োজনীয় প্রবিধান প্রণয়ন করিতে পারিবে, এবং এইরূপ কনভেনশন সমূহ কার্যকর করিবার জন্য প্রণীত সকল প্রবিধান এই আইনের অংশ বলিয়া বিবেচিত হইবে এবং তদনুযায়ী কার্যকর হইবে।

৪৬৮। তথ্য

সরকার বাংলাদেশ কর্তৃক স্বাক্ষরিত বিভিন্ন সমুদ্র বিষয়ক কনভেনশনের শর্তাবলী বাস্তবায়ন করিবার উদ্দেশ্যে প্রণীত অত্র আইন এবং ইহার অধীনে প্রণীত বিধি, প্রবিধান ও আদেশের পান্ডুলিপি (পাঠ্যাংশ) আই, এম, ও, কে প্রেরণ করিবে, এবং উক্তরূপ প্রেরণ আইন প্রণয়নের যথাশীঘ্র সম্ভব হইতে হইবে।

৪৬৯। আর্ন্তজাতিক নিরীক্ষা

সরকার, বাংলাদেশ কর্তৃক স্বাক্ষরিত আই,এম,ও-র বাধ্যতামূলক দলিলাদির কার্যকর বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যে, আই,এম,ও সদস্য রাষ্ট্রের নিরীক্ষা স্কীমের কাঠামো ও পদ্ধতি অনুসারে আর্ন্তজাতিক নিরীক্ষা পরিপালন করিবার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহন করিবে ও নিরীক্ষা ফলাফলের ক্রমাগত পরিপালনের জন্য প্রয়োজনীয় সম্পদ সরবরাহ করিবে।

৪৭০। বিধি ও প্রবিধান ভঙ্গের ক্ষেত্রে দন্ড ও কার্যক্রম

এই আইনের অধীনে কোন বিধি বা প্রবিধান প্রণয়নকালে, সরকার নির্দেশ দিতে পারিবে যে উহার কোন বিধান লঙ্ঘিত হইলে, উক্ত লঙ্ঘনের কোন দন্ড এই আইনে সুস্পষ্টভাবে বিধৃত না হইলে, উহার শাস্তি হইবে অনধিক এক লক্ষ ইউনিট অর্থদন্ড, এবং উক্ত লঙ্ঘন ক্রমাগত হইল প্রথম দিনের পরবর্তী লঙ্ঘন চলাকালীন প্রত্যেক দিনের জন্য অতিরিক্ত অনধিক পাঁচ হাজার ইউনিট অর্থদন্ড।

৪৭১। কতিপয় অপরাধের বিচারের জন্য কর্মকর্তা নিযুক্তির ক্ষমতা

(১) ফৌজদারী কার্যবিধি ১৮৯৮ (১৮৯৮ সালের ৫নং আইন)-এ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, অথবা সাময়িকভাবে বলবৎ অন্য কোন আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, সরকার, সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, উহাতে বর্ণিত স্থানীয় অঞ্চলে কোন জাহাজ, নাবিক, যাত্রী, পণ্য বা পত্রাদির নিরাপত্তা বা কোন জাহাজকে অন্য জাহাজ, ব্যক্তি বা সম্পত্তির বিপদ ঘটানো হইতে রক্ষা সংক্রান্ত কোন বিধির লঙ্ঘন বা পরিপালনে ব্যার্থতার অপরাধ বিচার করিবার জন্য এক বা একাধিক কর্মকর্তা নিয়োগ করিতে পারিবে; এবং উক্তরূপ অপরাধের বিচাররত এইরূপ কর্মকর্তা, উক্ত বিচারের স্বার্থে, উক্ত কার্যবিধির অধীনে নিযুক্ত একজন ম্যাজিস্ট্রেট বলিয়া গণ্য হইবে এবং তাহার সম্মুখে কোন কার্যধারা এবং তাহার দ্বারা কোন দন্ডবিধি তদনুসারে কার্যকর হইবে।

(২) উপধারা (১)-এর অধীনে নিযুক্ত কোন কর্মকর্তা ফৌজদারী কার্যবিধির ধারা ২৬২ হইতে ২৬৫-তে বর্ণিত বিধানাবলী অনুসারে কোন অপরাধের সংক্ষিপ্ত বিচার করিতে পারিবে।

(৩) যখন উপধারা (১)-এর অধীনে উহাতে উল্লেখিত অপরাধের বিচার করিবার জন্য কোন কর্মকর্তা নিযুক্ত হয় এইরূপ কর্মকর্তা ব্যতীত অন্য কোন আদালত উক্ত অপরাধের বিচার করিবে না।

৪৭২। বিধি এবং স্কেল সংক্রান্ত কমিটি নিয়োগের ক্ষমতা

(১) এই আইনের অধীনে কোন বিধি, বিধান বা স্কেল তৈরী বা সংশোধন বিবেচনা করিবার সময় পরামর্শের জন্য সরকার এক বা একাধিক কমিটি নিয়োগ করিতে পারিবে যাহাতে উক্তরূপ বিধি ইত্যাদি দ্বারা প্রধানত প্রভাবিত স্বার্থের প্রতিনিধিত্বকারী ব্যক্তিগণ বা উক্ত বিষয়ে বিশেষ জ্ঞান সম্পন্ন ব্যক্তিগণ সদস্য থাকিবে।

(২) উক্তরূপ কমিটির সদস্যদের সরকার কর্তৃক নির্ধারিত ভ্রমন ও অন্যান্য ভাতাদি পরিশোধ করা হইবে।

৪৭৩। এই আইনের আওতা হইতে জাহাজ, ব্যক্তি এবং সত্ত্বার অব্যাহতির ক্ষমতা

সরকার এই আইন বা কোন প্রযোজ্য সামুদ্রিক কনভেনশনের বিধানের সহিত অসামঞ্জস্যপূর্ণ নহে এইরূপ কোন শর্ত আরোপ সাপেক্ষে এই আইনের কোন বিশেষ শর্ত হইতে কোন জাহাজ, ব্যক্তি বা সত্ত্বাকে অব্যাহতি দিতে পারিবে বা কোন জাহাজ, ব্যক্তি বা সত্ত্বার ক্ষেত্রে কোন শর্ত পালন আবশ্যক নহে বলিয়া ঘোষণা দিতে পারিবে যদি সন্তুষ্ট হয় যে এইরূপ শর্ত উল্লেখযোগ্যভাবে ইতিমধ্যে পরিপালিত হইয়াছে অথবা উহার পরিপালন অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে অনাবশ্যক।

৪৭৪। পাঠের ইংরেজী অনুবাদ প্রকাশ

এই আইন বলবৎ হইবার পর সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, এই আইনের একটি ইংরেজী পাঠ প্রকাশ করিবে, যাহা এই আইনের যথার্থ ইংরেজী পাঠ (Authentic English Text) বলিয়া অভিহিত হইবে।

৪৭৫। ইনডেমনিটি

এই আইনের অধীনে কোন ব্যক্তি কর্তৃক সরল বিশ্বাসে কৃত কোন কর্মের জন্য তাহার বিরুদ্ধে কোন আইনগত কার্যধারা রুজু করা যাইবে না।

৪৭৬। সংযুক্তি সংশোধনের ক্ষমতা

(১) সকলের অবগতির জন্য বিভিন্ন দলিলের শিরোনাম তফসিলে সংযুক্ত হইয়াছে।

(২) সরকার সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা তফসিল সংশোধন করিতে পারিবে।

৬৮তম অধ্যায়

রহিতকরণ, হেফাজত ও ক্রান্তিকাল

৪৭৭। রহিতকরণ

(১) উপধারা (২)-এর বিধান সাপেক্ষে তফসিল ১-এ উল্লেখিত বাংলাদেশ আইন সমূহ, যতদূর পর্যন্ত উহা বাংলাদেশ বা উহার কোন অংশের আইনের অংশ হিসাবে কার্যকর থাকে, এই আইনের সকল বিধানাবলী কার্যকর হইবার পর রহিত হইবে।

(২) যখন অত্র আইনের ভিন্ন ভিন্ন বিধান ভিন্ন ভিন্ন তারিখে কার্যকর হয়, যেই অংশ কার্যকর হইয়াছে শুধুমাত্র সেই অংশের অনুরূপ বাংলাদেশ আইনের অংশ রহিত হইবে।

৪৭৮। হেফাজত

(১) ধারা ৪৭৭ দ্বারা কোন আইন উক্তরূপে রহিতকরণ সত্ত্বেও, এবং জেনারেল ক্লজেজ আইন ১৮৯৭ (General Clauses Act 1897)-এর ধারা ২৪-এর বিধান ক্ষুন্ন না করিয়া-

(ক) এইরূপ আইনের অধীনে ইস্যুকৃত, প্রস্তুতকৃত বা প্রদত্ত কোন প্রজ্ঞাপন, বিধি, প্রবিধান, উপ-আইন, আদেশ বা অব্যাহতি এইরূপে কার্যকর হইবে যেন উহা অত্র আইনের অনুরূপ বিধানের অধীনে ইস্যুকৃত, প্রস্তুতকৃত বা প্রদত্ত হইয়াছে;

(খ) এইরূপ কোন আইনের অধীনে নিযুক্ত কোন কর্মকর্তা এবং নির্বাচিত বা গঠিত কোন ব্যক্তি/অঙ্গ বহাল থাকিবে এবং অত্র আইনে অনুরূপ বিধানের অধীনে নিযুক্ত, নির্বাচিত বা গঠিত, যাহা প্রযোজ্য হয়, হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে;

(গ) এইরূপ আইনের উল্লেখ আছে এমন দলিল এইরূপে অনূদিত হইবে যেন উহা, যতদূর সম্ভব, অত্র আইন বা ইহার অনুরূপ বিধান নির্দেশ করে;

(ঘ) এইরূপ কোন আইনের অধীনে বাংলাদেশের যে কোন বন্দরে রক্ষিত নিবন্ধন বহিতে রেকর্ডকৃত কোন জাহাজের বন্ধক অত্র আইনের অনুরূপ বিধানের অধীনে রক্ষিত নিবন্ধন বহিতে রেকর্ডভূক্ত হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে; এবং

(ঙ) এইরূপ কোন আইনের অধীনে ইস্যুকৃত, প্রদত্ত বা প্রস্তুতকৃত কোন ছাড়পত্র, সনদ বা দলিল যাহা এই আইন বা ইহার নির্দিষ্ট কোন বিধান কার্যকর হইবার সময় বলবৎ থাকে, উহা বহাল থাকিবে এবং এই আইনের অনুরূপ বিধানের অধীনে ইস্যুকৃত, প্রদত্ত বা প্রস্তুতকৃত হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।

৪৭৯। ক্রান্তিকাল

মহাপরিচালক, সরকারের অনুমোদনক্রমে, অত্র আইন কার্যকর হইবার পূর্বে বিদ্যমান নৌপরিবহন সংক্রান্ত ব্যবস্থাদির এই আইনের অধীনে উত্তরণের জন্য প্রয়োজনীয় ও কাঙ্খিত বিধান সম্বলিত প্রবিধান প্রণয়ন করিতে পারিবে।

Schedule 1

(*Vide section 477*)

The Bangladesh Law:-

The Bangladesh Merchant Shipping Ordinance, 1983 (XXVI of 1983)

Schedule 2

(*Vide section 435(1)*)

List of UN, IMO and ILO Conventions to which Bangladesh is a party:-

1. Convention on the International Maritime Organization (IMO), 1948
2. International Convention for the Safety of Life at Sea (SOLAS), 1974
3. Protocol of 1988 relating to the International Convention for the Safety of Life at Sea, 1988
4. The International Convention on Load Lines, 1966
5. Protocol of 1988 relating to the International Convention on Load Lines, 1966
6. The International Convention on Tonnage Measurement of Ships, 1969
7. The Convention on the International Regulations for Prevention Collisions at Sea, 1972
8. The International Convention on Standards of Training, Certifications and Watchkeeping for Seafarers, 1978 as amended in 1995
9. International Convention on Maritime Search and Rescue, 1979
10. The Special Trade Passenger Ships Agreement, 1971
11. The Protocol on Space Requirements for Special Trade Passenger Ships, 1973
12. Convention on the International Mobile Satellite Organization (IMSO C 1976)
13. Operating Agreement on the International Maritime Satellite Organization (INMARSAT OA), 1976
14. Convention on Facilitation of International Maritime Traffic, 1965
15. The International Convention for the Preventing of Pollution from the Ships, 1973, as modified by the Protocol of 1978 relating thereto {(MARPOL 73/78)-Annex I-II
16. The International Convention for the Preventing of Pollution from the Ships, 1973, as modified by the Protocol of 1978 relating thereto {(MARPOL 73/78)-Annex III
17. The International Convention for the Preventing of Pollution from the Ships, 1973, as modified by the Protocol of 1978 relating thereto {(MARPOL 73/78)-Annex IV
18. The International Convention for the Preventing of Pollution from the Ships, 1973, as modified by the Protocol of 1978 relating thereto {(MARPOL 73/78)-Annex V
19. The International Convention for the Preventing of Pollution from the Ships, 1973, as modified by the Protocol of 1978 relating thereto {(MARPOL 73/78)-Annex VI
20. The International Convention relating to Intervention on the High Seas in Cases of Oil Pollution Casualties, 1969
21. Convention for the Suppression of Unlawful Acts Against the Safety of Maritime Navigation (SUA), 1988
22. Protocol for the Suppression of Unlawful Acts Against the Safety of Fixed Platforms Located on the Continental Shelf, 1988
23. International Convention on Oil Pollution Preparedness, Response and Co-operation 1990 (ORPC) 90
24. International Convention on the Control of Harmful Anti-fouling Systems on Ships, 2001 (AFS 2001)
25. International Convention for the Control and Management of Ships' Ballast Water and Sediments, 2004 (BWM 2004)

26. Maritime Labour Convention 2006
27. The *United Nations Convention on the Law of the Sea* 1982

Schedule 3

(*Vide section 435(5)*)

List of IMO Convention to which Bangladesh is not a party:-

1. Protocol Relating to Intervention on the High Seas In Cases of Pollution by Substances Other than Oil, 1973, As Amended (Intervention Prot 1973)

2. Protocol of 1992 to Amend the International Convention on Civil Liability for Oil Pollution Damage, 1969 (CLC Prot 1992)

3. Convention Relating to Civil Liability In the Field of Maritime Carriage of Nuclear Material, 1971 (Nuclear 1971)

4. International Convention on the Establishment of an International Fund for Compensation for Oil Pollution Damage, 1971 (Fund 1971)

5. Protocol of 1992 to Amend the International Convention on the Establishment of An International Fund for Compensation for Oil Pollution Damage, 1971 (Fund Prot 1992)

6. Protocol of 2000 to the International Convention on the Establishment of An International Fund for Compensation for Oil Pollution Damage, 1971 (Fund Prot 2000)

7. Protocol of 2003 to the International Convention on the Establishment of An International Fund for Compensation for Oil Pollution Damage, 1992 (Fund Prot 2003)

8. International Convention for Safe Containers (CSC), 1972 (CSC 1972)

9. Athens Convention Relating to the Carriage of Passengers and Their Luggage by Sea, 1974 (PAL 1974)

10. Protocol to the Athens Convention Relating to the Carriage of Passengers and their Luggage by Sea, 1974 (PAL Prot 1976)

11. Protocol of 1990 to Amend the Athens Convention Relating to the Carriage of Passengers and their Luggage By Sea, 1974 (PAL Prot 1990)

12. Protocol of 2002 to the Athens Convention Relating to the Carriage of Passengers and their Luggage by Sea, 1974 (Pal Prot 2002)

13. Convention On Limitation of Liability for Maritime Claims, 1976 (LLMC 1976)

14. Protocol of 1996 to Amend the Convention On Limitation of Liability for Maritime Claims, 1976 (LLMC Prot 1996)

15. International Convention on Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Fishing Vessel Personnel, 1995 (STCW-F 1995)

16. Protocol of 2005 to the Convention for the Suppression of Unlawful Acts Against the Safety of Maritime Navigation (SUA 2005)

17. Protocol of 2005 to the Protocol for the Suppression of Unlawful Acts Against the Safety of Fixed Platforms Located On the Continental Shelf (SUA Prot 2005)

18. The International Cospas-Sarsat Programme Agreement (Cos-Sar 1988)

19. International Convention on Salvage, 1989 (Salvage 1989)

20. Protocol on Preparedness, Response and Co-Operation to Pollution Incidents by Hazardous and Noxious Substances, 2000 (OPRC-HNS 2000)
21. Torremolinos Protocol of 1993 Relating to the Torremolinos International Convention for the Safety of Fishing Vessels, 1977 (SFV Prot 1993)
22. Cape Town Agreement of 2012 on the Implementation of the Provisions of the Torremolinos Protocol of 1993 Relating to the Torremolinos International Convention for the Safety of Fishing Vessels, 1977
23. International Convention on Liability and Compensation for Damage In Connection With Carriage of Hazardous and Noxious Substances by Sea, 1996 (HNS 1996)
24. Protocol of 2010 to the International Convention on Liability and Compensation For Damage In Connection With the Carriage of Hazardous and Noxious Substances by Sea, 1996 (HNS Prot 2010)
25. International Convention on Civil Liability for Bunker Oil Pollution Damage, 2001 (Bunkers 2001)
26. Nairobi International Convention on the Removal of Wrecks, 2007 (Nairobi WRC 2007)
27. Hong Kong International Convention for the Safe and Environmentally Sound Recycling of Ships, 2009 (Hong Kong Convention)
28. Convention on the Prevention of Marine Pollution by Dumping of Wastes and Other Matter, 1972, as amended (LC 1972)

1996 Protocol to the Convention on the Prevention of Marine Pollution by Dumping of Wastes and Other Matter, 1972 (LC Prot 1996)